অশ্ববৈদ্যক।

অর্থাৎ—

অশ্বের শুভাশুভ লক্ষণ, জন্ম বিবরণ, প্রতিপালন, বাহনবিধি, পরিচর্য্যা বিধি,
রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, পুষ্টিবিধান প্রভৃতি
বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

হেতমপুরাধিপতি মহামান্য রাজা শ্রীযুক্ত সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
মহোদয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্যে সম্পাদিত।

হেতমপুরস্থ দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ও
রাজচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ভিষকচূড়ামণি
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম।
১৩২৫ সাল।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।
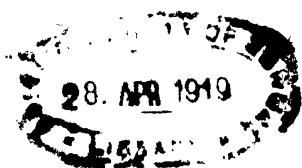
বিজ্ঞাপন।

পরম মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপায় অশ্ববৈদ্যক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানি মহামতি অশ্বশাস্ত্র বিশারদ সামন্ত শ্রীমদ্ জয়দত্ত কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয়স্থ পুস্তকাবলীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে অশ্বের শুভাশুভ লক্ষণ, জন্ম বিবরণ, প্রতিপালন, বাহন বিধি, পরিচর্য্যা বিধি, রোগের লক্ষণ তাহার প্রতিকার, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সুচারুরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চরকসংহিতার ন্যায় এই গ্রন্থে অশ্ব সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা মহারাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সৈনিক পুরুষ, অশ্ব চিকিৎসক, অশ্ব ব্যবসায়ী, অশ্ব পরিচালকগণেরও একান্ত প্রয়োজনীয়। বঙ্গভাষায় অশ্বচিকিৎসা সম্বন্ধে এরূপ কোনও গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত 'শালিহোত্র' ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত 'জিনাতুল খয়েল' নামক গ্রন্থ হইতে ইহা বৃহৎ ও জ্ঞাতব্য বিষয় অধিক থাকায় পরম উপাদেয়। ইহার চিকিৎসা প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী।

আমি এই গ্রন্থ অগ্নিপুরাণ, নকুল প্রণীত অশ্বশাস্ত্র, বৃহৎ সংহিতা, আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা, অমরকোষ, বৈদ্যকশব্দসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। ইহা দ্বারা অশ্বতত্ত্ব পরিজিজ্ঞাসু জন সাধারণের উপকার হইলে পরিশ্রম সফল মনে করিব।

মহামান্য হেতমপুরাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহানুভবের সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্যে এবং তদনুজ মাননীয় মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের উৎসাহে গ্রন্থখানি প্রচার করিতে সমর্থ হইলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

বিখ্যাতনামা সাহিত্যানুরাগী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্যে বিশেষ আনুকূল্য না করিলে সত্বর প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতাম। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

Index and titlepage—Printed at Hetampur Rajpress.
Subject matter—Printed at the Visvakosha Press.
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

অশ্ববৈদ্যকের সূচিপত্র।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

অশ্ববৈদ্যকের সূচীপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অশ্ববৈদ্যকের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

অশ্ব-বৈদ্যক

প্রথম অধ্যায়

উদ্দেশ

যিনি সকল প্রাণীর "শম্" অর্থাৎ মঙ্গল করেন বলিয়া শঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—যিনি চরাচর বিশ্বের "শিব" অর্থাৎ কল্যাণ-সম্পাদনের নিমিত্ত "শিবা" নাম ধারণ করিয়াছেন, এই দুই দেবতা শঙ্কর ও শিবাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া মহাত্মা বিজয়দত্তের পুত্র মহামতি জয়দত্ত অশ্ব-বৈদ্যক নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভগবান্ ধন্বন্তরি, মহামুনি শালিহোত্র এবং জগদ্বিখ্যাত মহামনা নকুল অশ্বজাতির শুভাশুভ-সূচক লক্ষণ, রোগ, ঔষধ, পথ্য ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে

যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি বিস্তীর্ণ এবং দুরধিগম, এ কারণ মহাসামন্ত জয়দত্ত অল্লায়াসে সাধারণের অবগতির জন্য ঐ সকল মুনি ও মহাত্মা-দিগের শাস্ত্র সম্যক্ আলোচনা করিয়া সংক্ষেপে অশ্বদিগের শুভাশুভসূচক লক্ষণ, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ ও চিকিৎসা এই অশ্ব-বৈদ্যক নামক গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই অশ্ববৈদ্যক নামক গ্রন্থ ৬৮ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহাতে এক হাজার আটশত শ্লোক আছে। এই সকল অধ্যায়ে অশ্বদিগের প্রদেশ, লক্ষণ, আয়ু, বয়স, দশার বিভাগ, ক্ষেত্র, জন্মভূমি, বাহন, বন্ধ্যা-চিকিৎসা, প্রসূতি-চিকিৎসা, অশ্ব-শাবকের প্রতি-পালন, দ্রব্যমাত্রা-বিধি, দ্রব্যগুণ, পোষণক্রম, ক্ষার-অগ্নি, ও শস্ত্রকর্ম্ম, শিরাবেধবিধি, অনুবাসনবস্তিবিধি, নিরূহবস্তিবিধি, নস্যকর্ম্ম, স্বেদবিধি, স্নেহপান-বিধি, তৈলপাক, ঘৃতপাক, শ্রান্তোপচার, ত্রিবিধ অরিষ্ট, বেধারিষ্ট, কটিবেধ, মৃগী, বায়ু-পিত্ত-কফের প্রকোপহেতু, ব্যাধিনির্দ্দেশ, মুখরোগ, নেত্ররোগ-প্রকরণে—কাচ, প্রচার ও রক্তদোষ, পাটল, মুগ্ধ-জাল, মুগ্ধক, বুদবুদ, পূযস্রাব, জলস্রাব, প্রসন্নান্ধ,

প্রথম পরিচ্ছেদ

নক্তান্ধ, তিমির, রক্তস্রাব, অভিষ্যন্দ, চিপিটক্, বর্ত্মার্কুন্দ ইত্যাদি। রক্তবিঘাত, শিরোরোগ ও অন্যান্য রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা, রোগের সাধ্য-অসাধ্য, কষ্টসাধ্যনির্ণয়, অশ্বদিগের প্রকৃতি ও রসোন ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতির রসায়ন বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অশ্বশরীরে প্রদেশ-বিভাগ

অশ্বদিগের শুভাশুভ-লক্ষণ, রোগের চিহ্ন ও চিকিৎসা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অশ্ব-শরীরে প্রদেশ-বিভাগ, অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও নাম জানা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব এই অধ্যায়ে প্রদেশ-জ্ঞান-বিষয়ের উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। অশ্বহিতাকাঙ্ক্ষী মহানুভবগণ এ বিষয়ে অবধান করিবেন।

জিহ্বা বলিয়া যাহার প্রসিদ্ধি আছে অর্থাৎ লোকে যাহাকে জিহ্বা বলে, তাহার নিম্নদেশের নাম "সূনা" অর্থাৎ অধোজিহ্বিকা (আলজিব)। জিহ্বার উপরিভাগে তালুপ্রদেশ। তালুর অগ্রভাগে দন্তপীঠ অর্থাৎ দন্তবেষ্ট (দাঁতের আধার-মাড়ি), এই দন্তবেষ্টে দাঁতসকল বাহির হয়। অশ্বদিগের মুখের সম্মুখে দাঁত উপরে ও নিম্নে দুই সারিতে

জন্মিয়া থাকে। গো প্রভৃতি পশুর ন্যায় কেবল নিম্ন সারিতে জন্মে না। নীচের দন্তবেষ্টের নিম্নভাগকে চিবুক কহে।

আর চিবুকের ঊর্দ্ধভাগকে অধরোষ্ঠ কহে। চিবুকের দুই পাশের নাম হনু (চোয়াল)। মুখের দুই পাশে দুইটী স্থানের নাম সৃক্ক অর্থাৎ সৃক্কণী। উপরের ঠোঁটের ঊর্দ্ধভাগকে প্রপাণ বলে। তাহার ঊর্দ্ধভাগের নাম প্রোথ। প্রোথের নিকটে নাসিকার দুইটি ছিদ্র আছে।

নাসার ছিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া চক্ষুকোটর পর্য্যন্ত স্থানের নাম ঘোণা (নাকদাঁড়ি)।

ঘোণা অর্থাৎ নাকদাঁড়ির দুই পাশে দুইটি গণ্ড অর্থাৎ (গাল)। তাহার দুই পাশের নাম ক্ষীরিকা। চক্ষুর নিম্নভাগের নাম অশ্রুপাত অর্থাৎ যেখানে চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়ে তাহার নাম অশ্রুপাত। চক্ষুঃসীমান্ত হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত যে স্থান তাহাকে অপাঙ্গ বলা যায়। চক্ষুকোটরের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম কনীনিকা।

এই কনীনিকার মধ্যে সাদা ও কৃষ্ণ দুইটি ভাগ আছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণভাগের নাম মণ্ডল, চক্ষুর

আচ্ছাদনের নাম বর্ত্ম (পাতা)। চোখের পাতার উপরিভাগের নাম অক্ষিকূট।

অক্ষিকূটের উপরিভাগে দুই ধারে দুইটি ভ্রূ আছে। তাহার উর্দ্ধে ললাট, ললাটের উপরিভাগে কেশান্ত, কেশান্তের উর্দ্ধে শ্রুবস্থান, শ্রুবেরই উন্নতভাগে মস্তক, মস্তকের দুইপার্শ্বে দুইটী কর্ণ। কর্ণদ্বয়ের মূলভাগ দুইটির নাম শঙ্কুলী।

পূর্ব্বোক্ত অপাঙ্গ স্থানের দুই অঙ্গুলি দূরে শঙ্খ-স্থান। শঙ্খ ও কর্ণ সীমান্তভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম কটাক্ষ। কর্ণের ছয় অঙ্গুলি নিম্নভাগে বিদু নামে এক মর্ম্মস্থান আছে। ঘণ্টাবন্ধনের নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম নিগাল।

নিগাল স্থানের অধোদেশে গলা, তাহার অধো-ভাগের নাম কণ্ঠ। অনন্তর আনুপূর্ব্বিক ভাবে বক্ষঃ, ক্রোড়, হৃদয় ও কুক্ষি অধোভাগে অবস্থান করে অর্থাৎ কণ্ঠের অধোভাগে বক্ষঃ, বক্ষের অধো-ভাগে ক্রোড়, ক্রোড়ের অধোভাগে হৃদয় ও হৃদয়ের অধোভাগে কুক্ষি। গ্রীবা অর্থাৎ ঘাড়, ইহা লোক প্রসিদ্ধ। এই গ্রীবার উপরে কেশর জন্মে। গ্রীবা ও স্কন্ধস্থানের মধ্যবর্ত্তী ভাগের নাম বাহু

অর্থাৎ বহন করিবার জন্য যে স্থানে হাস্কা পরান হয়।

বাহ স্থানের উপরিভাগের নাম কাকস্ বা ককুদ (ঝুঁট)। তাহার পর পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম আসন।

ককুদের (ঝুঁটের) নিম্নভাগে দুই পাশে দুইটি অংস। অংসের অপর নাম নিবন্ধ। অংসদ্বয়ের অধোভাগে দুইটি বাহু। বাহুদ্বয়ের মধ্যে ছয় অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের নাম বাহ্য।

বাহুদ্বয়ের অভ্যন্তরভাগে "কিণ" নামে দুইটি স্থান আছে, ইহা অতি প্রসিদ্ধ। এই কিণ স্থানের নিম্নে "জানু"। জানুর উপরিভাগের নাম "কলাচী" এবং নিম্নভাগের নাম "মন্দির"। এই জানুর অধোদেশে জঙ্ঘা। জঙ্ঘার দুই পার্শ্বের দুই স্থানের নাম "কলা"। জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধিস্থল আছে তাহাকে ঐষিক বলে। এই সন্ধিস্থলের উপরিভাগের নাম "পলিহস্ত" এবং নিম্নভাগের নাম কূর্চ্চ, এই কূর্চ্চ স্থানের মধ্যভাগের নাম কিণ, এবং অধোভাগের নাম কুষ্টিক, এই কুষ্টিকের নিম্নেই খুরসন্ধি। খুরসন্ধির নিম্নভাগে খুর

অবস্থিত। খুরের দুই পার্শ্বের স্থানকে পার্ষ্ণি অর্থাৎ গোড়ালি বলে। খুরের অগ্রভাগে নখ উৎপন্ন হয়, (যাহা লাল বাঁধাইবার কালে কাটিয়া ফেলা হয়) খুরের তলের যে স্থান মাংসহীন তাহাকে মণ্ডূকী কহে। আর খুরের তলে যে স্থান মাংসময়, তাহার নাম ক্ষীরিকা।

পূর্ব্বে হৃদয়স্থানের অধোভাগে কুক্ষি স্থান বলা হইয়াছে, এই কুক্ষি স্থান (কুক্) হৃদয়ের অধোভাগে দুই পার্শ্বে অবস্থিত জানিবে। কুক্ষির (কুক্ স্থানের) মধ্য স্থলে "রন্ধ্র"। রন্ধ্র স্থানের ঊর্দ্ধভাগে "উপ-রন্ধ্র" নামক স্থান।

উদর (পেট) পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত, এই উদরের মধ্যভাগে নাভি। নাভি হইতে একটি রোমের রেখার মত স্থান আছে, তাহাকে রোম-রাজি কহে। অনন্তর মূত্রকোষ, অর্থাৎ লিঙ্গের থলি, (যাহাতে লিঙ্গ লুক্কায়িত থাকে)।

কটি অর্থাৎ কোমরের পশ্চিমভাগে যে দুইটি "পুট" অর্থাৎ উচ্চ স্থান আছে, তাহাদিগকে স্ফিক্ অর্থাৎ পাছা বলে। পুচ্ছমূলের মাংসময় স্থানকে পুচ্ছমূল কহে। ইহার নিম্নভাগে "পায়ু" বা গুহ্য

দ্বার, এই গুহ্য-দ্বারের নিম্নদিকে একটী সীবনী, [সেলাই করার মত একটী চিহ্ন] আছে, তাহাকে সীবনী বলে। সীবনী-চিহ্নের নিম্নে অণ্ড-কোষ। অতঃপর কটিসন্ধি অর্থাৎ কোমরের সন্ধি-স্থান, (এই স্থানে কুম্‌রী রোগ হয়) এই স্থানের নিম্নভাগে উরুসন্ধি, অর্থাৎ স্ফিকের অস্থির সহিত উরু-অস্থির সংযোগস্থান। অনন্তর উরু, এই উরু-অস্থির শেষভাগের নাম উরূপান্ত অর্থাৎ উরু-স্থানের শেষভাগ। এই স্থানে ফলক-অস্থি অর্থাৎ জঙ্ঘাস্থির সহিত উরু-অস্থির সন্ধি হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে ফলসন্ধি কহে।

এই ফলসন্ধির নিম্নভাগের নাম স্থুর, তাহার অধো-ভাগের নাম মন্দির, মন্দিরের নিকটে "কিণ" স্থান, ইহার পরে ক্রমশঃ অধোভাগে কলা, কূর্চ ও কুষ্ঠিকা।

খুরের নিম্নভাগে মণ্ডুকী স্থান। বক্ষঃ, গ্রীবা, মস্তক ও মুখ এই সকল অঙ্গ পূর্ব্বকায়ে অর্থাৎ অগ্রশরীরে সন্নিবেশিত আছে। পৃষ্ঠদেশের নাম মধ্যম অবয়ব। আর কটিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া খুরের শেষ পর্য্যন্ত স্থানের নাম পশ্চিমকায় অর্থাৎ পশ্চাৎ শরীর। পূর্ব্বশাস্ত্রানুসারে এই সকল প্রদেশ বর্ণিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

(অঙ্গ-লক্ষণ)

মহামুনি শালিহোত্র অশ্বদিগের যে সকল শুভাশুভ লক্ষণ বলিয়াছেন, আমরা এই অধ্যায়ে সেই সকল বর্ণনা করিব। যেহেতু অশুভ লক্ষণযুক্ত অশ্ব, গ্রহণের উপযুক্ত নয়। অতএব যে সকল অশ্বের শুভলক্ষণ আছে, আর যে সকল লক্ষণে রাজাদিগের জয়বৃদ্ধি হয়, এবং সকল প্রকার দোষ নষ্ট হয় এইরূপ অশ্বের লক্ষণ বলা যাইতেছেঃ—

সম্প্রতি অশ্বদিগের শরীরস্থ লক্ষণ বলা যাইতেছে।

ওষ্ঠ, সৃক্কণী, জিহ্বা, দন্ত, মুখ, তালু, নাসিকা, গণ্ডদ্বয়, নেত্রদ্বয়, ললাট, মস্তক, কেশ, কর্ণপুট, গ্রীবা, কেশর, স্কন্ধ, বক্ষঃ, বাহু, জঙ্ঘা, জানু, কূর্চস্থান, পাদচতুষ্টয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠভাগ, কুক্ষি, কটি, পুচ্ছ, লিঙ্গ, অণ্ডকোষ ও উরুদ্বয় এই সকল অবয়ব ও প্রত্যবয়বে যে সকল সুলক্ষণ ও অলক্ষণ থাকে, তাহা বলা হইতেছে।

আর আবর্ত্ত (ভুঙুরি), পুণ্ড্রক (ডোরা ডোরা দাগ), পুষ্প (বিন্দু বিন্দু চিহ্ন) (ভাষায় যাহাকে ফুল উঠা বলে), গতি (চাল), বর্ণ (রং), স্বর (গলার আওয়াজ), মহাদোষ, উৎপাত, শরীরের কান্তি, গন্ধ, সত্ত্ব ও প্রমাণ দ্বারা অশ্বদিগের যেরূপে শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। ত্রিকালজ্ঞ শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যথাক্রমে বলা হইতেছে।

১। অশ্বদিগের ওষ্ঠদ্বয় যদি ঈষৎ রক্তবর্ণ, লোমহীন এবং কোমল হয়, তাহা হইলে তাহা শুভ লক্ষণ।

আর প্রোথস্থান যদি (নাসা-ছিদ্রের উপরিভাগ) (যাহার সাহায্যে অশ্বগণ নাকের শব্দ করে) বেশ সুন্দর ও উন্নত হয় তবে ইহা অতি প্রশস্ত।

ইহার বিপরীত হইলে বর্জ্জনীয়। অশ্বের সৃক্কণীদ্বয় (ওষ্ঠ-পার্শ্বদ্বয়) Corner of the mouth মৃদু হওয়া উচিত।

জিহ্বার রক্ততা প্রশংসনীয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ জিহ্বা কালবর্ণের বা মিশ্রবর্ণের বা ব্যাঘ্র-

জিহ্বার মত জিহ্বা হইলে তাহা দোষাবহ। কিন্তু জিহ্বা পাতলা এবং দীর্ঘাকৃতি হইলে ভাল।

দন্তগুলি ঘন ঘন, চিক্কণ, সুগঠিত, ও (দাঁতের মাড়িতে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট) সমান (উচু নীচু নহে) হইলে উত্তম।

নিম্ন ও ঊর্দ্ধভাগে ছয়টী ছয়টী করিয়া দন্ত হওয়াই সম্ভব। ইহার অধিক বা ন্যূন ভাল নয়।

অশ্বদিগের মুখমণ্ডল উচ্চনাসিকাবিশিষ্ট, নির্মাংস ও প্রিয়দর্শন হইবে। মুখের অভ্যন্তরভাগ সুগন্ধি হইলে সে অশ্ব শ্রেষ্ঠ, বিপরীত নিন্দিত। ইহাদিগের তালু রক্তবর্ণ, নাসিকাদ্বয় পুটাকার অর্থাৎ শোভন আবরণযুক্ত এবং গণ্ডস্থল (গাল্ দুটী) নাত্যুচ্চ নাতিনীচ (ফলতঃ সমান) হইলে তাহা শুভজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে।

অশ্বদিগের নেত্রদ্বয় মদ্য বা মধুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, দীর্ঘ, প্রশস্ত এবং সুবদ্ধ অথবা স্বর্ণ-বর্ণ-বিশিষ্ট ও বিশাল হইলে শুভদায়ক। কিন্তু নির্গত (বাহির হইয়া পড়া), টেরা ও ঘোলাটে চক্ষু ভাল নহে। অশ্বজাতির ললাট (কপাল) প্রশস্ত, অনিম্ন

ও আবর্ত্তযুক্ত (ভুঙ্‌রিবিশিষ্ট) হইলে শাস্ত্রকারেরা তাহাকে সুলক্ষণ বলিয়া থাকেন।

মস্তক দুইটী ভুঙ্‌রির দ্বারা ভূষিত ও গোল, এবং সমান হইবে। আর মাথার চুল মৃদু, চিক্কণ ও বহুল পরিমাণে উদ্গত হইবে।

যে অশ্বের কর্ণদ্বয়ে বড় বড় লোম থাকে না, কিন্তু কর্ণের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হয় আর কর্ণ মোটা হয় না কিন্তু ছোট ছোট হয়, এই অশ্ব প্রশস্ত।

অশ্বের গ্রীবাদেশ সুবৃত্ত (গোলাকার), কুঞ্চিত (বক্র) হইলে সেই অশ্ব ধন-ধান্য বৃদ্ধি করে।

অশ্বের কেশর (ঘাড়ের উপরিভাগের লোম) মৃদু হইবে, কদাচ জটাবদ্ধ হইবে না। আর স্কন্ধ সুদৃঢ় এবং সুবদ্ধ (সুগঠিত) হইবে।

বক্ষঃস্থল বিপুল (চওড়া), শিরাবিহীন, নির্গত-প্রায় এবং বাহুদ্বয় (অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয়ের জানুর উপরিভাগ) বৃক্ষের ন্যায় সরল হইবে। জানুদ্বয় গূঢ় (সংবৃত), জঙ্ঘা দুইটী অবক্র (সরল) এবং মাংসবিহীন, কূর্চস্থান গোলাকার, সমান, অনুন্নত, নাতিনীচ, এবং গ্রন্থি ও ব্রণশূন্য হইবে। খুর চারিটী গাধার খুরের মত গোলাকার, দৃঢ়সন্ধি-

বিশিষ্ট এবং অধোদেশে দৃঢ় মাংসযুক্ত হইবে। পার্শ্বদ্বয় বৃত্ত ও মাংসল (মাংস দ্বারা শোভিত) ও সমান আকার (উচু-নীচুবিহীন) হইবে।

উদর অবিলম্বা (ঝুলিয়া না পড়া) এবং সুবৃত্ত (জমাটভাবে সংলগ্ন)। আর পৃষ্ঠদেশ সমান (উচু-নীচুহীন) অনতিদীর্ঘ (কিঞ্চিৎ বিনত), কটিদেশ (কোমর) গোল, স্থূল ও জমাট হইবে।

পুচ্ছ (লেজ) চিক্কণ, কোমল ও দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ দ্বারা শোভিত। আর অণ্ডদ্বয় সমান, গোলাকার, ঈষৎ লম্বমান ও লোমবিহীন হইবে। লিঙ্গ হ্রস্ব (ছোট) এবং কৃষ্ণবর্ণবিহীন হইলে ভাল। উরুদ্বয় আনুপূর্ব্বিকভাবে (ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে) আয়ত অর্থাৎ স্থূল হইবে। পশ্চাৎ পদের জঙ্ঘা ও খুর, অগ্রবর্ত্তী পদের ন্যায় হইবে (অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী পদে যে যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, পশ্চাৎ পদেও সেই সেই লক্ষণ অবগত হইবে)।

অশ্বদিগের অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে যে সকল শুভ লক্ষণের কথা বলা হইল, অশ্ব-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক মুনিগণ এতাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট অশ্বকেই উত্তম অশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আবর্ত্ত (ভুঙ্‌রি)।

অনন্তর অশ্বদিগের শরীরে শুভাশুভব্যঞ্জক আবর্ত্তের (ভুঙ্‌রির) বিষয় বলা হইতেছে। এই আবর্ত্ত সমষ্টিতে ৯৬ ছিয়ানব্বইটী, তন্মধ্যে অশ্বদিগের প্রপাণাদি শুভপ্রদেশে যে ২০ বিংশতি প্রকার (ভুঙ্‌রি) প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহারা শুভদায়ক।

আর নাসিকা-পুট প্রভৃতি স্থানে যে ৭৬ ছিয়াত্তর প্রকার আবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তাহারা অশুভদায়ক বলিয়া জানিবে।

অশ্ব-শাস্ত্রকার মহাত্মা নকুল ১৩ তের প্রকার মাত্র শুভ ভুঙ্‌রির কথা বলিয়াছেন। এই সকল ভুঙ্‌রির অবস্থিতির স্থান ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

ললাট, মস্তক, গ্রীবা, হৃদয়, পদ, পক্ষ, মণিবন্ধ, নাভিদেশ, স্কন্ধ, পার্শ্ব, গল, মুখ, কুক্ষি, রন্ধ্র ও কটিদেশ—

এই পঞ্চদশ স্থানে পঞ্চদশ প্রকার ভুঙ্‌রি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে রন্ধ্র ও কটিদেশ ব্যতীত অন্য ত্রয়োদশ স্থানের ভুঙ্‌রি বিশেষ শুভাবহ।

শুক্রাচার্য্য বলেন, গল মধ্যে, পৃষ্ঠ মধ্যে, ওষ্ঠের উপরিভাগে, অধরের নিম্নভাগে, কর্ণ ও নেত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, বাম কুক্ষি ও পার্শ্বদ্বয়ে এবং উরুদ্বয়ে যে সকল ভুঙ্‌রি বিদ্যমান থাকে, তাহারা শুভপ্রদ। আর পদদ্বয়ের অগ্রভাগে যে সকল আবর্ত্ত (ভুঙ্‌রি) প্রকাশিত হয়, তাহারা ভাল বলিয়া জানিবে। কপালে যদি এক জোড়া ভুঙ্‌রি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমুৎপন্ন হইয়া প্রকাশ পায়, তবে তাহাদের নাম সূর্য্যচন্দ্র হয়। ইহা অশ্বদিগের অত্যন্ত শুভ চিহ্ন।

বৃহৎসংহিতায় বলা হইয়াছে, . যে সকল ভুঙ্‌রি প্রপাণ (উপরি ঠোঁট), গল, কর্ণ ও পৃষ্ঠ-মধ্যে, চক্ষুর্দ্বয়ের উপরিভাগে, ওষ্ঠ, উরু, বাহু, কুক্ষি, পার্শ্ব ও ললাট স্থানে সমুদ্ভূত হয়, তাহারা অতি শুভ ফলদায়ক।

অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, সৃক্কণী-দ্বয়ে, (Corner of the mouth) ললাটে, কর্ণমূলে, নিগালপ্রদেশে (ঘণ্টাবন্ধন-স্থানে), বাহু-মূলে, ও গলদেশে যে সকল ভুঙ্‌রি জন্মিয়া থাকে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ।

প্রপাণ অর্থাৎ ওষ্ঠের উপরিভাগে যে সকল আবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তাহারা শুভফল দান করে।

আর সৃক্কণীদ্বয়ে যে আবর্ত্ত দেখা যায়, তাহা সর্ব্বকাম ফলপ্রদ।

ইহারা সংখ্যায় ৩ তিনটী বা ৪ চারিটী হইয়া থাকে।

ললাটদেশে যদি দুইটী ভুঙ্রি বাহির হয়, তাহা হইলে অশ্ব ধন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ললাটে যদি আনুপূর্ব্বিকভাবে তিনটি ভুঙ্রি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে নিঃশ্রেণী কহে। এই নিঃশ্রেণী নামক আবর্ত্ত অশ্বস্বামীর সর্ব্বার্থসাধক হয়।

শুক্রাচার্য্য বলেন যে, কপালে উপর্য্যুপরিভাবে পৃথক্ পৃথক্ ৩ তিনটী ভুঙ্রি হইলে শুভ হয়। আর অতি সংলগ্নভাবে উৎপন্ন হইলে অশুভ হয়।

.কিন্তু ত্রিকোণ আকারে উৎপন্ন হইলে তাহা দুঃখদায়ক হয়।

এ সম্বন্ধে নকুল বলেন যে, ললাটে ঊর্দ্ধাধো-ভাগে ৩ তিনটী ভুঙ্রি উৎপন্ন হইলে তাহার নাম

ত্রিকূট। এই ত্রিকূট আবর্ত্ত অশ্ব-স্বামীর অশ্ব বৃদ্ধি-কারক হইয়া থাকে।

মস্তক ও কেশ সীমান্তের, মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম শ্রুব। এই স্থানে ভুঙ্‌রি হইলে অশ্বস্বামীর সর্ব্বত্র জয় হয়।

ঘণ্টা-বন্ধন-সমীপবর্ত্তী স্থানের নাম নিগালদেশ।

এই নিগাল স্থানের ভুঙ্‌রিকে দেবমণি কহে। ইহা শুভদায়ী।

অশ্বদিগের কর্ণমূলে, বাহুদ্বয়ে, কেশ-সীমান্ত-প্রদেশে এবং মস্তকে যে সকল ভুঙ্‌রি জন্মিয়া থাকে, তাহারা সকলেই ভাল।

পরন্তু মস্তকের ভুঙ্‌রি বিশেষ শুভজনক। যে অশ্বের বক্ষঃস্থলে ৪ চারিটী ভুঙ্‌রি দেখা যায় এবং কণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে একটী ভুঙ্‌রি লক্ষিত হয়, সেই অশ্ব সর্ব্বকামপ্রদ ও ধন্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

নকুল ও শুক্রাচার্য্য বলেন, যদি কর্ণমূলে ও কর্ণ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ২ তুইটী আবর্ত্ত (ভুঙ্‌রি) হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিজয় বলা যায়। এই বিজয় নামক শুভ চিহ্ন যুদ্ধ-কালে জয়প্রদ হইয়া থাকে। আর কণ্ঠদেশে যে বৃহদাকারের একটী
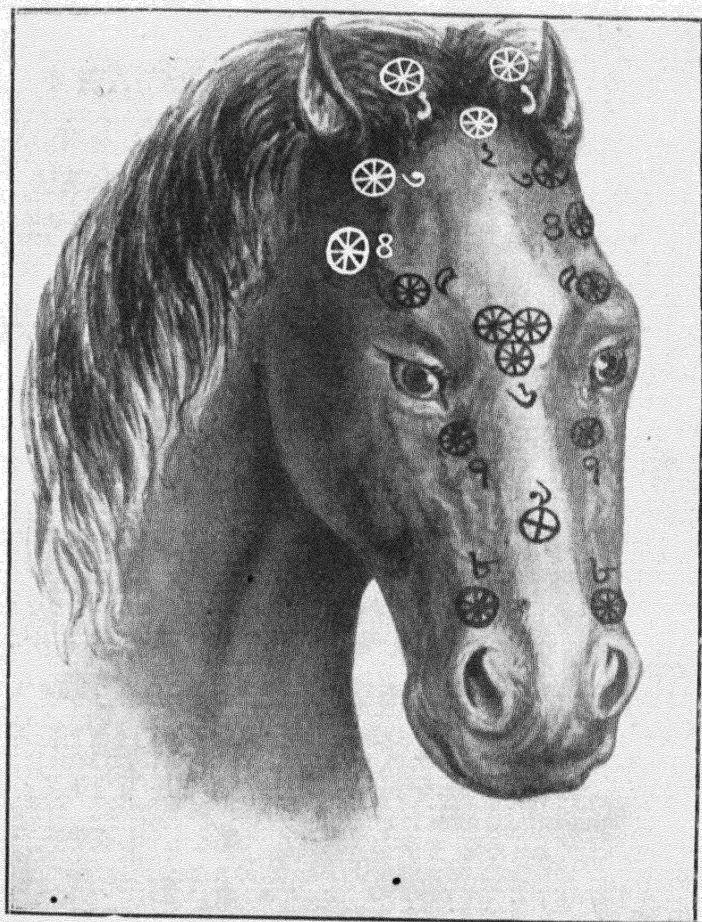
১—শুভ।
২—শুভ।
৩—শুভ।
৪—অশুভ।
৫—অশুভ।

৬—অশুভ। পৃথক পৃথক থাকিলে শুভ।
৭—অশুভ।
৮—অশুভ।

৯—শুভ।
মুখমণ্ডলে শুভ।
নাসিকা দণ্ডে যে কোন স্থানে থাকিলে শুভ।

আবর্ত্ত (ভুঙ্‌রি) উৎপন্ন হয়, তাহার নাম চিন্তামণি। এই ভুঙ্‌রি চিন্তিতার্থ বৃদ্ধি করে বলিয়া ইহার নাম চিন্তামণি হইয়াছে। আর রন্ধ্র-স্থানে (কুকের মাঝে) যদি ভুঙ্‌রি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে যাঁহার অশ্ব তাঁহার অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। রন্ধ্র স্থান অপেক্ষা উপরন্ধ্র স্থানের (রন্ধ্র প্রদেশের উপরিভাগে) ভুঙ্‌রি অতিশয় শুভ ফলদায়ক জানিবে। যে সকল ভুঙ্‌রি শুভ প্রদেশে (ওষ্ঠের উপরিভাগ প্রভৃতি স্থানে) শঙ্খ, চক্র, গদা, বজ্র ও ঝিনুকের আকারে উৎপন্ন হয়, তাহারা বিশেষরূপে শুভ, অর্থাৎ শুভ ফলদায়ক হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে শুক্রাচার্য্য বলেন—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বেদি, স্বস্তিক, প্রাসাদ, তোরণ (গেট্), ধনুঃ, পূর্ণ কুম্ভ, মাল্য, মৎস্য, খড়্গ ও শ্রীবৎস আকৃতি-বিশিষ্ট আবর্ত্ত সকল অতীব শুভদায়ক।

অনন্তর যে সকল আবর্ত্ত অশ্ব স্বামীর ক্লেশ-দায়ক এবং ধনপ্রাণাপহারক অর্থাৎ অশুভজনক, ফলতঃ অতি নিন্দিত, তাহাদের বিষয় বলা হইতেছে।

নাসিকা ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম

"প্রোথ" ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রোথ স্থানে জাত আবর্ত্ত অশ্বস্বামীকে বিনাশ করে। আর নাসিকা ছিদ্রের ঊর্দ্ধভাগে উৎপন্ন আবর্ত্ত অশ্বস্বামীর ক্লেশকারক হয়।

অশ্বদিগের গালে প্রায়ই ভুঙ্রি হয় না। দৈবাৎ যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে অশ্ব-স্বামীর মৃত্যু হয়। কিন্তু এ বিষয়ে নকুলের মতের বিভিন্নতা আছে। তিনি বলেন, অশ্বের বাম গণ্ডস্থলে ভুঙ্রি বর্ত্তমান থাকিলে তাহার ফলে ধন ক্ষয় হয়।

আর দক্ষিণ গণ্ডস্থলে (ডাঁন দিকের গালে) ভুঙ্রি থাকিলে তাহা শুভদায়ক এবং অশ্বস্বামীর সুখ-সম্পদ বৃদ্ধিকারক হয়। এ সম্বন্ধে শুক্রা-চার্য্যেরও মতভেদ আছে।

তিনি নকুলের মতের পক্ষপাতী হইয়াও কিছু বিশেষ বলিয়াছেন। যথা—

যদি অশ্বদিগের দুই গণ্ডস্থলে দুইটী ভুঙ্রি থাকে, তাহা হইলে যশোবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধি হয়। আর বাম গণ্ডস্থলের ভুঙ্রির নাম "সাবর্ত্ত", ইহা অশ্বের স্বামিনাশক।

১—অশুভ।
২—শুভ। তুই পার্শ্বে শুভ একপার্শ্বে অশুভ।
৩—শুভ।
৪—অশুভ।
৫—বাম গালে অশুভ, দক্ষিণ গালে শুভ, উভয় গালে থাকিলে শুভ
৬—অশুভ।
৭—শুভ। ইহারা একত্রে ৩।৪টী হইয়া থাকে।
৮—৮।১০।১১ একত্রে শুভ কিন্তু ঘাড়ের চুলের উপর অশুভ।
৯—শুভ।
১০—শুভ।
১১—শুভ।
১২—অশুভ।
১৩—অশুভ।

১৪—অশুভ।
১৫—অশুভ। (ধুমকেতু)
১৬—অশুভ।
১৭—শুভ।
১৮—অশুভ।
১৯—অশুভ।
২০—অশুভ।
২১—অশুভ। বাম কুক্ষে ও তুই পার্শ্বে শুভ।
২২—অশুভ। মতান্তরে শুভ
২৩—শুভ।
২৪—অশুভ।
২৫—শুভ।
২৬—শুভ।
২৭—শুভ।
২৮—অশুভ।
২৯—অশুভ।
৩০—অশুভ।

দক্ষিণ গণ্ডস্থলের ভুঙ্‌রির নাম "শিব", ইহা অশ্বস্বামীর শুভদায়ক।

দুই গণ্ডস্থলে দুইটী ভুঙ্‌রির নাম "ইন্দ্র", ইহারা নৃপতির রাজ্য বৃদ্ধি করে।

পূর্ব্বপ্রদেশ—বিভাগ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—অপাঙ্গের দুই অঙ্গুল দূরে যে স্থান আছে, তাহার নাম "শঙ্খ"। অশ্বস্বামীর বিনাশের জন্য এই স্থানে ভুঙ্‌রি জন্মিয়া থাকে।

চক্ষুর্দ্বয়ের অধোদেশের নাম অশ্রুপাত (যে স্থলে চক্ষের জল গড়াইয়া পড়ে), এই অশ্রুপাত স্থানে এক ভয়ঙ্কর ভুঙ্‌রি হয়, ইহাতে অশ্বস্বামীর বংশ সমূলে ধ্বংস হয়।

ভ্রূ প্রদেশে সমুদ্ভূত আবর্ত্ত (ভুঙ্‌রি) শুভদায়ক নহে। ইহা অশ্বস্বামীর বন্ধু-বিচ্ছেদ ও অর্থ হানি করে।

মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যে শিরা আছে, তাহার নাম "মন্যা", তাহার উপরে ভুঙ্‌রি হইলে তাহা অতি কুৎসিত।

কিন্তু শুক্রাচার্য্য বলেন,—গ্রীবাস্থলে (ঘাড়ে) তিনটী ভুঙ্‌রি হইলে তাহা অতি শুভজনক।

এতাদৃশ অশ্ব রাজমন্দিরে থাকিবার উপযুক্ত।

দুই কক্ষে (দুই কুকে) দুইটী ভুঙ্রি হইলে অশ্ব যুদ্ধে স্বামীকে নাশ করে।

এ সম্বন্ধে নকুল বলেন, এক কক্ষে একটী ভুঙ্রি হইলেও অশ্ব যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যুদায়ক হয়। আর দুই কক্ষে দুইটী হইলেও স্বামী নাশ করে।

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—যদি অশ্বের মুখে দুইটী ভুঙ্রি এবং কুক্ষি-প্রদেশে একটী ভুঙ্রি থাকে, তাহা হইলে অশ্ব ও অশ্বস্বামীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে।

চিবুকের বাম ও দক্ষিণবর্ত্তী স্থানের নাম "হনু" (jaw), এই স্থলের ভুঙ্রি অতি ভয়ানক। চিবুক বলিতে নীচেকার ঠোঁটের নিম্নভাগ বুঝিতে হইবে। এই স্থলের ভুঙ্রি মঙ্গলদায়ক।

কর্ণদ্বয়ের ভুঙ্রিও ভাল নহে। শুক্রাচার্য্য বলেন, কর্ণ সমীপে ভুঙ্রি এবং শৃঙ্গ উৎপন্ন হইলে তাহা অতীব নিন্দিত লক্ষণ অর্থাৎ অশুভদায়ক।

কণ্ঠ ও নিগালপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে গলা বলে। এই স্থানের আবর্ত্ত মন্দ আর স্কন্ধসন্ধিগত ভুঙ্রি অশুভজনক।
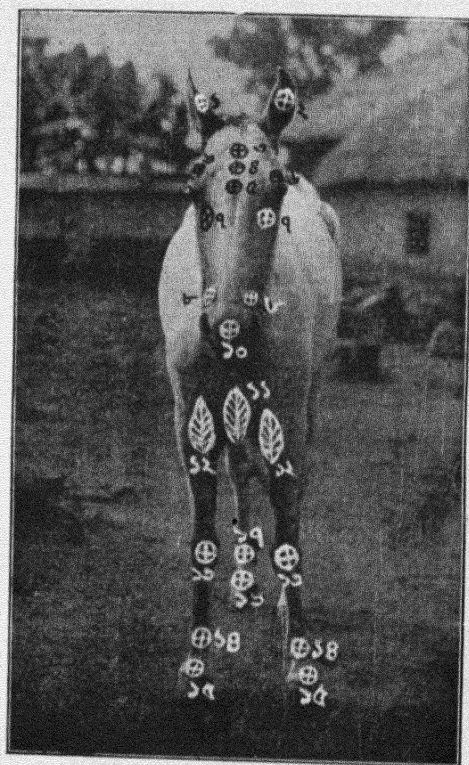
১। অশুভ।

২। দুইটী কানে হইলে শুভ।
একটী কানে থাকিলে অশুভ।

৩। ৩।৪।৫ একত্রে শুভ।
ইহা সংযুক্ত থাকিলে অশুভ।
একটী থাকিলে শুভ।

৪। শুভ।

৫ শুভ।

৬। অশুভ।

৭। অশুভ।

৮। অশুভ।

১০। শুভ।

১১। অশুভ।

১২। শুভ।

১৩। অশুভ।

১৪। অশুভ।

১৫। অশুভ।

১৬। অশুভ।

১৭। অশুভ।

জঙ্ঘাদ্বয়ের নিম্নভাগে যে গ্রন্থি (গাঁইট) আছে, তাহার নাম কুর্চ। এই স্থানে আবর্ত্ত জন্মিলে অশ্ব-স্বামীর সংগ্রামে জীবন নষ্ট হয়।

শুক্রাচার্য্য বলেন,—গল মধ্যভাগে যদি একটী ভুঙ্‌রি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই আবর্ত্ত সর্ব্ব প্রকার অশুভ নিবারণ করে।

আর স্কন্ধের পার্শ্বে একটী আবর্ত্ত হইলে তাহাকে "পদ্ম" বলা যায়, ইহা অশ্বস্বামীর নিরন্তর সুখ বর্দ্ধন করে।

কূর্চ স্থানের অষ্টাঙ্গুল ঊর্দ্ধে যে স্থান আছে তাহার দুই পার্শ্বের স্থানের নাম কলা। এই স্থানের ভুঙ্‌রি, শরাঘাতের দ্বারা অশ্বস্বামীর জীবন-নাশ সূচনা করে।

বৃষের যেরূপ স্কন্ধের উপরিভাগে একটী ঝুঁট থাকে, অশ্বদিগেরও ঐ স্থানে খুব ছোট একটী ঝুঁট আছে। এই স্থানে ভুঙরি হইলে অশ্বকে "ককুদাবর্ত্তী" বলে, ইহা স্বামিনাশক।

এই ঝুটের অগ্রবর্ত্তী স্থানের নাম বহ বা বাহ। এই স্থানের ভুঙ্‌রি অশ্বস্বামীর বিনাশ ঘোষণা করে।

বহু স্থানের সমীপে কাকস্ বলিয়া যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আবর্ত্ত উৎপন্ন হইলে অশ্ব যুদ্ধ-ক্ষেত্রে স্বামীর সহিত হত হইয়া মাংসাশী জন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইয়া থাকে।

ক্রোড় (কোল), আসন (পৃষ্ঠভাগে বসিবার স্থান), হৃদয় ও জানুদ্বয়ে ভুঙ্রি থাকিলে অশ্ব নিঃসংশয় স্বামীকে নষ্ট করে।

অশ্বদিগের হৃদয়ে যে ভুঙ্রি হয় তাহাকে ভাষায় "হৃদ্দল" কহে। ইহার ফল বড়ই অশুভ, ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে।

আর অশ্বদিগের দুই পার্শ্বে ভুঙ্রি থাকিলে অশ্বস্বামীর ধন-প্রাণ ক্ষয় হয় এবং সূর্য্য যেমন শিশির বিন্দুকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, সেইরূপ ঐ অশ্ব আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত অশ্বস্বামীকে ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া বিনাশ করে।

জানুদেশের ভুঙ্রি সম্বন্ধে নকুল বলেন যে জানুদেশস্থ ভুঙ্রি অশ্বস্বামীর প্রবাস ও ক্লেশ-দায়ক। শুক্রাচার্য্যেরও এ বিষয়ে এইরূপ অভিমত দেখা যায়।

কূর্চদেশের অধোভাগকে "কুষ্ঠিক" বলে। এই
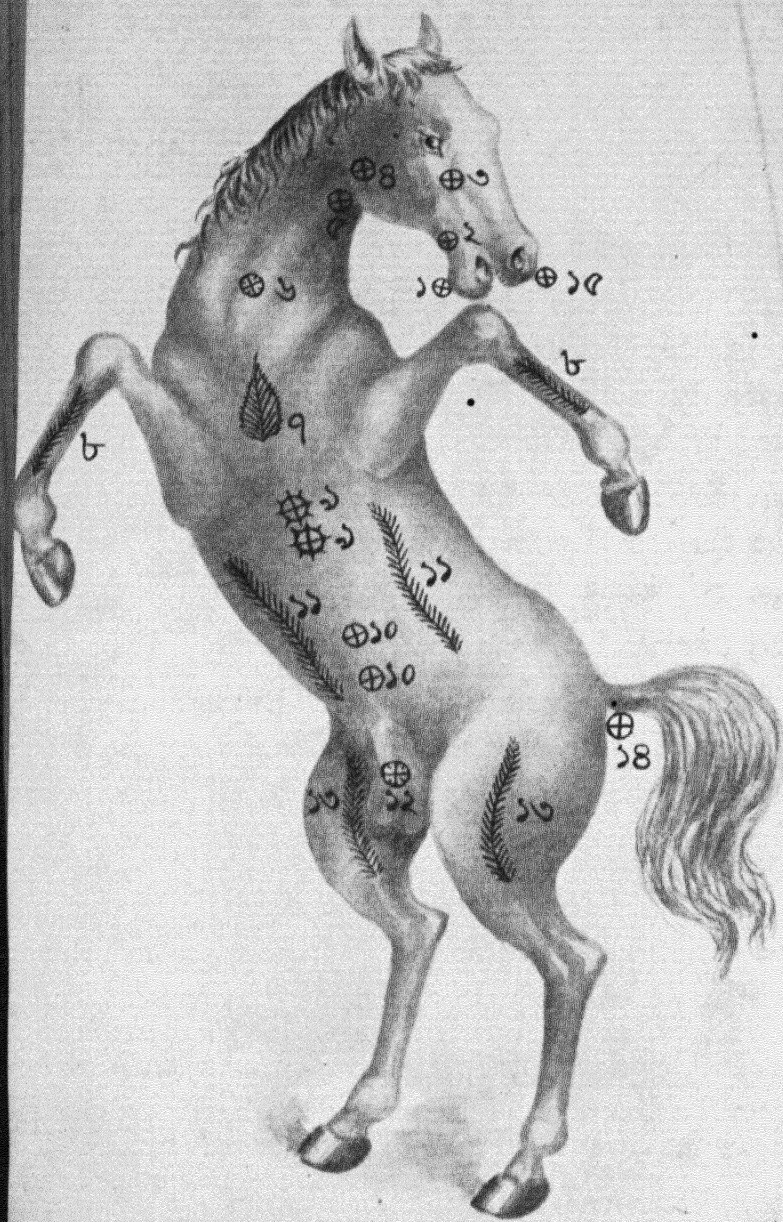
১—শুভ।
২—শুভ।
৩—অশুভ।
৪—অশুভ।
৫—শুভ।
৬—অশুভ। বৃহৎ সংহিতার মতে শুভ।

৭—অশুভ।
৮—অশুভ
৯—শুভ।
১০—অশুভ।
একটী থাকিলেও অশুভ।

১১—শুভ।
কাহারও মতে অশুভ।
১২—অশুভ।
১৩—শুভ।
১৪—অশুভ।
১৫—শুভ।

কুষ্ঠিক স্থানে এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে আবর্ত্ত উৎপন্ন হইলে তাহা মন্দ ফল দান করে।

ত্রিক, (কটি-সন্ধি) নাভি ও অণ্ডকোষ স্থানে জাত আবর্ত্ত ঐরূপ ফল দান করে।

পুচ্ছের (লেজের) মূলে আবর্ত্ত উৎপন্ন হইলে তাহা শুভদায়ক হয় না।

শুক্রাচার্য্যের মতে ত্রিক স্থানে জাত আবর্ত্ত স্ত্রীগণের বিনাশক।

নকুলের মতে পুচ্ছদেশ-জাত আবর্ত্তের নাম "ধূম-কেতু", ইহা অনর্থকারী। এতাদৃশ অশ্ব ত্যাজ্য।

কুক্ষিদেশের আবর্ত্ত অশ্ব-স্বামীর রোগ জন্মাইয়া থাকে।

মল-দ্বারের নিকটে যে আবর্ত্ত উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রকারেরা তাহাকে নিন্দিত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অশ্বদিগের স্ফিকৃপিণ্ড (পাছা) হইতে আরম্ভ করিয়া "স্থূরক" স্থান (উরু সমীপবর্ত্তী স্থান, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে আবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম লিঙ্গাবর্ত্ত। এই আবর্ত্ত অশ্ব-স্বামীর সর্ব্বার্থবিনাশক।

অনন্তর—আবর্ত্ত (ভুঙ্রি) কত জাতীয় অর্থাৎ কয় প্রকার হয় এবং তাহাদের নাম ও স্বরূপ বলা হইতেছে।

আবর্ত্ত ৮ অষ্ট প্রকার যথা—

শতপাদী, মুকুল, আবর্ত্ত, সঙ্ঘাত, পাদুক, অর্দ্ধপাদুক, শুক্তি ও অবলীঢ়। এই ৮ অষ্টপ্রকার আবর্ত্ত অশ্বদিগের শুভ-অশুভ জ্ঞাপন করে।

তন্মধ্যে শতপাদীর (কাণ্ডাই অথবা কাণকুটারীর) ন্যায় আকার বিশিষ্ট আবর্ত্তকে শতপাদী কহে।

এ বিষয়ে শুক্রাচার্য্য বলেন, মধ্যদণ্ড হইতে অর্থাৎ মেরুদণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পার্শ্বগামী রোমরাজির দ্বারায় শতপাদীর আকারে আবর্ত্ত উৎপন্ন হইলে তাহাকে শতপাদী কহে।

পৃষ্ঠাভিমুখী শতপাদী আবর্ত্তবিশেষ অশুভ-দায়ক নহে।

জাতী-পুষ্পের মুকুলের ন্যায় (চামেলীর কুঁড়ির মত) আবর্ত্ত জন্মিলে তাহাকে "মুকুল" বলে। অর্থাৎ চামেলীর ফুলের স্তবকে কুঁড়িগুলি চারিদিকে উত্থিত হইলে যেরূপ দেখায় সেইরূপভাবে অশ্ব-
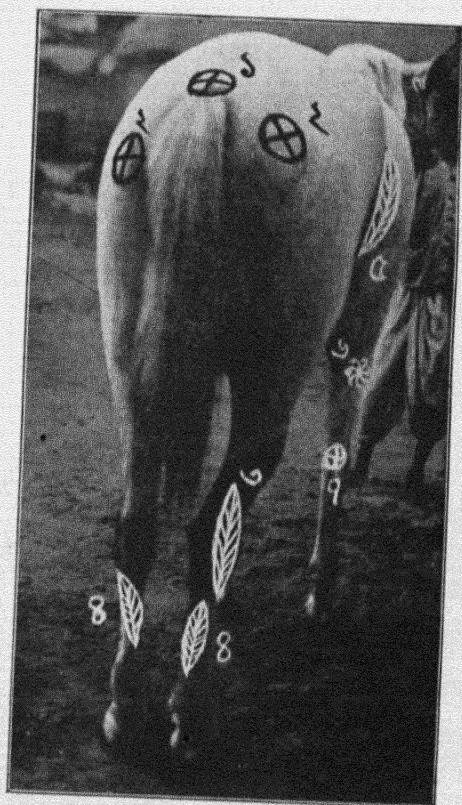
১—অশুভ।
২—অশুভ।
৩—শুভ।

৪—অশুভ।
৫—দক্ষিণ কুক্ষে অশুভ।
বাম কুক্ষে শুভ।
দুই কুক্ষে থাকিলে শুভ।

৬—শুভ।
৭—অশুভ।

দিগের শরীরের লোমগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত-ভাবে উৎপন্ন হইয়া "মুকুল" নামে আবর্ত্ত সৃজন করে।

রোমরাজি ঘূর্ণিতভাবে উৎপন্ন হইয়া আবর্ত্ত নামে ভুণ্ড্রি উৎপাদন করে।

আর সঙ্ঘাত নামক আবর্ত্তের লোমগুলি একই লোমকূপ হইতে যেন উত্থিত হইয়াছে এরূপ চিহ্ন দেখা যায়।

ঝিনুকের আকারের আবর্ত্তকে "শুক্তি" আবর্ত্ত কহে। এই আবর্ত্তে লোমগুলি এরূপভাবে উৎপন্ন হয় যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন একখানি ঝিনুক অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

বাছুরের জিভের মত আকারে যে আবর্ত্ত উত্থিত হয় তাহাকে "অবলীঢ়" কহে।

পাদুক ও অর্দ্ধপাদুক নামক আবর্ত্তদ্বয়ে রোম-রাজি পাদুকার আকার ও অর্দ্ধপাদুকার আকার ধারণ করে। এই জন্য ইহাদের নাম "পাদুক" ও "অর্দ্ধপাদুক"।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারদ্বয়ের বাক্যানুসারে আবর্ত্ত সকলের নাম ও স্বরূপ নির্ণয় করা গেল।

যে অশ্ববিৎ মহানুভবগণ অশ্বদিগের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত আছেন তাঁহারা অবহিতচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া শুভ-অশুভ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

যে স্থানে একটি শুভ ও অন্যটি অশুভ; দুইটি আবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, সেখানের একটিও ফলদায়ক নহে। অর্থাৎ শুভ-অশুভ কিছুই হইবে না। কারণ এক অন্যের ফল নষ্ট করে।

দোষী অশ্বের দোষ খণ্ডনের উপায়—

একমাত্র স্বর্ণ সমস্ত দোষ নষ্ট করিতে সমর্থ।

অতএব অশ্ব-স্বামীর অশ্বের দোষ দূরীকরণ জন্য ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ দান করা বিধেয়, অথবা বিদ্যাদি-গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে একটি বেগবান্ ও গুণবান অশ্ব দান করিয়া ইচ্ছামত অশ্ব ক্রয় করিতে পারেন, ইহাতে কোন দোষ নাই।

কিন্তু কাকুদী অশ্ব (যে অশ্বের ঝুঁটের উপর ভুণ্ডুরি জন্মে) কোনমতেই গ্রহণ করিবে না।

যে অশ্বের বক্ষঃস্থলে সুস্পষ্টভাবে শ্রীবৃক্ষ (অশ্বদিগের হৃদয়ে শ্বেতবর্ণের লোমাবলীর দ্বারায়

যে ভুঁও্রি জন্মে তাহাকে শ্রীবৃক্ষ কহে) নামে চিহ্ন আছে তাহাকে "শ্রীবৃক্ষকী" কহে।

আর অঙ্গদ ও মুষলের আকারে চিহ্ন থাকিলে যথাক্রমে "অঙ্গদী" ও "মুষলী" কহে।

এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট অশ্ব রাজ্য-রত্নপ্রদ।

প্রপাণ-স্থানে (উপরিকার ঠোঁটের নিকটবর্ত্তী স্থান) যে আবর্ত্ত থাকে, তাহার নাম "মারুত"।

ললাটস্থিত আবর্ত্তের নাম "হুতাশন"। বক্ষঃ-স্থলের দুইটি আবর্ত্তের নাম "অশ্বিনীকুমারদ্বয়"।

মস্তকে অবস্থিত আবর্ত্তদ্বয়ের নাম "চন্দ্র-সূর্য্য"। রন্ধ্র-স্থানে উৎপন্ন আবর্ত্তদ্বয়ের নাম "স্কন্দ ও বিশাখ"।

আর উপরন্ধ্র স্থানে সমুদ্ভূত আবর্ত্তদ্বয়ের নাম "হর ও হরি" হইয়া থাকে।

এই দশ প্রকার আবর্ত্ত বিশেষ শুভদায়ক।

অগ্নিপুরাণে উক্ত আছে, রন্ধ্র-স্থানে দুইটি, উপরন্ধ্র স্থানে দুইটি, (রন্ধ্র ও উপরন্ধ্রের বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) মস্তকে দুইটি, বক্ষঃ-স্থলে দুইটি, প্রপাণে একটি ও ললাটে একটি এই দশটি আবর্ত্ত সুখজনক।

ললাটে যে আবর্ত্ত থাকে তাহার নাম "সূর্য্য"। এই সূর্য্য নামক আবর্ত্ত অশ্ব-স্বামীর অশ্ব-সম্পদ্ বৃদ্ধি করে।

শুক্রাচার্য্যের মতে কপালে ঊর্দ্ধমুখে আবর্ত্ত হইলে শুভদায়ক হয়।

নকুল বলেন, কপালে এক জোড়া আবর্ত্ত উৎপন্ন হইলে তাহা রাজার রাজ্য-বৃদ্ধি করে।

কিন্তু শুক্রাচার্য্য বলেন, কপালে দুইটি ও মস্তকে একটি আবর্ত্ত উৎপন্ন হইলে অশ্বকে "পূর্ণ-হর্ষ" বলিয়া থাকে। ইহা অতি উত্তম।

কপালের চন্দ্র-সূর্য্য নামে দুইটি আবর্ত্ত পৃথক্ পৃথক্ভাবে উৎপন্ন হইয়া শুভ-ফল দান করে। মিলিতভাবে উৎপন্ন হইলে মধ্যফল, আর অতি সংলগ্নভাবে উৎপন্ন হইলে দুষ্টফল উৎপন্ন করে।

বৃহৎসংহিতার মতে প্রপাণ স্থানে এক, ললাটে এক, কেশরসমূহের মধ্যে ধ্রুবাবর্ত্ত এক, আর রন্ধ্র, উপরন্ধ্র, মস্তক ও বক্ষঃস্থলে দুই দুই করিয়া আবর্ত্ত উৎপন্ন হইলে শুভ ফল হয়।

অশ্বদিগের শরীরে আরও কতকগুলি চিহ্ন
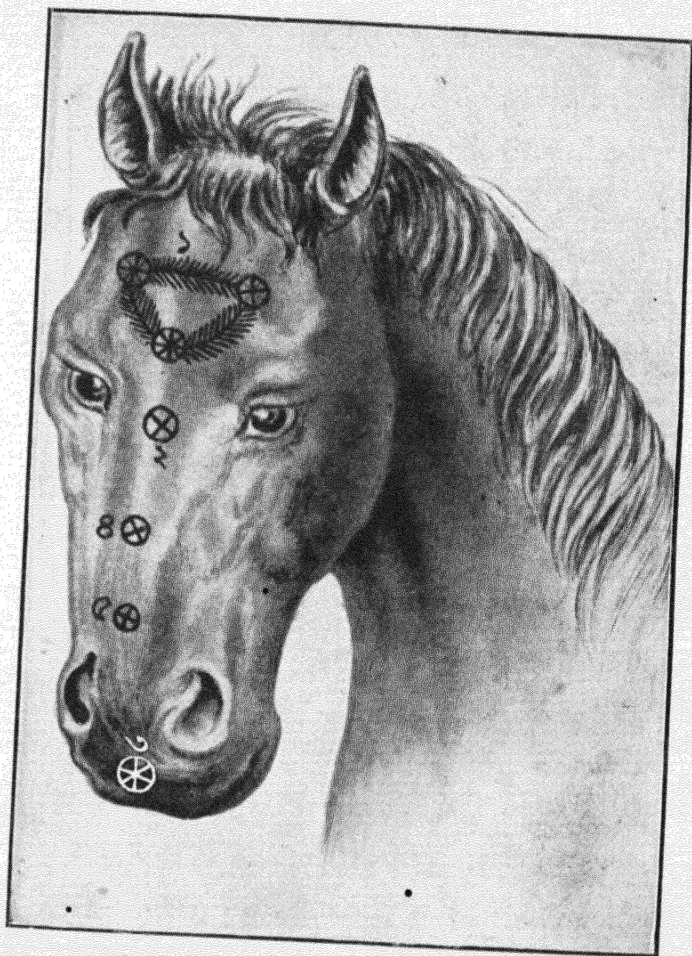
১—অশুভ। ত্রিকোণ আকারে না হইলে শুভ।
২টী বা ১টী হইলে শুভ।

২—শুভ।

৩—অশুভ।

৪—শুভ।

মুখমণ্ডলে শুভ।
অর্থাৎ নাসিকা দণ্ডে যে কোন
স্থানে ভুঁরি থাকিলেও শুভ হয়।

৫—শুভ।

প্রকাশ পায়, তাহাদের নাম পুণ্ড্রক। ইহাদের আকার—ঝিনুক, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, অঙ্কুশ ও ধনু প্রভৃতির ন্যায়।

এতাদৃশ আকারবিশিষ্ট পুণ্ড্রক শুভ-ফলপ্রদ আর মৎস্য, ভৃঙ্গার, প্রাসাদ, মালা, বেদী, যজ্ঞবেদী, শ্রীবৃক্ষ, (বেলগাছ) (কেহ কেহ বলেন শ্রীবৎস্য চিহ্ন) (হারাবলী নামক গ্রন্থে শ্বেতবর্ণের রোমরাজি দ্বারা নির্ম্মিত আবর্ত্তকে শ্রীবৃক্ষ বলে।) এবং দর্পণ অর্থাৎ আর্শি-আকারবিশিষ্ট চিহ্ন অত্যন্ত শুভ-দায়ক।

যে পুণ্ড্রক-চিহ্ন মস্তক ও মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থান করে তাহা অতি প্রশংসনীয়।

আর যে পুণ্ড্রক চিহ্ন মুখমণ্ডলে সরলভাবে উত্থিত হয় তাহাও শুভফলপ্রদ।

পর্ব্বত, চন্দ্র, পতাকা ও ফুলের মালার ন্যায় আকারবিশিষ্ট চিহ্ন থাকিলে অশ্ব ধন-ধান্য ফল-দায়ক এবং সকলের প্রশংসনীয় হয়।

পূর্ব্ব শাস্ত্রানুসারে এই সকল শুভ চিহ্নের বিষয় বর্ণিত হইল। অনন্তর অশুভ পুণ্ড্রক চিহ্নের কথা বলা হইতেছে—

যে সকল পুণ্ড্রকের আকৃতি কাক, কঙ্ক, (কাঁক) (জলচর পক্ষী বিশেষ, ভাষায় হাড়গেলা বলে) কবন্ধ, (মস্তকবিহীন মনুষ্যের আকৃতি) সর্প, গৃধিনী ও শৃগালের ন্যায়, তাহারা অশুভদায়ক।

কৃষ্ণবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ এবং রক্তবর্ণের পুণ্ড্রক চিহ্ন ভাল নহে। এবং বক্রগামী অথবা শৃঙ্খলা (শিকলী) কিংবা দড়ির জালের মত আকারবিশিষ্ট পুণ্ড্রক শুভদায়ক নহে।

অশ্বের বাম দেহে শূলের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম আকারের পুণ্ড্রক থাকিলে তাহা মন্দফল দান করে।

যে অশ্বের জিহ্বা কাল ও হলুদে রং মিশ্রিত এবং রুক্ষ, আর বর্ণ পাংশুটে হয় এবং তাহার গাত্রের চিহ্নসকল বিবিধ বর্ণের মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই অশ্ব শুভদায়ক নহে।

অনন্তর অশ্ব-শরীরে "পুষ্প" চিহ্নের কথা বলা হইতেছে—

অশ্বদিগের শরীরে আগন্তুকরূপে (ইহা সহজ নহে) অন্য বর্ণের বিন্দু বিন্দু যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায় তাহাকে পুষ্প বলে। ইহা কদাচিৎ হিতকর এবং কদাচিৎ অহিতকর।

কপালে, ভ্রূদ্বয়ে, মস্তকে, কর্ণদ্বয়ে, নিগাল-প্রদেশে, (ঘণ্টা-বন্ধন স্থানে) কেশ-সীমান্তে ও গুহ্য-দেশে (কাহারও মতে ওষ্ঠের উপরিভাগে) যে পুষ্পের আকারে চিহ্ন উদ্গত হয়, তাহা ধন্যতম অর্থাৎ প্রশস্ত।

আর স্কন্ধ, বক্ষ, কক্ষ (বগলের কাছে), মুষ্কদ্বয়ে (অণ্ডকোষে), বাহুদ্বয়ে ও কেশের মধ্যে, (কাহারও মতে মুখে) হনুদ্বয়ে (চোয়ালে) ও পৃষ্ঠে অশ্বদিগের যে ফুল উঠে, তাহা অশ্ব-স্বামীর হিতকারক। নাভি, কেশ-উদ্গমের স্থান, কণ্ঠ ও দন্তে ফুল উঠিলে তাহা অশ্ব-স্বামীর সর্ব্বার্থসাধক।

অনন্তর শাস্ত্রে যে সকল পুষ্প-চিহ্ন অশুভ-দায়ক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় বলা হইতেছে—

নিম্নোষ্ঠে, কটিদেশে, উত্তরোষ্ঠে (উপরিকার ঠোঁটে), নাসিকাদণ্ডে, গণ্ডদ্বয়ে (গালে), শঙ্খ-স্থানে, (ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে), ভ্রূদ্বয়ে, গ্রীবায় (ঘাড়ে), বহে (যে স্থানে হাল্কা পরায়), সৃক্কণী (Corner of the mouth), স্থূরক-স্থানে (ইহার বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে), স্ফিকে (পাছায়),

"পায়ু" (গুহ্য-দ্বারে) ও ক্রোড়-প্রদেশে (কোলে) যে সকল পুষ্প-চিহ্ন দেখা যায়, তাহারা নিশ্চয়ই অতীব নিন্দিত।

রক্ত বর্ণ, পীত বর্ণ, ও কৃষ্ণ বর্ণ পুষ্প-চিহ্ন সর্ব্বত্র শুভদায়ক হয় না। এই সকল রক্ত, পীত বা কৃষ্ণ বর্ণের পুষ্প যদিও শুভস্থানে উত্থিত হয়, তথাপি তাহাদের ফল সাধারণ হয় অর্থাৎ বিশেষ শুভদায়ক হয় না।

শুভ পুষ্প-চিহ্নের ফলে পুত্র-লাভ, ধন-প্রাপ্তি, আরোগ্য ও জয়লাভ হয়। আর অশুভ পুষ্প-চিহ্নের ফলে ইহার বিপরীত পুত্রনাশ, ধনহানি, রোগ ও পরাজয় হইয়া থাকে।

যে অশ্বের সর্ব্বাঙ্গে পুষ্প-চিহ্ন উদ্গত হয়, সে অশ্ব গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ পরিত্যাজ্য।

গতি অর্থাৎ চাল।

"শুভগতি"

লোকে জ্বলন্ত অঙ্গারে পদ-নিক্ষেপ করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ সেই পদ দূরে উৎক্ষেপণ করে, সেই প্রকারে যে অশ্ব দূরে পদ চতুষ্টয় উৎক্ষেপণ

করিয়া মনের আনন্দে পুল-গতিতে (কদমে) গমন করে তাহাকে "ভদ্রগতি" কহে।

আর যে সকল অশ্ব, বৃষ (এঁড়েগরু), হস্তী, সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় গমন করে, তাহাদিগকেও শুভগতি বলে। এ বিষয়ে শুক্রাচার্য্য বলেন—

যে সকল অশ্ব ঊর্দ্ধে পদক্ষেপ করিয়া গমন করে, অথবা হস্তী, ব্যাঘ্র, ময়ূর, হংস, তিত্তির পক্ষী, পারাবত, হরিণ, উষ্ট্র ও বানরের ন্যায় গমন করে, তাহারা গতি-বিষয়ে প্রশংসনীয়।

"নিন্দিত গতি"

যে অশ্বদিগের গতি সঙ্কুচিত (ছোট), বিকট (উৎকট), ভ্রষ্ট (স্খলিত), বক্র, সৌষ্ঠববিহীন (দেখিতে খারাপ), অত্যূর্দ্ধ (খুব উচুভাবে পা-ফেলা) এবং বলিত (ভঙ্গিযুক্ত) তাহারা নিন্দিত।

"শীঘ্রগতি"

দুই শত হস্ত পরিমিত পথ যাতায়াত করিতে যে অশ্বের করবেষ্টিত জানু ষোড়শ ছোটিকা (তুড়ি) পরিমিত কাল অতিক্রম হয়, তাহাকে শীঘ্রগতি অশ্ব কহে।

আর যে অশ্ব পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে এক শত নব্বই হস্ত পরিমিত পথ যাতায়াত করিতে পারে, সে মধ্যম এবং যে এক শত আশী হাত পরিমিত পথ যাতায়াত করিতে পারে সে অধম।

বর্ণ।

অশ্বদিগের বর্ণ-সম্বন্ধে শালিহোত্রাদি মুনিগণ চক্রবাকাদি পক্ষীর ন্যায় এবং পারুল প্রভৃতি পুষ্পের ন্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের ব্যবহার নাই। অতএব অশ্বদিগের শরীরে যে সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বর্ণ আছে সংক্ষেপে আনু-পূর্ব্বিকভাবে তাহাদের বর্ণনা করা যাইতেছে—

অশ্বশাস্ত্রকার নকুল বলেন—শ্বেত, রক্ত, পীত (হলদে), সারঙ্গ (বিচিত্র বর্ণের), পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ ও কালবর্ণ এই সকল বর্ণের অশ্ব সম্প্রতি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণের অশ্বই প্রসিদ্ধ।

যাহার আপাদ-মস্তক শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ যাহার কোন স্থানেই অন্য বর্ণের লেশমাত্র নাই) সেই অশ্ব রাজা-মহারাজের বাহনযোগ্য। ইহার নাম পট্টার্হ।

শ্বেতবর্ণ বলিলে বুঝিতে হইবে বরফের ন্যায়, রক্তবর্ণ বলিলে কুম্‌কুমের ন্যায়, পীতবর্ণ বলিতে হরিদ্রার ন্যায়, সারঙ্গ বলিতে বিচিত্রবর্ণ, পিঙ্গল বলিতে কপিল বর্ণ, নীল বলিতে দূর্ব্বা ঘাসের বর্ণ আর কৃষ্ণ বর্ণ বলিতে জামফলের ন্যায় বর্ণ বুঝিতে হইবে।

যে অশ্বের পাদচতুষ্টয় শ্বেত-বর্ণের, শরীরের বর্ণ পীত কিন্তু চক্ষুদ্বর্য় শ্বেতবর্ণ, তাহাকে "চক্রবাক" বলে। ইহা রাজাদিগের বাহনের উপযুক্ত।

শ্বেত বর্ণের অশ্বকে "কোকাহ" বলে। অভিধান-চিন্তামণি গ্রন্থে হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—ইহার অপর নাম "কর্ক", কাহারও মতে "কল্ক"। কলিযুগের যুগাবতার কল্কীর নাম এই কল্ক শব্দ হইতেই হইয়াছে। কল্ক + অস্ত্যর্থে ইন্ = কল্কী।

কাল বর্ণের ঘোড়ার নাম খুড়্গাহ, পীতবর্ণের নাম হরিত, রক্তবর্ণের অশ্বের নাম কষায় আর পাকা তালের মত যে অশ্বের বর্ণ, তাঁহাকে কয়াহ বলে।

কেহ কেহ কাকাহ বলে। কিয়াহ বলিয়া কচিৎ পাঠ দেখা যায়। হেমচন্দ্র কিয়াহই বলিয়াছেন।

অমৃতের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অশ্বের নাম সেরাহ। গর্দ্দভের বর্ণের ন্যায় বর্ণ হইলে তাহাকে সুরূহক বলে।

দূর্ব্বাঘাসের মত বর্ণ হইলে অশ্বকে নীলক কহে।

কপিলবর্ণের অশ্বকে ত্রিয়ূহ বলে। কেহ কেহ ইহাকে বোল্লাহ বলেন।

কিন্তু কপিলবর্ণ [পিঙ্গলবর্ণ] হইয়াও যদি কেশর ও পুচ্ছ পাণ্ডুবর্ণের ন্যায় হয়, তাহা হইলে তাহাকে খিলাহ বলে। হেমচন্দ্র খিলাহকে বোল্লাহ বলেন।

যে অশ্ব চিত্র-বিচিত্র বর্ণ [নানা রঙের], তাহাকে হলাহ কহে।

শ্বেত ও পীতবর্ণের অশ্বের নাম "খড়্গাহ"। কোন কোন পুস্তকে খোঙ্গাহ পাঠ আছে।

আর যে অশ্বের জানুচতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণের এবং সমস্ত শরীরের বর্ণ ঈষৎ-পীত, তাহাকে "কুলাহ" বলে।

হেমচন্দ্র বলেন, যে অশ্বের পাদ ও জানুচতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণের, সমস্ত শরীরের বর্ণ ঈষৎ-পীত, তাহার নাম কুলাহ।

যাহার পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণের রেখা বিদ্যমান, জানু-চতুষ্টয় কৃষ্ণ বর্ণ ও সমস্ত শরীরের বর্ণ পাণ্ডু, তাহার নাম "উরাহ" বা উকনাহ।

হেমচন্দ্রের মতে উরাহ নামক অশ্বের পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণের রেখার আবশ্যকতা নাই।

যাহার বর্ণ পাটল (পাট্‌কিলে রঙ্‌), সেই অশ্বকে "বেরুহান" বলে। কাহারও কাহারও মতে ইহার নাম বোরুখান। ইহাকে বীরুহানও বলে।

রক্ত, পীত ও কষায়বর্ণের মিশ্রিত অশ্বকে "উকনাহ" বলে।

পূর্ব্বোক্ত কয়াহ প্রভৃতি অশ্বের মুখ প্রভৃতি স্থানে পুণ্ড্রক-চিহ্ন থাকিলে তাহাদের কোকাহ প্রভৃতি নাম হয়।

ইহাদের বিষয় ক্রমশঃ বলা হইতেছে—

"কয়াহ" অশ্বের মুখে পুণ্ড্রক-চিহ্ন থাকিলে তাহাকে "কোকাহ" বা "কোকুরাহ" বলে। খড়্গাহ অশ্বের মুখে পুণ্ড্রক-চিহ্ন থাকিলে "খররাহ", হরিৎ অশ্বের মুখে পুণ্ড্রক-চিহ্ন থাকিলে "হরি-রোহক" বলে। কলাহের মুখে পুণ্ড্রক-চিহ্ন থাকিলে বোল্লাহ, সেরাহ অশ্বের মুখে চিহ্ন থাকিলে

সরুরাহক, কুলাহ অশ্বের মুখে চিহ্ন থাকিলে কুলরাহ, স্থরাহ অশ্বের মুখে চিহ্ন থাকিলে বোরুরাহ। ডুক্কুলাহ বা কনাহ অশ্বের মুখে পুণ্ড্রক চিহ্নে ডুরূরাহ বলে। আর চিত্রিতাঙ্গ অশ্বকে ত্রিযূরাহ, যাহা বলা হইয়াছে তাহার মুখে পুণ্ড্রক-চিহ্ন থাকিলে ত্রিযূরাহ বলে।

অনন্তর পূর্ব্বশাস্ত্রানুসারে অশ্বদিগের বর্ণের দ্বারা শুভাশুভ-নির্ণয় করা যাইতেছে—

যে যে অশ্বের গাত্রের লোম শাদা ও হল্‌দে রঙে মিশ্রিত, সেই অশ্ব অশ্ব-স্বামীর সম্পত্তি-বৃদ্ধি করে। আর যাহার গাত্রের লোম শাদা ও লাল রঙে মিশ্রিত, সেই অশ্বও অশ্ব-স্বামীর সম্পত্তি-বৃদ্ধি করে।

"অষ্টমঙ্গল অশ্বের লক্ষণ"

যে অশ্বের পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল, মুখমণ্ডল, কেশসমূহ ও পদচতুষ্টয় শুভ্রবর্ণ, তাহাকে অষ্টমঙ্গল কহে।

হেমচন্দ্রের মতে পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল, মুখমণ্ডল, কেশসমূহ এবং খুর চতুষ্টয় শুভ্রবর্ণ হইলে, তাহাকে অষ্টমঙ্গল বলে। এই অষ্টমঙ্গল অশ্বের চক্ষুর

তারা যদি অধিকতর শুভ্রবর্ণ হয়, তাহা হইলে বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

কিন্তু চক্ষুর তারা রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণ মিশ্রিত হইলে তাহা অধন্য অর্থাৎ নিন্দিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"মল্লিকাক্ষ অশ্বের লক্ষণ"

যে অশ্বের চক্ষুর তারা কৃষ্ণবর্ণ, এবং উহা শ্বেতবর্ণের রেখা দ্বারা বেষ্টিত, তাহাকে মল্লিকাক্ষ অশ্ব বলে। এই অশ্ব অশ্বস্বামীর সুখবর্দ্ধক।

আর যে অশ্বের নেত্রদ্বয়ের তারা শুভ্রবর্ণ, তাহা অশ্ব-স্বামীর ক্লেশবর্দ্ধক।

যে সকল অশ্বের সকল শরীর শ্বেত বর্ণ বা কৃষ্ণ বর্ণ, কিংবা রক্ত বর্ণ, অথবা পীত বর্ণ, তাহারা যুদ্ধের উপযুক্ত।

হরিৎ বর্ণের (সবুজ বর্ণের) অশ্ব শুভ-দর্শন (ইহার দর্শনে শুভ হয়)। এই সকল অশ্ব নরপতি-দিগের জয়, আরোগ্য ও ধন প্রদান করিয়া থাকে।

যে অশ্বের মুখ ও লিঙ্গ লাল, কর্ণদ্বয় কাল, তাহা অতীব শুভ-দায়ক।

শুক্রাচার্য্য বলেন, যে অশ্বের কর্ণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ ও সমস্ত শরীর এক বর্ণের, তাহাকে শ্যামকর্ণ বলে।

যে অশ্বের বর্ণ কপোতের ন্যায় অর্থাৎ পাংশুটে এবং কেশর শ্বেতবর্ণ তাহা অতীব শুভ-দায়ক।

যে অশ্বের পাদচতুষ্টয় ও মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ তাহা অতীব প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"পঞ্চভদ্র বা পঞ্চকল্যাণ" অশ্বের লক্ষণ

যে অশ্বের পদচতুষ্টয় শ্বেতবর্ণ ও মুখমণ্ডল অধিকতর শ্বেতবর্ণ, তাহাকে পঞ্চ-ভদ্র বা পঞ্চ-কল্যাণ অশ্ব বলে।

যে অশ্বের গাত্রে শ্বেত বর্ণের মণ্ডলাকার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তাহা অশ্বস্বামীর সর্ব্বার্থ-সাধক।

আর যে অশ্বের পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) শ্বেত বর্ণের রেখা বিদ্যমান আছে এবং যে অশ্বের মস্তক শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত, ইহারা প্রশস্ত নহে।

যে অশ্বের শরীরের বর্ণ হইতে পুচ্ছ ও মস্তকের বর্ণ ভিন্ন, অথবা পুচ্ছ ও মস্তকের বর্ণ নানা বর্ণে মিশ্রিত থাকে, তাহা অতি নিন্দিত অর্থাৎ অশুভ-জনক।

আর যে অশ্বের বর্ণ অব্যক্ত অর্থাৎ কোন্ রঙের তাহা বুঝা যায় না অথবা তিত্তির পক্ষীর মত বর্ণের কিংবা বানরের চক্ষুর মত যাহার চক্ষু, এই সকল অশ্ব অতীব কুৎসিত।

যে অশ্বের জিহ্বা ব্যাঘ্রের জিহ্বার মত তাহাও নিন্দিত বলিয়া জানিবে।

স্বর।

অশ্বদিগের গলার আওয়াজ শুনিয়া শুভাশুভ নির্ণয়।

"শুভ স্বরের লক্ষণ"

অশ্বদিগের শব্দকে হ্রেষিত বলে। এই হ্রেষিত শব্দ শুনিতে মধুর হইলে (অর্থাৎ শ্রবণ-সুখকর হইলে) ইহা শুভদায়ক হয়।

আর যে হ্রেষিত অনুনাসিক (ঙ, ণ, ন, ম) বর্ণ সকলের উচ্চারণের ন্যায় ধ্বনি-বিশিষ্ট, গম্ভীর ও অকাতরভাবে শব্দিত, অবিচ্ছিন্ন (বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নহে) তাহা প্রশস্ত।

লোকে অগ্নি, পূর্ণপাত্র (যাহা শূন্য নহে), ব্রাহ্মণ, পুষ্পমালা ও দধি দর্শন করিয়া এবং অশ্বের হ্রেষিত শব্দ শ্রবণ করিয়া শুভফল লাভ করিয়া থাকে।

যদি অশ্ব সকল বাদ্য শ্রবণে উৎফুল্ল হইয়া গ্রাসপূর্ণ মুখেই (খাইতে খাইতে) হ্রেষা শব্দ করে তাহা হইলে অশ্বস্বামীর জয়লাভ হয়।

আর রথধ্বজা ও সূর্য্য দর্শন করিয়া যদি অশ্ব আনন্দে বহুবার হ্রেষারব করিতে থাকে তবে অশ্বস্বামীর জয় নিশ্চয় জানিবে।

"অশুভ স্বরের লক্ষণ"

পূর্ব্বোক্ত স্বরের বিপরীত অর্থাৎ শুনিতে কর্কশ, অথবা বিচ্ছিন্ন (ভাঙ্গা ভাঙ্গা) এবং কাতর-ভাবে উচ্চারিত স্বর কুৎসিৎ (অশুভজনক) বলিয়া অবগত হইবে।

অশ্বশাস্ত্রবিৎ মুনিগণ বলিয়াছেন যে মিন্‌মিন (তোতলা), গদ্গদ (অস্ফটভাষী), মূক (বোবা) ইহাদের স্বরের ন্যায় অথবা বিরুক্ষ (কর্কশ) এবং কাসজর্জ্জর (কাসের শব্দ মিশ্রিত) অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুভদায়ক নহে। ঈদৃশ শব্দের ফলে অভীষ্ট লাভ হয় না, প্রত্যুত অমঙ্গল হয়।

কিন্তু অল্পবয়স্ক, রোগী, বৃদ্ধ, ক্ষুধিত, পিপাসিত, শ্রান্ত, ভীত ও কৃশ অশ্বের স্বর গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ শুভাশুভের পরিচায়ক নহে।

অশ্বদিগের পুল-গতিতে অর্থাৎ কদমে গমন করিবার সময় অস্ফুটভাবে যে এক প্রকার হ্রেষারব অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, তাহাকে "অশ্বপ্লুত" বলে।

এতাদৃশ অস্ফুট হ্রেষারবের কারণ এই যে, অশ্বদিগের কদমে চলিবার সময় গুহ্যদেশ, বস্তিস্থান, (মূত্রাশয়) অণ্ডকোষ ও নাভির অধোদেশস্থিত বায়ু অভ্যন্তরস্থিত (পূর্ব্বোক্ত স্থানের) ধমনী চতুষ্টয়ের প্রেরণায় উর্দ্ধদিকে উদ্গত হইয়া অস্ফুট স্বরের উৎপাদন করে। এ কারণ স্থির অর্থাৎ দণ্ডায়মান অশ্বের এইরূপ হ্রেষারব হয় না।

আর ঘোটকীদিগের অভ্যন্তরস্থ ধমনী চারিটী অধোমুখ, এ কারণ তাহাদেরও ঐরূপ হ্রেষারব হয় না।

সুতরাং অশ্বদিগের ন্যায় ঘোটকীদিগের গমনে বেগও হয় না।

মহাদোষ।

সম্প্রতি অশ্বদিগের যে সকল দোষ বিশেষ অশুভ-দায়ক, যাহার ফলে তাদৃশ অশ্ব একেবারে

পরিত্যাজ্য হয়, ফলতঃ যে দোষের কর্ত্তন নাই, তাহাদের বিষয় বলা হইতেছে—

যে অশ্বের ককুদে (ঝুটে) ভুঙ্‌রি থাকে, তাহাকে "কাকুদী" অর্থাৎ ককুদাবর্ত্তী বলে।

যে অশ্বের জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে "কৃষ্ণজিহ্ব" বলে।

যাহাদের লিঙ্গ, অণ্ডকোষ ও তালু কৃষ্ণবর্ণ তাহাদিগকে যথাক্রমে কৃষ্ণশেফ, কৃষ্ণাণ্ড ও কৃষ্ণ-তালুক কহে।

যে অশ্বের অধরে বা ওষ্ঠে অর্থাৎ দন্তবেষ্ট ত্যাগ করিয়া তাহার নিম্নে দন্ত জন্মায় এবং সেই দন্ত অপর দন্ত অপেক্ষা উচ্চ কিংবা নিম্ন হয়, তাহা হইলে সেই অশ্বকে "করালী" বলে।

যে অশ্বের চারিটী বা পাঁচটী দন্ত জন্মায়, তাহাকে "হীনদন্ত" কহে। আর যাহার সাতটী বা আটটী দন্ত জন্মায়, তাহাকে "অধিকদন্ত" কহে।

যে অশ্বের কর্ণদ্বয়ের মধ্যস্থলে, অথবা মস্তকের কেশসীমায়, অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির পর্ব্বের ন্যায় অথবা ছাগশৃঙ্গের ন্যায়, জাম বা কুলের মত, আমলকী ফলের তুল্য, আমের কুসীর আকারে, কিংবা

হরীতকী ফলের মত অথবা পোড়া চামড়া বা বালুকার ন্যায় (কাঁকরের মত) মাংসের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে "শৃঙ্গী" বলে। ভাষায় ইহাকে শিঙ্গ্নীঘোড়া বলে।

ইহা অতি গুরুতর দোষ। রাজা এইরূপ অশ্বকে রাজ্যে বাস করিতে দিবেন না।

যে অশ্বের একটী অণ্ডকোষ লম্বমান হয় আর অপরটী সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহাকে "একাণ্ড" কহে।

আর যে অশ্বের অণ্ডকোষ দুইটী সমান, কিন্তু লোমের দ্বারায় অত্যন্ত আচ্ছাদিত, তাহাকে "জাতাণ্ড" কহে।

যে অশ্বের স্কন্ধে, বক্ষঃদেশে, বাহুদ্বয়ে, (অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয়ে) অংসদেশে, (স্কন্ধের নিকটে) বিভিন্ন বিভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শরীরের বর্ণ হইতে ইতর বর্ণ হয়, তাহাকে "কঞ্চুকী" কহে।

যে অশ্বের পদে ও কূর্চ স্থানে শরীরের বর্ণ হইতে অন্য বর্ণের রেখা দেখা যায়, তাহাকে "মার্জ্জারপাদ" কহে। এই অশ্ব বড়ই অধন্য। ইহা অশ্বস্বামীর বংশ নাশ করে।

যে অশ্বের সমস্ত শরীরের বর্ণ অন্য রূপ কেবল মস্তকটী কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে "ত্রিসরী" কহে। এই অশ্ব অশ্বস্বামীকে নির্ব্বংশ করে।

যে অশ্বের খুর গরুর খুরের মত দুই ভাগে বিভক্ত অথবা সেলাই করার মত নিম্ন-মধ্য দাগ বিশিষ্ট তাহাকে "দ্বিখুরী" বলে।

যে অশ্বের মাতৃগর্ভ হইতেই অণ্ডকোষ জন্মায়, তাহাকে "সঞ্জাতবৃষণ" বলে। আর যে অশ্বের স্তন থাকে, তাহাকে "স্তনী" বলে।

যে অশ্বের তিনটী কর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে "ত্রিকর্ণী" অশ্ব বলে।

আর যাহার ব্যাঘ্রের মত শরীরের বর্ণ তাহার নাম "ব্যাঘ্রবর্ণক"।

যে অশ্বের কোন একটী অঙ্গ না থাকে অথবা ভগ্ন বা বিসদৃশ থাকে, তাহাকে যথাক্রমে একাঙ্গ-হীন, ভিন্নাঙ্গ ও যমজ বলে।

যে অশ্বের আকার বামনের ন্যায় (খর্ব্বাকৃতি) তাহাকে "বামন" বলে।

যে অশ্বের একটী পদ শরীরের বর্ণ হইতে অন্য বর্ণ বিশিষ্ট হয় তাহাকে "মুষলী" বলে।

যে অশ্ব অশ্বা দেখিয়া (ঘুঁড়ী দেখিয়া) বিরোধ উপস্থিত করে না অর্থাৎ কোন বিকার প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অণ্ডকোষবিহীন ইন্দ্রবৃদ্ধ বলিয়া জানিবে। ইহা বংশ-নাশক। কিন্তু যে অশ্বের অণ্ডকোষ দেখা যায় না অথচ ঘুড়ী দেখিয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে "নিগূঢ়বৃষণ" বলে। এই অশ্ব অশ্বস্বামীর সর্ব্বকামপ্রদ হয়।

অশ্বদিগের দুই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যেই দন্ত ও অণ্ডকোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার পরে অর্থাৎ ষষ্ঠ বৎসরে দন্ত বা অণ্ডকোষ জন্মে না।

যে অশ্ব দেখিতে কুব্জ তাহাকে কুব্জ বলে। তিত্তির পক্ষীর বর্ণের মত বর্ণ হইলে তাহাকে "তিত্তিরসন্নিভ" কহে। বানরের মত চক্ষুঃ হইলে "বানরাক্ষ" ও বিড়ালের মত চক্ষুঃ হইলে সেই অশ্বকে "বিড়ালাক্ষ" বলে।

যে অশ্বের পৃষ্ঠে অশ্বস্বামী নিহত হইয়াছেন অথবা যে অশ্ব মাতৃগর্ভ হইতেই দন্ত লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এই সকল অশ্ব মহাদোষে দূষিত।

যাঁহারা নিজের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহারা

কদাচ এই সকল মহাদোষগ্রস্ত অশ্ব গ্রহণ করিবেন না।

এই সকল দোষে দূষিত অশ্ব স্বজন-কুটুম্বের সহিত কলহ উৎপাদন করে এবং ধন-প্রাণ অপহরণ করে।

নকুল চতুর্দ্দশ প্রকার মহাদোষ বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে হীনদন্ত, অধিকদন্ত, করালী, কৃষ্ণতালুক, মূষলী, ও শৃঙ্গী এই ছয় প্রকার অশ্ব স্বামি-ঘাতক।

একাণ্ড, হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ অশ্ব পরিত্যাজ্য।

যে সকল মহাত্মা নিজের বিপুল যশঃ রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা কখনও একাণ্ড, জাতাণ্ড, অধিকাঙ্গ ও হীনাঙ্গ অশ্ব গ্রহণ করিবেন না ; ঘণ্টী, বদনক, বালী ও শৃঙ্গী এই চারি মহা-দোষগ্রস্ত অশ্ব অতিশয় নিন্দিত। ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে ত্যাগ করিবে।

ঘণ্টী অশ্বস্বামীকে নষ্ট করে। বদনক অশ্ব ধন ক্ষয় করে। বালী অশ্ব অন্তঃপুর নষ্ট করে এবং শৃঙ্গী অশ্ব রাজ্য-নাশ করিয়া থাকে।

যে অশ্বের বর্ণ ভ্রমরের ন্যায় চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, সেই অশ্ব যদি কৃষ্ণতালু হয় (কৃষ্ণবর্ণের তালুবিশিষ্ট

হয়) তাহা হইলে দোষ হয় না। আর যে অশ্বের পাদচতুষ্টয় ও মুখমণ্ডল শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ যাহা পঞ্চ-কল্যাণ লক্ষণযুক্ত সেই অশ্ব নিন্দিত আবর্ত্তবিশিষ্ট হইলেও অশুভদায়ক নহে।

অগ্নিপুরাণে অশ্বদিগের সপ্তবিংশতি সংখ্যক দোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের নাম যথা—

হীনদন্ত, বিদন্ত, করালী, কৃষ্ণতালুক, কৃষ্ণজিহ্ব, যমজ, জাতমুষ্ক, বিশপ, শৃঙ্গী, ত্রিকর্ণ, ব্যাঘ্রবর্ণক, খরবর্ণ (গাধার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট), ভস্মবর্ণ, জাতবর্ণ, কাকুদী, শ্বিত্রী (ধবলরোগগ্রস্ত), কাকসাদী (কাকশ অর্থাৎ কাকস্ স্থানে যাহার ভুঙ্রি আছে), খরসার, বানরাক্ষ, কৃষ্ণোষ্ঠ (কাল ঠোঁট), কৃষ্ণগুহ্য (গুহ্যদ্বার কাল বর্ণের), কৃষ্ণপ্রোথ (যাহার নাসিকা ছিদ্রের নিকট প্রোথ নামক স্থান কাল বর্ণের), শূক, তিত্তির পক্ষীর বর্ণের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, বিষমশ্বেতপাদ (যাহার সমস্ত শরীরের বর্ণ অন্য রূপ একটী পদ শ্বেতবর্ণ), এই সকল দোষযুক্ত এবং শুভ আবর্ত্ত (ভুঙ্রি) শূন্য এবং অশুভ আবর্ত্তযুক্ত অশ্ব কোনও ক্রমে গ্রাহ্য নহে।

শুক্রনীতিতেও উক্ত আছে—কৃষ্ণতালু, কৃষ্ণ-জিহ্ব ও কৃষ্ণওষ্ঠ অশ্ব নিন্দিত। আর যাহার সমস্ত শরীর কালবর্ণ কিন্তু পুচ্ছ (লেজ) শ্বেতবর্ণের সে অতীব নিন্দিত।

এই সকল মহাদোষের ফলে যে যে অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

অশ্বের "ককুদে ভুঙ্‌রি থাকায়" সুরথ রাজার রাজ্য নাশ হয়।

কাম্বোজরাজ "ত্রিকর্ণী" অশ্বের দোষে হত হন।

পাণ্ডু নরপতি পার্শ্বদন্ত অর্থাৎ "করালী" অশ্ব গ্রহণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন।

"শৃঙ্গী" ও "স্তনী" অশ্বের দোষে সগর-বংশ ধ্বংস হয়। আর রাক্ষসরাজ রাবণ "জাম্বাবর্ত্ত অশ্বের দোষে পঞ্চত্ব লাভ করেন।

অতএব মহাদোষে দূষিত অশ্ব কোনও মতেই গ্রাহ্য নহে।

উৎপাত।

অশ্বদিগের যে সকল আকস্মিক লক্ষণ দ্বারা রাজ্যের বা অশ্বস্বামীর ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করা

যায় তাহার নাম "উৎপাত"। সম্প্রতি তাহার বিষয় বলা হইতেছে—

যদি অশ্বদিগের শরীরে হঠাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে এক বৎসর যাবৎ দেবতার বৃষ্টি হইবে না। অর্থাৎ ইহা অনাবৃষ্টির ব্যঞ্জক উৎপাত।

যদি লিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে তাহা হইলে অন্তঃপুর নষ্ট হইবে, উদরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে বিত্তনাশ, পুচ্ছ ও গুহ্যদেশে প্রজ্বলিত হইলে পরাজয়, মস্তক, মুখ, স্কন্ধ ও আসন স্থানে এবং নেত্রদেশে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইলে অশ্বস্বামীর জয়লাভ হয়।

এই সম্বন্ধে নকুল বলেন, পুচ্ছদেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হইলে শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ হইবে বুঝা যাইবে।

ললাট, বাহুদ্বয়, ও বক্ষঃস্থল হইতে ধুম নির্গত হইলে অশুভ হইবে। কিন্তু ঐ সকল স্থল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইলে শুভ বুঝিতে হইবে।

নাসিকা হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকিলে তাহা শুভফলদায়ক।

যখন দেখিবে অশ্বের কোন রোগ নাই, তথাপি

সে দুঃখিত ও সম্মুখে প্রদত্ত গ্রাস গ্রহণ করিতেছে না অথচ তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতেছে, তখন বুঝিবে অশ্বস্বামীর অমঙ্গল নিশ্চিত।

যখন অশ্ব আপনার মুখ দেখিয়া আপনি আনন্দিত হইতেছে, গমন করিবার সময় হ্রেষারবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তখন বুঝিবে অশ্বস্বামীর জয় হইবে।

সর্ব্বদা অশ্বে অশ্বে বিরোধ ভাল লক্ষণ নহে। অথবা সর্ব্বদা অশ্বদিগের মস্তকাঘাত প্রশস্ত নহে।

অশ্ব যদি বাম পদের দ্বারা ভূমি আঘাত করে, তাহা হইলে অশ্বস্বামীর যাত্রায় অমঙ্গল ঘটিবে ইহা বুঝিতে হইবে।

আর যদি অশ্বস্বামী আরোহণ করিবামাত্রেই নিজের দক্ষিণ পার্শ্ব অবলোকন করে, তাহা হইলে অশ্বস্বামীর যুদ্ধে জয় হইবে।

যদি অশ্ব বামদিকে সর্ব্বদা পুচ্ছ বিক্ষেপ করিতে থাকে, তাহা হইলে অশ্বস্বামীর প্রবাস এবং দক্ষিণ দিকে বিক্ষেপ করিলে জয়লাভ হয়।

আর যদি অশ্ব সকল একবারে সকলেই সমস্ত

পুচ্ছ ঊর্দ্ধ দিকে উত্তোলন করে, তাহা হইলে অশ্ব-স্বামীর ও তাহাদের অকস্মাৎ কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল ইহা বুঝিতে হইবে।

ছায়া।

(শরীরের কান্তি, লাবণ্য বিশেষ)

অশ্বদিগের শরীরের কান্তি দেখিয়া অশ্বের ও তাহার প্রভুর শুভাশুভ অবগত হওয়া যায়। সম্প্রতি তাহারই বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

অশ্বদিগের শরীরের লাবণ্য বেশ স্নিগ্ধ অর্থাৎ চিক্কণ হইলে এবং তাহা হইতে নানা বর্ণের জ্যোতিঃ উদ্গত হইতে থাকিলে তাহাকে "পার্থিবী ছায়া" কহে। আর পদ্মরাগমণির ন্যায় অরুণ বর্ণের ছায়াকে (কান্তিকে) "অগ্নিচ্ছায়া" বলে।

নির্ম্মল স্ফটিক প্রস্তরের তুল্য শ্বেত বর্ণের চিক্কণ লাবণ্য প্রকাশ পাইলে তাহাকে বারুণী (অর্থাৎ বরুণ দেবতা সম্বন্ধীয়) ছায়া বলে।

আর রুক্ষ, কর্কশ (অচিক্কণ) এবং অত্যল্প প্রকাশিত অশ্বের শরীর-কান্তিকে "বায়ব্যা" (বায়ু সম্বন্ধীয়া) ছায়া বলে। ইহা নিন্দিত।

পূর্ব্বোক্ত পার্থিবী, আগ্নেয়ী ও বারুণী এই ত্রিবিধ ছায়া শুভপ্রদা। কিন্তু বায়বা ছায়া শুভপ্রদা নহে।

গন্ধ।

অশ্বদিগের ঘর্ম্ম উদ্গত হইলে গাত্র হইতে যে গন্ধ নির্গত হয়, তাহা হইতে শুভ অশুভ জানা যায়।

সম্প্রতি তাহার বিষয় বলা হইতেছে—

যে অশ্বের ঘর্ম্ম উদ্গত হইলে গাত্র হইতে এরূপ গন্ধ নির্গত হয় যে যাহার আঘ্রাণে মনের সন্তোষ জন্মে (বিরক্তি জন্মে না), সেই অশ্ব শুভ গন্ধবিশিষ্ট।

এতাদৃশ অশ্ব অশ্বস্বামীর ধন, পুত্র, মিত্র, জয় ও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করে। সর্ব্বপ্রযত্নে এইরূপ সুগন্ধ অশ্ব সংগ্রহ করিবে। আর যাহার ঘর্ম্ম উদ্গত হইলে গাত্রের গন্ধ কুৎসিৎ অর্থাৎ আঘ্রাণ করা যায় না, এতাদৃশ দুর্গন্ধি অশ্ব শুভ ফলদায়ক নহে। অশ্বস্বামী এইরূপ অশ্ব সংগ্রহ করিবেন না।

অশ্বশাস্ত্রকার নকুল বলেন,—গন্ধের দ্বারায় অশ্বদিগের জাতিনির্ণয় হয়।

শুভগন্ধ অশ্ব ব্রাহ্মণ জাতি, অগুরু চন্দনের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট অশ্ব ক্ষত্রিয় জাতি, ঘৃতগন্ধ বৈশ্য, ও মৎস্যগন্ধ শূদ্র জাতি।

সত্ত্ব।

সত্ত্ব শব্দের অর্থ স্বভাব বা ধর্ম্ম। সম্প্রতি অশ্বদিগের কতিপয় চিহ্ন দ্বারা সত্ত্ব অর্থাৎ স্বভাব নির্ণয় করা হইতেছে।

যে অশ্বের অপবিত্র দ্রব্যে, কর্দ্দমে (কাদায়), বিশেষতঃ ছাগমূত্রে ঘৃণা দেখা যায়, তাহাকে "দেবসত্ত্ব" কহে। আর যে অশ্বের অপবিত্র দ্রব্যে, কর্দ্দমে ও ছাগমূত্রে ঘৃণা না থাকে বা তাহাতে সন্তোষ জন্মে, তাহাকে "পিশাচসত্ত্ব" বলে।

যে অশ্বের মুখমণ্ডল শ্মশ্রুহীন এবং সুন্দর ও উন্নত নাসিকা দ্বারা বিভূষিত, গ্রীবা আয়ত ও উন্নত, কুক্ষিদেশ, খুরচতুষ্টয় ও কর্ণদ্বয় মনোজ্ঞ, বেগ প্রচণ্ড, হংসরব ও মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় কণ্ঠধ্বনি গম্ভীর,—অথচ যে অতি ক্রূর (দুষ্ট) বা অতি মৃদু (ঢিমে) নহে, তাহাকে দেবসত্ত্ব অশ্ব কহে।

প্রমাণ।

অনন্তর অশ্বদিগের অবয়বের ঔন্নত্যের পরিমাণ লিখিত হইতেছে—

অশ্বদিগের পরিমাণ-বিষয়ে বিশেষ এই যে ৩ তিন যবে এক অঙ্গুলি পরিমাণ না ধরিয়া ৩॥ সাড়ে তিন যবে এক অঙ্গুলি ধরিতে হইবে। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের মতে ৫ পাঁচ যবে এক অঙ্গুলি ধরিবার কথা আছে। আর ২৪ চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হাত না ধরিয়া ৩৪ চৌত্রিশ অঙ্গুলিতে এক হাত ধরিতে হইবে।

উচ্চতা অর্থাৎ খাড়াই।

উত্তম অশ্বের উৎসেধের (খাড়াই) পরিমাণ ৪ চারি হাত। মধ্যম অশ্বের পরিমাণ ৩॥ সাড়ে তিন হাত। আর নিকৃষ্ট অশ্বের পরিমাণ মধ্যম অশ্বের পরিমাণ অপেক্ষা এক মুষ্টি ন্যূন হইবে।

প্রচলিত পরিমাণ অনুসারে উত্তম অশ্বের পরিমাণ ৪ চারি হাত ১৬ অঙ্গুলি। মধ্যম অশ্বের ৪ চারি হাত ২ দুই অঙ্গুলি। নিকৃষ্টের পরিমাণ ৩ তিন হাত ১৯ উনিশ অঙ্গুলি হইবে।

শুক্রাচার্য্যের মতে উত্তম অশ্বের উচ্চতা তাহার প্রদর্শিত মুখ পরিমাণের তিন গুণ। অর্থাৎ মুখের পরিমাণ ৪০ × ৩ = ১২০ এক শত কুড়ি অঙ্গুলি। প্রচলিত পরিমাণ অনুসারে ৮ আট হাত ৮ আট অঙ্গুলি।

নকুল বলেন, অশ্বদিগের উচ্চতা ৮০ আশী অঙ্গুলি হইবে।

শুক্রাচার্য্যের মতে মধ্যম অশ্বের পরিমাণ ৫ পাঁচ যবে অঙ্গুলি পরিমাণে ৯৬ ছিয়ানব্বই অঙ্গুলি। প্রচলিত পরিমাণ অনুসারে ৬ ছয় হাত ১৬ ষোল অঙ্গুলি। আর নিকৃষ্ট অশ্বের উচ্চতা ৫ পাঁচ যবে অঙ্গুলি পরিমাণে ৮৪ চুরাশী অঙ্গুলি। প্রচলিত পরিমাণ অনুসারে ৫ পাঁচ হাত ২১ একুশ অঙ্গুলি।

বিস্তার অর্থাৎ বেড়।

উত্তম অশ্বের বিস্তার উচ্চতার সমান। মধ্যম ও নিকৃষ্ট অশ্বের ঐরূপ জানিবে।

শুক্রাচার্য্য বলেন, উদরের বিস্তার (বেড়) মুখের পরিমাণের তিন গুণ ও তিন অঙ্গুলি অধিক। অর্থাৎ ৪৩ তিতাল্লিশ অঙ্গুলি।

দীর্ঘতা।

উত্তম অশ্বের দৈর্ঘ্য ৭॥ সাড়ে সাত হাত। মধ্যমের উহা হইতে ৬ ছয় মুষ্টি ন্যূন। আর নিকৃষ্ট অশ্বের দীর্ঘতা ৫ পাঁচ হাত।

শুক্রাচার্য্যের মতে উত্তম অশ্বের দৈর্ঘ্য ১৩২ এক শত বত্রিশ অঙ্গুলি।

উত্তম অশ্বের মুখের পরিমাণ ৩২ বত্রিশ অঙ্গুলি।

শুক্রাচার্য্যের মতে ৪০ চল্লিশ অঙ্গুলি। নকুলের মতে ২৭ সাতাইশ অঙ্গুলি।

পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও কটির পরিমাণ মুখের পরিমাণের সমান অর্থাৎ ৩২ বত্রিশ অঙ্গুলি।

শুক্রাচার্য্যের মতে ৪০ চল্লিশ অঙ্গুলি। নকুলের মতে পৃষ্ঠ ২৪ চব্বিশ অঙ্গুলি। বক্ষঃ ১৬ ষোড়শ অঙ্গুলি এবং কটি ২৭ সাতাইশ অঙ্গুলি।

মধ্যম অশ্বের মুখাদির পরিমাণ, উত্তম অশ্বের পরিমাণ অপেক্ষা ২ দুই অঙ্গুলি কম অর্থাৎ ৩০ ত্রিশ অঙ্গুলি।

আর নিকৃষ্ট অশ্বের মুখাদির পরিমাণ মধ্যম অপেক্ষা ২ দুই অঙ্গুলি কম। সুতরাং ২৮ আঠাইশ অঙ্গুলি।

শুক্রাচার্য্যের মতেও মধ্যম অশ্বের মুখের পরিমাণ ৩২ বত্রিশ অঙ্গুলি।

আর নিকৃষ্ট অশ্বের মুখের পরিমাণ ২৮ আঠাইশ অঙ্গুলি।

উত্তম অশ্বের খুরের পরিমাণ ৭ সাত অঙ্গুলি। মধ্যম অশ্বের ৬ ছয় ও নিকৃষ্টের ৪ চারি অঙ্গুলি।

নকুলের মতে উত্তম অশ্বের ৪ চারি অঙ্গুলি।

উত্তম অশ্বের জঙ্ঘা ১৬ ষোড়শ অঙ্গুলি দীর্ঘ। মধ্যমের ১৪ চতুর্দ্দশ ও নিকৃষ্টের ১২ দ্বাদশ অঙ্গুলি।

নকুলের মতে কর্ণের পরিমাণ ৬ ছয় অঙ্গুলি। তালুর পরিমাণ ৪ চারি অঙ্গুলি। স্কন্ধের পরিমাণ ৪৭ সাতচল্লিশ অঙ্গুলি। পুচ্ছের পরিমাণ ২ দুই হস্ত। লিঙ্গের পরিমাণ এক হস্ত। আর অণ্ডদ্বয়ের পরিমাণ ৪ চারি অঙ্গুলি।

মার্গস্থানের পরিমাণ ২৪ চব্বিশ অঙ্গুলি। কটি হইতে কক্ষের পরিমাণ ৪০ চল্লিশ অঙ্গুলি। মণিবন্ধদ্বয়ের পরিমাণ ৪ চারি অঙ্গুলি।

অশ্বদিগের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে অপাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত মাপিতে হইবে।

শুক্রাচার্য্যের মতে মস্তকের চূড়া হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত মাপিতে হইবে। আর উচ্চতার পরিমাণ স্থির করিতে হইলে খুরের শেষ ভাগ হইতে ককুদ্ (ঝুঁট) পর্য্যন্ত মাপিয়া স্থির করিতে হইবে এবং বিস্তারের অর্থাৎ বেড়ের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে বক্ষঃভাগে রজ্জু বা সূত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া মাপিতে হইবে।

এইরূপ পরিমাণের দ্বারা যে সকল অশ্বের অবয়ব ঠিক হইবে তাহাই শুভ বলিয়া জানিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক বা হীন পরিমাণ অশ্ব শুভ-দায়ক নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

আয়ুঃ।

শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণ অশ্বদিগের আয়ুর লক্ষণ যে প্রকার বলিয়াছেন অনন্তর তাহার বিষয় বলা হইতেছে—

যে সকল অশ্বের অবয়ব সুসংহিত অর্থাৎ সুগঠিত (বাঁধন জমাট্), কর্ণদ্বয় হ্রস্ব অর্থাৎ ছোট ছোট; স্বর (গলার আওয়াজ), নেত্র (চক্ষুঃ) এবং স্বভাবে দৈন্য অর্থাৎ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় না, এতাদৃশ অশ্ব চিরজীবী হইয়া থাকে।

যে অশ্বদিগের নাসাদণ্ড (নাকদাঁড়ি) দীর্ঘ, দেহ উচ্চ, বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, অঙ্গ সকল সুচিক্কণ, তাহারা দীর্ঘায়ু বলিয়া জানিবে।

যে সকল অশ্বের কর্ণমূলে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে সিন্দূরের মত বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ রক্ত জমিয়া লাল দেখায়, এই সকল অশ্ব চিরজীবী হইয়া থাকে।

যে সকল অশ্ব নিজের খাদ্য বস্তু গ্রহণের সময় পুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করে না এবং খাদ্য বস্তু আঘ্রাণ করে না অর্থাৎ শুঁকিতে থাকে না, এই সকল অশ্ব বহুদিন বাঁচিয়া থাকে।

যে সকল অশ্বের কুষ্ঠিক স্থানে (খুর সন্ধির উপরিভাগে) কিণ (ঘেঁটা পড়া) চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং নদী-স্রোতের প্রতিকূলে (যে দিকে নদীর স্রোত বহিতে থাকে সেই দিকে দাঁড়াইয়া) জল পান করিবার সামর্থ্য থাকে, তাহারা দীর্ঘজীবী হয়।

যে সকল অশ্বের জিহ্বার অগ্রভাগ পদ্ম ফুলের পাপ্ড়ির মত, দন্ত সকল মুক্তার ন্যায়, লিঙ্গ নির্ম্মল, লাঙ্গুল বিক্ষেপকালে (লেজ নাড়িবার সময়) শীৎকার শব্দ হয় এবং ঘর্ম্মাক্ত দেহ হইতে বেশ সুগন্ধ উঠে, নখ সকল দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার ও লোম সকল দৃঢ় হয় অর্থাৎ টানিলে উঠে না, এইরূপ অশ্ব দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।

যে অশ্বের প্রোথস্থানে (নাসিকা-ছিদ্রের অগ্রবর্ত্তী স্থানে) চিক্কণ, গম্ভীর, দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ রেখা সকল প্রকাশ পায়, তাহাকে দীর্ঘজীবী বলিয়া জানিবে।

যে সকল অশ্ব চিরজীবী হইবে, তাহাদের প্রোথ-স্থানে ছত্র, চামর, ভৃঙ্গার, খড়্গ, শঙ্খ, পদ্ম. শুক্তি, বজ্র, ধ্বজ, ভদ্রাসন, শ্রীবৃক্ষ (বক্ষঃস্থলে শ্বেতবর্ণের লোমরাজি দ্বারা নির্ম্মিত চিহ্ন-বিশেষ) এবং স্বস্তিক চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আর যাহাদিগের প্রোথস্থানে শুভ্র রেখা উর্দ্ধে উদ্গত হইবার উপক্রমে বামভাগ চাপিয়া উন্নত হয় অথবা ঐ রেখা অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে অশ্বের জীবন অতি অল্প জানিবে।

যদি অশ্বের প্রোথস্থানে (নাসিকা ছিদ্রের অগ্রবর্ত্তী স্থানে) উর্দ্ধরেখা সমান দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার দশ বৎসর আয়ু জানিবে।

ঐ প্রোথ স্থানের রেখা ৩ তিন অঙ্গুলি পরিমিত হইলে অশ্বের জীবন ১৪ চৌদ্দ বৎসর হইবে।

আর ঐ রেখা ৪ চারি অঙ্গুলি পরিমিত হইলে আয়ুঃ ১৩ তের বৎসর।

যে অশ্বের প্রোথস্থানে দুইটী রেখা বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয় তাহার জীবনের কাল ১৪ চৌদ্দ বৎসর।

যে অশ্ব কখন বাম দিকে কখনও দক্ষিণ দিকে

সর্ব্বদা এই ভাবে শয়ন করে এবং কখন বহু পরিমাণে কখনও বা অল্প পরিমাণে প্রস্রাব করে সে চিরজীবী হয় না।

আর যাহার পূর্ব্বকায় অর্থাৎ শরীরের অগ্রভাগ বিনত, (নীচু) জানুদ্বয় স্থূল, অক্ষিকূট (চোখের ডিমি) শূন, (ফুলা ফুলা) চক্ষুর কণিনিকা স্তব্ধ অর্থাৎ নিশ্চল, ঈদৃশ অশ্বকে স্বল্পায়ু বলিয়া জানিবে।

নকুল বলেন যে অশ্ব বহু পরিমাণে ভোজন করে কিন্তু পরিশ্রমে কাতর এবং মুখ হইতে অতিশয় লালা বা জল স্রাব করে, আর যাহার মল-মূত্র অল্প পরিমাণে হয়, সে অশ্ব শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

বয়স্।

যেহেতু অশ্ব সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত হইলেও যদি বয়সে বৃদ্ধ হয় তাহা হইলে কার্য্যকারক হয় না। অতএব বয়োজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অশ্বদিগের বাল্যকালে যে সকল দন্ত উদ্গত হয় তাহাদের মধ্য হইতে দুইটী দন্ত তৃতীয় বৎসরে পতিত হয়, অনন্তর চতুর্থ বৎসরে আর দুইটী পতিত হইয়া একেবারে চারিটী দন্ত পুনর্ব্বার

উত্থিত হয়। পঞ্চম বৎসরে অবশিষ্ট দুইটী দন্ত পড়িয়া পুনরায় উত্থিত হয়। সুতরাং পঞ্চম বৎসরের মধ্যেই অশ্বদিগের দুগ্ধ দন্ত ছয়টী পতিত হয় ও তাহার স্থানে স্থায়ী দন্ত ছয়টী উত্থিত হয়।

ষষ্ঠ হইতে অষ্টম বর্ষের মধ্যে অশ্বদিগের দন্তে এক প্রকার কাল বর্ণের চিহ্ন প্রকাশিত হয়।

চিহ্ন সকলের নাম—

কালিকা, হরিণী, শুক্লা, কাচা, মক্ষিকা ও শঙ্খা। এই সকল চিহ্ন ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া অশ্বদিগের বয়সের পরিচায়ক হয়।

কালিকা রেখার লক্ষণ।

যে কৃষ্ণ বর্ণের রেখা অশ্বদিগের দন্তের অগ্র-ভাগে বক্রভাবে অবস্থান করে তাহাকে "কালিকা রেখা" বলে। ইহা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের মধ্যে ক্রমশঃ সকল দন্তে পরিস্ফুটভাবে লক্ষিত হয়।

হরিণী রেখার লক্ষণ।

অশ্বদিগের দন্তের অগ্রভাগে অর্থাৎ যে স্থানে কৃষ্ণ বর্ণের রেখা উদ্গত হইয়াছিল, সেই স্থানে ঈষৎ পীত বর্ণের রেখা উদ্গত হইলে তাহাকে "হরিণী

রেখা” বলে। ইহা নবম, দশম ও একাদশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত দন্তে পরিস্ফুটভাবে লক্ষিত হয়।

শুক্লা রেখার লক্ষণ।

অশ্বদিগের দন্তের মস্তকে (যে স্থানে কালিকা রেখা উদ্গত হইয়াছিল) শুভ্র বর্ণের রেখা উদ্গত হইলে তাহাকে “শুক্লা” বলে। এই রেখা দ্বাদশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কাচা রেখার লক্ষণ।

সিদ্ধার্থকের (শ্বেত সর্ষপের) ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট যে রেখা অশ্ব দিগের দন্তাগ্রে উদ্গত হয় তাহাকে “কাচারেখা” বলে। এই কাচা রেখা পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ এই তিন বৎসরের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মক্ষিকা রেখার লক্ষণ।

অষ্টাদশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি বৎসর মধ্যে মধুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট যে রেখা অশ্বদিগের দন্তের অগ্রভাগে উদ্গত হয় তাহাকে “মক্ষিকা রেখা” বলে।

শঙ্খা রেখার লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত স্থানকে আশ্রয় করিয়া শঙ্খের ন্যায় অতি শুভ্র বর্ণের যে রেখা একবিংশ হইতে ত্রয়োবিংশ বৎসর মধ্যে উদ্গত হয় তাহাকে "শঙ্খা রেখা" বলে।

অনন্তর দন্তের ছিদ্র, চলন ও পতনের কথা বলা হইতেছে—

২৩ ত্রয়োবিংশ বৎসরের পরে চতুর্ব্বিংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬ ষড়্বিংশ বৎসরের মধ্যে অশ্ব-দিগের দন্তে ছিদ্র হইয়া থাকে।

২৭ সপ্তবিংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৯ ঊনত্রিংশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের দন্ত সকল চলিতে (নড়িতে) থাকে।

আর ২৯ ঊনত্রিংশ হইতে ৩২ দ্বাত্রিংশ বৎসরের মধ্যে দন্ত সকল পতিত হয়। ফলতঃ ২৩ ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়সের পরে ৯ নয় বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৩২ বত্রিশ বৎসরের মধ্যে দন্তের ছিদ্র, চলন ও পতন হইয়া থাকে।

এক বৎসরের অশ্বদিগের দন্ত শুভ্র বর্ণ। আর দুই বৎসরের অশ্বের দন্ত সকল ঘন সন্নিবিষ্ট

(ঘেঁচ ঘেঁচ) কষায় বর্ণ, এবং তনু অর্থাৎ পাৎলা হইয়া থাকে।

দুগ্ধ দন্তের লক্ষণ।

যে সকল দন্ত উত্থিত হইয়াছে কিন্তু পতিত হইয়া বাহির হয় নাই তাহাদের লক্ষণ—

যে সকল দন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ মোটা নহে এবং যাহাদের অগ্রভাগ "অখল্ল মস্তক" অর্থাৎ খিল্ ধরা নহে, তাহারা পতিত হইয়া উত্থিত হয় নাই জানিতে হইবে।

আর যে সকল দন্ত স্থূল ও যাহাদের অগ্রভাগ খিল্‌ধরা তাহারা পতিতোত্থিত বলিয়া বুঝা যাইবে।

দন্তের অগ্রভাগ নিম্ন ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে খল্ল মস্তক অর্থাৎ খিল্‌ধরা বলে।

দন্তের মস্তক পরিপূর্ণ (সমান) না হইলে তাহাতে কালিকা প্রভৃতি রেখায় প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দন্তের অগ্রভাগের পরিপূর্ণতা ৬ ষষ্ঠ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

কালিকাদি চিহ্ন দন্তাগ্রের খল্লভাগ (খিল্‌ধরা) না হইয়া উৎপন্ন হয় না।

দুষ্ট অশ্বব্যবসায়িগণ অশ্বের বয়স গোপন করিবার মানসে দন্তের অগ্রভাগ ঘর্ষণ করিয়া কৃত্রিম চিহ্ন সকল প্রকাশ করিয়া দেয়। এই বিষয়ের বিশেষ অবগতি জন্য বিশিষ্ট চিহ্ন প্রদর্শিত হইতেছে—

দন্ত-মস্তক অর্থাৎ দন্তের অগ্রভাগ সকল উত্তম-রূপে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ বর্ণের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ষষ্ঠ বৎসরে দুইটী দন্তে কৃষ্ণ চিহ্ন প্রকাশ পায়। সপ্তম বৎসরে অপর দুইটী দন্তে কৃষ্ণ চিহ্ন প্রকাশ পায়। অষ্টম বৎসরে পূর্ব্বোক্ত চারিটী দন্ত হইতে পৃথক্ দুইটী দন্তে কৃষ্ণ বর্ণ প্রকাশ পায়। ফলতঃ ষষ্ঠ হইতে অষ্টম বৎসরের মধ্যে ঐ কালিকাদি রেখা (কৃষ্ণ বর্ণের চিহ্ন প্রভৃতি) পরিস্ফুটভাবে লক্ষিত হয়।

বুদ্ধিমান্ অশ্ববিৎ কালিকা রেখার উৎপত্তি অনুসারে হরিণী প্রভৃতি রেখার উৎপত্তি প্রকার অবগত হইবেন।

ফলতঃ দুই দুই বৎসর পরিপূর্ণ না হইলে কালিকা প্রভৃতি চিহ্ন প্রকাশ পায় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

(দশা ক্ষেত্রের বিবরণ)

প্রজাপতি ব্রহ্মা অশ্বদিগের জীবিতকাল অর্থাৎ আয়ুকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদের এক একটী ভাগের নাম এক একটী দশা। সুতরাং এক একটী দশার ভোগ কাল তিন বৎসর দুই মাস বার দিন।

শালিহোত্র মুনি দশার পরিমাণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দশা সকল এক এক ক্ষেত্রে ফল দান করে। প্রথম দশা—প্রথম ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় দশা—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এইরূপ ক্রমশঃ দশ দশা দশ ক্ষেত্রে ফলোপধায়ক হয়।

প্রপাণ (উপরিকার ঠোঁট) হইতে ললাট পর্য্যন্ত স্থান প্রথম ক্ষেত্র। 'ললাট হইতে মস্তক দ্বিতীয়। গ্রীবা হইতে স্কন্ধাবধি স্থান তৃতীয়।

বক্ষঃ, ককুদ, (ঝুঁট) কাকস, (উহার নিকটবর্ত্তী স্থান) চতুর্থ, অংসদ্বয় পঞ্চম, কটি ষষ্ঠ, স্ফীক্ (পাছা),

সপ্তম, স্থূরক (উরুর নিকটবর্ত্তী স্থান), অষ্টম, জঙ্ঘা নবম, কূর্চ (সন্ধি) ও খুর দশম ক্ষেত্র।

বুদ্ধিমান চিকিৎসক এই সকল বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ ক্ষেত্র ও দশার অবস্থা অবগত হইয়া উপযুক্ত ফল নির্দ্দেশ করিবেন।

বয়স জ্ঞানে পারদর্শী অশ্ববিদ্গণ ক্ষেত্র ও দশার সমন্বয়ে যে ফল হয় তাহাই বুঝাইয়া দিবেন।

কিন্তু ককুদাবর্ত্তী (যে অশ্বের ঝুটে ভুঙ্‌রি থাকে) ও শৃঙ্গযুক্ত (শিঙ্‌নী) অশ্বের ফল সর্ব্বকালই দুষ্ট। সে বিষয়ে দশা-বিচার নিরর্থক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(জন্মদেশ)

সম্প্রতি অশ্বদিগের জন্মদেশের কথা আনু-পূর্ব্বিক ভাবে বলা হইতেছে—

তাজিক্ অশ্বই উত্তম। পারস্যদেশের অশ্ব, কোঙ্কণের অশ্ব ও পৃষ্ঠদেশজাত অশ্ব উত্তম বলিয়া গণ্য।

নকুল বলেন অশ্ব চারি জাতীয়—উত্তম, মধ্যম, নীচ ও কনিষ্ঠ। জন্মদেশ ভেদে ইহাদের শ্রেণীভেদ হইয়া থাকে।

তাজিক্, খুরাশান্ ও উত্তর দেশীয় অশ্ব উত্তম।

আর গজিকাণ ও কোঙ্কণ অশ্ব মধ্যম। ইহারা অধিক আহার করিতে পারে। ভাণ্ডজ, উত্তমাংশ (উত্তমাশা দেশজাত) ও রাজশূল ইহারা মধ্যম শ্রেণীর অশ্ব মধ্যে গণ্য।

গোহ্বর, সবরাশ ও সিন্ধুপাক এই সকল অশ্ব ছোট। এতদ্ব্যতীত অন্য দেশজাত অশ্ব সকল অতি নীচ বলিয়া কথিত আছে।

তুরুষ্ক, কীর, পার্ব্বত্য ও সিন্ধু দেশের অশ্ব মধ্যম এবং ভুরুষ্ট, ভাগুজ ও সারস্বত অশ্ব মধ্যম।

যে সকল অশ্ব সন্তুল দেশে উৎপন্ন, কুশ, জটদেশ, পূর্ব্বদেশ ও দক্ষিণ দেশে যাহাদের জন্ম হইয়াছে এই সকল অশ্ব অধম।

টঙ্কন অশ্বও অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যে সকল অশ্বের গ্রীবা (ঘাড়) বৃত্ত ও কুঞ্চিত অর্থাৎ (গোল ও কোচকান), কাণ ছোট, বেগ অধিক, দেহ দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং হৃদয় ভয়শূন্য ইহাদিগকে "তাজিক্" অশ্ব বলে।

পারস্য দেশের অশ্ব তাজিক্ অশ্বেরই মত। তবে ইহাদের বিশেষ এই যে ইহাদের মুখ অত্যন্ত বিনত ও মাংসহীন, কটিদেশ স্থূল (কোমর মোটা) এবং মুখর (খুব চীৎকার করে) ইহারা রাস্তা হাঁটিতে খুব সমর্থ এবং যুদ্ধস্থলে বিশেষ উপকারী। এমন কি অস্ত্রের দ্বারায় অঙ্গ সকল আহত হইলেও সাদী অর্থাৎ আরোহীকে কদাচ মোচন করে না।

কেক্কাণ অর্থাৎ কোঙ্কণের অশ্ব কিঞ্চিৎ উন্নত, স্থূল, চিক্কণ শরীর ও দৃঢ়-পৃষ্ঠ (শক্ত পীঠ) হয়, ইহাদিগকে অশ্বজাতির প্রথম বলা যায়।

কেক্কণ দেশজাত অশ্ব ও মধ্যম শ্রেণীর অশ্ব-দিগের মুখ প্রায়ই তাজিক্ অশ্বের ন্যায় হইয়া থাকে।

মধ্যম শ্রেণীর অশ্বের দেহ সুবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল (উঁচু নীচু রহিত) হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর অশ্বদিগের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির লক্ষণ ও তদনুসারে বাহনের লক্ষণ লিখিত হইতেছে—

প্রজাপতি ব্রহ্মা অশ্বদিগের বাহন বিধি যে প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে। আর অশ্ববাহকদিগের দোষে ও গুণে যে সমস্ত দোষ ও গুণ উৎপন্ন হয় তাহার বিশেষ বিধি লিখিত হইতেছে।

অশ্বদিগের স্বত্ব ও রূপ দ্বারা জাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি রূপ) অবগত হইয়া বাহন স্থির করিবে।

ব্রাহ্মণাদি জাতি অনুসারে সাম (সান্ত্বনা) ও ত্রিবিধ দণ্ডের প্রয়োগ করিবে।

ব্রাহ্মণ জাতি অশ্বের লক্ষণ।

যে অশ্ব ত্রাসী (ভীত), লুব্ধ (লোলুপ) এবং দয়ালু (দুষ্ট নহে) ইহাকে ব্রাহ্মণ জাতি অশ্ব কহে।

ক্ষত্রিয় জাতি অশ্বের লক্ষণ।

যে অশ্ব বিশেষ পরাক্রমশালী এবং দীর্ঘ-দ্বেষী (যাহার বহুক্ষণ ক্রোধ থাকে) তাহাকে ক্ষত্রিয় জাতি অশ্ব বলে।

বৈশ্য জাতি অশ্বের লক্ষণ।

যে অশ্ব পাপী অর্থাৎ অশুভ (অমঙ্গল) দায়ক, রুক্ষ, ধূসর বর্ণ এবং দুষ্ট, ইহাকে বৈশ্য জাতি বলে।

শূদ্র জাতি অশ্বের লক্ষণ।

যে সকল অশ্ব দেখিতে খারাপ ও ক্রোধী এবং যাহার কিছুমাত্র অঙ্গ সৌষ্ঠব নাই, তাহাদিগকে শূদ্র জাতি অশ্ব বলে।

এ স্থলে নকুল এরূপ বলেন যে—জলজ, বহ্নিজ, বায়ুজাত, উলূক ও মৃগজাত এই চতুর্ব্বিধ অশ্ব হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি অশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ জলজাত অশ্ব ব্রাহ্মণ, বহ্নি জাত অশ্ব ক্ষত্রিয়, বায়ুজাত অশ্ব বৈশ্য, এবং মৃগ ও উলুক জাত অশ্ব শূদ্র বলিয়া কথিত আছে।

ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় যে অশ্ব বিবেকজ্ঞান (হিতাহিত জ্ঞান)—সম্পন্ন তাহারা ব্রাহ্মণ, তেজস্বী ও বলবান্ অশ্ব ক্ষত্রিয়, দুষ্ট স্বভাব সম্পন্ন অশ্ব বৈশ্য, আর নিঃসত্বকারক অশ্ব শূদ্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

ব্রাহ্মণ জাতি অশ্বকে শক্তি সঞ্চার দ্বারা ('হয় গন্ধর্ব্ব পুত্রস্ত্বং শৃণুস্ব বচনং মম' এই সকল বাক্যের দ্বারায়) বাহিত করিবে।

ক্ষত্রিয় জাতি অশ্বকে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ('স্মর রাজেন্দ্র পুত্রস্ত্বং সত্য-বাক্য মনুস্মর' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারায়) বাহিত করিবে।

বৈশ্য জাতি অশ্বকে শব্দ দণ্ড দ্বারা অর্থাৎ শব্দ রূপ তাড়নের দ্বারা এবং শূদ্র জাতি অশ্বকে দণ্ড অর্থাৎ চাবুক মারিয়া বাহিত করিবে।

ব্রাহ্মণ জাতি অশ্বকে প্রত্যূষে (ভোরে), ক্ষত্রিয় জাতি অশ্বকে এক প্রহর বেলা গতে, বৈশ্য জাতি অশ্বকে সন্ধ্যাকাল গত করিয়া এবং শূদ্র জাতি অশ্বকে রাত্রিকালে বাহিত করিবে।

সত্ব শক্তি ও বাহন বিবরণ।

অশ্বদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে সত্ব (বল) তিন প্রকার হয়।

উত্তম শ্রেণীর অশ্বকে উপশম বাক্যের দ্বারা, মধ্যম শ্রেণীর অশ্বকে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগে এবং অধম শ্রেণীর অশ্বকে শব্দ রূপ দণ্ড ও দণ্ডাঘাতের (চাবুকের) দ্বারা বাহিত করিবে।

তৈল ও দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিলে যেরূপ প্রকাশ পায়, নির্ম্মল অশ্বের শরীরে তাদৃশ সহজ রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অশ্বদিগের শক্তি দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার বলসম্ভব ও অন্য প্রকার দুর্ব্বলতা-সম্ভব।

যে সকল অশ্ব দেখিতে কৃশ, কিন্তু শক্তিতে অধিক, তাহাদিগকে দুর্ব্বলতাসম্ভবশক্তি-সম্পন্ন বলা যায়।

অন্য প্রকার যে সকল অশ্ব দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু শক্তিতে হীন, তাহাদিগকে বলসম্ভব-দুর্ব্বলতা-সম্পন্ন বলা যায়। অতএব অশ্বদিগের শক্তি ও সত্ত্ব বিবেচনা করিয়া বাহিত করিবে।

রঙ্গভূমির বিবরণ।

"রঙ্গভূমি" বলিতে যে স্থলে অশ্বদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

অশ্বদিগের শিক্ষা দিবার স্থান এরূপ হওয়া উচিত যথা—সমতল, প্রশস্ত, ঈষৎ বালুকা বা ধূলি দ্বারা আচ্ছাদিত, নির্জ্জন গ্রাম বা নগর হইতে দুরে অবস্থিত এবং দেখিতে রমণীয় হইবে। কিন্তু জমাট্ মাটী দ্বারা গঠিত, কঙ্কর বা ক্ষুদ্রপ্রস্তরযুক্ত অথবা প্রস্তরময় কিম্বা জলাভূমি (সেঁতসেঁতে) রঙ্গ-ভূমির উপযুক্ত নহে। অপর তৃণ (শর, কেশে বেনা প্রভৃতি) কুৎসিত ঘাস এবং কাষ্ঠ (আগাছা) পরিপূর্ণ স্থান রঙ্গভূমির জন্য গ্রাহ্য নহে।

এস্থলে নকুল বলেন—সমতল, প্রশস্ত, অল্প অল্প ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত, নির্জ্জন, গ্রাম ও নগর হইতে দূরে অশ্বদিগের রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিবে। কিন্তু যে স্থলের মাটী জমাট অথবা কঠিন এবং যে স্থলে প্রস্তর ও গর্ত্ত আছে, যে স্থান জলপ্রায় (জলা) অথচ তৃণ ও কাষ্ঠের দ্বারা সমাচ্ছন্ন, তাহা রঙ্গভূমির উপযুক্ত নহে।

দোষ, গুণ ও তাড়ন বিবরণ।

সম্প্রতি অশ্বারোহীর দোষ, গুণ এবং অশ্ব তাড়নের দোষ গুণ বলা হইতেছে—

যে অশ্বারোহী স্থূল (মোটা), ক্রোধী, মূর্খ,

উৎসুক-চিত্ত (অন্যমনস্ক), অস্থানে চাবুক মারিয়া থাকেন এবং যাহার আসন চঞ্চল, কদাচ তাহার অশ্ব বশীভূত হয় না।

আর অশ্বে আরোহণ করিলে যাহার কোমর নড়িতে থাকে এবং যিনি বাহুদ্বয় স্থির রাখিতে না পারিয়া উন্নত করেন ও অশ্বের শরীরে চাবুক মারিতে থাকেন, তাহার বাহন সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ বশীভূত হয় না ; এতাদৃশ অশ্বারোহীর অশ্বে আরোহণ কষ্টদায়ক।

কিন্তু যে অশ্বারোহীর আসন দৃঢ়, শরীর স্থির, মুষ্টিদ্বয় নিশ্চল এবং যিনি সাবধান অথচ অশ্বের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন, কদাচ অন্যমনস্ক নহেন, ফলতঃ যাহার এই ছয়টী গুণ বিদ্যমান আছে, তিনি অনায়াসে অশ্বকে বশীভূত করিতে পারেন।

যিনি অশ্বের অভিপ্রায় কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন না, তিনি পুনঃ পুনঃ চাবুক মারিলেও অশ্ব তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিবে না।

যদি অশ্ব অন্য ঘোড়া বা ঘুঁড়ী দেখিয়া হ্রেষা রব (চীৎকার) করিতে থাকে, তাহা হইলে মস্তকে চাবুক মারিবে।

যদি অশ্ব স্খলিত হয় (পিছ্‌লে পড়ে), তাহা হইলে তাহার জানুদ্বয়ে প্রহার করিবে।

যদি অশ্ব ভয়, পায় তাহা হইলে তাহার পশ্চাৎ দিকে প্রহার করিবে।

যদি অশ্ব ক্রুদ্ধ (রাগী) হয়, তাহা হইলে তাহার বুকে প্রহার করা কর্ত্তব্য।

যদি অশ্ব ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার উদরে চাবুক মারিবে।

আর যদি অশ্ব পথ ছাড়িয়া ছুটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহার মুখে প্রহার করিবে।

অস্থানে প্রহার করিলে অশ্ব কখনই বশীভূত হয় না, পরন্তু যত দিন বাঁচে ততদিন সেই দোষ রহিয়া যায়। অতএব দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া অশ্বকে প্রহার করিবে।

অশ্ব কুপিত হইলে পুচ্ছদেশে (লেজের নিকটে) এবং ভীত হইলে জানুদ্বয়ে প্রহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যে অশ্ব কখনও প্রহার প্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে একটী মাত্র প্রহার করিবে অর্থাৎ এক বার চাবুক মারিবে।

যে অশ্ব কর্ম্ম করিতে সমর্থ, যদি তাহাকে বাহিত

করা না হয় তাহা হইলে সে অশ্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

আর যে অশ্ব সকল কার্য্য করিতে সমর্থ, যদি তাহাকে অতিশয় পরিশ্রম করান হয়, তাহা হইলে সে অশ্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ভোজ অশ্বদিগের দ্বাদশকালে দণ্ড নিপাতনের কথা বলিয়াছেন যথা—

অশ্ব বসিয়া পড়িলে, বাহন অবস্থায় নিদ্রা গেলে, স্খলিত হইলে, দুষ্ট চেষ্টা প্রকাশ করিলে, ঘুঁড়ী দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলে, আস্ফালনপূর্ব্বক বহুবার চীৎকার করিলে, চকিয়া উঠিলে, সম্মুখের পদদ্বয় উচু করিয়া উঠিয়া পড়িলে, পথ ছাড়িয়া অন্য পথে গমন করিলে, ভয় পাইলে, যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে, তাহা শিক্ষা না করিয়া অন্য রূপ চেষ্টা করিলে অথবা ক্ষেপিয়া উঠিলে দণ্ড নিপাতন অর্থাৎ চাবুক মারা কর্ত্তব্য।

তন্মধ্যে ভয় পাইলে ঘাড়ে, চমকিয়া উঠিলেও ঘাড়ে, ক্ষেপিয়া উঠিলে অধরে (নীচেকার ঠোঁটে), শিক্ষা ত্যাগ করিলে পূর্ব্বোক্ত স্থানে অর্থাৎ নীচেকার ঠোঁটে, ঘুঁড়ী দেখিয়া চীৎকার করিলে স্কন্ধে ও

বাহুদ্বয়ে, আর বসিয়া পড়িলে অথবা বাহিত করিবার সময় ঘুমাইয়া পড়িলে কটিদেশে (কোমরে), দুষ্ট চেষ্টা করিলে ও পথ ছাড়িয়া অন্য অপথে গমন করিলে মুখে, স্খলিত হইলে (পিছ্‌লে পড়িলে) জঘনে (কোমরের উর্দ্ধ দিকে), অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয় উঁচু করিয়া উঠিয়া পড়িলে চক্ষুদ্বয়ের নিকটে এবং যে অশ্ব কুণ্ঠপ্রকৃতি অর্থাৎ কুঁড়েস্বভাব সেই অশ্বের শরীরের সর্ব্বত্রই চাবুক মারিতে পারা যায়।

ধারা অর্থাৎ গতি।

অনন্তর আমরা মহর্ষিগণের মতানুসারে অশ্বদিগের ধারা অর্থাৎ গতির বিষয় বর্ণনা করিব।

অশ্বদিগের ধারা (গতি) ৬ ছয় প্রকার হয় যথা—

প্রথমা ধারার নাম "বিক্রমা", দ্বিতীয়ার নাম "পুলকা", তৃতীয়ার নাম "পূর্ণকণ্ঠী", চতুর্থের নাম "ত্বরিতা", পঞ্চমের নাম "ধারা" ও ষষ্ঠী ধারার নাম "নিরালম্বা"।

ষষ্ঠী ধারা মর্ত্ত্য লোকে দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্বর্গ লোকেই প্রসিদ্ধ আছে।

নকুল এবং অমরসিংহ—আস্কন্দিত, ধৌরিতক,

রেচিত, বল্গিত ও প্লুতনামে এই পাঁচটী ধারার কথা বলিয়া থাকেন।

হেমচন্দ্র বলেন—প্রথমা গতির নাম "প্লুতা", দ্বিতীয়ার নাম "চাতুরীক্ষা", তৃতীয়ার নাম "বেগসন্ধি", চতুর্থীর নাম "বেগবতী" ও পঞ্চমীর নাম "তুরী"।

বিক্রমা গতির লক্ষণ।

অশ্ব যে গতিতে পাদ চতুষ্টয় প্লুত অর্থাৎ লম্ফ প্রদানের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়, তাহার নাম বিক্রমা।

পুলকার লক্ষণ।

অশ্ব যে গতিতে অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয় সমানভাবে উৎক্ষিপ্ত করে এবং বানরের গতির ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয় ইহার নাম পুলকা।

পূর্ণকণ্ঠীর লক্ষণ।

অশ্ব যে গতিতে মুখ ও পাদ চতুষ্টয় উন্নত করিয়া ধাবিত হয়, তাহার নাম পূর্ণকণ্ঠী।

ত্বরিতার লক্ষণ।

অশ্বদিগের ইচ্ছাপূর্ব্বক গমনের নাম ত্বরিতা গতি।

ধীরার লক্ষণ।

আর অশ্ব তাড়িত হইয়া যে গতি অবলম্বন করে, তাহার নাম ধীরা।

নিরালম্বা নামক ষষ্ঠ গতি মর্ত্ত্য লোকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা স্বর্গ লোকে বিদ্যমান আছে।

অশ্ব ও অশ্বারোহীর শরীরে যতগুলি লোম আছে, অশ্ব পৃষ্ঠে হত অশ্বারোহী তত বৎসর যাবৎ স্বর্গে বাস করে, কিন্তু অশ্ব পৃষ্ঠে হত হইলে অশ্বারোহী যে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, ঘোটকীর পৃষ্ঠে হত হইলে সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় না।

বল্গা বা লাগামের লক্ষণ।

অনন্তর মহামুনি শালিহোত্র অশ্বদিগের লাগামের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে—

পুষ্পদন্তী, গোকর্ণী, ভূলোলুলা, ভূলোদ্ধৃতা, নাগপীড়ি, পুষ্পধারী, দুর্ম্মুষ্টি, রজস্তনী, দ্বিহস্তী, একহস্তী, শুভগা এবং শোভনা, এই ১২ দ্বাদশ প্রকার লাগাম হয়। কোনও কোনও পুস্তকে দুর্ম্মুষ্টি ও রজস্তনী স্থলে দৃঢ়মুষ্টি ও কুঞ্চনো পাঠ আছে।

অশ্বারোহীর লক্ষণ।

অশ্বারোহী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার কর্ণ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নিজের মন অর্পণ করিয়া থাকিবে অর্থাৎ ঐ স্থানে লক্ষ্য করিবে। প্রথমে অশ্বকে অল্প অল্প করিয়া বাহিত করিবে, পরে পুলক নামক গতিতে গমন করিবার সঙ্কেত দিবে।

অশ্বারোহী অশ্বে আরোহণ করিয়া বক্র (বাঁকা), উত্তান (চীৎ), কুব্জ (কুঁজো), অধোমুখ ও স্তব্ধগাত্র হইবে না, কিন্তু আসন (জিন্) স্থির রাখিয়া উরুদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয় স্থির করিয়া পৃষ্ঠবংশ উন্নত ভাবে রক্ষা করতঃ অশ্বকে বাহিত করিবে।

দক্ষিণ দেশোদ্ভব অশ্বের পৃষ্ঠে দৃঢ় ভাবে উপবেশন করিবে। এইরূপ গুণসম্পন্ন অশ্বারোহী প্রশংসনীয়। অন্যবিধ অশ্ববাহক অশ্বের ভয়দায়ক।

অশ্বদিগের প্রথম বাহনের কাজ।

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ এই তিন কালে অশ্বকে বাহিত করিবে না। হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই তিন কালে বাহিত করিবে।

কেহ কেহ বলেন, জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে কার্ত্তিক

মাস পর্য্যন্ত বাহিত করা নিষেধ। অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বাহিত করা উচিত।

অশ্বদিগের প্রথম বাহিতে শুভ তিথি নক্ষত্র।

শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশী তিথিতে, রবি ও সোমবারে, ধৃতি সিদ্ধি প্রভৃতি যোগে, মুলা, রোহিণী, হস্তা, পুষ্যা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শুভ দিনে অশ্ব-দিগকে বাহিত করিবে।

অগ্নিপুরাণে অশ্বিনী, শ্রবণা, হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে অশ্বদিগের আদি বাহনের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রঙ্গভূমি অর্থাৎ যে স্থলে অশ্বদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, অথবা রণক্ষেত্র, এই রঙ্গভূমিতে বৈরন্ত নামক দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বৈরন্ত দেব সূর্য্যের পুত্র অশ্বদিগের অধিদেবতা।

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পবিত্র ভাবে ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, অথবা রক্ত বর্ণের বস্ত্র বা রক্ত বর্ণের পুষ্প মাল্য ধারণ করিয়া, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন, পায়স, পকান্ন ও পঞ্চ শব্দ দ্বারা উক্ত বৈরন্ত

দেবের পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র-পদ্ধতি—(তিথ্যাদিতন্ত্রে ও অগ্নিপুরাণে এবং কালিকাপুরাণে উক্ত আছে) "ওঁ নমো বৈরস্তায় অশ্ব-হৃদয়ায় হ্রীং ক্লীং ওঁ নমোঽতিশ্বেতায় সৌম্যরূপায় ইমং মম অশ্বং সাধয় সাধয় বন্ধয় বন্ধয় বশ্যং কুরু কুরু মহাবীর্য্যায় বৈরস্তায় নমঃ।" এই মন্ত্র অশ্বের দক্ষিণ কর্ণে ২১ একুশ বার জপ করিবে।

অনন্তর অশ্বকে পর্য্যাণিত করিবে অর্থাৎ সাজ পরাইবে। সাজ পরান হইলে অশ্বে আরোহণ করিয়া এক ক্রোশ পরিমিত পথ গমন করিবে। এইরূপ ভাবে অল্পে অল্পে অশ্বকে শিক্ষা দিবে।

বল্গা অর্থাৎ রাশ্ দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত উভয় হস্তের দ্বারা ধরিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ অশ্বারোহী অশ্বকে লৌহনির্ম্মিত কবিকা (কাজাই) পরাইতে শিক্ষা দিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত বিক্রমা, পুলকা, পূর্ণকণ্ঠী ও ত্বরিতা নামক গতি শিক্ষা করাইবে।

এই কবিকা (কাজাই) বেশী মোটা হইবে না, অতিশয় কর্কশ হইবে না ও খুব শক্ত হইবে না। ইহার পরিমাণ ৭ সপ্ত অঙ্গুলি। অশ্ব লৌহনির্ম্মিত

কবিকা (কাজাই) গ্রহণে অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ তাহাকে নানা প্রকারের গতি শিক্ষা দিবে।

গতি-বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে এই অশ্বকে কট স্থানে (১০০ এক শত হাত দীর্ঘ ও ৭ হাত প্রস্থ পরিমিত স্থানে) বিক্রমা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গতির দ্বারা ভ্রমণ করাইবে।

১০০ একশত হাত দীর্ঘ ও ৭ সাত হাত প্রস্থ এই পরিমিত অশ্ব-ভ্রমণের যোগ্য স্থানের নাম "কটস্থান"।

ভ্রমণ করাইবার সময় দক্ষিণ ও বাম উভয় দিকে ভ্রমণ করাইবে।

অশ্বদিগের শিক্ষার জন্য কটস্থলে যে ভ্রমণ করাইতে হয়, এই ভ্রমণ পাঁচ প্রকার যথা—মণ্ডল, চতুরস্র, গোমূত্র, অর্দ্ধচন্দ্র ও নাগপাশ।

(মণ্ডল শব্দের অর্থ গোলাকার ভ্রমণ, চতুরস্র শব্দের অর্থ চতুষ্কোণাকারে ভ্রমণ, গোমূত্র শব্দে গোমূত্রাকারে অর্থাৎ ধাবমান গাভীর মূত্রের ধারা যেরূপ ঝাঁকা বাঁকা ভাবে পতিত হয়, সেইরূপ আকারে ভ্রমণ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বক্র, গোলাকার এবং সরল এই ত্রিবিধ আকারে ভ্রমণ।)

এইরূপ অন্য তিন প্রকার ভ্রমণও কটস্থানে করাইতে হইবে।

যে অশ্বারোহী অশ্বদিগকে এইরূপ ভাবে শিক্ষা দেন, তাহার কোনও কষ্ট হয় না। ইহার দ্বারা ভীত ব্যক্তির ভয় দূর হয় আর অভীত ব্যক্তির ভয় উৎপন্ন হয়।

অশ্বারোহীদিগের বিশিষ্ট জ্ঞানের জন্য অশ্ব শিক্ষার রহস্য এইরূপ জ্ঞাপন করা হইল।

পূর্ব্বে অশ্বদিগের দোষে ৬ ছয় স্থানে দণ্ডপাতন অর্থাৎ চাবুক মারিবার কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু কদাচ অন্য সময়ে অর্থাৎ বাহনের অতিরিক্ত সময়ে শত দোষ থাকিলেও প্রহার করিবে না।

শিক্ষণীয় অশ্বের যে যে দোষ যে অশ্বশিক্ষকের দোষে উৎপন্ন হয় সেই অশ্বশিক্ষক সেই অশ্বের সেই সেই দোষ কোনও মতে দূর করিতে সমর্থ হয় না।

যিনি এই অশ্ব শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অশ্বদিগকে শিক্ষা দেন, তাঁহার অশ্বগণ বশীভূত হয় এবং শিক্ষা সফল হইয়া থাকে।

সম্প্রতি দুষ্ট অশ্বদিগের বশীভূত করিবার প্রকার বলা যাইতেছে—

অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ দুষ্ট অশ্বদিগকে শান্ত ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত যে সকল ধূপ, লেপন, ও মন্ত্রের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা সেই সকল বর্ণনা করিব।

ধূপ।

বৃকের অর্থাৎ ব্যাঘ্রের অস্থি ও দন্ত, বিষাক্ত মকরের দংষ্ট্রা (বড় দাঁত) একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ দুষ্ট অশ্বকে ধূপ দিবে। (ঘৃত ২ দুই তোলা ও পূর্ব্বোক্ত তিন দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুই তোলা ওজনে মিলিত ৬ ছয় তোলা) অথবা ছোট এলাইচ, অগুরু চন্দন, মৃগনাভি, বেনামূল, নাগেশ্বরফুল, রক্তচন্দন (কাহারও মতে শ্বেত চন্দন), শালের আঠা (কাঠের ধুনা) এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন ৬ ছয় তোলা। তিলতৈল ২ দুই তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া দুষ্ট অশ্বকে ধূপ দিবে, কিম্বা মৃণাল, (কাহারও মতে বেনামূল), অগুরু.চন্দন, সুগন্ধি কুড়্, ছোট এলাইচ, ও শ্বেত চন্দন এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দধি, ঘৃত ও তিল তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া অশ্বের নিকট

ধুপ দিবে। মৃণাল প্রভৃতির মিলিত ওজন ৬ ছয় তোলা। দধি, ঘৃত ও তিলতৈলের মিলিত ওজন ২ দুই তোলা।

লেপন।

দুষ্ট অশ্বকে বশীভূত ও শান্তি করিবার জন্য গোময়ের প্রলেপ দিবে। প্রাতঃকালে ও রাত্রিকালে অশ্বের সমস্ত সন্ধিস্থলে গোময়ের প্রলেপ দিবে।

অষ্টমী তিথিতে বিশেষরূপে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিবে। প্রলেপ দিয়া পূর্ব্বোক্ত ধুপের দ্বারা ধুপ দিবে।

অঞ্জন।

দুষ্ট অশ্বদিগকে বশীভূত ও শান্ত করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

শোধিত হীরাকস্ রক্তচন্দন, রেণুকা, শ্বেত—সর্ষপ, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, কানের মল (কানের খইল), পিপুল, দুরালভা ও বচ এই সকল দ্রব্যের ওজন সমান উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গাভীর বা ঘুঁড়ীর মূত্রে পেষণ করিয়া প্রত্যেক পর্ব্ব দিবসে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে)

দুষ্ট অশ্বের চক্ষুতে অঞ্জন (আঁজন) দিবে। ইহার দ্বারা অশ্ব, কোপ (রাগ), মোহ ও ভয় ত্যাগ করিয়া অশ্ব-সাদীর (সহিসের) বশীভূত এবং অতিশয় শান্ত হইবে।

সাদিকার্য্য বিবরণ।

(অর্থাৎ অশ্বারোহীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ)

অশ্বারোহী প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে, পরে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া সংযতেন্দ্রিয় ও উপবাসী হইয়া অশ্বের দক্ষিণকর্ণে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্র যথা—

"হয় গন্ধর্ব্বরাজ ত্বং শৃণুষ্ব বচনং মম।
গন্ধর্ব্বকুলজাতস্ত্বং মা ভূয়াঃ কুলদূষণঃ॥
দ্বিজানাং সত্যবাক্যানাং সোমস্য গরুড়স্য চ।
রুদ্রস্য বরুণস্যৈব পবনস্য বলেন চ॥
হুতাশনস্য দীপ্তস্য স্মর জাতিং তুরঙ্গম।
স্মর রাজেন্দ্র পুত্রস্ত্বং সত্য-বাক্য মনুস্মর॥
স্মর ত্বং বারুণীং কন্যাং স্মর ত্বং কৌস্তুভং মণিম্।
ক্ষীরোদসাগরে চৈবমবমথ্য সুরাসুরৈঃ॥

তত্র দেবকুলে জাতঃ স্ববাক্যং পরিপালয়।
কুলে জাতস্ত্বমশ্বানাং মিত্রং মে ভব শাশ্বতম্ ॥
শৃণু মিত্রত্বমেতদ্বৈ সিদ্ধো মে ভব বাহনম্।
বিজয়েঽহং ধরাঞ্চৈব সংগ্রামে সিদ্ধিমাবহ ॥
তব পৃষ্ঠং সমারুহ্য হতা দৈত্যাঃ সুরৈঃ পুরা।
অধুনা ত্বাং সমারুহ্য জেষ্যামি রিপুবাহিনীম্ ॥"

বুদ্ধিমান্ অশ্বারোহী এই মন্ত্র অশ্বের কর্ণে জপ করিয়া সমস্ত দেবতাদিগকে বিসর্জ্জন দিবে। পরে পর্য্যাণিত করিবে অর্থাৎ সাজ পরাইবে। যাঁহারা অশ্বজাতিকে বাহনরূপে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অশ্ব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ অনভিজ্ঞ অশ্বারোহী অশ্বের শত্রু, আর অভিজ্ঞ অশ্বারোহী অশ্বের মিত্র। ফলতঃ অশ্ব শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে অশ্বারোহীর দোষে অশ্ব সিদ্ধ হয় না। অধিক কি, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

বন্ধ্যোপচার।

অনন্তর আমরা বন্ধ্যা ঘোটকীর গর্ভ ধারণের উপায় বর্ণনা করিব। শালিহোত্রাদি মুনিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে যেরূপ অশ্বাদিগের গর্ভ ধারণের উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করিব।

যে ঘোটকীর প্রসব হয় নাই, তাহাকে স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিতে হইবে। (স্নেহ পানের বিধি এই গ্রন্থে একোনবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।) অনন্তর হস্ততল গরম করিয়া সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ দিবে। (কাহারও কাহারও মতে ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ হইলে, ঘোটকীর অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয়ের খুর সন্ধির উপরি ভাগের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। পরে বিচক্ষণ বৈদ্য নিরূহবস্তি প্রদান করিবে। (নিরূহ-বস্তির বিধি এই গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত

হইবে)। নিরূহ দেওয়া হইলে অনুবাসন-বস্তি প্রদান করিবে। (অনুবাসন-বস্তির কথা ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে)। অতঃপর ঘোটকীকে নিম্নলিখিত তৈলটী পান করাইবে।

তৈল প্রস্তুত-প্রণালী।

তিল তৈল ৪ সের। বেল মূলের ছাল চূর্ণ /॥ আধসের। দুগ্ধ ১৬ সের। পাকের জন্য জল ৬৪ সের। পাক করিতে করিতে তৈল মধ্যস্থ বেল মূলের ছাল চূর্ণ যখন বর্ত্তির মত পাকান যাইবে, তৈল নির্জ্জল হইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নিঃশব্দ হইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ তৈলের সহিত /॥ আধসের মধু মিশ্রিত করিয়া বিশেষ রূপ আলোড়ন করতঃ ঘোটকীকে পান করাইবে। তৈল পান করাইয়া ঘোটকীর যোনিদ্বারে পিচকারী দ্বারা ৪ সের পরিমাণ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। উত্তম প্রকৃতির ঘোটকীর সম্বন্ধে এইরূপ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইল। মধ্যম ও অধম ঘোটকীর সম্বন্ধে এক চতুর্থাংশ করিয়া কমাইতে হইবে।

ঘোটকীর যোনিদ্বারে ঘৃতের পিচকারীর দেওয়া সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। কেহ কেহ ১ সের ঘৃত প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ কেহ পান করাইবার কথা বলিয়া থাকেন। যে পিচকারী যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইতে হইবে, তাহার পরিমাণ ১২ দ্বাদশ অঙ্গুলি। এই পিচ-কারীর নলটী সম্পূর্ণ ভাগ প্রবেশ করাইবে না, কারণ তাহাতে গর্ভাশয়ে আঘাত লাগিতে পারে। অনন্তর ঘোটকীকে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত জলের দ্বারা যবের যাউ (যবাগূ) পাক করিয়া অপামার্গ (আপাঙ্) প্রভৃতির চূর্ণের সহিত পান করাইবে।

প্রস্তুত-প্রণালী।

নিস্তুষ যব ৪ সের কুট্টিত করিয়া ১৪ চৌদ্দগুণ জলে অর্থাৎ ৫৬ সের জলে পাক করিয়া যখন যাউ মত হইবে, তখন নামাইয়া সৈন্ধবলবণ ।৴০ পোয়া আপাঙ্, বর্চ, বেলমূলের ছাল, সজ্‌নেমূলের ছাল, রস্থন, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, পিপুল, অশ্বগন্ধা ও সরিষা ইহাদের মিলিত চূর্ণ ।৴০ পোয়া মিশ্রিত করতঃ ভোজন করাইবে। পরে কৃষ্ণতিল ও

তণ্ডুলের দ্বারা কৃশর অর্থাৎ খিচুরি পাক করিয়া বেলমূলের ছাল চূর্ণ /৵০ পোয়া সহ মিশ্রিত করতঃ দধির দ্বারা তরল করিয়া ঘোটকীকে পান করাইবে। এই সকল উপায়ের দ্বারা ঘোটকী গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত না হইলে নিম্নলিখিত তৈল পান করাইবে এবং পিচকারী দ্বারা যোনিদ্বারে প্রয়োগ করিবে। অনন্তর যবের অন্ন পাক করিয়া দধির সহিত খাইতে দিবে।

তৈল প্রস্তুত-প্রণালী।

তিল তৈল ৪ সের। পিপুল, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, সজ্‌নে মূলের ছাল, আপাঙ্, মুথা, বচ, মরিচ ও সাদা সরিষা ইহাদের মিলিত ওজন ১ সের, জল ১৬ সের একত্র পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন তৈল মধ্যস্থ চূর্ণ দ্রব্য বর্ত্তির মত পাকান যাইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই সকল প্রয়োগ দ্বারা বন্ধ্যা ঘোটকী গর্ভবতী হইয়া থাকে। যদি ইহাতে ফল না হয় তাহা হইলে অনন্তর লিখিত ঘৃত প্রস্তুত করিয়া এই ঘৃতের দ্বারা ঘোটকীকে অনুবাসন দিবে।

অর্থাৎ এই ঘৃত পিচকারী দ্বারা ঘোটকীর যোনি-দ্বারে প্রবেশ করাইবে।

ঘৃত প্রস্তুত প্রকার।

গব্য ঘৃত ১৬ সের, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহামেদা (অভাবে অনন্তমূল), ঋদ্ধা (অভাবে শ্বেত বেলেড়া), অতি ঋদ্ধা (অভাবে মহাবলা), আমলা, হরীতকী, বহেড়া, বচ প্রত্যেকের ওজন /১।০ একসের এক পোয়া। জল ৬৪ সের। পাক শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—শ্বেত বেড়েলা, পীত বেড়েলা, মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহামেদা (অভাবে অনন্তমূল), ভূমি-কুষ্মাণ্ড, জীবক (অভাবে গুলঞ্চলতা), ঋষভক (অভাবে বংশলোচন), যষ্ঠীমধু, অনন্তমূল অথবা শ্যামালতা এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন ৪ সের, তৈল। পাকশেষজল ও কল্কদ্রব্য এই সকল মৃদু অগ্নিতে একত্র পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন তৈলমধ্যস্থ দ্রব্যগুলি বর্ত্তির মত পাকান যাইবে, তৈল নির্জ্জল হইবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

এই ঘৃত প্রয়োগে ফল না হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

রোহীতক (রোড়া) ছাল /০ আধপোয়া, জল ৪ সের পাক শেষ ১ সের। এই পাক করা জলের সহিত কট্‌কী, বচ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রত্যেকে ৫ পাচ তোলা ৶০ তিন আনা দিয়া /৷ একপোয়া মধু মিশ্রিত করতঃ ঘোটকীকে পান করাইবে। আর পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের চূর্ণ মধু দ্বারা পিণ্ডমত (ডেলা মত) করিয়া যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইবে। এই প্রয়োগের দ্বারা ঘোটকী গর্ভ গ্রহণের যোগ্য হইলে অর্থাৎ ঋতুমতী হইলে অশ্বের সহিত যোগ করিবে। অর্থাৎ মৈথুন করাইবে। গর্ভ গ্রহণ হইলে ঘোটকীকে জলে অবগাহন করাইবে এবং মস্তকে জল সেক করিবে। ফলতঃ মাথা ডুবাইয়া স্নান করাইয়া দিবে। এইরূপ উপায়ে বন্ধ্যা ঘোটকী গর্ভ গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নবম অধ্যায়।

গর্ভজ্ঞান।

অনন্তর ঘোটকীর গর্ভের লক্ষণ বলা হইতেছে—গর্ভাশয়ে বীর্য্যের প্রবেশ, রতিলাভ জনিত তৃপ্তি ও লোচনদ্বয়ের আবিলতা (নেত্রে মলভারাক্রান্ততা) গর্ভ ধারণের প্রথম লক্ষণ। গর্ভবতী ঘোটকী মৈথুনোদ্যত অশ্বকে তাড়ন করিবে। কোন কোন ঘোটকী গর্ভধারণের পর হইতে নিস্তব্ধ থাকে, কেহ জড়তা অনুভব করে, কেহ কেহ বা কোন বিকারই প্রাপ্ত হয় না; মধ্যে মধ্যে যোনিদ্বার দিয়া অল্প অল্প বীজ ত্যাগ করে, কোন কোন ঘোটকী গাত্র কণ্ডূয়ন ভাল বাসে এবং কেহ কেহ বা রোমাঞ্চিত হয়। কেহ কেহ রতিলাভ বাঞ্ছায় মূত্রের সহিত বীজ ত্যাগ করিতে থাকে, অপর কোন কোন অশ্বা ক্রোধান্বিতা হইয়া মৈথুনোদ্যত অশ্বের ক্রিয়া রোধের জন্য পুচ্ছের দ্বারা স্ত্রী-অঙ্গ আচ্ছাদন করে। অন্য ঘোটকী ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণ

সঙ্কুচিত করতঃ ঘোটক দেখিয়া অপসরণ করিতে থাকে।

গর্ভের দ্বিতীয় অবস্থা।

গর্ভবতী ঘোটকীর যোনির অধোভাগ উচ্ছূন (স্ফীত) হইয়া থাকে, শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়, যোনিরন্ধ্র প্রশস্ত হয়, গাত্রের চিক্কণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উদরের বন্ধন (পেটের বাঁধন) নিবিড় (জমাট) হয়। গর্ভবতী ঘোটকীর গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি অনুসারে পার্শ্বদ্বয় বাড়িতে থাকে, ক্রমশঃ শরীর পরিপুষ্ট হয়, শরীরের শোভা বৃদ্ধি হয়, অল্প আয়াসেই শ্বাস বোধ হয়, খাইবার শক্তি ক্রমশই কম হইতে থাকে। অর্থাৎ আহারে তাদৃশ রুচি থাকে না; শরীর দেখিতে বেশ প্রিয়দর্শন হয়। রোমরাজি চিক্কণ ও রোমকূপ ঘনতা প্রাপ্ত হয়। গর্ভাবস্থায় ঘোটকীর দুষ্টতা থাকে না, বেশ শান্ত-শিষ্ট হয়, ঘোটকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। গর্ভিণী ঘোটকীর প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে মাংসের বৃদ্ধি জন্য শরীরের শোভা-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে নিতম্বের মাংস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে (পাছা ভারি হয়)।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে গাত্রে নূতন রোম উদ্গত হইয়া শরীরকে সুচিক্কণ করে। সপ্তম ও অষ্টম মাসে অশ্বাদিগের স্ত্রী-অঙ্গ স্ফীততা প্রাপ্ত হয়। পাদ-চতুষ্টয়ে শোথ দেখা যায় (পা ফুলে)। দশম মাসে ঐ শোথ অধোদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একাদশ ও দ্বাদশ মাসে প্রসব হইয়া থাকে। অশ্বশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ এই সকল লক্ষণের দ্বারা ঘোটকীর গর্ভ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন।

দশম অধ্যায়।

—•—
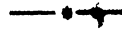
সূতিকোপচার।

(সদ্যঃপ্রসূতা ঘোটকীর ও শাবকের পরিচর্য্যা)

অশ্বশাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জল দ্বারা তাহার অঙ্গসকল ধৌত করিয়া দিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই ধৌতকার্য্যে গ্রীষ্মকালে শীতল জল এবং শীত-কালে উষ্ণজল ব্যবহার করিবেন। শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়া যদি প্রসবজনিত ক্লেশে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে যাবৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত না হয় একবার শীতল জল এবং একবার গরম জল দিয়া পরিষেক করিবে। অনন্তর ঘোটকীর স্তনদ্বয় ধৌত করিয়া দিয়া বৎসকে পান করাইবার জন্য যত্নবান হইবে, (অথবা স্তন পান করিতে দিবে)। কোন কারণে প্রসব না হইলে অথবা জরায়ু (আওল বা ফুল) না পড়িলে মেধাবী চিকিৎসক নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্কী) তেজবতী (চৈ)

শঙ্খপুষ্পা (ঢোলকলমী বা চোর-কাঁচ্‌কি) শত-মূলী, বামুনহাটী, বচ, দন্তী (দাঁতিন) ঈশলাঙ্গুলে ও শ্বেত-সর্ষপ এই সকল দ্রব্যের ওজন সমান, দ্রব্য-সকল কুট্টিত করিয়া একত্র করতঃ তিনটী পুঁটলি করিয়া, একটী মস্তকে, একটী কণ্ঠদেশে ও একটী পুচ্ছদেশে বাঁধিয়া দিবেন।

অপর ব্যবস্থা।

ঈশ-লাঙ্গুলিয়া, বেলমূলের ছাল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ সমান ওজনে গ্রহণ করিয়া এক পল অর্থাৎ /৵ আধপোয়া মাত্রায় ৬০ পল অর্থাৎ /৭॥০ সের জলের সহিত সেবন করাইবে। এইরূপ করিলে গর্ভ-বিমুক্ত হইবে, ফুল বা আওল্‌ পড়িবে।

অনন্তর খাদ্য-দ্রব্যের এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ঘোটকীর কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্য ব্যবহার করাইবে। পরিমাণ যথা—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মিলিত এক পল, মৌলের মদ এক প্রস্থ (/৪ সের), মধু এক কুড়ব (/॥০ অৰ্দ্ধ সের) এই সকল দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে পান করিতে দিবে। অথবা পৌষ্টিকী সুরা (চেলো-মদ) এক প্রস্থ ৶৪

সের), গুড় আট পল (⁄১ সের), তিল-তৈল এক কুড়ব (⁄৷৷ অৰ্দ্ধ সের) একত্র মিলিত করিয়া পান করাইবে। এই সকল দ্রব্য সুজীর্ণ হইলে ঘোটকীকে তৃণাদি দিবে। এই পানীয় ব্যবহার-কালে অন্য জল পান করিতে দিবে না। এইরূপ তিন দিবস দেওয়া হইলে, চতুর্থ দিবসে গরম জল পান করিতে দিবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে যোনি-মার্গ হইতে ফেন বা গর্ভাশয়স্থ ক্লেদ নির্গত হইবে না অর্থাৎ ঠাণ্ডা জল পান করাইলে ঘোটকীর গর্ভাশয় হইতে জল ও ফেনস্রাব হইয়া থাকে, অতএব গরম জলপান করান উচিত। যেহেতু প্রসূতা ঘোটকীর কোষ্ঠে (উদরে) বায়ু প্রকুপিত হয়। অতএব প্রসূতা ঘোটকীর ঘৃত পান অবশ্য কর্ত্তব্য। ঘৃত পানের মাত্রা ৪ পল (⁄৷৷ আধ সের) প্রসূতা ঘোটকীর খাইবার জন্য উত্তমপক্ষে নিস্তুষ ৩২ সের যব (জৈ), মধ্যমপক্ষে ২৪ সের, এবং অধম পক্ষে ১৬ সের। দুর্ব্বাঘাস এবং ঘৃত মিশ্রিত কুলত্থ (কুত্তি) কলাই খাইতে দিবে। ঘৃতের পরিমাণ তিন কুড়ব (⁄১৷৷ সের) এবং কলাইয়ের পরিমাণ ১৬ সের। প্রসবের ১০ দিন

পরে শাবক ও ঘোটকীকে স্নান করাইয়া দিবে এবং গন্ধদ্রব্য, পুষ্প ও ধূপ দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

ক্ষীরশোধন-বিধি।

ঘোটকীর দুগ্ধ দূষিত হইলে তাহার শোধনের উপায়—এক পল (/৵ ছটাক) পরিমিত জামছাল, পাকের জন্য জল এক আঢ়ক, (১৬ সের) পাক-শেষ দুই প্রস্থ (/৪ সের), মধু এক কুড়ব (/॥ অর্দ্ধ সের) একত্র মিলিত করিয়া ঘোটকীকে পান করাইবে।

দ্বিতীয় যোগ—বটছাল, ডুমুর-ছাল, অশ্বত্থছাল, পাকুড় ছাল, বেতসছাল কাহার কাহারও মতে মৌলছাল এই সকল ছাল কুট্টিত করিয়া এক পল (/৵ পোয়া) মাত্রায় গ্রহণকরতঃ আঢ়ক (১৬ সের) পরিমিত জলে পাক করিয়া প্রস্থদ্বয় (/৮ সের) জল থাকিতে অবতরণ করাইয়া শীতল হইলে তাহাতে চিনি এক কুড়ব (/॥ অর্দ্ধ সের) ও মধু এক কুড়ব (/॥ অর্দ্ধ সের) প্রক্ষেপ দিয়া ঘোটকীকে পান করাইবে।

তৃতীয় যোগ—সাদা-জীরে, নাগরমুথা শুঁঠ, সাদা সরিষা, তাম্বুল (ইহা বেণের দোকানে পাওয়া যায়, ধনের মত আকৃতি) বিড়ঙ্গ, চিতে-মূল,

দেবদারু, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদী-মুল, সজ্‌নের ছাল, এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন এক পল (/৶ পোয়া) জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এক প্রস্থ (/৪ সের) পরিমিত সৌবীরকের (যব হইতে প্রস্তুত এক প্রকার কাঁজি) সহিত মিলাইয়া পান করাইবে।

চতুর্থ যোগ—গুড় অর্দ্ধ প্রস্থ (/২ সের), তিল-তৈল আট পল (/১ সের) তীক্ষ্ণ সুরা এক প্রস্থ (/৪ সের) একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘোটকীকে পান করাইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধসকলের দ্বারা ঘোটকীর দূষিত দুগ্ধ পরিশুদ্ধ হয় এবং দুগ্ধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অশ্বশাবকের পোষণ-প্রকার।

অশ্বের শাবককে মধু ও নবনীত (ননী) সেবন করাইবে। ইহার মাত্রা—নবনীত এক পল (/৶ পোয়া) মধু এক কুড়ব (/॥ আধ সের)। এই মধু ও নবনীত এক মাস যাবৎ অশ্বশাবককে খাওয়াইতে হইবে। পরে ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ময়দার মণ্ড বা যবের মণ্ড উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া

দুগ্ধের দ্বারা তরলকরতঃ মধু ও ঘৃতযোগে অশ্ব-শিশুকে পান করাইবে। অথবা ঘৃতমিশ্রিত ঘোল খাইতে দিবে, কিংবা মধু ও দুগ্ধমিশ্রিত ঘোল খাইতে দিবে। এস্থলে অন্যরূপ ব্যবস্থাও আছে। যবের ছাতু, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এই সকল দ্রব্যের বিশেষ পরিমাণ লিখিত না হইলেও দ্রব্য-মাত্রাধ্যায়ে উত্তম অশ্বের আহার্য্য দ্রব্যের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অশ্বশাবককে তাহার এক চতুর্থাংশ ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। এই প্রকার আহারের দ্বারা অশ্বশাবকগণ বলবান হয় ও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। যেহেতু অশ্বশাবকদিগের শরীর, ইন্দ্রিয়, ধাতু, অগ্নি, দোষ ও প্রকৃতি অশ্বের অনুরূপ, সুতরাং ব্যাধির চিকিৎসাও তুল্যরূপ হইবে। বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত যখন অশ্ব ও অশ্বশাবকের সমান, তখন চিকিৎসাও অনুরূপ হওয়া উচিত। কেবল মাত্রায় পার্থক্য হইবে। অর্থাৎ অশ্বশাবকদিগের ঔষধাদির ও পথ্যাদির মাত্রা হ্রস্ব হইবে।

———

একাদশ অধ্যায়

দ্রব্য-মাত্রা-জ্ঞান।

অশ্বদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে এবং দেশ, কাল ও বলভেদে খাদ্য ও ঔষধের পরিমাণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। পরিপক্ক আটটী গুঞ্জাফলে এক মাষা ওজন হয়; ১৬ মাষায় এক কর্ষ, ৪ কর্ষে এক পল, ৪ পলে এক কুড়ব, ১৬ পলে এক প্রস্থ, ৬৪ পলে এক আঢ়ক, আর ২৫৬ পলে এক দ্রোণ হয়।*

এই শাস্ত্রে দ্রব্যের পরিমাণ যাহা উক্ত হইয়াছে বা হইবে সেই সকল দ্রব্য শুষ্ক হইলে লিখিত পরিমাণ গ্রহণ করিবে। কিন্তু আর্দ্র বা দ্রব (তরল) দ্রব্য হইলে দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে।

---

* অশ্বশাস্ত্রে আটটী পাকা গুঞ্জা (কুঁচ) ফলে মাষা হয়, কিন্তু ইহা প্রচলিত পরিমাণ অপেক্ষা কম হয় এবং আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের পরিমাণের সহিত মিলে না। পূর্ব্বকালে ১০ গুঞ্জাতে মাষা ধরা হইত; চরকমুনিও নিজের শাস্ত্রে ১০ গুঞ্জার মাষা বলিয়াছেন। সুশ্রুত আচার্য্যও ৫ গুঞ্জায় মাষা বলিয়াছেন,

বাসক প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আর্দ্র অর্থাৎ টাট্‌কা গ্রাহ্য। এই সকল দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণ গ্রহণ না করিয়া শুষ্ক দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের নাম যথাঃ—বাসক, নিম, পটোল, কেতকী (কেওয়া) বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, নীলসুঁদি, শতমূলী, শ্বেত-পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে (গান্ধাল), গুলঞ্চলতা, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝিঁটী, গুগ্‌গুলু, হিং, আর্দ্রক (আদা) এবং গুড়।

উত্তম অশ্বের খাদ্যের পরিমাণ—অবিনষ্ট (আগ্‌ড়ারহিত) নিস্তুষ (ছাল-রহিত) যব ৪ আঢ়ক (৩২ সের)।

মধ্যম অশ্বের খাদ্যের পরিমাণ—উত্তমাশ্বের খাদ্যের এক চতুর্থাংশ কম। আর অধম অশ্বের মধ্যম অশ্বের খাদ্যের এক চতুর্থাংশ কম।

তাঁহার মতে চরকের মতের পরিমাণের অর্দ্ধ পরিমাণ হয়। গৌড়-দেশে (আমাদের দেশে) দ্বাদশ গুঞ্জায় মাষা ধরা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ৬ গুঞ্জায় আনা, ১২ গুঞ্জায় ৵ দুই আনা বা মাষা ও ৯৬ গুঞ্জায় এক তোলা ধরা হয়, কিন্তু ৮ গুঞ্জায় মাষা ধরিলে প্রচলিত পরিমাণের এক চতুর্থাংশ কম হয়। এইজন্য আমরা এই অশ্ব-বৈদ্যকে প্রচলিত পরিমাণই নির্দ্দেশ করিয়াছি।

অশ্বের খাদ্য শালিতণ্ডুলের পরিমাণ, যবের পরিমাণের অর্দ্ধ (দুই আঢ়ক) ১৬ সের। অধম অশ্বের, পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের অর্দ্ধ (আটসের)। ছোলা, মাষকলাই ও অন্য জাতীয় ব্রীহি অর্থাৎ শমিধান্য দেশসাম্যানুরোধে যবের অর্দ্ধেক (দুই আঢ়ক)। আর যে সকল অশ্ব মুগকলাই ভোজন করে তাহাদের মুগের পরিমাণ তিন প্রস্থ (/৬ সের), স্নেহ-দ্রব্যের পরিমাণ তিন কুড়ব /১॥ দেড়সের, আর লবণের পরিমাণ ১ কুড়ব (/॥ অর্দ্ধসের)। এস্থলে স্নেহ বলিতে ঘৃত ও তৈল উভয় বুঝিতে হইবে, সুতরাং তৈলের পরিমাণও ৩ কুড়ব /১॥ দেড়সের।

অশ্বদিগের ভোজনের জন্য মাষকলাই মুগের সমান (/৬) দিবে। ইহার সহিত তৈল ৩ কুড়ব /১॥ দেড়সের ও লবণ ১ কুড়ব (/॥ অর্দ্ধসের) দিবে। আর পানের জন্য ঘৃত ১ প্রস্থ দিবে, মধু ১ কুড়ব (/॥ অর্দ্ধসের) ফাণিত (ফেণি অর্থাৎ এক প্রকার গুড়) ১ কুড়ব (/॥ অর্দ্ধসের)। চিনি, খাঁড়গুড় ও রজগুড়ের পরিমাণ ফাণিতের সমান (১ কুড়ব) /॥ অর্দ্ধসের। প্রতি পানের জন্য তৈল অর্দ্ধ প্রস্থ

/২ সের, গুড় আটপল /১ সের এবং মদ্য ১ প্রস্থ (/৪ সের) ব্যবস্থা করিবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অশ্বদিগের লবণপ্রয়োগে একমাত্রায় এক পল—(/৵ পোয়া) ব্যবস্থা করিবেন। চূর্ণ ঔষধের মাত্রাও ১ পল এবং খাদ্যের পিণ্ডের পরিমাণও ১ পল। অবলেহের ও ঘৃতের মাত্রা ৪ পল (/॥ সের) এবং ভোজনে ও পানে পূর্ব্বরূপ ৪ পল (/॥ সের)। গুহ্যদেশে পিচ্‌কারী দিবার জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইবে, সেই সকল শিলাপিষ্ট দ্রব্যের পরিমাণ ১০ পল (/১। সের) আর পিচ্‌কারী দিবার জন্য ঔষধের কাথের পরিমাণ ১ আঢ়ক; গুহ্যদেশে দুগ্ধের পিচ্‌কারী দিতে হইলে পূর্ব্ববৎ, এবং স্নেহ-দ্রব্যের পিচ্‌কারী দিতে হইলে তাহার পরিমাণ ১ প্রস্থ। অশ্বদিগের শরীরে অভ্যঙ্গের ব্যবস্থা করিলে অর্থাৎ তৈল-মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিলে যত-ক্ষণ গাত্র হইতে বিন্দুসকল ক্ষরিত না হয় ততক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে।

অশ্বদিগের পাচন (কাথ) ঔষধের পরিমাণ ১ প্রস্থ (/৪ সের) কিন্তু যেখানে পানের জন্য যূষের ব্যবস্থা হইবে, সে স্থলে যে দ্রব্যের যূষ হইবে তাহার

পরিমাণ ১ পল /৶ পোয়া এবং যূষের পরিমাণ /৮ আটসের হইবে। অশ্বদিগের পানের জন্য ইক্ষুরস ব্যবস্থা হইলে অর্দ্ধ আঢ়ক, (/৮ আটসের)। অশ্বদিগের পেয়া জন্য যে তণ্ডুল গ্রহণ করা যায় তাহার পরিমাণ ১ প্রস্থ, (/২ দুইসের) তণ্ডুলের চতুর্গুণ জল আর যবগূ প্রস্তুত করিতে হইলে তণ্ডুল ২ প্রস্থ (/৪ সের), জল ৬ ছয় গুণ। ভোজনের পর অনুপানের জন্য মদ্য ১ প্রস্থ (/৪ সের) দেওয়া কর্ত্তব্য। আর অশ্বদিগের জন্য চেলিনীজল (তণ্ডুলোদক) প্রস্তুত করিতে হইলে আতপ তণ্ডুল ১ প্রস্থ (/২ সের) দিতে হইবে। চেলিনীজল জলের পরিমাণের ৫ গুণ। অশ্বদিগকে শক্তু (ছাতু) ব্যবস্থা করিলে তাহার পরিমাণ ২ প্রস্থ (/৮ সের) দিতে হইবে। আর গুড়ের পরিমাণ আট পল (/১ সের) ও জল ১ আঢ়ক (১৬ সের) দিতে হইবে। অশ্বদিগকে যদি গুড়োদক (সরবৎ) ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ ইক্ষুরসের সমপরিমাণ দিতে হইবে (অর্দ্ধ আঢ়ক) /৮ সের। প্রতিপানের দ্রব্যের মাত্রা ১ পল এবং মদ্যের মাত্রা ১ প্রস্থ (/৪ সের)। অশ্বদিগের নাসিকায়

নস্য দিতে হইলে তৈল বা ঘৃতের পরিমাণ ১ কুড়ব (/॥ সের) হইবে। কিন্তু ঐ নস্যের স্নেহ যদি তীক্ষ্ণ বা ভেদনীয় দ্রব্যের দ্বারা পক্ক হয় তাহা হইলে ১ কুড়বের (এক চতুর্থাংশ) বাদ দিবে। আর অশ্বদিগের কর্ণে স্নেহ-দ্রব্য দিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা নস্য স্নেহের তুল্য হইবে ১ কুড়ব (/॥ সের)। শিরো-বিরোচনের জন্য অর্থাৎ মস্তক হইতে কফ প্রভৃতি নামাইবার জন্য, যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধ কুড়ব (/। পোয়া)। আর যদি চূর্ণ ঔষধ নস্যরূপে ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ ১ পল। শিরোবিরোচনে হিংএর মাত্রা ১ মাষা অর্থাৎ ৵ আনা। আর নস্যের মাত্রা ১ কর্ষ ২ তোলা হইবে।

অশ্বদিগের ধূপের ঔষধের মাত্রা ৩ কর্ষ (৬ তোলা) ঘৃত ১ কর্ষ (২ তোলা) ক্বাথ ঔষধ প্রস্তুতের মাত্রা যেস্থলে লিখিত হয় নাই অর্থাৎ যে ঔষধে ক্বাথের পরিমাণ কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তথায় দ্রব-দ্রব্যের ১ পাদ (এক চতুর্থাংশ) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে ইহা বুঝিবে। আর যেস্থলে দ্রব্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকে, সেস্থলে

১ পল /৮/ ছটাক পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। যেস্থলে রক্ত পানের ব্যবস্থা আছে, তথায় ১ আঢ়ক (১৬ সের) পরিমাণ বুঝিতে হইবে। অশ্বদিগের জন্য মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে বন্যপশুর মাংস পল-সংখ্যায় গ্রহণ করিতে হইবে এবং ষোলগুণ জল সংযোগে প্রস্তুত করিয়া অধম অশ্বকে ৬০ পল, /৭॥০ সের, মধ্যম অশ্বকে ৮০ পল ১০ সের এবং উত্তম অশ্বকে ১০০ পল ১২॥ সের দিবে।

শুশুক, উদ্‌বিড়াল, কুম্ভীর, গোধা, (গো-সাপ) ভেক, (বেঙ্) কাঁকড়া, শঙ্খ, কচ্ছপ ও শুক্তি (ঝিনুক) ইহারা জলজন্তু। গবয় (নীলগাই) গণ্ডার, হস্তী, শূকর, মহিষ, রুরু (মৃগবিশেষ) ইহারা আনূপ-জন্তু (ইহারা জলপ্রায় দেশে বাস করে)। কৃষ্ণসার, শশক, দ্বীপি, (নেকড়ে বাঘ) চিতে বাঘ, ছাগল, সিংহ, শাম্বর, (মৃগবিশেষ) এণ, (কৃষ্ণবর্ণের মৃগ) নীলাণ্ড (মৃগবিশেষ) বৃষ, উষ্ট্র, রামভেড়া, ভেড়া ইহারা স্থলবাসী জন্তু; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বন্য আছে। এই সকল জন্তুদের মধ্যে শশকের মাংস অতি লঘু আর রামভেড়ার মাংস অতি গুরু।

অনূপদেশের লক্ষণ।

যে দেশ নিম্ন এবং যেখানে জলজাম, হিন্তাল, বেত, কলা, নলখাগড়া, বাঁশ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থান খুব জলা তাহার নাম অনূপদেশ।

জাঙ্গলদেশের লক্ষণ।

(মরুপ্রায় বাতল দেশ)।

যে স্থান জলহীন এবং যেখানে কশেরুক (কুঁচি নামক এক প্রকার ঘাস) শাঁই, পীলু, করীর (উষ্ট্রপ্রিয় বৃক্ষবিশেষ), সাদা আকন্দ, খদিরবৃক্ষ এবং বাব্‌লা গাছ বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তাহার নাম জাঙ্গল।

সাধারণ দেশের লক্ষণ।

যে স্থলে অনূপদেশের ও জাঙ্গলদেশের উভয় লক্ষণ বিদ্যমান, তাহার নাম সাধারণ দেশ। এই সাধারণ দেশে যে সকল পশুপক্ষী বাস করে তাহাদিগকে সাধারণ বলে। অতএব যে পশুপক্ষী যে দেশে বাস করে তাহারা সেই সেই দেশের গুণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জলচারী পশুপক্ষীদের মাংস স্নিগ্ধ, গুরু, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মা ও শুক্রবর্দ্ধক। অনূপদেশ-

বাসী পশুপক্ষীদের গুণ পূর্ব্ববৎ, তবে কিঞ্চিৎ লঘু। আর জাঙ্গলদেশবাসী পশুপক্ষীদের মাংস ত্রিদোষ-প্রশমক, বলকর, অনভিষ্যন্দী, হৃদ্য এবং কায়াগ্নির রোধকারী। সাধারণ দেশবাসী পশুপক্ষীদের মাংস সাধারণ গুণসম্পন্ন, তাহাদের রস বীর্য্য বিপাক সাধারণ। স্থতরাং মাংস-প্রয়োগের মাত্রাও সাধারণ।

(তৈল-ঘৃতাদি পাকের পরিভাষানির্ণয়।)

স্নেহপাক করিতে হইলে অর্থাৎ তৈল বা ঘৃত পাক করিতে হইলে তৈল বা ঘৃতের পরিমাণ কল্ক দ্রব্যের (শিলায় পিষ্ট পাচ্য দ্রব্যের) চতুর্গুণ, তৈলের চতুর্গুণ ক্বাথ।

(ঘৃত বা তৈল পাক হইয়াছে কিনা
জানিবার উপায়।)

যখন ঘৃতে বা তৈলে কল্ক দ্রব্যসকল পাক করিতে করিতে নির্জ্জল হইবে এবং তাহা অঙ্গুলির দ্বারা বর্ত্তি (বাতি) পাকাইবার চেষ্টা করিলে পাকাইতে পারা যাইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দ হইবে না অর্থাৎ পট্ পট্ করিবে না, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ঘৃত বা তৈল পক হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রণে (ক্ষতস্থানে) নস্তে

(নাসিকায় দিবার জন্য) এবং বস্তি-প্রয়োগে (পিচ্‌-কারীতে) তৈল-ঘৃতাদির মৃদুপাক ভাল। মাখিবার জন্য মধ্যপাক ভাল। যে ঘৃত বা তৈল পান করিবার জন্য ব্যবস্থা করা যায়, তাহা খর হইলেও চলে।

উত্তম-মধ্যম হীন-মাত্রা-নির্ণয়।

উত্তম অশ্বের যে পরিমাণ ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক বৎসরের ঘোটককে তাহার (এক চতুর্থাংশ) দিবে। দুই বৎসরের অশ্ব শিশুকে ⁄২ পাদ (অর্দ্ধেক) তিন বৎসরের অশ্বশিশুকে ৩ পাদ (পূর্ণমাত্রার একভাগ কম) আর তাহার পর অর্থাৎ ৪ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ় অবস্থা পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রা দিবে। কিন্তু যে অশ্ব দুর্ব্বল হইয়াছে এবং যাহা অতি খর্ব্বকায় (বেঁটে) তাহাকে স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে। যে সকল অশ্বের শরীর দীর্ঘ অথবা স্থূল, তাহাদের মধ্যম বা উত্তম মাত্রা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে কাথ, পান, প্রলেপ এবং বাহ্য-প্রয়োগে কোন দ্রব-দ্রব্যের উল্লেখ করা হয় নাই, সেখানে জলই গ্রহণ করিতে হইবে। আর যে স্থলে কেবল লবণ প্রয়োগ আছে, সেখানে সৈন্ধব লবণ বুঝিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নিঘণ্ট।

(দ্রব্য সকলের নাম সংগ্রহ)।

অনন্তর পূর্ব্ব-শাস্ত্রানুসারে নিঘণ্টু অর্থাৎ দ্রব্য সকলের নাম সংগ্রহ করা হইতেছে। যাহার দ্বারা দ্রব্য সকলের বিশেষরূপে বোধ হয় অর্থাৎ নামতঃ ও স্বরূপতঃ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে নিঘণ্ট কহে।

গুলঞ্চলতার নাম—বৎসাদনী, ছিন্নরুহা, গুড়ূচী, তন্ত্রিকা ও অমৃতা। বাসকের নাম—বৃষ, বাসা, অটরূষ ও বাসক। নাগরমুথার নাম—কুরুবিন্দ, ঘন, মুস্তক, নাগকেশর, আর মেঘের যত নাম, সকল মুথার নাম। বালার নাম—উদীচ্য, বহিরিষ্ট, বালক, আর জলের যত নাম, সকল বালার নাম। এরণ্ড বৃক্ষের (বাগা-ভেরেণ্ডার) নাম—উরুবুক, ব্যাঘ্রদল (ব্যাঘ্রপুচ্ছ) গন্ধর্ব্ব-হস্তক, এরণ্ড ও বাতারি। বামুনহাটির নাম—ব্রহ্মদণ্ডী, ভার্গী, দ্বিজ-

যষ্টিকা। দন্তীর (দাঁতিনের) নাম—মকূল, উড়ুম্বর-দল (কুশডুমুরের মত ইহার পাতা) দন্তী ও নিকুম্ভিকা। আকনাদি লতার নাম—একাষ্ঠীলা, পাঠা, অম্বষ্ঠা। চৈয়ের নাম—উষণা, চবিকা ও চব্যা। যোয়ানের নাম—অজমোদা এবং দীপ্যক। মঞ্জিষ্ঠার নাম—জিঙ্গী, বিকসা, মঞ্জিষ্ঠা। অনন্ত-মূলের নাম—অনন্তা, সারিবা, গোপী, স্ফকা, দেবী-লতা ও লঘু। মনক্কার নাম—মৃদ্বীকা, গোস্তনী, দ্রাক্ষা। শঠীর নাম—কচ্ছুরা, শঠী। সরলকাষ্ঠের নাম—শ্রীবেষ্টক ও দধিক। শল্লকীর নাম শল্লকী, সুরভী ও স্রুধা। সুগন্ধ শঠীর নাম—কচ্ছুরা, তাম্র-পুষ্পা। ভুঁইজামের নাম—নাদেয়ী, ভূমিজম্বুকা। অশ্বত্থবৃক্ষের নাম—অশ্বত্থ, পিপ্পল, বোধি। বট-বৃক্ষের নাম—ন্যগ্রোধ, বহুপাদ, বট। যজ্ঞডুমুরের নাম—উডুম্বর, যজ্ঞাঙ্গ। গয়া-অশ্বত্থের নাম—গর্দ্দভাণ্ড, কপীতন। পাথরকুচির নাম—পাষাণভেদ, শিলাভেদ, অশ্মভেদক। পরগাছার (বান্দা) নাম—বৃক্ষাদনী, বন্দাকী। তুলসীর নাম—সুরসা, তুলসী। চোর-কাঁচকীর নাম—রাক্ষসী, চণ্ডা, চোরপুষ্পা। অগুরুকাষ্ঠের নাম—অগুরু, রাজার্হ, আর লৌহের

যত নাম। ক্ষেৎযোয়ানের নাম—যবানিকা, ভূতীকা। খদিরগাছের নাম—খদির, দন্তধাবন। জটামাংসীর নাম—নলদা, মাংসী। নাগেশ্বরফুলের নাম—নাগেশ্বর, আর স্বর্ণের যত নাম। গোয়ালিয়ালতার নাম—গোধাবতী, সুবহা। শরের নাম—গুন্দ্র, তেজনক, শর। চুড়ালার নাম—চুড়ালা, চক্রলা, উচ্চাটা, চলিতভাষায় ইহাকে কেহ কেহ ওকৃড়া বলে। কুড়চিবৃক্ষের বীজের নাম—কলিঙ্গ ও ইন্দ্রযব। বকফুলের (বাগাসোনা) নাম—বন্ধুক ও বন্ধুহট্টক। ছোট এলাচের নাম—ত্রুটি, ব্যয়স্থা, সূক্ষ্মেলা। বড়-এলাচের নাম—স্থূলৈলা, তালকাফল। রুদ্রাক্ষের নাম—অক্ষীব, অক্ষক, অজক। কাঞ্চনবৃক্ষের নাম—যুগ্মপত্র, কোবিদার, কুরব ও কোকিলাক্ষক। সাজ্‌নের নাম—শোভাঞ্জন, শিগ্রু। সাজ্‌নেফলের বীচির নাম—শ্বেতমরিচ। বেড়েলা গাছের নাম—অতিপত্রা, মহাপত্রা, সূক্ষ্মপত্রা ও বলা। বরাহাক্রান্তার নাম—সমঙ্গা, বাধপুষ্পী, বাতলা, কাদলী। মনসাসিজের নাম—মহাদ্রুম, বজ্রী, স্নুহা, স্নুহী। আকন্দের নাম—সূর্য্যের যত নাম ও অর্ক। ধুতুরার নাম—ধত্তুর, কাঞ্চন, উন্মত্তক। করবীরের নাম—

করবীর, অশ্বমার। চিতের নাম—চিত্রক, আর অগ্নির যত নাম। সাদা ঘোষালতার নাম—কোশাতকী, মহাজালী, দেবদালী। পীতঘোষার নাম—ধামার্গব, পীতঘোষা। সোন্দাল বা বাঁদরলাঠীর নাম—আরগ্বধ, কৃতমাল, চতুরঙ্গুল, ব্যাধিঘ্ন। লোধগাছের নাম—মার্জ্জন, তিল্বক, শাবর, লোধ্র। করঞ্জগাছের নাম—নক্তমাল, করঞ্জ, চিরবিল্ব। নাটাকরঞ্জের নাম—পূতীকরঞ্জ, পূতীক, প্রকীর্য্য, কলিমারক। বেলের নাম—বিল্ব, মালূর। ঘণ্টাকর্ণের নাম—ঝাঁটল, মুষ্কক ও ঘণ্টক। কয়েতবেলের নাম—কপিত্থ ও দধিত্থ। কুড়চির নাম—বৃক্ষক, বৎসক, কুটজ, গিরিমল্লিকা। টাবালেবুর নাম—বীজক, বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, পূরক। কদলীর নাম—কদলী, রম্ভা। হরিদ্রার নাম—হরিদ্রা আর রাত্রির যত নাম। ইন্দুরকাণির নাম—দ্রবন্তী, চিত্রা, মূষকপর্ণিকা। তেউড়ীর নাম—সর্ব্বানুভূতি, সরলা, ত্রিবৃতা, কালমেষিকা, মসূরবিদলা, ত্রিবৎ, ত্রিকণ্টকা, যষ্টিকা, আর ত্রিদলা। যষ্টিমধুর নাম—ক্লীতক, মধুযষ্টিকা, যষ্টির যত নাম এবং মধুক। বচের নাম—হৈমবতী, উগ্রগন্ধা, ষড়্‌গ্রন্থা, বচা।

কট্‌কীর নাম—শকুলাদনী, অরিষ্টা, কটুকা, কটু রোহিণী। প্রিয়ঙ্গুর নাম—ফলিনী, প্রিয়ঙ্গু, বিশ্বক্‌-সেনা। দুরালভার নাম—যবাস, ধন্বযাস, দুস্পর্শা ও দুরালভা। অপরাজিতার নাম—শ্বেতভণ্ডা, খুরিকা, শারদী, গিরিকর্ণিকা ও অপরাজিতা। বাঁশের নাম—বেণু, বংশ। শঙ্খিনীর নাম—শংখিনী, তিক্তলা। চামারকষার নাম—সপ্তলা, চর্ম্মকারিকা। ঋষভ নামক দ্রব্যের নাম—ঋষভ, ঋষভক। জীবক নামক দ্রব্যের নাম—জীবক, কূর্চ্চশীর্ষক। কাকলীর নাম—শীতপাকী ও কাকোলী। মাষাণির নাম—মাষপর্ণী, মহাসহা। মুগানির নাম—মুদ্গ-পর্ণী, কাকমুদ্গা, সহা। ক্ষীরকাকোলীর নাম—পয়স্যা, আদিত্যপুষ্পিকা। হেঁচেতীর নাম—ক্ষীরিকা, পার্থিবাদনী। শালপানীর নাম শালপর্ণী, বিদারীগন্ধা, অংশুমতী, স্থিরা, ধ্রুবা। চাকুলের নাম—পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, কলশী, ধাবনী, গুহা। বৃহতীর নাম—বৃহতী, বার্ত্তাকী, সিংহী, ভাণ্টাকী, দুষ্প্রধর্ষণী। কণ্টকারীর নাম—নিদিগ্ধিকা, ব্যাঘ্রী, স্পৃশা, ক্ষুদ্রিকা, কণ্টকারিকা। ময়নাফলের নাম—রাট, পিণ্ডীতক, গোল, শ্বসন, মদনফল। বেণা-

মূলের নাম—লামজ্জক, মৃণাল, সেব্য, উশীর। গুগ্‌গুলুর নাম—পলঙ্কষা, চিত্রাংশু, গুগ্‌গুলু, কৌশিক, পূর। শ্যোনাগাছের নাম—শ্যোনাক, দীর্ঘবৃন্ত, কট্বঙ্গ ও টুণ্টুক। কাঠডুমুরের নাম—কাকোডুম্বরিকা, মলপূ, জঘনেফলা। নালুকার নাম—হরিবাল, সুগন্ধ, ঐলেয়, ঐলবালুক। তগর-পাদুকার নাম—বক্র নত, তগর, জিহ্ম, কালানু-শারিবা। শতমূলীর নাম—অভীরু, বহুপত্রী, মূলা, শতাবরী। দূর্ব্বাঘাসের নাম—দূর্ব্বা, সহস্রবীর্য্যা, শতবীর্য্যা। মৌরীর নাম—ছত্রা, মধুরিকা, মিষি, মাঙ্গলিকা। বন কাপাসের নাম—ভরদ্বাজী, কার্পাসী। কাঁকড়াশৃঙ্গীর নাম—শৃঙ্গী, কর্কট-শৃঙ্গিকা। কেওড়ামুথা বা নাগরমুথার নাম—কুটন্নট, ধন্য, প্লব, পরিপেলব। গোক্ষুরের নাম—গো-কণ্টক, গোক্ষুরক, খরদংষ্ট্রা, ত্রিকণ্টক। তেলা-কুচার নাম—বিম্বী, রক্তফলা, রক্তোষ্ঠিকা। ঝিঁটী-ফুলের নাম—সৈরীয়ক। পীত ঝিঁটীর নাম—সহচরী, কুরুণ্টক। নীল ঝিঁটীর নাম—বাণা, দাসী। ধনের নাম—কুস্তুম্বুরু, ধন্যাক। ভূত-কেশীর নাম—গোলোমা, ভূতকেশিকা। রাস্নার

নাম—শ্রেয়সী, চণ্ডা, রাস্না। অর্জ্জুনগাছের নাম—অর্জ্জুন, ককুভ, পার্থ, ক্ষীরবৃক্ষ, ধনঞ্জয়। শাল-গাছের নাম—শাল, সর্জ্জক, কার্য্য। পিয়াশালের নাম—(আসন) প্রিয়ক, জীবক। মহাভরী বচের নাম—জ্যোতিষ্মতী, হৈমবতী, তেজোবতী। সাদা তুলসীর নাম—কুঠেরক, অর্জ্জক, পর্ণাস। কাল তুলসীর নাম—ব্রহ্মপুষ্প, ফণিজ্ঝক। জয়ন্তী-গাছের নাম—তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা। বন ভাদুলে গাছের নাম—ত্রায়মাণ, সুহৃৎত্রাণী। গজ পিপ্পলীর নাম—(বাঁদরকলার নাম) কোলবল্লী, ইভপিপ্পলী। নীলগাছের নাম—নীলিনী, নিলী। সোমরাজীর নাম—সোমরাজী, বাকুচী। রহেড়া (রোড়াগাছের) নাম—রোহীতক, প্লীহশত্রু। পলাশগাছের নাম—বাতপোথ, কিংশুক। বিছেটীর নাম—সর্পদংষ্ট্রা, বৃশ্চিকালী। হাপরমালীর নাম—(মালাকাটী) আস্ফোতা, বনমালিকা। গুমৃডীর—চিত্রা, গবাক্ষী, গোড়ুম্বী। করেলার নাম—সুষবী, কারবেল্লিকা। ভৃঙ্গরাজের নাম—মার্কব, ভৃঙ্গরাজ। শুশুনি শাকের নাম—সুনিষণ্ণ, বিচ্ছত্রক। কেলেকড়ার নাম—কালা, গৃধ্রনখী, হিংস্রা। নাকুলীর নাম—সর্পগন্ধা,

নাকুলী। গন্ধভাদুলের নাম—কট্‌ম্বরা, প্রসারণী। দাঁড়ি শাকের নাম—গোজিহ্বা, দর্ব্বিপত্রিকা। শুঁঠের নাম—শুঁঠ, শৃঙ্গবের, নাগর, বিশ্বভেষজ। পিপুলের নাম—মাগধী, উপকুল্যা, পিপ্পলী, কণা। মিছ্‌রির নাম—সিতোপলা। চিনির নাম—শর্করা, সিতা। খণ্ডগুড়ের দুই অবস্থা—মৎস্যণ্ডী (খুব ভাল রস গুড়) ফাণিত (মাত্‌গুড়)। মৎস্যণ্ডীর নাম—গুটিক, মিসর, মৎস্য, মৎস্যণ্ডী। ফাণিত গুড় ঐরূপই, তবে তাহার দ্রবাংশই অধিক। হরীতকীর নাম—অভয়া, পথ্যা, অমোঘা, অব্যথা, শিবা। আমলকীর নাম—ধাত্রী, আমলকী। বহেড়ার নাম—বিভীতক, অক্ষ, কলিদ্রুম। "হিং"এর নাম—জন্তুক, রামঠ, হিঙ্গু, বেলন, পরিপোষণ। জীরার নাম—জরণ, জীরক, অজাজী। কালজীরের নাম—কারবী, কৃষ্ণজীরক। সাদা-চন্দনের নাম—ভদ্রশ্রী, চন্দন। কর্পূরের নাম—কর্পূর আর চন্দ্রের যত নাম। চিরেতার নাম—কিরাত, তিক্ত, ভূনিম্ব। মধুর নাম—ক্ষৌদ্র, পুষ্পরস, মধু। মদিরার পর্য্যায়—প্রসন্না, মদিরা, কল্যা, গৌড়ী, শুণ্ডী, সুধা, সুরা। কাঁজির (আমানির) নাম—অবন্তী, অবন্তীসোম,

ধান্যাম্ল, কাঞ্জিক, আরণালক। ঘোলের নাম—উদশ্বিৎ, তক্র, ঘোল। দধির মাতের নাম—দধিমণ্ড, মস্তু। দধির উপরিভাগে অল্প মণ্ড জন্মিলে তাহাকে দধিমণ্ড বলে। পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠের নাম—প্রপৌণ্ডরীক, শ্রীপুষ্প। সৈন্ধবলবণের নাম—সৈন্ধব, লবণোত্তম। সাচিক্ষারের নাম—কাপোত, সর্জ্জিকাক্ষার। যবক্ষারের নাম—যবক্ষার, যবাগ্রজ। মনঃশিলার নাম (মনছালের নাম)—মনঃশিলা, বৈগন্ধি। হরিতালের নাম—হরিতা, নটমণ্ডন। সচল লবণের নাম—সৌবর্চ্চল, রুচক। গন্ধকের নাম—গন্ধাশ্মা, বলীয়সী। রেণুকার নাম—হরেণু, ব্রাহ্মণী, কৌন্তী। লালচিতের নাম—রোহিষ, রক্তচিত্রক। গব্য নামক দ্রব্যের নাম—চণ্ডালেরা যাহার দ্বারা চর্ম্ম সরল করে, তাহার নাম গব্য। মোমের নাম—মধূচ্ছিষ্ট, সিক্থক। মসিনা বা তিসির নাম—অতসী, উমা, রুদ্রবতী। মটরের নাম—কলায়, হরেণুকা। য়্যাপাং (চিড়্চিড়ে), গাছের নাম—অপামার্গ, শৈখরিক, প্রত্যক্‌পুষ্পী, ময়ূরক। শ্বেতপুনর্ণবার নাম—(শ্বেতপুরুণের নাম)—পুনর্নবা, বর্ষাভূ, শোথঘ্নী প্রাবৃষায়ণী, বৃশ্চিক, শ্বেতনাম। রক্তপুনর্নবা (লাল পুরু-

নের) নাম —রক্ত-পুনর্নবা, কঠিল্লিকা। বোয়ানের নাম—(নিসিন্দা)—ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রসুরসা, নির্গুণ্ডী, সিন্ধুবারিকা। আলকুশীর নাম—শুকশীম্বি, আত্ম-গুপ্তা, কপিকচ্ছু, মর্কটি। তিঁত-লাউয়ের নাম—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বি, তিক্তালাবু, নৃপাত্মজা। বঁইচ গাছের নাম বৈকঙ্কত, মধুপর্ণী, স্নিগ্ধা, স্বাদুকণ্টক। হিজল গাছের নাম—বঞ্জুল, নিচুল, শীত, জলকাস, বেতস, বারিজ, হিজ্জল। তেঁতুলের নাম—চিঞ্চা, তিন্তিলিকা, তিন্তীড়িকা। রিটে গাছের নাম—ফেণিল, অরিষ্টক। গাম্ভারী গাছের নাম—কাশ্মরী, শ্রীপর্ণী, ভদ্রপর্ণিকা।. চাল্‌তে গাছের নাম—শীত, উদ্দাল, বহুবারক। শেলুগাছের নাম—শ্লেষ্মান্তক। বৃহৎ পঞ্চমূলের নাম—বেল, শ্যোনা, পারুল, গামার, গণিয়ারী। স্বল্প পঞ্চমূলের নাম—গোক্ষুর, বৃহতী, শালপর্ণী, কণ্টকারী, চাকুলে। এই দুই পঞ্চ-মূলের নাম “দশমূল”। ইহা সান্নিপাতিকরোগে হিতকারী। মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, ইহাদিগকে ত্রিকটু বলে। ত্রিকটুর পর্য্যায়শব্দ—ব্যোষ, ত্র্যূষণ।

গুড়ত্বক—দারুচিনি, বড়এলাচ, ও তেজপত্র এই তিনের নাম ত্রিসুগন্ধি; ইহার অপর নাম

ত্রিজাতক। ইহার সহিত নাগকেশর (নাগেশ্বর) মিশ্রিত হইলে চতুর্জাতক নাম হয়। শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচের চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের দ্বারা ক্ষত-স্থান ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ বলে। আস্থাপনের নাম নিরূহ ঔষধসিদ্ধ জলের দ্বারা এবং ঘৃত-তৈলাদি স্নেহদ্রব্য দ্বারা গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কারী দেওয়ার নাম আস্থাপন ও অনুবাসন; শাস্ত্রে ইহাকে বস্তি বলে। মুখের বাতাস দ্বারা অর্থাৎ ফু দিয়া ঘ্রাণ-মার্গে (নাসিকার মধ্যে) চূর্ণ প্রেরণ করার নাম প্রধমন। ধৌত করার নাম ধাবন ও স্খালন।

কাঠুরিয়া, গোপালক (গো-বাগাল) মালাকার ও বনবাসী (বুনো) ইত্যাদি লোকের নিকট হইতে ঔষধের নাম ও পরিচয় জানিয়া লইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—•—

ঋতু-বিভাগ-বিবরণ।

(অশ্বদিগকে কোন্ ঋতুতে কোন্ উপচারে রাখা উচিত তাহার বিবরণ)।

সম্প্রতি অশ্বদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় সংক্ষেপে বলা হইতেছে। পূর্ব্বে শালিহোত্রাদি মুনিগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এগ্রন্থেও সেইরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুই মাস বর্ষাঋতু। আশ্বিন কার্ত্তিক এই দুই মাস শরৎ ঋতু। অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত। মাঘ ও ফাল্গুন শীত। চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাস গ্রীষ্মঋতু।

অশ্বশালানির্ম্মাণ-বিধি।

) জ্যোতিষশাস্ত্রোল্লিখিত শুভদিনে অর্থাৎ গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট শুভমাস, তিথি, নক্ষত্র, বার-যুক্ত শুভলগ্নে গৃহস্বামীর বাসভবনের বামভাগে চিতা ও চৈত্যবিহীন স্থানে (পূর্ব্বে যেস্থানে শ্মশান বা

গ্রাম্য দেবদেবীর আবাসস্থলী বা বৃক্ষ ছিল না।) পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে প্রবণ করিয়া অর্থাৎ ঢালু দেখিয়া কাঁটা, খোচা, ইত্যাদি না থাকে এরূপ স্থানে বুদ্ধিমান্ অশ্ববৈদ্য অশ্বশালা নির্ম্মাণ করাই-বেন। অশ্বশালা সর্ব্বতোভাবে শুষ্ক হওয়া আব-শ্যক, কোনও মতে জলপ্রায় (সেঁত্‌সেঁতে) দেশে নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। অপরন্তু তাহার নির্ম্মাণ-উপাদান ইষ্টক, অভাবে কাষ্ঠ হওয়া উচিত। ফলতঃ পাকাঘর না হইলে কাষ্ঠের ঘর হওয়া আবশ্যক। এই অশ্বশালার উর্দ্ধভাগে চূড়াস্থানে সূর্য্যদেবের পুত্র অশ্বজাতির অধিদেবতা ভগবান রৈবন্তদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে মহাত্মা নকুল বলেন, "অশ্ব-সম্পদ্‌বিধায়িণী দেবী লক্ষ্মী ও অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবারও মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হইবে। কারণ তাঁহাদের পূজা না হইলে অশ্বশালায় অশ্ব-প্রবেশের ব্যবস্থা বিহিত হয় না। যদিও অশ্বগৃহের নির্ম্মাণ-প্রকরণে অশ্ব-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দীর্ঘ-প্রস্থের উল্লেখ করেন নাই, কেবল ১০ হস্ত পরিমিত উচ্চ ও দৃঢ় করিবার কথা বলিয়া-ছেন। তথাপি জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মানুসারে শুদ্ধি

করিয়া যথাপ্রয়োজন গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। অশ্বশালায় এক একটী অশ্বের থাকিবার জন্য এক একটী প্রকোষ্ঠ বা কুঠরী নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। প্রকোষ্ঠ বা কুঠরী এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তাহার মধ্যে তিন হাত প্রস্থ ও অশ্বশালার পরিমাণের উপযুক্ত দীর্ঘ এক একটী পিণ্ডিকা (বেদী) উত্তমরূপে রচিত হইতে পারে। পিণ্ডিকা (বেদী) রচনার তাৎপর্য্য এই যে, এই পিণ্ডিকার চতুর্দ্দিক্ হইতে জল, মূত্র প্রভৃতি আবর্জ্জনা ক্ষুদ্র প্রণালীর দ্বারা বহির্গত হইতে পারিবে। অশ্বশালায় বায়ু গমনাগমন জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ থাকিবে। কিন্তু এক অশ্ব অন্য অশ্বকে যাহাতে দেখিতে না পায়, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, এক একটী প্রকোষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা কৃতসীম হইবে। আর বায়ু গমনাগমনের পথ দ্বারের সহিত ঋজুভাবে সংবদ্ধ থাকিবে। অশ্বদের খাইবার জন্য এক একটী খাদন-পাত্র থাকিবে, তাহাতেই খাদ্য-দ্রব্য দিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্য সকল নিম্নে অর্থাৎ ভূমিতে কোনমতেই দিবে না। এই প্রকোষ্ঠের বহির্ভাগে

তর্জ্জক্ ও কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা দ্বার অবরুদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ অশ্ব যাহাতে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে না আসিতে পারে তাহার জন্য ৪।৫টী কাষ্ঠদণ্ডের অর্গল দ্বারা দ্বাররোধ করিবার উপায় করিতে হইবে। এই প্রকোষ্ঠের দুই পার্শ্বের ভিত্তি-গাত্রে (দেওয়ালের গায়ে) রজ্জুবন্ধনী বা প্রেক্ প্রোথিত থাকিবে। দুষ্ট অশ্বদের বন্ধনের জন্য ঐ রজ্জুবন্ধনী প্রয়োজন হইয়া থাকে। আর প্রকোষ্ঠের বাহিরে পাদ-পাশ (পা-বাঁধা দড়ী) বন্ধনের জন্য একটী খোঁটা প্রোথিত করিতে হইবে।

উদরাময়, কুষ্ঠ, জ্বর ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত অশ্বদিগের জন্য পৃথক্ শালা বা প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। যেহেতু এই সকল রোগ সাংক্রামিক। এক অশ্বের শরীর হইতে অন্য অশ্বের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ অশ্বশালা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সপ্তাহকাল গাভী ও বৃষ রাখিয়া তাহার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে। অনন্তর শুভ দিবসে জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত গৃহ-প্রবেশের দিনে শুভ মুহূর্ত্তে গন্ধ-মাল্য, ধূপ, দীপ, অলঙ্কার দ্বারা অশ্বশালাটী সংস্কৃত ও সজ্জিত করিয়া তাহাতে রৈবন্তদেব, দেবীলক্ষ্মী ও

অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবার পূজা করিতে হইবে। পূজা-বিধি কালিকাপুরাণে ও অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে। পূজা-সমাপনান্তে কৃষ্ণতিল দ্বারা হোম, শতরুদ্রীয় জাপ এবং সমাদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণের দ্বারা পুণ্যাহ ও স্বস্তি-বাচন-পূর্ব্বক মাঙ্গল্য শব্দ করিতে করিতে অশ্বদিগকে অশ্বশালায় প্রবেশ করাইবে। অশ্বসকল অশ্ব-শালায় প্রবিষ্ট হইলে পর কার্য্যক্ষম, সাহসী এবং যুবা অশ্বপালকগণ ও স্থানপালকগণ অশ্বসকলে স্নেহবান্ হইয়া তাহাদিগকে গন্ধ, মাল্য, হরিদ্রা, দধি ও তাহাদিগের উপযুক্ত আভরণ দ্বারা সজ্জিত করিবে এবং না আয়ত না শিথিল এইরূপ ভাবে উত্তর মুখে বা দক্ষিণ মুখে বন্ধন করিবে। বন্ধন-বিষয়ে শাস্ত্রকারদের মত এইরূপ যে, অগ্রভাগে দুই পার্শ্বে দুইটী স্থানে গলরজ্জু বন্ধন করিবে। এবং পশ্চাতে প্রকোষ্ঠের বাহিরের খোঁটায় পাদ-পাশের দ্বারা পাদ বন্ধন করিবে। অগ্নিপুরাণে দুষ্ট অশ্ব-দের বন্ধনের জন্য পাদ-পাশের কথা বলা হইয়াছে। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে।

সম্প্রতি অশ্বদিগের কল্যাণ-কামনায় অপর কতি-

পয় বিষয় লিখিত হইতেছে। অগুরুচন্দন, নিম্বপত্র, গুগ্‌গুলু, ঘৃত, মুলতানী হিং একটী বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া অশ্বদিগের পুচ্ছদেশে বাঁধিয়া দিবে এবং অশ্বশালায় অশ্বদিগের সমীপে লালমুখ বানর (চিকিবাঁদর) বাছুর, বৃষ ও শ্বেতবর্ণের কুক্কুর রাখিতে হইবে। অগ্নিপুরাণে এতদ্ব্যতীত কুক্কুট, ছাগল ও মৃগ রাখিবার কথাও আছে। মক্ষিকা প্রবেশ নিবারণের জন্য কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত এক একটী মক্ষিকা-নিবারণী রাখা একান্ত আবশ্যক। নকুল বলেন, "মক্ষিকা" শব্দে "মৌমাছি"। কারণ অশ্বশালায় মধু-মক্ষিকা প্রবেশ করিলে অশ্বদিগের মহা অনিষ্ট হয়। অশ্বশালার অভ্যন্তরে (আস্তাবলে) সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবে এবং সমস্ত রাত্রি রক্ষি-পুরুষগণ প্রহরীরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। অশ্ব-শালার-সমীপে অশ্ব-চিকিৎসকের বাসভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। অশ্ব-চিকিৎসকের থাকি-বার গৃহে ঔষধ, পক্বতৈল, ঘৃত, রক্তমোক্ষণ যন্ত্র, পিচ্‌কারী, ঘা ধৌত করিবার সামগ্রী ও ক্ষত-বন্ধনের উপাদান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার রাখিতে হইবে। কারণ আত্যয়িক রোগে কাল-

বিলম্ব যথেষ্ট হানিজনক। অশ্বশালার কিছু দূরে একটী বালুকাপূর্ণ চত্বর অর্থাৎ অশ্বদিগের চক্র দিবার ও লুটাইবার উপযুক্ত স্থান নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। সেই বালুকাময় স্থানে অশ্বদিগকে প্রত্যহ ভ্রমণ করাইয়া গতি শিক্ষা করাইবে।

বর্ষা-পোষণের বিবরণ।

অশ্ব অশ্বশালায় প্রবেশ করিবামাত্রই স্বাস্থ্য-বিধির অধীন হইবে না অর্থাৎ অশ্বশালায় কিছু দিন থাকার পর তাহাদের ঋতুচর্য্যার নিয়ম প্রতি-পালনের ব্যবস্থা করা হইবে।

বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে (শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগে) উত্তম অশ্বকে ১০।১২ দিন ব্যাপিয়া কটু (সরিষার) তৈলের সহিত হরীতকী খাইতে দিবে। হরীতকী চূর্ণের পরিমাণ ৫ পল (/॥৶ ছটাক), আর তৈলের পরিমাণ অর্দ্ধপ্রস্থ (/২ সের), অনন্তর ঐ উত্তম অশ্বকে শুঁঠ, যোয়ান ও সৈন্ধবলবণের সহিত ৫ পল করিয়া নিম্বপত্র খাইতে দিবে। খাইবার কাল ৭ দিন। পরে অশ্বকে সুস্থবোধ করিলে, গোমূত্র-পক্ক এবং সরিষার তৈল মিশ্রিত ৫টী করিয়া হরীতকী খাইতে দিবে। প্রত্যহ

পাঁচটী পাঁচটী করিয়া বাড়াইয়া অর্থাৎ প্রথম দিনে পাঁচটী, ২য় দিনে ১০টী, ৩য় দিনে ১৫টী এই হিসাবে ১০০ পূর্ণ হইলে বিরত হইবে। ইহা উত্তম অশ্বের পক্ষে বুঝিতে হইবে। মধ্যম অশ্বকে পূর্ব্বোক্ত হিসাবে ৮০টী খাওয়াইতে হইবে এবং অধম অশ্বকে ৬০টী খাওয়াইতে হইবে। এস্থলে নকুল এইরূপ বলেন,—যে গোমূত্র-পক্ব কটুতৈলে মিশ্রিত হরীতকী প্রত্যহ ৫ পল করিয়া ২১ দিন খাওয়াইতে হইবে। ইহার দ্বারা রক্তের উদ্গম (ঊর্দ্ধগতি) নিঃশেষ হইবে এবং অশ্বদের শরীর শুদ্ধ হইবে।

ভাদ্র মাসের প্রথমেই হরীতকী ভোজনের শেষ হইলে ১০ দিন যাবৎ কেবল ঘাস খাইতে দিবে। এ স্থলে নকুল বলেন,—নূতন ঘাস খাইয়া অশ্ব-সকল পুষ্টিলাভ করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত পরিচর্য্যার দ্বারায় শরীর নীরোগ হইবে, সুতরাং দেখিতে মনোহর হইবে।

অনন্তর কল্পস্থানোক্ত বিধি-অনুসারে যথাবল ও যথামাত্রা রসুন বা গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে। রসুন-প্রয়োগের বিধি, প্রথম দিনে রসুনের রস ও

টাবালেবুর রস সমান ভাগে মিলিত করিয়া ২ পল (৵৷ পোয়া) পরিমিত প্রয়োগ করিবে, এইরূপ-ভাবে এক একপল বৃদ্ধি করিয়া ২০ পল (৵২৷৷ সের) পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। মধ্যম অশ্বকে ১৪ পল (৵১৮ সের) এবং অধম অশ্বকে ৮ পল (৵১ সের) দেওয়া যাইবে।

গুগ্‌গুলু-প্রয়োগের বিধি।

এইরূপ উত্তম অশ্বকে প্রথমদিনে ৫ পল (৵৷৷৶ ছটাক) গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে এবং পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি করিবে। মধ্যম অশ্বকে ৪ পল (৵৷৷ আধসের) এবং অধম অশ্বকে ৩ পল (৵৷৶ ছটাক) প্রয়োগ করিবে।

বর্ষাকালে দিবসের প্রথম প্রহরে অশ্বদিগকে বাহিত করিবে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহরে বাহিত করিবে। কিন্তু কদাচ অপরাহ্নে বাহিত করিবে না। বর্ষাকালের প্রভাতে অশ্বকে নিস্তুষ যব খাইতে দিবে; মধ্যাহ্নেও, তদ্রূপ। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববৎ যবই খাইতে দিবে। যে দিন বাদ্‌লা হইবে সেই দিন জল খাইতে দিবে না এবং বাহিতও করিবে না। দিবসের অষ্টম ভাগে ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। বাদ্‌লার

দিন জল বন্ধ রাখিলেও প্রতিপানের ব্যবস্থা করিবে।

প্রতিপানের ব্যবস্থা এইরূপ যথা :—পিপুল, শুঁঠ, চিতেমূল, গোজীলতা, সৈন্ধবলবণ ইহাদের পরিমাণ প্রত্যেক ⁄।৴ ছটাক। ⁄৪ সের পরিমিত মদের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এস্থলে নকুল এইরূপ বলেন, যথা :—

অশ্ব বৃষ্টির জলে ভিজিলে তেজহীন হয় এবং অবিশুদ্ধ জলপানে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। আর নূতন জল খাইলে বলহীন হয়। বিজ্ঞ অশ্বারোহী অশ্বকে বর্ষাকালে কোনরূপেই বাহিত করিবে না। যিনি অশ্বকে ১০ মাস বাহিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বর্ষা দুইমাস ত্যাগ করা উচিত। নকুলের মতে বর্ষাকালে অশ্বদিগের কূপোদক পানই প্রশস্ত। অপর কটুতৈলের দ্বারা অভ্যঙ্গ ও বায়ুশূন্য স্থানে বন্ধন বিহিত আছে; আর একদিন অন্তর ২ পল (⁄। পোয়া) করিয়া সৈন্ধবলবণ খাইবার ব্যবস্থা আছে। লবণ-প্রয়োগের প্রয়োজন এই যে, বর্ষার জলের দোষে অশ্বদিগের মুখে যে রোগ হয় তাহা হইবে না।

শরৎ-পোষণ বিবরণ।

(শরৎ ঋতুর পোষণের বিবরণ)

শরৎ ঋতুর প্রথমভাগে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে অশ্বদিগকে শ্রম করাইবে না। বুদ্ধিমান্ অশ্বপালক কেবল ঘাস ও যবের দ্বারা পোষণ করিবে। পানে ও অবগাহনে তড়াগের জল ব্যবস্থা করিবে। যদি পিত্তদোষে শরীর সন্তপ্ত হয়, তাহা হইলে গুহ্যদ্বারে দুগ্ধের পিচ্‌কারী দিবে, আর নিস্তুষ যব জলে ভিজাইয়া খাইতে দিবে। জলে ভিজান যব রক্তের ও পিত্তের প্রশমক।

গাম্ভারীর ফল, মুথা, কুল, কট্‌কী, বেণামূল, চিনি, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, পটোলপাতা, বলাডুমুর (বনভাডুলে) ও মধু এই ১১টী জিনিষকে একাদশাঙ্গ বলে। ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ পল (/৫ পোয়া), সিধু (একপ্রকার মদ্য) ১ প্রস্থ (/৪ সের)। পিত্ত ও রক্তদোষে যে সকল অশ্বের নিঃশ্বাস খুব গরম হয়, তাহাদের প্রতিপানের জন্য উপরি উল্লিখিত পানীয় ব্যবস্থা করিবে। অথবা সাদাচন্দন ও বেণামূল পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিয়া দিবে। থাকিবার জন্য এইরূপ একটী স্থান

স্থির করিয়া দিবে যে, স্থানটী বেশ শীতল বায়ুপূর্ণ হয়। আর অশ্বদিগকে তালপাতার পাখার বাতাস দিবে এবং বেশ বিস্তীর্ণ সরোবরে স্নান করাইবে। শরৎকালে অশ্বদিগের আহারের জন্য দুধ-ভাতের ব্যবস্থা করিবে। দুধ-ভাতের পরিমাণ ৭ পল কিংবা ৮ পল (/১ সের)। ইহাতে বিশেষ ব্যবস্থা এইরূপ আছে, ইহার সহিত খণ্ড (খাঁড় গুড়) বা চিনি দিতে হইবে। রাত্রিকালে খাইবার জন্য মিছরীযুক্ত পক্ক দুগ্ধ দিবে। ইহা ছাড়াও যৎ-কিঞ্চিৎ মধুর রস দেওয়া যায়। অথবা কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ দিয়া মাংসের যূষ দিবে। কিন্তু ইহাতে যেন অম্লরসের সংযোগ না থাকে।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে সূর্য্য-কিরণের প্রবেশ রোধ করিবার নিমিত্ত চিক্ বা পর্দ্দার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলেই সেই চিক্ বা পর্দ্দা অপসারণ করিয়া (তুলিয়া) ফেলিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা উপস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্দ্দা রাখিবে। সন্ধ্যা হইলেই বাতাস প্রবেশের জন্য চিক্ বা পর্দ্দার অপসারণ প্রয়োজনীয় হইবে।

নিমপাতা, ঘৃত ও গুগ্‌গুলু প্রত্যেক তিন কর্ষ (৬ তোলা) ওজনে গ্রহণ করিয়া একত্র মিলিত-করতঃ ধূপ দিবে। আর অশ্বশালায় অশ্ব-প্রবেশের কালে যে সকল রক্ষাদ্রব্য দিবার ব্যবস্থা আছে তাহাও দিবে। রাত্রির শেষে অথবা সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই ঘর্ষণ (দলামলা), ভ্রামণ (টহলান), অপবর্ত্তন (ফেরাণ) ব্যবস্থা করিবে। কারণ শরৎকালে সূর্য্যের কিরণস্পর্শে অশ্বদিগের পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইতে পারে। এইরূপ প্রত্যহ করিবে। আর আলস্যশূন্য হইয়া ৭ দিন যাবৎ ব্রাহ্মণের দ্বারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইবে। এইরূপে ৭ দিন অতীত হইলে তাহাদের ক্ষৌরকর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষুরের বর্দ্ধিতাংশ ছেদন করাইবে বা নূতন করিয়া নাল বসাইয়া দিবে এবং স্নান করাইবে। সুগন্ধি-পুষ্প এবং অর্চ্চনা (সজ্জিত) করিবে ও আরত্রি করিবে। অনন্তর বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে গ্রামের বাহিরে পূর্ব্ব অথবা উত্তরদিকে লইয়া যাইবে। ঐ সকল অশ্বের পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণসকল অধিষ্ঠিত থাকিবেন। অগ্রে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদবিহিত মন্ত্রের দ্বারায় যথাক্রমে সন্তুষ্টচিত্তে অশ্বদিগের

শান্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া অন্য তোরণ (দ্বার) দিয়া অশ্বদিগকে পুরে প্রবেশ করাইবে। অশ্ব পুরে প্রবেশ করিবামাত্র অশ্ব-স্বামী সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ও উত্তম উত্তম গন্ধ-দ্রব্য এবং বিবিধ প্রকার ভোজ্যদ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া অর্ঘ্যদান করিবেন। অর্ঘ্যদান করা হইলে অশ্ব-বৈদ্য ঐ অশ্বদিগের কর্ণে এই সকল মন্ত্র জাপ করিবেন। এই সকল মন্ত্র অশ্বশাস্ত্রবিদ্ মুনিগণ নিজে নিজে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মন্ত্র যথা :—

পূর্ব্বে দেবময়ীং ত্বং হি স্মর জাতিং হয়োত্তম।
সর্ব্বেজনা ত্বয়া রক্ষ্যা রণে ভর্ত্তা চ বাহকঃ।

"হে অশ্বশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে তুমি দেবময়ী জাতি অর্থাৎ শ্রীপুত্র বলিয়া তোমাদের যে খ্যাতি আছে, তাহা তুমি স্মরণ কর। তুমি রাজ্যস্থ সমস্তজনকে রক্ষা করিবে।' 'হে বাহক'। বিশেষতঃ রণে তোমার স্বামীকে রক্ষা করিবে।" এইরূপ কর্ণে মন্ত্র জাপ করিয়া অশ্ব-চিকিৎসক অশ্বকে যথাস্থানে স্থাপন করিবেন। এই সকল মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা

অশ্ব রোগবর্জ্জিত ও হৃষ্ট হয়। অশ্বদিগের অর্ঘ্যদানে জলজপুষ্প কোনরূপেই ব্যবহার করিবে না। বিশেষতঃ সৌগন্ধিক (সুঁদিফুল) কোন-মতেই দিবে না।

কার্ত্তিক মাস আগত হইলে অশ্বকে তিক্তঘৃত (পঞ্চতিক্ত, মহাতিক্ত প্রভৃতি বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত ঘৃত) পান করাইয়া তাহাদের শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে, অর্থাৎ রক্ত-মোক্ষণ করাইবে। বক্ষো-গামিনী (হৃদয়গামিনী), বা প্রোথস্থানস্থিত, অথবা মন্যাশিরা, কূর্চ্চ বা কোষ্ঠ স্থানের যে কোন একটী কিংবা দুইটী শিরা যথাযোগ্য বিদ্ধ করিয়া রক্ত-মোক্ষণ করাইবে। অনন্তর পশ্চাল্লিখিত প্রতি-পানের ব্যবস্থা করিবে।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মৌল, প্রিয়ঙ্গু, বলাডুমুর (বনভাদুলে), বড়এলাচ, পিপুল, কট্‌কী ইহাদের প্রত্যেকের অংশ ১ পল /৵ পোয়া; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রস্থ (/৪ সের) পরিমিত মদ্য বা মধুর সহিত পান করিতে দিবে। অথবা বাসকছাল, পটোলপাতা, চিরেতা, গুলঞ্চ, কণ্টকারী ইহাদের কাথের সহিত অর্থাৎ পাক করা

জলের সহিত পিপুল, বলাডুমুর ও গোক্ষুরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

হেমন্ত ঋতুর উপচার-বিবরণ।

হেমন্তকাল আগত হইলে, অশ্বদিগের গুহ্যদ্বারে সুখকর বস্তির (পিচ্‌কারীর) দ্বারা ঘৃত বা তৈল প্রদান করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, মুখের দ্বারা অর্থাৎ পানে ও পিচ্‌কারী দ্বারা স্নেহ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে। তালুদেশের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত-মোক্ষণ করিবে এবং হেমন্ত ঋতুতে এই অধ্যায়ের শেষে লিখিত ধনে প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত প্রতিপানের ব্যবস্থা করিবে। এইকালে অশ্বদিগকে ভোজনের জন্য পত্র-পুষ্প-ফল-শোভিত মাষকলাইয়ের লতা ভক্ষণ করিতে দিবে। এই মাষকলাইয়ের লতাগুলি পোকাধরা বা অন্য কোন রোগ দ্বারা অর্থাৎ ছাতাপড়ার দ্বারা দুষিত না হয়, তাহা বিশেষরূপে বিচার করিতে হইবে। পুষ্পিত মাষকলাইয়ের লতা-ভক্ষণে অশ্বদিগের শরীরে রক্ত জন্মাইয়া থাকে। ফলিত অর্থাৎ ফলযুক্ত মাষ-কলাইয়ের লতা মাংসবর্দ্ধন করে, ফলতঃ পুষ্প বা ফল না হইলে মাষকলাইয়ের লতা উপকারী নহে

বরং অপকারী। হেমন্তঋতুর প্রথমেই তিনদিন জলপান করিতে দিবে না। পরে এক একদিন অন্তর ৮ দিন দিবে। অনন্তর প্রতিদিন এক এক-বার করিয়া জলপান করিতে দিবে। সমস্ত হেমন্ত-কালেই এই বিধি বুঝিতে হইবে।

পুষ্পিত মাষকলাইয়ের লতা খাদ্য-নির্দ্দিষ্ট হইলে, সৈন্ধবলবণ ও বারুণী নামক মদ্যের সহিত ব্যবস্থা করিবে, আর ফলযুক্ত মাষকলাইয়ের লতা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে, তৈল ও লবণের সহিত ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু সায়ংকালে কোনমতেই মদ্যপ্রয়োগ করিবে না। রাত্রি ১ প্রহর গত হইলে কাঁজির (আমানির) সহিত মাষকলাই খাইতে দিবে। এইরূপভাবে তিন সপ্তাহ অতীত হইলে, অশ্বকে এক একদিন অন্তর মাষকলাইয়ের লতা খাইতে দিবে, ইহাতে অশ্বের ঘর্ম্ম হইয়া শরীর হাল্কা হইবে। এই মাষকলাই যতদিন না পাকে ততদিন ইহা খাইতে দিবে; পক্কাবস্থায় ইহা খাইতে দিবে না। তাৎপর্য্য এই যে, কঠিন মাষকলাই ভোজন করিলে জীর্ণ হইবে না এবং শূলরোগ হইতে পারে, যদ্যপি মাষকলাই ভক্ষণ

করিতে করিতে অশ্বের শূলরোগ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শূলরোগের যে সকল চিকিৎসার কথা বলা হইবে তাহার ব্যবস্থা করিবে। কোন কারণে যদি মাষকলাইয়ের লতা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মাষকলাই খাইতে দিবে; কিন্তু এই মাষকলায়ের সহিত তৈল ও লবণ দিতে হইবে এবং শালিতণ্ডুল, যব, ষাটি (ষেটে) তণ্ডুলও ব্যবস্থা করিবে। হেমন্তকালে প্রতিপানের জন্য ধনে, চিতেমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লোধছাল, সৈন্ধবলবণ মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। এস্থলে মদ্যের পরিমাণ ১ প্রস্থ (/৪ সের), ধনিয়া প্রভৃতি দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ ১ পাদহীন ১ পল অর্থাৎ /।৵ ছয়ছটাক।

শিশির-পোষণ-বিধি।

শিশিরঋতুতে প্রতিপান তিন দিন দিবে। অনন্তর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া অশ্বের খাইবার ব্যবস্থা করিবে। সিদ্ধ মাষকলাই কাঞ্জির (আমানির) সহিত এবং সৈন্ধবলবণ ও তিল-তৈলের সহিত খাইতে দিবে। তিল-তৈলের পরিমাণ তিন কুড়ব

(/১॥ সের), লবণ অর্দ্ধসের, মাষকলাই তিন প্রস্থ (/৬ সের)।

শীতকালে একবারমাত্র জলপান করাইবে। ইহাতে অশ্বদিগের কফ প্রকুপিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অশ্ব ভোজন করান হউক বা বাহিত করান হউক, একবারের অধিক জলপান করিতে দিবে না। তবে ভোজনের পর মদ্য অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুলতানী হিং, সুল্‌ফা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বচ্‌, যোয়ান, কড়কচলবণ, ক্ষারলবণ ও বিট্‌লবণ ইহাদের মিলিত ওজন /।৵ ছটাক, মদ্য ১ প্রস্থ (/৪ সের)। এই অনুপানের দ্বারা অশ্বদিগের জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ও শ্লেষ্মা বিদূরিত হয়।

শীতকালে সুস্থ অশ্বকে গর্ভিত যব অর্থাৎ যে যবের শীষ বহির্গত হয় নাই, গর্ভের মধ্যেই আছে, (থোড় হইয়াছে) তাহা খাইতে দিবে। বুদ্ধিমান্ অশ্বস্বামী এই সময় ১৪ দিন যাবৎ অশ্বকে বাহিত করিবেন না এবং আরম্ভ হইতে পাঁচদিন যাবৎ সপ্তাহ গত হইলে, একবার করিয়া খাইতে দিবেন। তৃতীয় সপ্তাহ উপস্থিত হইলে অশ্বকে বাহিত

করিবেন এবং চতুর্থ সপ্তাহ উপস্থিত হইলে, অশ্বকে যথাশক্তি বাহিত করিবে। পুষ্পিত (ফুলানো), ফলিত (যাহার শীষ উঠিয়াছে), যব সর্ব্বদাই হিতকারী। ইহা অশ্বদিগের বিশেষ প্রিয় জিনিষ, বলবর্দ্ধক, আরোগ্যদায়ক ও পুষ্টিপ্রদ। শিশির ঋতুর পোষণসম্বন্ধে নকুলের এইরূপ মত যথা :—

শীতঋতু সমাগত হইলে দুই সপ্তাহ যাবৎ তৈল পান করাইবে। যবের ঘাস দিবে অর্থাৎ পুষ্পফলসমন্বিত যবের গাছ খাইতে দিবে। যবের ঘাস খাওয়াইবার ৩২ দিন ব্যবস্থা আছে। যবের অভাবে এইরূপ পুষ্পফলসমন্বিত ছোলার গাছ দিবে। তাহারও অভাব হইলে তৈল মিশ্রিত করিয়া পুষ্পফলযুক্ত মসূরের গাছ খাইতে দিবে, এবং অন্য ঘাসও খাইতে দিবে; তাহার বিশেষ বিবরণ পরে বলা হইতেছে।

অশ্বদিগের সম্বন্ধে সকল প্রকার ঔষধ, ক্বাথ, নস্য, তৈল ও ঘৃত যাহা ব্যবস্থিত আছে, যবের ঘাস অর্থাৎ পুষ্পফলসমন্বিত যবের গাছ সে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর্ব্বতের মধ্যে যেমন মেরু শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রসকলের মধ্যে যেমন বজ্র শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ

অশ্বের সকল প্রকার উপচারের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। দেবতাগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, বেদজ্ঞগণের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা, নদীগণের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অশ্বের ভক্ষ্যের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। সহস্রাংশু সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া অন্ধকাররাশি নিঃশেষে দূরীভূত করেন, সেইরূপ যবও অশ্বদিগের শরীরস্থ সমস্ত দোষ অপহরণ করিয়া থাকে।

অন্যান্য পাঁচটী ঋতুতে অশ্বদিগের সম্বন্ধে যে সকল উপচারের কথা বলা হইয়াছে, কেবল শিশিরঋতুতে যব ভোজন করাইলে সেই সকল উপচারের ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ অন্য কোন উপচারেরই আবশ্যক হয় না। শিশিরকালে অশ্বকে যব ভোজন করাইলে অন্য ঋতুতে যে সকল উপচার করা হয় নাই, সেই সকল দোষ তিরোহিত হইয়া থাকে।

শালিহোত্র মুনি বলেন,—যবভোজনকারী অশ্ব নীরোগ হয়। আর যদি শীতকালে অশ্বকে যব ভোজন করান না যায়, তাহাহইলে অন্য পাঁচ ঋতুতে যে সকল উপচার করা হইয়াছে, তাহা বিফল প্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব

অশ্ব-চিকিৎসক এই সকল অবগত হইয়া অশ্বদিগকে যব খাইতে দিবেন। বিশেষতঃ শীতকাল উপস্থিত হইলে, শীষসহ যব ভোজ করান একান্ত কর্ত্তব্য। সকল কালেই শুষ্ক যব দিতে পারা যায়। ইহা বলকর ও সর্ব্বব্যাধিনাশক, অশ্বের ভোজ্যের মধ্যে যবকেই প্রধান করা যাইতে পারে। তাহার অভাব হইলে, বনমুগ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত। বনমুগের (নীলবর্ণের ঘেসো-মুগ) দ্বারাও শরীর বেশ পরিপুষ্ট হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, বনমুগ ভোজন করিলে অশ্বের শরীর বেশ পুষ্টিলাভ করে। যদি বনমুগ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই মুগ দেওয়া যাইবে, কিন্তু ইহার সহিত তৈল দিতে হইবে। মুগের দ্বারাও অশ্বদিগের বল বৃদ্ধি হয়। অপর খাদ্যের অভাব হইলে ঘৃত, দুগ্ধ, শস্য ও মাংসরস দেওয়া কর্ত্তব্য।

যাহার অশ্ব লবণমিশ্রিত শস্য ভোজন করে, সেই অশ্ব-স্বামীর যথার্থই শস্য দান করা হয় অর্থাৎ এই শস্য দানের দ্বারা অশ্বদের যথেষ্ঠ উপকার করা হয়, এখানে ইহাই দানের ফল। শস্য-ভোজনের অভাব-পূরণের জন্য শুষ্ক ঘাস দেওয়া

যাইতে পারে, অথবা অরণ্যে (ময়দানে) রাত্রি-দিন যথেচ্ছ চরিতে দিবেন। যাহারা অরণ্যে ও ময়দানে চরে, তাহাদিগকে শস্যচারী বলা যাইতে পারে। অতএব অশ্বদের চরিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে ময়দানে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা অশ্ব বেশ সুস্থ থাকে, পুষ্টিলাভ করে, উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং অশ্ব-স্বামীর বিত্ত-ব্যয়ও কম হয়। অশ্বের রোগও সারে।

বসন্ত ঋতুর পোষণ-বিধি।

অশ্বদিগকে বসন্তকালে বাহিত করিবে। অপর খাদ্য ভোজন করিতে না দিয়া তৈলমিশ্রিত যবেরই ব্যবস্থা করিবে। ২।৩ দিন অন্তর লবণ খাইতে দিবে। শুষ্ক ঘাস ও প্রতিদিন একবার বা দুইবার করিয়া জলপানের ব্যবস্থা করিবে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লোধছাল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, মধু ইহাদের সহিত মদ খাইতে দিবে। হেমন্ত-কাল, শিশিরকাল ও বসন্তকালে অশ্বদিগকে সমস্ত দিন রৌদ্রে রাখিবে। ইহা সকল অশ্বশাস্ত্রকারেরই সম্মত। এস্থলে নকুল এইরূপ বলেন,—

বসন্তকালে অশ্বদিগকে বাহিত করিতে বিস্মৃত

হইবে না। কারণ এইকালে অশ্ব-বন্ধন অবস্থায় থাকিলে তাহার উৎসাহ নষ্ট হয় এবং দেহ আলস্য-পূর্ণ হয় এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়া বিবিধ-প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অশ্বদিগকে বসন্তকালে বাহিত করিবে। নিম্বপত্র, সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রয়োগ করিবে। যদিও সর্ব্বত্রই তৈলের ও ঘৃতের প্রয়োগ সকল ঋতুতেই অনুমোদিত হই-য়াছে, তাহা দোষের কারণ নহে, যেহেতু লবণ বা ক্ষার-প্রয়োগ করিলে সে দোষ দূর হয়।

গ্রীষ্মঋতুর পোষণ-বিবরণ।

গ্রীষ্মকালে অশ্বদিগকে পরিশ্রম করিতে দিবে না। যেস্থলে কোনমতেই রৌদ্রের তাপ প্রবেশ করে না, সে স্থানে বন্ধন করিবে। তিনবার স্নান করাইবে ও তিনবার জলপান করাইবে। জল-জাত মোটা মোটা ঘাস অর্থাৎ দল খাইতে দিবে। গ্রীষ্মে অতিশয় সন্তপ্ত হইলে শরৎ ঋতুতে যে সকল বিধি বলা হইয়াছে অর্থাৎ শীতল প্রলেপাদি তাহারই ব্যবস্থা করিবে। শতমূলী পেষণ করিয়া

একপল (৴৵ পোয়া) পরিমাণে গ্রহণকরতঃ এক প্রস্থ (৴৪ সের) পরিমিত কাঁচা দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। দুর্ব্বল অশ্বদিগকে মাংসের রসের সহিত শতমূলী পেষণ করিয়া খাইতে দিবে। আর সামান্য সৈন্ধবলবণ দিয়া তুষ-রহিত ৪ আঢ়ক (৩২ সের) পরিমিত যবের ভাত উপযুক্ত পরিমিত দধি ও সৈন্ধবলবণের সহিত খাইতে দিবে।

কোন কোন পুস্তকে মাংসরসের স্থানে মাষ-কলাইয়ের রসের (যূষের) কথা বলা হইয়াছে; তদনুসারে মাষকলাইয়ের যূষ গ্রহণ করিতে হইবে। আর অশ্বহিতাকাঙ্ক্ষিগণ গ্রীষ্মকালে অশ্বদিগকে দুগ্ধের সহিত কচি শিমুলের মূল-চূর্ণ খাইতে দিবেন। প্রতি-পানের জন্য সিধু ১ প্রস্থ (৴৪ সের), মধু ১ কুড়ব (৴॥ সের) এবং প্রিয়ঙ্গু, পিপুল, লোধ-ছাল, যষ্টিমধু ও শুঁঠ একপল (৴৵ পোয়া) ব্যবস্থা করিবে।

নকুলের মতে মধুস্থানে গুড় দিবার কথা লেখা আছে এবং ঘৃতপান, ছাওয়ায় বন্ধন, রক্ত-মোক্ষণ ঘৃতমিশ্রিত গ্রাস এবং (কাশি) কেশে-

ঘাসের দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত ও মধু খাইবার ব্যবস্থা আছে।

সর্ব্বঋতু-পোষণ-বিধি।

যেহেতু দেশভেদে একই ঘাসের নাম অন্যরূপ হইবার সম্ভাবনা। অতএব ঘাসের নাম না করিয়া প্রকার-ভেদমাত্র লিখিত হইতেছে। যথা :—

শরৎকাল ও গ্রীষ্মকালে অশ্বদিগের জলজাত ঘাসই হিতকারী ; অপর সমস্ত ঋতুতেই শুষ্কঘাস হিতকর। শুষ্কঘাসের একটী বিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে রোগ আসে না। সকলরোগে ও সকল ঋতুতেই দুর্ব্বাঘাস একান্ত হিতকর। ইহা নিত্য-ভোজ্য ; সুস্থ অশ্বের পক্ষে সকলকালে যথা-মাত্রায় ভোজন বিধেয়। কালানুসারে ৫।৬ দিন অন্তর ভোজ্য-দ্রব্যের সহিত তৈল দেওয়া কর্ত্তব্য। আর স্নেহপান-বিধি অনুসারে তৈলপান করাইবার যাহা ব্যবস্থা আছে, তাহাও ৫।৬ দিন অন্তর অর্দ্ধপ্রস্থ (/২ সের) করিয়া ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। স্নেহ পান করান হইলে অশ্বকে গুরু অভিষ্যন্দী খাদ্য দিবে না, ব্যায়াম করাইবে না, স্নান করাইবে না, রৌদ্র-সন্তাপে রাখিবে না কিন্তু

বায়ুহীন স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। সকল অশ্বকেই প্রাতঃকালে নিম্নলিখিত দ্রব্যের পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য দূর হয়; বল ও তেজঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পিণ্ড-প্রস্তুতের প্রণালী।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরে, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌-লবণ, সচললবণ, চিতেমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাটাকরঞ্জের বীজ, সাজ্‌নেগাছের ছাল এবং কাল-তুলসী (ভাব্‌রীর বীজ) এই সকল দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ পৌণে ১ পল (/।০/ ছয় ছটাক), গো-মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিতে হয়। অথবা মদ্যের সহিত গুলিয়া পান করান যাইতে পারে। এই পিণ্ড-ভোজনে অশ্ব-দিগের শীঘ্র শীঘ্র অগ্নির বল বৃদ্ধি হয়। ইহা অশ্বের খুব হিতকারী। অশ্ববিদ্ মুনিগণ বলিয়াছেন,—যে অশ্বদের কণ্ডূয়ন বেশ সুখকর হয়। যুদ্ধের সময়েও অশ্বসকল প্রায় স্মরণ করিয়া থাকে, অতএব সকল কালেই কণ্ডূয়নীর (খট্‌রার) দ্বারা তাহাদের কণ্ডূয়ন-কার্য্য সমাধা করিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ক্ষারদাহ-বিধান।

ক্ষার বলিতে যে দ্রব্য ক্ষণন করে বা ক্ষরণ করে, তাহার নাম ক্ষার অর্থাৎ যাহার দ্বারা যে বস্তু কিছু খাইয়া ফেলে, অথবা সে স্থান হইতে কোন দ্রব্য ক্ষরণ করাইয়া দেয় তাহাই ক্ষার। ইহার অনেক গুণ। ক্ষার স্বভাবতই উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, শোধন, পাচন, বিলয়ন, রোপণ, পোষণ, ও লেখন।

ক্ষার-প্রস্তুত-প্রণালী।

কলাগাছ, আপাং (চিড়চিড়ে), আকন্দ, সিজ্, মনসা, বিষলাঙ্গলিয়া ও কুড় এই সকল দ্রব্য অভাবে ইহাদের মধ্যে দুই একটী যাহা পাওয়া যায়, গ্রহণ করিয়া দগ্ধকরতঃ ভস্ম গ্রহণ করিবে। পরে ঐ ভস্মসকল গোমূত্রে গুলিয়া লইয়া পাতলা কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্ষারজল একটী তাম্রপাত্রে রাখিয়া মৃদু অগ্নির তাপে পাক করিতে হইবে। পাককালে দর্ব্বী (হাতার)

অশ্বের সকল প্রকার উপচারের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। দেবতাগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, বেদজ্ঞগণের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা, নদীগণের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অশ্বের ভক্ষ্যের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। সহস্রাংশু সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া অন্ধকাররাশি নিঃশেষে দূরীভূত করেন, সেইরূপ যবও অশ্বদিগের শরীরস্থ সমস্ত দোষ অপহরণ করিয়া থাকে।

অন্যান্য পাঁচটী ঋতুতে অশ্বদিগের সম্বন্ধে যে সকল উপচারের কথা বলা হইয়াছে, কেবল শিশিরঋতুতে যব ভোজন করাইলে সেই সকল উপচারের ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ অন্য কোন উপচারেরই আবশ্যক হয় না। শিশিরকালে অশ্বকে যব ভোজন করাইলে অন্য ঋতুতে যে সকল উপচার করা হয় নাই, সেই সকল দোষ তিরোহিত হইয়া থাকে।

শালিহোত্র মুনি বলেন,—যবভোজনকারী অশ্ব নীরোগ হয়। আর যদি শীতকালে অশ্বকে যব ভোজন করান না যায়, তাহাহইলে অন্য পাঁচ ঋতুতে যে সকল উপচার করা হইয়াছে, তাহা বিফল প্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব

অশ্ব-চিকিৎসক এই সকল অবগত হইয়া অশ্বদিগকে যব খাইতে দিবেন। বিশেষতঃ শীতকাল উপস্থিত হইলে, শীষসহ যব ভোজ করান একান্ত কর্ত্তব্য। সকল কালেই শুষ্ক যব দিতে পারা যায়। ইহা বলকর ও সর্ব্বব্যাধিনাশক, অশ্বের ভোজ্যের মধ্যে যবকেই প্রধান করা যাইতে পারে। তাহার অভাব হইলে, বনমুগ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত। বনমুগের (নীলবর্ণের ঘেসো-মুগ) দ্বারাও শরীর বেশ পরিপুষ্ট হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, বনমুগ ভোজন করিলে অশ্বের শরীর বেশ পুষ্টিলাভ করে। যদি বনমুগ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই মুগ দেওয়া যাইবে, কিন্তু ইহার সহিত তৈল দিতে হইবে। মুগের দ্বারাও অশ্বদিগের বল বৃদ্ধি হয়। অপর খাদ্যের অভাব হইলে ঘৃত, দুগ্ধ, শস্য ও মাংসরস দেওয়া কর্ত্তব্য।

যাহার অশ্ব লবণমিশ্রিত শস্য ভোজন করে, সেই অশ্ব-স্বামীর যথার্থই শস্য দান করা হয় অর্থাৎ এই শস্য দানের দ্বারা অশ্বদের যথেষ্ঠ উপকার করা হয়, এখানে ইহাই দানের ফল। শস্য-ভোজনের অভাব-পূরণের জন্য শুষ্ক ঘাস দেওয়া

যাইতে পারে, অথবা অরণ্যে (ময়দানে) রাত্রি-দিন যথেচ্ছ চরিতে দিবেন। যাহারা অরণ্যে ও ময়দানে চরে, তাহাদিগকে শস্যচারী বলা যাইতে পারে। অতএব অশ্বদের চরিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে ময়দানে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা অশ্ব বেশ সুস্থ থাকে, পুষ্টিলাভ করে, উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং অশ্ব-স্বামীর বিত্ত-ব্যয়ও কম হয়। অশ্বের রোগও সারে।

বসন্ত ঋতুর পোষণ-বিধি।

অশ্বদিগকে বসন্তকালে বাহিত করিবে। অপর খাদ্য ভোজন করিতে না দিয়া তৈলমিশ্রিত যবেরই ব্যবস্থা করিবে। ২।৩ দিন অন্তর লবণ খাইতে দিবে। শুষ্ক ঘাস ও প্রতিদিন একবার বা দুইবার করিয়া জলপানের ব্যবস্থা করিবে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লোধছাল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, মধু ইহাদের সহিত মদ খাইতে দিবে। হেমন্ত-কাল, শিশিরকাল ও বসন্তকালে অশ্বদিগকে সমস্ত দিন রৌদ্রে রাখিবে। ইহা সকল অশ্বশাস্ত্রকারেরই সম্মত। এস্থলে নকুল এইরূপ বলেন,—

বসন্তকালে অশ্বদিগকে বাহিত করিতে বিস্মৃত

হইবে না। কারণ এইকালে অশ্ব-বন্ধন অবস্থায় থাকিলে তাহার উৎসাহ নষ্ট হয় এবং দেহ আলস্য-পূর্ণ হয় এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়া বিবিধ-প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অশ্বদিগকে বসন্তকালে বাহিত করিবে। নিম্বপত্র, সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রয়োগ করিবে। যদিও সর্ব্বত্রই তৈলের ও ঘৃতের প্রয়োগ সকল ঋতুতেই অনুমোদিত হই-য়াছে, তাহা দোষের কারণ নহে, যেহেতু লবণ বা ক্ষার-প্রয়োগ করিলে সে দোষ দূর হয়।

গ্রীষ্মঋতুর পোষণ-বিবরণ।

গ্রীষ্মকালে অশ্বদিগকে পরিশ্রম করিতে দিবে না। যেস্থলে কোনমতেই রৌদ্রের তাপ প্রবেশ করে না, সে স্থানে বন্ধন করিবে। তিনবার স্নান করাইবে ও তিনবার জলপান করাইবে। জল-জাত মোটা মোটা ঘাস অর্থাৎ দল খাইতে দিবে। গ্রীষ্মে অতিশয় সন্তপ্ত হইলে শরৎ ঋতুতে যে সকল বিধি বলা হইয়াছে অর্থাৎ শীতল প্রলেপাদি তাহারই ব্যবস্থা করিবে। শতমূলী পেষণ করিয়া

একপল (/৶ পোয়া) পরিমাণে গ্রহণকরতঃ এক প্রস্থ (/৪ সের) পরিমিত কাঁচা দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। দুর্ব্বল অশ্বদিগকে মাংসের রসের সহিত শতমূলী পেষণ করিয়া খাইতে দিবে। আর সামান্য সৈন্ধবলবণ দিয়া তুষ-রহিত ৪ আঢ়ক (৩২ সের) পরিমিত যবের ভাত উপযুক্ত পরিমিত দধি ও সৈন্ধবলবণের সহিত খাইতে দিবে।

কোন কোন পুস্তকে মাংসরসের স্থানে মাষ-কলাইয়ের রসের (যূষের) কথা বলা হইয়াছে; তদনুসারে মাষকলাইয়ের যূষ গ্রহণ করিতে হইবে। আর অশ্বহিতাকাঙ্ক্ষিগণ গ্রীষ্মকালে অশ্বদিগকে দুগ্ধের সহিত কচি শিমুলের মূল-চূর্ণ খাইতে দিবেন। প্রতি-পানের জন্য সিধু ১ প্রস্থ (/৪ সের), মধু ১ কুড়ব (/॥ সের) এবং প্রিয়ঙ্গু, পিপুল, লোধ-ছাল, যষ্টিমধু ও শুঁঠ একপল (/৶ পোয়া) ব্যবস্থা করিবে।

নকুলের মতে মধুস্থানে গুড় দিবার কথা লেখা আছে এবং ঘৃতপান, ছাওয়ায় বন্ধন, রক্ত-মোক্ষণ ঘৃতমিশ্রিত গ্রাস এবং (কাশি) কেশে-

ঘাসের দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত ও মধু খাইবার ব্যবস্থা আছে।

সর্ব্বঋতু-পোষণ-বিধি।

যেহেতু দেশভেদে একই ঘাসের নাম অন্যরূপ হইবার সম্ভাবনা। অতএব ঘাসের নাম না করিয়া প্রকার-ভেদমাত্র লিখিত হইতেছে। যথা :—

শরৎকাল ও গ্রীষ্মকালে অশ্বদিগের জলজাত ঘাসই হিতকারী ; অপর সমস্ত ঋতুতেই শুষ্কঘাস হিতকর। শুষ্কঘাসের একটী বিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে রোগ আসে না। সকলরোগে ও সকল ঋতুতেই দুর্ব্বাঘাস একান্ত হিতকর। ইহা নিত্য-ভোজ্য ; সুস্থ অশ্বের পক্ষে সকলকালে যথা-মাত্রায় ভোজন বিধেয়। কালানুসারে ৫।৬ দিন অন্তর ভোজ্য-দ্রব্যের সহিত তৈল দেওয়া কর্ত্তব্য। আর স্নেহপান-বিধি অনুসারে তৈলপান করাইবার যাহা ব্যবস্থা আছে, তাহাও ৫।৬ দিন অন্তর অর্দ্ধপ্রস্থ (/২ সের) করিয়া ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। স্নেহ পান করান হইলে অশ্বকে গুরু অভিষ্যন্দী খাদ্য দিবে না, ব্যায়াম করাইবে না, স্নান করাইবে না, রৌদ্র-সন্তাপে রাখিবে না কিন্তু

বায়ুহীন স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। সকল অশ্বকেই প্রাতঃকালে নিম্নলিখিত দ্রব্যের পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য দূর হয় ; বল ও তেজঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পিণ্ড-প্রস্তুতের প্রণালী।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরে, সৈন্ধবলবণ, বিট্-লবণ, সচললবণ, চিতেমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাটাকরঞ্জের বীজ, সাজ্‌নেগাছের ছাল এবং কাল-তুলসী (ভাব্‌রীর বীজ) এই সকল দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ পৌণে ১ পল (৵।৵ ছয় ছটাক), গো-মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিতে হয়। অথবা মদ্যের সহিত গুলিয়া পান করান যাইতে পারে। এই পিণ্ড-ভোজনে অশ্ব-দিগের শীঘ্র শীঘ্র অগ্নির বল বৃদ্ধি হয়। ইহা অশ্বের খুব হিতকারী। অশ্ববিদ্ মুনিগণ বলিয়াছেন,—যে অশ্বদের কণ্ডূয়ন বেশ সুখকর হয়। যুদ্ধের সময়েও অশ্বসকল প্রায় স্মরণ করিয়া থাকে, অতএব সকল কালেই কণ্ডূয়নীর (খট্‌রার) দ্বারা তাহাদের কণ্ডূয়ন-কার্য্য সমাধা করিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ক্ষারদাহ-বিধান।

ক্ষার বলিতে যে দ্রব্য ক্ষণন করে বা ক্ষরণ করে, তাহার নাম ক্ষার অর্থাৎ যাহার দ্বারা যে বস্তু কিছু খাইয়া ফেলে, অথবা সে স্থান হইতে কোন দ্রব্য ক্ষরণ করাইয়া দেয় তাহাই ক্ষার। ইহার অনেক গুণ। ক্ষার স্বভাবতই উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, শোধন, পাচন, বিলয়ন, রোপণ, পোষণ, ও লেখন।

ক্ষার-প্রস্তুত-প্রণালী।

কলাগাছ, আপাং (চিড়চিড়ে), আকন্দ, সিজ্‌-মনসা, বিষলাঙ্গলিয়া ও কুড় এই সকল দ্রব্য অভাবে ইহাদের মধ্যে দুই একটী যাহা পাওয়া যায়, গ্রহণ করিয়া দগ্ধকরতঃ ভস্ম গ্রহণ করিবে। পরে ঐ ভস্মসকল গোমূত্রে গুলিয়া লইয়া পাতলা কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্ষারজল একটী তাম্রপাত্রে রাখিয়া মৃদু অগ্নির তাপে পাক করিতে হইবে। পাককালে দর্ব্বী (হাতার)

দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে, যেন পাত্রের নীচে না লাগিয়া যায়। পাক করিতে করিতে যখন হাতায় লাগিবার মত হইবে, তখন তাহাতে মুলতানী হিং, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, করকচ্‌লবণ, ক্ষারলবণ, শাম্ভরীলবণ ও বিট্‌লবণ চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে এবং হাতার দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। সেই ক্ষার ও চূর্ণ একত্র মিশ্রিত হইয়া চূর্ণবৎ হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ক্ষার বায়ুজন্য, কফ-জন্য কুষ্ঠরোগে, অর্ব্বুদরোগে (আবে) এবং মাংস-কীলক (মাস্‌ড়া) রোগে লোমসকল উৎপাটিত করিয়া শলাকার দ্বারা লাগাইয়া দিবে।

লৌহদাহ-বিধান।

অশ্বদিগের বাতরোগে অগ্নির দ্বারা দাহ করিবার ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে কোন স্থানে লৌহ দ্বারা, কোন স্থানে বা মেদের দ্বারা (চর্ব্বির বাতির দ্বারা) দাহ করিতে হয়। লৌহ-দগ্ধে ফাল্‌ বা লোহার দাগ্‌নী ব্যবহার হয়। মেদো দাহে চর্ব্বির বাতিতে আগুন ধরাইয়া তাহাই বিন্দু বিন্দু পাতিত করিয়া দাহ করিতে হয়। এ বিষয়ে বিশেষ এই

যে, উদর হইতে মুখের দিক্ পর্য্যন্ত দাহ কারবার প্রয়োজন হইলে লৌহের দ্বারা দাহ করা উচিত। আর পশ্চাৎকায়ে অর্থাৎ পেছন দিকে, উদর হইতে পাছু ধারে দাহ করা প্রয়োজন হইলে চর্ব্বির বাতির দ্বারা দাহ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে প্রথম দাহ কেবল লোমের উপর, দ্বিতীয় দাহ চর্ম্ম পর্য্যন্ত, তৃতীয় দাহ মাংসে পৌছে; ইহা শলাকা দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়। অশ্বদিগের শরীরে যে স্থানে মাংস অধিক থাকে, সে স্থলে ফালের দ্বারা দাহ করা উচিত অন্যথা দাহ কার্য্যকারী হয় না। অশ্ব-শরীরে বিবিধ আকারে দাহ করা হয়; কোন স্থানে রেখার ন্যায়, কোন স্থানে বিন্দু-বিন্দু, কোন স্থানে কাকের পায়ের দাগের মত আকার করা হয়। দাহ করা হইলে পর যষ্টিমধু চূর্ণ মিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা দাহ-স্থান লেপন করিয়া দিতে হয়।

মেদো দাহে চর্ব্বির বাতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

গুগ্‌গুলু, লা (গালা), মোম, ধুনো, টার্পিন্, মনঃশিলা (মনছাল) গুড় এই সকল দ্রব্যের

পরিমাণ সমান, উত্তমরূপে শিলায় পেষণ করিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ আট আঙ্গুল দীর্ঘ হইবে এবং ২ আঙ্গুল পরিমিত বিস্তার হইবে। এই বাতির উপর শূকরের বা গরুর চর্ব্বি মাখাইয়া দিবে। অনন্তর এক টুকরা কাপড়ে উত্তম-রূপে ঘৃত মাখাইয়া ঐ কাপড়ের দ্বারা বাতিটীর সমস্ত ভাগ ঢাকিয়া ফেলিবে। বাতিটী একটী বাঁশের নলের মধ্যে প্রবেশ করাইবে, ঐ নলের প্রান্তভাগ সছিদ্র থাকিবে। নলের যে মুখ দিয়া বাতিটী প্রবেশ করা হইবে, ঐ মুখে পিচ্ কারীর দণ্ডের ন্যায় একটী দণ্ড যোজনা করিয়া দিবে। লেখা বাহুল্য যে, ঐ দণ্ডের প্রেরণা দ্বারা নলের মধ্যস্থ বাতি, নলের প্রান্তভাগ দিয়া অল্প অল্প করিয়া বাহির হইবে। ঐ দণ্ডের পরিমাণ দুই হস্তের কম না হয় এবং একটী কুল-আঁটির ন্যায় স্থূল হওয়া আবশ্যক। পরে যে স্থান দগ্ধ করিতে হইবে, সে স্থানের চতুর্দ্দিকে আট আঙ্গুল পরিমিত স্থান ঘৃতাক্ত পলিতার দ্বারায় আবরণ করিয়া রাখিবে। বাতি জ্বালাইয়া বাতি হইতে প্রচ্যুত অগ্নিময় গলিত পদার্থ বিন্দু-বিন্দুরূপে দাহস্থানে

পতিত হইবে। ইহাই মেদো-দাহ। এই মেদো দাহের দ্বারা অশ্বদিগের পশ্চাৎ অঙ্গের প্রকুপিত বায়ু বিদূরিত হয়।

সম্যক্ দাহ ও অসম্যক্ দাহের লক্ষণ।

যদি দগ্ধস্থান পক্কবেলের মধ্যভাগের ন্যায় অথবা পাকা তালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে দাহ সম্যক্ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার বিপরীত হইলে দাহ ঠিক্ হয় নাই ইহা জানিবে।

শস্ত্র-বিধান।

অশ্বদিগের ছেদন, ভেদন প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত শস্ত্র আবশ্যক। এই সকল কার্য্যে স্থানভেদে ও ক্রিয়াভেদে শস্ত্র বিবিধরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি তাহাদের নাম ও পরিমাণ লিখিত হইতেছে।

যে অস্ত্রের দৈর্ঘ্য ৬ অঙ্গুলি, বিস্তার ২ অঙ্গুলি এবং ব্রীহির ন্যায় মুখ, ইহাকে ব্রীহিমুখ বলে। উৎপল-পত্র নামক শস্ত্র দীর্ঘে ৬ অঙ্গুলি, বিস্তারে ২ অঙ্গুলি এবং তাহার মুখ সুঁদি ফুলেরপাপড়ির মত হইয়া থাকে।

যে শস্ত্রের দৈর্ঘ্য ৩ অঙ্গুলি, বিস্তার ২ অঙ্গুলি, মুখ ক্ষুরের মত তাহাকে বৃদ্ধিপত্র বলে। এই শস্ত্রের দ্বারা পক্ক শোথ অর্থাৎ স্ফোটক্ পাটিত করিবে (কাটিবে) অথবা উৎপল-পত্র কিংবা ব্রীহি-পত্র শস্ত্রের দ্বারা ফোড়া কাটিবে। অর্থাৎ যে স্থলে যে অস্ত্রের দ্বারা অনায়াসে ছেদন করা যাইবে, তথায় সেই অস্ত্র ব্যবহার করিবে। কিন্তু এই শস্ত্রকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে অশ্ব-শরীরে কোন্ স্থানে কোন্ শিরা, ধমনী-স্নায়ু প্রভৃতি আছে, তাহা সম্যক্-রূপে অবগত হইবে এবং এই সকল কার্য্যে দৃষ্ট-কর্ম্মা হইবে অর্থাৎ বহুবার দেখিয়া দেখিয়া স্বয়ং কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

—

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শিরাবেধকাল নিরূপণ।

অনন্তর কিরূপে অশ্বদিগের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা হয়, তাহা বলা হইতেছে। অশ্ব-শাস্ত্রকারগণ বলেন—শিরাবেধের তুল্য অশ্বদিগের কোন ভাল চিকিৎসা নাই। যে সকল রক্তজাত পীড়া ঔষধের দ্বারা বিদূরিত হয় না বা প্রশমিত হয় না, তাহা শিরাবেধের দ্বারা দূর হয় বা প্রশমিত হয়। অশ্বকে শাস্ত্রমতে স্নেহ (তৈল বা ঘৃত) পান করাইয়া স্বেদের দ্বারা স্বিন্ন করিয়া (ফলতঃ স্নিগ্ধ স্বিন্ন করিয়াই) শিরাবেধ করিবে। শরীরে যে পরিমাণ (যতটুকু) রক্ত দূষিত হইয়াছে তত পরিমাণ (ততটুকুই) মোক্ষণ করিবে। কারণ রক্তই শরীরের মূল এবং রক্তকে আশ্রয় করিয়া জীবন থাকে। অতএব যাহাতে শিরামুখ হইতে শুদ্ধরক্ত নির্গত না হয় তদ্বিষয়ে অবহিত থাকিবে। শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে বিকালে শিরা বিদ্ধ

করিবে। বর্ষাকালে ও হেমন্তকালে মধ্যাহ্নে শিরা বিদ্ধ করিবে। কিন্তু যদি দুর্দ্দিন হয় অর্থাৎ বাদ্‌লা করে, তবে কোনমতেই শিরা বিদ্ধ করিবে না। আর শীতকাল ও বসন্তকালে স্বেদ করিয়া মধ্যাহ্ন-কালে শিরাবেধ করিবে। এ বিষয়ে বিশেষ এই, যে ঋতুতেই হউক মেঘের উদয়ে জগৎ শীতল হইলে মধ্যাহ্নকালে রক্ত মোক্ষণ করিবে। এস্থলে নকুল বলেন—বর্ষাকালে রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে আষাঢ় মাসে করা কর্ত্তব্য। ইহাতে রক্তদোষ শীঘ্র দূর হয়।

শোণিত-বিবরণ।

অশ্বদিগের শরীরে রক্ত বায়ুর দ্বারা দূষিত হইলে ফেণযুক্ত হইবে এবং শিরামুখ হইতে বহির্গত হইবার সময় সশব্দে বহির্গত হইবে। পিত্তের দ্বারা দূষিত হইলে নীলবর্ণ ও শ্যাববর্ণ (সাদা-লালে মিশান রং) হইবে। আর শ্লেষ্মা দোষে দূষিত হইলে রক্ত গাঢ়, পিচ্ছিল ও ঈষৎ (একটুকু) পাংশুটে বর্ণের হইবে। বাতপিত্ত, কফপিত্ত ও বাতশ্লেষ্ম অর্থাৎ দ্বিদোষে দূষিত রক্ত উভয় লক্ষণাক্রান্ত হইবে।

বিশুদ্ধরক্তের লক্ষণ।

যে রক্ত শশকের রক্তের ন্যায় এবং যাহা সিন্দুরের মত শিরামুখ হইতে নির্গত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

রক্তের অতিস্রাব নিবারণের উপায়।

শিরা বিদ্ধ করিয়া যদি রক্ত অধিক নির্গত হইতে থাকে অর্থাৎ যে পরিমাণ রক্তস্রাব হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা অপেক্ষা অধিক রক্ত নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে যে স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে, সেই শিরাবেধের মুখে একখণ্ড শরাব (একটুকরা সরাভাঙ্গা খোলামকুচি) দিয়া ও কাপড় দিয়া দৃঢ়-ভাবে বন্ধন করিয়া দিবে। এই উপায়ে যদি রক্ত বন্ধ না হয় এবং অতিবেগে রক্ত বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে শিরাবেধের মুখে মাষকলাই লেপন করিয়া তাহার উপর কাপড় দিয়া জোরে বাঁধিয়া দিবে। এই উপায়েও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তবে যেস্থলে শস্ত্রপাত করা হইয়াছে, সেই স্থলে লৌহ-শলাকার দ্বারা দাহ করিয়া দিবে।

বেধস্থান-নিরূপণ।

(যে স্থলে শিরাবেধ করিতে হইবে তাহার বিবরণ)

তালুদেশের শিরাবেধ কর্ত্তব্য হইলে তালুস্থানে যে তিনটী বলি আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া বামে ও দক্ষিণে এক এক অঙ্গুল ত্যাগ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

উপকুশাদি মুখরোগে প্রায়ই তালুদেশে বেধ কর্ত্তব্য হয়। শঙ্খদেশের শিরা বেধ কর্ত্তব্য হইলে অপাঙ্গ নয়নের প্রান্তভাগের) দুই অঙ্গুলি অন্তরে বিদ্ধ করিবে। আর অশ্রুপাত (যে স্থলে চোখের জল গড়াইয়া পড়ে, ইহার বিশেষ বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) স্থলে শিরাবেধ কর্ত্তব্য হইলে চক্ষুর অধোভাগে তিন অঙ্গুল বাদ দিয়া বিদ্ধ করিবে। সর্ব্ববিধ পটল ও মঞ্জুকাদি নেত্ররোগে চক্ষুর প্রান্তভাগের শিরাবেধ কর্ত্তব্য হয়। প্রোথস্থানে শিরাবেধ কর্ত্তব্য হইলে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার কথা বলা হইয়াছে) নাসিকার অধোদেশে দুই অঙ্গুল স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ধ করিবে। এই সকল শিরাবেধ করিবার সময়, অশ্বের (গলার দড়ি) দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া শিরা-মোক্ষণ

করিবে। বক্ষোগত রক্তদোষ নিবারণের জন্য বক্ষস্থ শিরাবেধ প্রয়োজন হইলে বাহুসন্ধির দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে বক্ষের চারি অঙ্গুল নিম্নে গ্রীবাকে ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া বক্ষকে প্রসারিত করতঃ বক্ষের শিরা বেশ লক্ষ্য হইলে তাহা বিদ্ধ করিবে। কিণ-স্থানের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) শিরাবেধ প্রয়োজন হইলে কিণ-স্থানের মধ্যে পারকী নামে যে শিরা আছে তাহা লক্ষ্য করিবে। পরে কিণ-স্থানের অধোভাগে দুই তিন অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ধ করিবে। ললাটের (কপালের) শিরাবেধ প্রয়োজন হইলে অক্ষিকূটের (চক্ষুর উপরিভাগের স্থান-বিশেষের নাম, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হই-য়াছে) তিন অঙ্গুল ঊর্দ্ধে বিদ্ধ করিবে। শ্রুবদেশের (দ্বিতায় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) শিরাবেধ কর্ত্তব্য হইলে শ্রুব-সন্ধি হইতে দুই অঙ্গুলি মধ্যে বিদ্ধ করিবে। কর্ণমূলের শিরা বিদ্ধ করা প্রয়োজন হইলে কর্ণগামিনী শিরা বিদ্ধ কারবে। মন্যাদেশের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক হইলে গ্রীবার (ঘাড়ের) মধ্যে যে শিরা আছে তাহা বিদ্ধ করিবে। কূর্চ্চের ঊর্দ্ধে ৪ অঙ্গুলের

মধ্যে ইষিকা নাম্নী যে শিরা আছে, তাহা বিদ্ধ করিবে। এই শিরা জানুর নিম্নভাগে ৬ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে আছে এবং খুরের ঊর্দ্ধে ৬ অঙ্গুলের মধ্যে কূর্চ্চ-স্থানে যে শিরা আছে তাহা বিদ্ধ করিবে। আর রোমান্তের শিরা বিদ্ধ করা প্রয়োজন হইলে খুরসন্ধি হইতে ২ অঙ্গুলির মধ্যে যে শিরা তাহা বিদ্ধ করিবে। পদতলের শিরাবেধ কর্ত্তব্য হইলে মণ্ডূকাগ্রে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে) যে শিরা আছে, তাহাই সংশোধন করিয়া বিদ্ধ করিবে। কক্ষদেশে (কুঁকে) যে শিরা আছে, তাহা বিদ্ধ করিতে হইলে কক্ষ হইতে ৪ অঙ্গুলের মধ্যে যে শিরা আছে তাহাই বিদ্ধ করিবে। নাভি-দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে নাভির বাম ও দক্ষিণ ভাগে দুই দুই অঙ্গুলি অন্তরে বিদ্ধ করিবে। বুদ্ধিমান্ অশ্ব-চিকিৎসক বিশেষ বিবেচনা করিয়া কোষ্ঠদেশের শিরা বিদ্ধ করিবেন। পৃষ্ঠদেশের শিরাবেধ আবশ্যক হইলে পার্শ্বদ্বয়ের ২ অঙ্গুলি উপরে ও আসন-স্থানের (ঘোড়ার পৃষ্ঠে যে স্থানে আরোহণ করা যায়) মধ্যে বিদ্ধ করিবে। যেস্থলে শিরা বিদ্ধ করিবে তথায় কাপড়ের পটি বাঁধিবে।

উরুদেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে উরুসন্ধির নিম্নে ৪ অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া অপাঙ্গী নামে যে শিরা আছে তাহাই বিদ্ধ করিবে। উরু ও জঙ্ঘার সহিত যে স্থলে সন্ধি হইয়াছে তাহার নিম্নভাগের নাম "স্থুর", সে স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে উক্ত সন্ধির ৪ অঙ্গুলি অধোভাগে বিদ্ধ করিবে। পুচ্ছদেশের শিরাবেধ প্রয়োজন হইলে পুচ্ছমুল হইতে ২ অঙ্গুলের মধ্যে বিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ-দিকের দেহের শিরাবেধ আবশ্যক হইলে জাম্বুর অধোভাগে বিদ্ধ করিবে। অশ্বের পদতলের শিরা-বেধ প্রয়োজন হইলে খুরসন্ধির ও খুরের নীচে শিরাবেধ যেরূপ বলা হইয়ছে সেইরূপ জানিবে।

অশ্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মুনিগণ অশ্বের শরীর হইতে ১ প্রস্থ (৪ সের) রক্ত মোক্ষণ করিবার কথা বলিয়া-ছেন। তবে দোষ অল্প হইলে অল্প পরিমাণ রক্ত মোক্ষণ করা হয়; দোষ অধিক হইলে উহা অপেক্ষা অধিক রক্ত মোক্ষণ করা হইয়া থাকে। শিরাবেধ করিবার কালে অগ্রে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিরাটী বিশেষরূপে সংপীড়িত করতঃ উন্নত হইলে শস্ত্রের দ্বারা বেধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে অশ্ব শ্রান্ত,

ভ্রান্ত, কৃশ, বৃদ্ধ ও বালক (অল্পবয়স্ক) তাহার শিরা বিদ্ধ করিবে না। লোমযুক্ত স্থানে শিরাবেধ করিতে হইলে অগ্রে ক্ষুরের দ্বারা লোম সকল উৎপাটিত করিয়া পরে শিরাবেধ করা সুবিধাজনক। পরিশ্রুত রক্ত মাপিবার জন্য মাপ-পাত্র নিম্নে ধরা উচিত।

তালু, শঙ্খ, হনু, প্রোথ, ললাট, ভ্রূব, কর্ণ এই সকল স্থানের শিরাবেধ করিতে হইলে যবমাত্র স্থান বিদ্ধ করিবে। ইহার অধিক বিদ্ধ করিবে না। আর বক্ষঃ, কূর্চ্চ, কোষ্ঠ পদতলের, ও পরাকী নাম্নী শিরাবেধ করিতে হইলে শস্ত্রের দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণ বিদ্ধ করিবে। অপাঙ্গী, স্তৌরিকী, কোষ্ঠদেশস্থ ও পুচ্ছজ শিরাবেধ করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় শস্ত্রের দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণ বিদ্ধ করিবে। কিন্তু পৃষ্ঠদেশের ও বাহুদ্বয়ের (অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয়ের) ও মন্যাস্থানের শিরাবেধ করিতে হইলে অঙ্গুলি পরিমিত স্থান বিদ্ধ করিবে। শস্ত্রপাতের সময় শস্ত্রের মুখ বাদ রাখিয়া অপরভাগ সূত্রের দ্বারা বেষ্টন করিবে। যে স্থানে যে পরিমাণ (যতটুকুখানি) বেধ করিবার কথা হইল, তথায় সেই

পরিমাণ (ততটুকুখানি) স্থান বিদ্ধ করিয়া রক্ত-মোক্ষণ করিবে।

যদি অশ্ব ভীত হয় বা বিপরীত ভাবে অবস্থান করে, কি দুর্ব্বল থাকে, কি বাদ্‌লা দিন থাকে এবং যদি সুবিধামত শস্ত্রপাত না হয়, তাহা হইলে শিরা হইতে উপযুক্ত মত রক্ত বাহির হয় না। ইহার যথোচিত প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যজাতির যেরূপ বমন ও বিরেচন ঔষধের ব্যবস্থা আছে, অশ্বজাতির চিকিৎসায় তাহা নাই। তাহাদিগের রক্তমোক্ষণই উত্তম চিকিৎসা।

ষোড়শ অধ্যায়।

—•—

নেত্রনির্ম্মাণ-বিবরণ।

(গুহ্যদ্বারে স্নেহদ্রব্য বা জলীয় দ্রব্য প্রবেশ করাইতে হইলে পিচ্‌কারী আবশ্যক। এই অধ্যায়ে সেই পিচ্‌কারীর নির্ম্মাণ-প্রকার ও আনুষঙ্গিক বিষয় বলা হইতেছে)।

পুরাকালে মুনিগণ অশ্বদিগের অনুবাসন ও আস্থাপনের বিষয় যেরূপ বলিয়াছেন, অধুনা তাহার বিষয় বর্ণনা করিব।

অনুবাসন ও আস্থাপন প্রয়োগের জন্য যে যন্ত্রের আবশ্যক তাহার নাম বস্তি (পিচ্‌কারী)। এই বস্তি কিরূপে নির্ম্মিত হইবে, তাহা বলা আবশ্যক বোধে অগ্রে কি কি জিনিষের দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বলা হইতেছে।

লৌহ প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা কিংবা কাষ্ঠ-খণ্ডের দ্বারা অথবা শৃঙ্গ, অভাবে বংশ-নল দ্বারা বস্তির-নেত্র

(নল) প্রস্তুত হইতে পারে। এই নলের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১২ অঙ্গুলি ও পরিধিতে ৬ অঙ্গুলিমাত্র। এই নলের যে মুখ দিয়া দ্রব দ্রব্য অশ্বশরীরে প্রবেশ করিবে, সেই মুখে কুলের আঁটির মত একটী ছিদ্র থাকিবে। মূল হইতে আরম্ভ করিয়া (যে স্থানে বস্তিপুট বদ্ধ থাকিবে) ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও বিশেষরূপে মসৃণ হইবে। এই নলের মূলে দুই পার্শ্বে দুইটী কর্ণিকা থাকিবে। এই কর্ণিকা দুইটীতে বস্তির চর্ম্মটী বদ্ধ থাকিবে। ঐ কর্ণিকা হইতে ৪ অঙ্গুলি দূরে আরও দুইটী কর্ণিকা থাকিবে। এই কর্ণিকার আবশ্যক এই যে, বস্তির নল অশ্বের গুহ্যদেশে প্রবেশ করাইলে নলের সমস্ত ভাগ প্রবেশ না হইয়া কর্ণিকায় আটক পড়িবে অর্থাৎ কর্ণিকা দুইটী নল-প্রবেশের সীমা নির্দ্দেশক হইবে। এই নল-মূলে যে চর্ম্ম নিবদ্ধ থাকিবে, এই চর্ম্ম ছাগলের বা গরুর প্রস্রাবের থলি (Bladder) হইতে গ্রহণ করা হইবে। এই চর্ম্মের মধ্যে স্নেহ-দ্রব্য তৈল, ঘৃত বা ক্বাথ গ্রহণ করিয়া নলের সাহায্যে অশ্বের গুহ্যাভ্যন্তরে প্রক্ষিপ্ত হইবে।

অনুবাসন-বিবরণ।

যে অশ্বকে অনুবাসিত করিতে হইবে (অনুবাসন দেওয়া হইবে) তাহাকে তিনরাত্রি, পাঁচরাত্রি অথবা সাতরাত্রি মাংসরস ও ঘৃত ভোজন করাইয়া বিশেষরূপে স্নিগ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ ভোজনের দ্বারা অশ্ব-শরীর স্নিগ্ধ হইলে দিনের শেষভাগে (অপরাহ্নে) পিচ্‌কারী দিবে। কিন্তু যে দিন পিচ্‌কারী দেওয়া হইবে, সে দিন অশ্বকে কিছু আহার করিতে দেওয়া হইবে না। পূর্ব্বে স্নেহ-পানের পর স্বেদ দিবার কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে স্বেদ দিবার কথা বলা না হইলেও স্বেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফলতঃ অশ্ব-শরীর স্নিগ্ধ হইবার পর পিচ্‌কারী দেওয়া কর্ত্তব্য। এস্থলে আবশ্যক বোধে বলা হইতেছে, যে পিচ্‌কারীর দ্বারা প্রদত্ত ঔষধ দ্বিবিধ, এক প্রকার ঔষধসিদ্ধ-জল, অপর—দুগ্ধ, তৈল-ঘৃত প্রভৃতি স্নিগ্ধকারক স্নেহদ্রব্য।

গুহ্যদ্বারে ঔষধসিদ্ধ জল প্রবেশ করাইবার বস্তির (পিচ্‌কারীর) নাম আস্থাপন। আর স্নেহদ্রব্য প্রবেশ করাইবার বস্তির (পিচ্‌কারীর) নাম

অনুবাসন। তন্মধ্যে অগ্রে আস্থাপন প্রদান করিয়া পরে অনুবাসন দিতে হয়। এই আস্থাপনের অপর নাম নিরূহ। ইহা গুহ্যদ্বার দিয়া অশ্বের উদর-মধ্যে প্রবেশ করে এবং ঐ দ্বার দিয়াই মল প্রভৃতি দোষের সহিত নির্গত হয়। প্রথমে একবার অল্প-তীক্ষ্ণ ঔষধ-সিদ্ধ জল প্রয়োগ করিবে। পরে তাহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, পরিশেষে তৃতীয়বারে বেশ তীক্ষ্ণ প্রয়োগ করিবে। এই জল মলের সহিত নির্গত হইলে পর একবার মাত্র দুগ্ধের পিচ্‌কারী দিবে। দুগ্ধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে বা বাহির হইয়া গেলে অশ্বকে স্নান করাইয়া পায়সের দ্বারা ভোজন করাইবে। অনন্তর একদিন বৈকালে স্নেহদ্রব্যের (ঘৃত বা তৈলের) পিচ্‌কারী প্রদান করিবে। এইরূপে আস্থাপন ও অনুবাসনের দ্বারা অশ্বের শরীর বিশুদ্ধ হইলে এবং অশ্ব ক্ষুধার্ত্ত হইলে রাত্রিকালে দুর্ব্বাঘাস খাইতে দিবে। এই অনু-বাসন অর্থাৎ স্নেহপিচ্‌কারী তিন দিন মাত্র ব্যবস্থা করিবে। তবে রোগবিশেষে ইহা অপেক্ষা বেশী দেওয়া যায়।

ঋতু-বিবরণ অধ্যায়ে যে কালে যেরূপ

ভোজনের ব্যবস্থা আছে, তাহাও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যথাব্যাধি পথ্য হওয়া উচিত। কারণ অপথ্য—কোন কালেই হিতকর নহে। এইরূপ পিচ্‌কারীর দ্বারা অশ্বের বিবিধ প্রকার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিরূহ-বিবরণ।

পূর্ব্বে ঔষধসিদ্ধ জলের পিচ্‌কারীর নাম নিরূহ বলা হইয়াছে। এখন তাহার প্রস্তুতের প্রণালী বলা হইতেছে। বেলছাল, শ্যোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দন্তীমূল, কুড়, শতমূলী, অনন্তমূল, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, শ্বেতবেলেড়া, পীতবেলেড়া, পুনর্নবা (শ্বেতপুরুণে) গুলঞ্চলতা, গোক্ষুর, তেলাকুচা, ছিপ্‌কলী, বড়ভেরেণ্ডারমূল, বাসকছাল, যব, কুলত্থকলাই, শুষ্কমূল, বাঁদরলাঠির আটা, সাজ্‌নে-মূলের ছাল, এই সকল দ্রব্য যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া সকলের মিলিত ওজন ১০ পল (১।০ সের) মাত্রায় গ্রহণ করিয়া ৪ আঢ়ক (৬৪ সের) পরিমিত জলে পাক করতঃ এক আঢ়ক (১৬ সের) থাকিতে নামাইয়া

ছাঁকিয়া লইবে। এই জল পিচ্‌কারীর সাহায্যে অশ্বের গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহার নাম নিরূহ। এই ক্বাথ (পাককরা জল) নিরূহ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় নিরূহ।

ঔষধ-সিদ্ধজল বা ঔষধের রস কিংবা গোমূত্র অথবা কাঞ্জির (আমানীর) সহিত বক্ষ্যমাণ ঔষধের চূর্ণও প্রয়োগ করা যায়। আমলা, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, ময়না-ফল, সাদাসরিষা, বড় এলাচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, শুল্‌ফা, রেণুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, শ্যাম্ভরীলবণ, কড়কচ্‌লবণ ও ক্ষারলবণ এই সকলদ্রব্য সমস্ত বা যাহা পাওয়া যায়, চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ ও ঔষধসিদ্ধজল প্রভৃতির সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এই সকল দ্রব্য মিলিত ১০ পল (১।০ সের) ওজনে গ্রহণ করিয়া ৪ আঢ়ক (৬৪ সের) পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া ১ আঢ়ক (১৬ সের) জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ প্রয়োগ করিতে হইবে। এই সকল ঔষধের পিচ্‌কারী কফপ্রধান রোগে

বা বাতপ্রধান রোগে ব্যবস্থা করিবে; ঔষধসিদ্ধ জলের সহিত চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যেন, ঐ জল খুব পাতলাও না হয় এবং ঘনও না হয়। পিত্তপ্রধান রোগে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ-সকলের চূর্ণ দুগ্ধের সহিত বা ইক্ষুরসের সহিত সৈন্ধবলবণ, ঘৃত, চিনি ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এস্থলে ইক্ষুরস বা দুগ্ধের পরিমাণ ১ আঢ়ক, (১৬ সের), সৈন্ধবলবণ ১ পল, (৵০ পোয়া) ঘৃত ১ প্রস্থ, (৪ সের) মধু ও চিনি প্রত্যেকে ১ পল (৵০ পোয়া)।

চারি বৎসর বয়সের অশ্বের গুহ্যদেশে ৪ অঙ্গুলি মাত্র পিচ্‌কারীর নল প্রবেশ করাইবে। দুই বৎসরের অশ্ব-শিশুর দুই অঙ্গুলি, তিন বৎসরের অশ্বের তিন অঙ্গুলি পরিমাণ প্রবেশ করাইবে। ছয় মাসের অশ্ব-শিশুর ১ অঙ্গুল মাত্র প্রবেশ করাইবে। অশ্বকে উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ করাইয়া দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিবে এবং চিকিৎসক অঙ্গুলিতে উত্তমরূপে ঘৃত মাখাইয়া অর্থাৎ পিচ্ছিল করিয়া, অশ্বের গুহ্যদ্বার হইতে অশ্বের মল বাহির করিয়া দিবেন। যদি আপনা হইতেই মল নির্গত

হইয়া যায়, তাহা হইলে গুহ্যদ্বারে অঙ্গুলি দিবার আবশ্যক নাই। পরে নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। পিচ্‌কারী দিবার সময় অশ্বের পুচ্ছকে দক্ষিণ দিকে ফিরাইয়া ধরিবে। যে সকল অশ্বের দদ্রুরোগ, শোথরোগ, কফরোগ, শ্বাসরোগ, গ্রহণী-রোগ, উদরাময় এবং যে সকল অশ্ব তৃষ্ণার্ত্ত, কৃশ, বৃদ্ধ, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর এবং গর্ভিণী ইহাদিগকে বস্তি দিবে না। আর যে অশ্ব মদ্যপান করিয়াছে ও অপর কোনরূপ ব্যাধির দ্বারা বিশেষ-রূপ পীড়িত আছে, তাহাকেও বস্তি দিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায়।
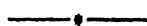
নস্যবিধি।

নাসিকা-দ্বারে যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহার নাম নস্য। ইহা দুই প্রকার—রেচন ও স্নেহন।

রেচন নস্য—যাহা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া কফ প্রভৃতি দোষকে বাহির করিয়া দেয়, তাহার নাম রেচন। আর যে ঔষধ—নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে এবং মস্তিষ্কের বলবৃদ্ধি করে, তাহার নাম স্নেহন।

শাস্ত্রে নস্যকে নাবন ও নস্তকর্ম্ম বলে। অশ্বের মুখগহ্বরের উর্দ্ধদিকে অর্থাৎ নাসিকার অভ্যন্তরভাগে কফ প্রভৃতি দোষ বিদ্যমান থাকে। আর অশ্ব অধোমুখে অবস্থান করে, এজন্য অশ্বকে নস্য দিতে হইলে তাহার মুখ ঈষৎ উন্নত করা উচিত।

নস্য দিবার প্রণালী।

বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা অশ্বের একটী

নাসাপুট বন্ধ করিয়া শীঘ্র-হস্ত হইয়া অপর একটী নাসাপুটে (নাকের ছিদ্রে) ২ তোলা পরিমিত নস্য-দ্রব্য একটী মসৃণ নলের সাহায্যে প্রয়োগ করিবে। সাবধান, যেন অশ্ব উত্তেজিত না হয়। অশ্ব উদ্বিগ্ন হইলে যে নলের সাহায্যে নস্যদ্রব্য দেওয়া হইতেছে, সেই নলের আঘাতে অশ্বের নাসিকার অভ্যন্তর-ভাগ আহত হইতে পারে এবং নল অতিরিক্ত প্রবেশ করিলে মস্তিষ্ক বিপন্ন হইতে পারে। অতএব সাবধানে নস্য প্রয়োগ করাই উচিত। কফ প্রভৃতি দোষ-রেচনের (স্রাব করাইবার) জন্য তীক্ষ্ণ দ্রব্যের দ্বারা (বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আপাঙ্গের বীজ প্রভৃতি বৈদ্য-শাস্ত্রোক্ত শিরোবিরোচনে লিখিত দ্রব্যসকল দ্বারা) নল পরিপূরিত করিয়া তাহার নস্য দিবে। আর স্নেহ-নস্য দিবার প্রয়োজন হইলে রক্তচন্দন, বেণামূল, যষ্টিমধু, চিনি, দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া নলের সাহায্যে প্রয়োগ করিবে। যে অশ্বকে নস্য দেওয়া হইবে, তাহার স্নানপানাদি বিষয়ে শরৎকালের উচিত ব্যবস্থা করিবে। অশ্ব-হিতকারী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ সাধারণ দোষের

প্রকোপে এইরূপ নস্য প্রয়োগ করিবে যথা—বায়ু অধিক থাকিলে স্নিগ্ধ দ্রব্যের নস্য, কফ অধিক থাকিলে উষ্ণ দ্রব্যের নস্য, এবং পিত্ত অধিক থাকিলে মধুররসবিশিষ্ট এবং শীতল দ্রব্যের নস্য ব্যবস্থা করিবেন। শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণ বলেন,—কফাধিক্য দোষে রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দোষভেদে নস্যের ভেদ বলা হইতেছে।

বায়ু অধিক থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ, তৈল, ঘৃত ও চর্ব্বি এই সকল দ্রব্যের স্নিগ্ধ নস্য প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পিত্তরোগ বিনাশের নিমিত্ত জীবক (অভাবে গুলঞ্চলতা), ঋষভক, (অভাবে বংশলোচন), মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহা-মেদা (অভাবে অনন্তমূল), যষ্টিমধু, কাকলী, ক্ষীরকাকলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তি, যষ্টিমধু, চিনি, জল ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য এবং শীতল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য দিবে। কফরোগ নষ্ট করিবার জন্য শুষ্ক বেগুন, অথবা বৃহতী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য দিবে। এই নস্য রুক্ষ

ও তীক্ষ্ণ। সান্নিপাতিক রোগে (বায়ু, পিত্ত, কফ তিন দোষজাত রোগে) স্নিগ্ধ, শীতল ও তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্য প্রয়োগ করিবে। এবং দ্বিদোষজনিত রোগে দুই দোষনাশক দ্রব্য মিলিত করিয়া নস্য দিবে।

——

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্বেদ-বিধান।

সম্প্রতি অশ্বদিগের স্বেদের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ক্কাথের দ্বারা (ঔষধপক্ক জলের দ্বারা) যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে গুরু-স্বেদ বলে। বালি গরম করিয়া তাহার পুঁটুলি দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে পুটস্বেদ বলে। মহিষ ও অশ্বের মল (বিষ্ঠা) দ্বারা অথবা গোময় অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে শঙ্করস্বেদ বলে। মসিনা, (তিসি) শণবীজ, মাষকলাই, গাম্ভারী বীজ, গম, কৃষ্ণতিল, যব, কুলত্থকলাই, পুনর্নবা (শ্বেত-পুরুনে) গোক্ষুর, রেড়ির (বড় ভেরেণ্ডার) বীজ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ধান্যজাত কাঞ্জিতে (এক প্রকার আমানীতে) সিদ্ধ করিয়া পুঁটলী বাঁধিয়া স্বেদ দিলে অশ্বদিগের সকল প্রকার বাত দূর হয়। ইহাকেও পুটস্বেদ (পুঁটলীস্বেদ) বলে। যব বা গমের ভুষি কাঞ্জিতে (আমানীতে)

সিদ্ধ করিয়া এবং কাঞ্জির (আমানীর) বাষ্পে বাষ্পাক্ত করিয়া (ভাপে ভাপাইয়া) পুঁটলীর দ্বারা স্বেদ দিলে তাহাকে তুষ-স্বেদ বলে। ধান্য-কুট্টিত করিয়া কাঞ্জিতে (আমানীতে) সিদ্ধকরতঃ ও কাঞ্জির বাষ্পে (আমানীর) বাষ্পাক্ত করিয়া (ভাপে ভাপাইয়া) পুঁটলী বাঁধিয়া স্বেদ দিলে তাহাকেও তুষস্বেদ বলে।

অশ্বশাস্ত্রকারেরা বলেন—কফপ্রধান দোষে রুক্ষ-স্বেদ হিতকারী, কিন্তু বাতরোগে স্বেদ দিতে হইলে অগ্রে তৈল কিংবা ঘৃতের অভ্যঙ্গ (মালিষ) করিয়া পরে স্বেদের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বাতপ্রধান বা কফপ্রধান অথবা উক্ত উভয় দোষসংশ্লিষ্ট রোগে স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু পিত্তরোগগ্রস্ত অশ্বকে স্বেদ দিবে না এবং যে সকল অশ্ব শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিত তাহাদিগকেও স্বেদ দিবে না। গর্ভিণী অশ্বার স্বেদের ব্যবস্থা নাই।

একোনবিংশ অধ্যায়।

—•—

স্নেহ-প্রয়োগ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অশ্বদিগকে স্নেহ পান করাইয়া পরে স্বেদের ব্যবস্থা করিবে। অতএব এই অধ্যায়ে স্নেহ-প্রয়োগের কথা বলা হইতেছে। অশ্বশাস্ত্রে স্নেহ-প্রয়োগ দ্বিবিধ (দুই প্রকার) বলা হইয়াছে, এক পিণ্ড অপর পেয়। "পিণ্ড" অর্থে যাহা ভোজনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাহা "পিণ্ড" স্নেহ, এবং যাহা পানের যোগ্য তাহাই "পেয়"। আর "স্নেহ" অর্থে ঘৃত, তৈল প্রভৃতি। তন্মধ্যে শরৎকালে ঘৃত প্রয়োগই প্রধান। আর হেমন্ত ও শিশিরকালে তৈল প্রয়োগ প্রধান। অশ্বদিগের স্নেহ-পান বিষয়ে এইরূপ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পাঁচ পল (।৵৹ ছটাক) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তিন তিন পল করিয়া বাড়াইতে হইবে। এই মাত্রা ১ প্রস্থ (৪ সের) পর্য্যন্ত হইবে;

১ প্রস্থ মাত্রা হইলে আর বাড়াইবার আবশ্যক নাই। অশ্বদিগের স্নেহ-পানের মাত্রা যাহা লিখিত হইল, যদি তাহাদিগকে পিণ্ডস্নেহ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উক্ত পেয় স্নেহের অর্দ্ধ-মাত্রা প্রয়োগ করিতে হইবে; এই পিণ্ডস্নেহ প্রভাতে বা বৈকালে দেওয়া হয়। একদিনে এক অশ্বকে ১ প্রস্থের (৪ সের) উর্দ্ধ ঘৃত পান করিতে দিবে না। সমষ্টিতে ১ আঢ়কের ১৬ সেরের অধিক স্নেহ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। তিনরাত্র, পঞ্চরাত্র, সপ্তরাত্র, দশরাত্র অথবা দ্বাদশ রাত্র ব্যাপিয়া স্নেহ প্রয়োগ করিবে। স্নেহপানের পর অশ্ব ক্ষুধিত হইলে তাহাকে দুর্ব্বাঘাস ও গরম জল খাইতে দিবে। স্নেহ পান করিয়া অশ্বের শরীর যদি বেশ স্নিগ্ধ হয়, বিষ্ঠা (মল) স্নিগ্ধ হয় ও জমাট না হয় এবং অশ্বের বেশ উৎসাহ দেখা যায়, তাহা হইলে অশ্ব সম্যক্ স্নিগ্ধ হইয়াছে ইহা বুঝিবে। আর যদি ভোজনে অরুচি, কাতরতা ও পদে শোথ (ফুলা) দেখা যায় এবং অশ্বের মল ভাঙ্গা ভাঙ্গা (তরল) হয়, তাহা হইলে অশ্ব অতি স্নিগ্ধ হইয়াছে ইহা বুঝিবে। কিন্তু যদি অশ্বের মল রুক্ষ ও গুটি গুটি মত হয়,

তাহা হইলে অশ্ব স্নিগ্ধ হয় নাই অর্থাৎ স্নেহ-পান ঠিক হয় নাই ইহা বুঝিবে। এই অশ্বকে পুনর্ব্বার স্নেহ পান করাইবে। কারণ অতি স্নিগ্ধ ও অস্নিগ্ধ উভয়ই দোষাবহ। শাস্ত্রকারেরা সম্যক্ স্নিগ্ধেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অশ্ব অতিশয় স্নিগ্ধ হইলে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। তাহার চিকিৎসা এই, সৈন্ধবলবণের সহিত সুরা পান করিতে দিবে। অপরাহ্নে ঘোলের সহিত যবাগূ পান করাইবে। আর ঘোলের সহিত বা কাঞ্জির (আমানীর) সহিত মুগকলাই পেষণ করিয়া খাইতে দিবে। এইরূপ তিনদিন বা পাঁচদিন করিতে হইবে। এই সকল চিকিৎসার দ্বারা শরীর রুক্ষভাবাপন্ন হইলে এবং কেবল মাত্র শুষ্ক ঘাস খাইতে দিলে অতিমাত্র স্নেহপানজনিত অগ্নিবল যাহা কমিয়া গিয়াছিল, তাহা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই অবস্থায় অধিক পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া হইবে না।

বর্ষাকালে ক্ষারদ্রব্যের সহিত তৈল পান করাইবে। শরৎকালে দুগ্ধের সহিত, হেমন্তকালে মদ্যের সহিত, শিশিরকালে লবণের সহিত, বসন্তকালে ত্রিফলার সহিত ও গ্রীষ্মকালে দ্বিগুণ জলের

সহিত তৈল পান করাইবে। সুস্থ অশ্বকে অপক্ব তৈল পান করান উচিত নহে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া পক্বতৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অশ্বদিগের গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কারীর দ্বারা অপক্ব তৈল প্রদান করিলে অর্থাৎ বস্তি দিলে অভিষ্যন্দ-দোষ জন্মে। অতএব বস্তিপ্রয়োগে (পিচ্‌কারীতে) পক্বতৈলই ব্যবহার করিবে।

যে সকল অশ্বের স্নেহ-পান নিষেধ।

যে অশ্বের জঠরাগ্নির বল কম, শরীর স্থূল বা অতিশয় কৃশ, তাহাকে স্নেহ পান করাইবে না এবং যাহারা নিত্য পরিশ্রমী সেই সকল অশ্বকে স্নেহ পান করাইবে না।

বিংশ অধ্যায়।

—•—

তৈল-বিধান।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে পক্ক-তৈলের কথা লিখিত হইয়াছে; অতএব এই অধ্যায়ে তৈল-পাকের বিষয় বলা হইতেছে।

মধুকাদি তৈল।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তৈল পাক করিবার পূর্ব্বে তৈলের আমদোষ নষ্ট করিবার জন্য মূর্চ্ছা দিবার ব্যবস্থা আছে। তৈল পাকের প্রারম্ভে তাহা অবশ্য বক্তব্য বোধে বলা যাইতেছে।

তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত দৃঢ় পাত্রে (ডেক্‌চীতে) মন্দ মন্দ অগ্নির সন্তাপ দ্বারা তিল-তৈল পাক করিবে। যখন তৈল নিষ্ফেন হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। তৈল শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা জলে গুলিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে লোধছাল, মুথা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেওয়ারঝুরি

ও বালা এই সকল দ্রব্য শিলাপিষ্টকরতঃ জলে গুলিয়া পূর্ব্ববৎ তৈলে দিবে। পুনরায় ঐ তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন তদবস্থায় রাখিবে। পরে পাক করিয়া জলহীন হইলে তৈলমধ্যস্থ শিলাপিষ্ট দ্রব্যগুলি ছাঁকিয়া ত্যাগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত তৈল, হরিদ্রা প্রভৃতির পরিমাণ লিখিত হইতেছে।

১৬ সের তৈল পাক করিতে হইলে মঞ্জিষ্ঠা /১ সের ও অন্যান্য দ্রব্য এক পোয়া করিয়া হওয়া আবশ্যক। এইরূপে মূর্চ্ছাক্রিয়ার দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া তৈল সুগন্ধি ও অরুণবর্ণ হয়।

মধুকাদি তৈলে তিল-তৈল ৪ সের গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বলিখিত প্রমাণমত মূর্চ্ছা-দ্রব্য দ্বারা পাক করিয়া তৈল সুগন্ধি ও অরুণ-বর্ণ হইলে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর মৌল, যষ্টিমধু, বেণামূল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, লোধছাল, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, ও শ্বেতচন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে /• ছটাক আড়াই তোলা

পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শিলায় পেষণকরতঃ ঐ তৈলে ১৬ সের গাভীদুগ্ধের দ্বারা পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন তৈলমধ্যস্থ শিলাপিষ্ট দ্রব্যসকল নির্জ্জল হইবে ও বাতির মত পাকান যাইবে তখন তৈল-পাক ঠিক্ হইয়াছে জানিয়া নামাইয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনের দ্বারা অশ্ব-দিগের পিত্তদোষ দূর হয়।

ত্রিবৃৎ ঘৃত।

গাভীঘৃত, তিল-তৈল ও ছাগল বা গরুর চর্ব্বি এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া বেল, শ্যোনা প্রভৃতি দশ দ্রব্যের ক্বাথের (সিদ্ধ জলের) দ্বারা এই ঘৃত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঘৃত প্রভৃতি তিনটী দ্রব্যের দ্বারা ঘৃত প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম ত্রিবৃৎ ঘৃত। এই ঘৃতের নস্য ও পানের দ্বারা অশ্বদিগের বাতব্যাধি দূর হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

ঘৃত, তৈল ও চর্ব্বি ইহাদের মিলিত পরিমাণ ৪ সের। বেলছাল, শ্যোনাছাল, পারুলছাল, গামারছাল, গনিয়ারিছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ইহাদের মিলিত পরিমাণ

৪ সের, পাক করিবার জন্য জল ৩২ সের। ১৬ সের জল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এবং ঐ বেল, শ্যোনা প্রভৃতি দশ দ্রব্যের শিলাপিষ্ট মিলিত চূর্ণ ১ সের লইবে। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া যখন নির্জ্জল হইবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

প্রসারণী তৈল।

তিল-তৈল ১৬ সের, গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের ও, মিলিত দশমূল (বেলছাল প্রভৃতি) ১২॥০ সের। প্রথমে গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সের ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈলের সহিত পাক করিবে, নির্জ্জল হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তৈলের সহিত পাক করিবে ও নির্জ্জল হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর মিলিত দশমূল ১২॥০ সের ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ছাঁকিয়া তৈলের সহিত পাক করিয়া নির্জ্জল

হইলে ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর মাষানী /৵ আধ পোয়া, মুগানী /৵ আধ পোয়া, সৈন্ধব-লবণ /৷ পোয়া, চিতা মূল /৷ পোয়া, পিপুলের মূল /৷ পোয়া, গন্ধভাদুলিয়ার মূল /৷ পোয়া, যবক্ষার /৷ পোয়া, জীবক (অভাবে গুলঞ্চলতা) /৵ আধ পোয়া, ঋষভক (অভাবে বংশলোচন) /৵ আধ পোয়া, মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা) /৵ আধ পোয়া, মহামেদা (অভাবে অনন্তমূল) /৵ আধ পোয়া, কাকলী /৵ পোয়া, ক্ষীর-কাকলী /৵ আধপোয়া, ঋদ্ধি (অভাবে শ্বেতবেলেড়া) /৵ আধপোয়া, বৃদ্ধি (অভাবে মহাবলা ; গোরক্ষ-চাকুলে) /৵ আধ পোয়া এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে শিলায় পেষণ করিয়া ঐ তৈলে, ১৬ সের দধিরমাত, ১৬ সের দুগ্ধ ও ১৬ সের তুষোদকের (আমানীবিশেষ) সহিত পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন নির্জ্জল হইবে, তখন তৈলমধ্যস্থ শিলাপিষ্ট দ্রব্যগুলি বাতির মত পাকান যাইবে তখন পাক ঠিক্ হইয়াছে জানিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই সকল তৈলে মূর্চ্ছাপাক ও গন্ধপাকের ব্যবস্থা আছে। এই অধ্যায়ের প্রথমে

মধুকাদি তৈলে তিল-তৈলের মূর্চ্ছার বিধি বলা হইয়াছে। তদনুসারে এই তৈলের মূর্চ্ছা দিতে হইবে। এই তৈল আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিশতী প্রসারণী তৈলের অনুরূপ। সকল প্রকার বাত-রোগে এই তৈল উত্তম হিতকারী।

দশমূল তৈল।

তিল-তৈল ৪ সের, মধুকাদি তৈলে লিখিত তিল-তৈলের মূর্চ্ছা দ্রব্যের দ্বারা মূর্চ্ছা পাক করিয়া তৈল সুগন্ধি ও অরুণবর্ণ হইলে তাহাতে মিলিত শিলাপিষ্ট বেল, শ্যোনা প্রভৃতি দশটী দ্রব্য ও পঞ্চলবণ ও অম্ল কাঁজি ও পূর্ব্বোক্ত বেল, শ্যোনা প্রভৃতি দশ দ্রব্যের কাথ দ্বারা পাক করিবে। পাকশেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

তৈললিখিত দ্রব্যসকলের পরিমাণ।

কল্কের জন্য বেল, শ্যোনা, পারুল, গামার, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ ইহাদের প্রত্যেকের ওজন ১ ছটাক সিকি তোলা। কাথের জন্য বেল, শ্যোনা, পারুল, গামার, গণিয়ারী, শালপানী,

চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মিলিত পরিমাণ ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। অম্ল আমানী ৮ সের; তিল-তৈল ৪ সের। এই তৈল দ্বারা অশ্বদিগের সর্ব্ববিধ বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

মিশ্রক তৈল।

গাভীঘৃত ২ সের, তিল-তৈল ২ সের, ত্রিবৃৎ ঘৃতে যে সকল কল্ক ও ক্বাথ্য দ্রব্য বলা হইয়াছে অর্থাৎ বেল, শ্যোনা, প্রভৃতি ১০টী দ্রব্য, ইহাদের দ্বারা ত্রিবৃৎ ঘৃতের ন্যায় পাক করিয়া লইলে মিশ্রক তৈল প্রস্তুত হইবে। এই তৈল পানে ও অশ্বদিগের বস্তি-প্রয়োগে বাতরোগে বিশেষ উপকার হয়।

যমক তৈল।

চর্ব্বি ২ সের, তিল-তৈল ২ সের, পূর্ব্বোক্ত বেলছাল, শ্যোনাছাল প্রভৃতি দশ দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের দ্বারা পাক করিয়া লইলে মিশ্রক তৈল হইবে। এই তৈল অশ্বদিগের বাতরোগে বিশেষ হিতকারী হইয়া থাকে।

অপক্ক যমক তৈল।

পুরাতন গাভী ঘৃত ২ সের, টাট্‌কা তিল-তৈল ২ সের, উভয়ে উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিয়া অশ্বদিগকে পান করাইবে। পিচ্‌কারী দ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে। এবং গাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে অশ্বদের বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

একবিংশ অধ্যায়।

ঘৃত-বিধান।

সম্প্রতি অশ্বদিগের জন্য ঘৃত পাকের বিধান বলা হইতেছে। তৈল পাক করিবার পূর্ব্বে তৈলে যেমন মূর্চ্ছা দিতে হয় (পূর্ব্ব অধ্যায়ে তৈল-পাক-বিধিতে বলা হইয়াছে) ঘৃত পাকের পূর্ব্বেও ঘৃতে মূর্চ্ছা দিতে হয়। মূর্চ্ছার দ্বারা ঘৃতে যে যে গুণ আহিত হয়, তাহা বলা হইতেছে।

তাম্র বা লৌহময় পাত্রে (ডেক্‌চী বা কটাহে) মন্দ মন্দ অগ্নির সন্তাপ দ্বারা ঘৃত পাক করিতে করিতে ঘৃত যখন নিষ্ফেন হইবে, তখন প্রথমে হরিদ্রাচূর্ণ তৎপরে লেবুর রস, তৎপরে হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা এই সকল দ্রব্য শিলায় পেষণ করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। ৪ সের ঘৃত পাক করিতে হইলে মূর্চ্ছা-দ্রব্য প্রত্যেকের পরিমাণ এক পল ৵ পোয়া। পাকের জন্য জল ১৬ সের, পাক করিতে করিতে যখন ঘৃত নির্জ্জল

হইবে ও ঘৃত-মধ্যস্থ শিলাপিষ্ট দ্রব্যগুলি বাতির মত পাকান যাইবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। মূর্চ্ছা প্যাকের দ্বারা ঘৃতের আমদোষ নষ্ট হয় এবং ঘৃত বীর্য্যবান্ ও সৌখ্যদায়ী হয়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত।

বাসকছাল, নিমছাল, করঞ্জছাল, ছাতিমছাল, পটোলপত্র এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে ও কল্কে ঘৃত পাক করিয়া অশ্বদিগকে খাওয়াইবে। ইহাতে অশ্বদিগের পিত্তদোষ নষ্ট হইবে, বল ও তেজ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা অশ্বদিগের বিশেষ হৃদয়ের হিতকারী এবং আয়ুর্বর্দ্ধক।

ইহার প্রস্তুত-প্রণালী।

ঘৃত ৪ সের। অগ্রে মূর্চ্ছা পাক দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে বাসক প্রভৃতি পাঁচটী দ্রব্য প্রত্যেকে ১॥/১৫ এক সের নয় ছটাক তিন তোলা করিয়া লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং বাসক প্রভৃতি পাঁচটী দ্রব্য প্রত্যেকে /১/ তিন ছটাক এক তোলা ওজনে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে শিলায় পেষণ করতঃ পূর্ব্বোক্ত ঘৃতে পূর্ব্বোক্ত জলের দ্বারা পাক করিবে।

পাক করিতে করিতে যখন নির্জ্জল হইবে এবং ঘৃত-মধ্যস্থ বাসক প্রভৃতি শিলাপিষ্ট দ্রব্যগুলি বাতির মত পাকান যাইবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

করঞ্জাদ্য ঘৃত।

গাভীঘৃত ৪ সের, ক্বাথের জন্য হরীতকী, আমলা, বহেড়া মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। কল্কের জন্য করঞ্জছাল, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বলাডুমুর (বনভাদুলে), শঠী, দূর্ব্বা, পটোলপত্র, আতইচ, ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, মিলিত ওজন ১ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃতের দ্বারা অশ্বদিগের পিত্তদোষ নষ্ট হয়, বল ও তেজ বৃদ্ধি পায়। ইহা আয়ুষ্য ও পুষ্টিজনক। ইহার নাম করঞ্জাদ্য ঘৃত। এস্থলে "নকুল" একটী সপ্তবিংশতি নামে ঘৃত বলেন।

দ্বিতীয় পঞ্চতিক্ত ঘৃত।

ঘৃত ৪ সের, ক্বাথের জন্য পটোলপত্র, বাসক-ছাল, নিমছাল, গুলঞ্চলতা, কণ্টকারী ইহাদের

প্রত্যেকে ১০ পল, (/১।০ সের) ও আমলা, হরীতকী, বহেড়া ইহাদের মিলিত ওজন ১ সের। এই সকল দ্রব্য ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কল্কের জন্য, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ২ পল অর্থাৎ /। একপোয়া। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাক করিবে, পাক করিতে করিতে ঘৃত যখন নির্জ্জল হইবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃতের নাম পঞ্চতিক্ত ঘৃত। ইহার দ্বারা অশ্বদিগের কাশ, শ্বাস, হিক্কা, গলগণ্ড, অর্দ্দিত (এক প্রকার বাতব্যাধি), কফজনিত রোগ, বায়ুজনিত রোগ, পিত্তজনিত রোগ, দ্বিদোষজনিত রোগ, সান্নিপাতিক রোগ প্রশমিত হয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—•—

শ্রান্তোপচার।

(পরিশ্রান্ত ঘোটকের শুশ্রূষা-প্রকার)।

অশ্বদিগকে অতিশয় বাহিত করিলে (অতিশয় পরিশ্রম করাইলে) তাহাদের বিবিধ রোগ জন্মে। অশ্ব শ্বাস-রোগগ্রস্ত হয়, তাহাদের দেহ শ্লথ হইয়া যায় (ভাঙ্গিয়া যায়), অশ্ব কাতর হইয়া পড়ে। অতএব অশ্ব পরিশ্রান্ত হইলে তাহাকে একটু বিশ্রাম করাইয়া গুড় মিশ্রিত মদ্য পান করাইবে। পরে ঘাস খাইতে ও জল পান করিতে দিবে। "এস্থলে নকুল বলেন",—মরিচ-চূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করিতে দিবে এবং রসুন ও নাগেশ্বর-চূর্ণ একভাগ ও পক্ব মেষমাংস দুই ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া পিণ্ড করিয়া খাইতে দিবে। আর পরিশ্রমের শান্তির জন্য অশ্বের গাত্রে একটী প্রলেপ দিবে। গোময় (গোবর), লবণ, গোমূত্র, মাটি এই সকল দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিবে। প্রলেপ দিবার উপযুক্ত হইলে

নামাইয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গোময় দিয়া অশ্বের সমস্ত গাত্র মর্দ্দন করিয়া দিবে। আর দুধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া পরিশ্রান্ত অশ্বের গুহ্-দ্বারে পিচ্‌কারী দিবে এবং মাথার উপর ঢালিয়া দিবে। অথবা সমস্ত শরীরে উত্তমরূপে ঘৃত মাথাইয়া দিবে। পূর্ব্বদিনের ভিজান যব (পূর্ব্বদিনে জলে যে যব ভিজাইয়া রাথা হইয়াছে সেই যব) থাইতে দিবে। অশ্বচিকিৎসক এইরূপ চিকিৎসা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত করিবেন। অনন্তর মাংস-রসের সহিত তুষ-রহিত যবের ভাত খাইতে দিবেন। যদি পরিশ্রান্ত ঘোটক কাঁপিতে থাকে তাহা হইলে বায়ু প্রশমনের জন্য তাহাকে প্রথম দিনেই মাংসরস পান করাইবে।

———

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

—•—

স্বাস্থ্যারিষ্ট।

সুস্থ অশ্বের যে সকল লক্ষণ দেখিয়া অরিষ্ট (আসন্ন মৃত্যু) অবধারণ করা যায়, সম্প্রতি তাহার বিবরণ বলা হইতেছে। পুরাকালে শালিহোত্র মুনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা এই অধ্যায়ে সেইরূপ বর্ণনা করিতেছি।

যে অশ্ব অকস্মাৎ দুর্ম্মনা (চিন্তাযুক্ত) ও হীন-বর্ণ হয়, (শরীরের কান্তি হ্রাস হয়), খাইতে দিলে খায় না, সেই অশ্ব রোগ না হইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এস্থলে নকুল এইরূপ বলেন,—যে অশ্বের কোন রোগ নাই অথচ অশ্ব ঝুগিতে থাকে, আর তাহার শরীর বল ও তেজহীন হইয়া পড়ে সেই অশ্ব অচিরেই বিনষ্ট হইবে।

যে অশ্বের ছায়া (প্রতিবিম্ব) বিপরীত দেখা যায় বা প্রতিবিম্ব একেবারেই দেখা যায় না অথবা সচ্ছিদ্র দেখা যায় সেই অশ্ব আয়ুর্হীন হইয়াছে

জানিতে হইবে। এস্থলে নকুল অপর কতকগুলি লক্ষণ বলেন,—যে অশ্বের ছায়া (প্রতিবিম্ব) কোন বস্তুর দ্বারা ব্যবহিত থাকিলেও দেখা যায়, এবং অন্ধকারেও দেখা যায়, কিংবা সেই প্রতিবিম্ব অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব দেখা যায়, তাহা হইলে সেই অশ্ব অচিরেই বিনষ্ট হইবে। আর যে অশ্বের শরীরের প্রমাণ অপেক্ষা প্রতিবিম্ব দ্বিগুণ বা বিপরীত দেখা যায় সেই অশ্বও অচিরেই বিনষ্ট হইবে জানিতে হইবে। যে অশ্বের প্রতিবিম্ব হঠাৎ বরাহ বা উষ্ট্রের সদৃশ হয় অথবা অন্যরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে সে অশ্ব মৃত-প্রায় বুঝিতে হইবে। যে অশ্বের প্রতিবিম্ব দীর্ঘ-কালে (প্রাতঃকালে, যে সময়ে প্রতিবিম্ব বড় দেখা যায়) হ্রস্ব (ছোট) দেখা যায় আর নির্ম্মল জলেও যাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায় না সেই অশ্ব ইহ-সংসার ত্যাগ করিবে বুঝিতে হইবে। আর যে অশ্ব মক্ষিকার দ্বারা অত্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহার গায়ে খুব মাছি বসে এবং অন্তরে অনির্ব্বচনীয় বেদনা অনুভব করিতে থাকে সে অশ্ব শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে।

যে অশ্বের ললাটে ও পুচ্ছমূলে শোথ উৎপন্ন হয় (ফুলিয়া উঠে) এবং যাহার রোমসকল অতিশয় স্নিগ্ধ দেখায়, ঘাড়ের কেশরসকল তৈল মাখান চকৃচকে বোধ হয়, সে অশ্বের সাতদিন মাত্র জীবন জানিবে। যে অশ্ব লিঙ্গ নিষ্কাসিত করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় বসিয়া পড়ে অর্থাৎ পশ্চাৎ পদদ্বয় অকর্ম্মণ্য ভাব ধারণ করায় কোমরে বসিয়া পড়ে, কেবল অগ্রপদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া থাকে, এইরূপ অশ্বের আর চিকিৎসা নাই।

যে অশ্বের দন্ত বিবর্ণ হইয়া যায় অথবা দন্ত দন্তবেষ্ট (মাড়ী) হইতে ছাড়িয়া পড়ে এবং ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা সাদাকালা-মিশান বর্ণে পরিব্যাপ্ত হয়, সে অশ্বের আয়ুঃ নাই বুঝিতে হইবে। যে অশ্বকে স্নান করাইলে তাহার ক্রোড়দেশ (কোল) অগ্রে শুষ্ক হয়, পরে অন্যান্য অঙ্গ শুষ্ক হয় ; এরূপ অশ্ব একমাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে অশ্বের নাসিকা, লিঙ্গ, চক্ষু ও গুহ্যদ্বার হইতে অকস্মাৎ রক্ত নির্গত হইতে থাকে অথবা পিত্ত ও রক্ত নির্গত হইতে থাকে, কাহারও কাহারও মতে' রক্তপিত্ত (রক্তীভূত পিত্ত), নির্গত হইতে

থাকে, আর যে অশ্ব শ্বাসরোগে অতিশয় পীড়িত হইয়া অধিকমাত্রায় প্রস্রাব করিতে থাকে এবং যে অশ্বের উদর, গুহ্যদেশ, লিঙ্গ ফুলিয়া উঠে, এই তিন অশ্ব অচিরেই প্রাণত্যাগ করিবে বুঝিতে হইবে।

যে অশ্বের মূত্র ও বিষ্ঠা অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হয়, যে অশ্ব লোক দেখিলে কাঁপিতে থাকে এবং খাদ্যদ্রব্য যাহা খাইয়াছিল, তাহা উদ্গীর্ণ করিয়া দেয় এবং যে অশ্বের চক্ষুর মধ্যভাগ মক্ষিকার দ্বারা ভক্ষিত হয়, ইহারা সকলেই আয়ুহীন বুঝিতে হইবে। যে অশ্ব কর্ণের দ্বারা শুনিতে পায় না, শরীরে কোন স্থানে আঁচড় দিলে বুঝিতে পারে না, লাঙ্গুল চালিত করে না (লেজ নাড়ে না), এবং যাহার কর্ণদ্বয় স্তব্ধভাব ধারণ করে ও কর্ণে লালবর্ণের শিরাসমূহ উদ্গাত হয় ও কর্ণ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং যে অশ্বের তালুতে, মস্তকে, কণ্ঠে, হৃদয়ে ও অণ্ডকোষে শোথ (ফুলো) জন্মে, আর যাহার শরীর রক্তহীন, এই সকল অশ্ব শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে অশ্বের মুখ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, শরীরের ঘর্ম্ম লিপ্তবৎ

হয়, তালুদেশে স্ফোটক (ফোড়া) জন্মে, নেত্রের উজ্জ্বলতা দূর (চোখ্ ফেকাশে) হইয়া যায়, এবং যে অশ্ব স্নান ও পানে বিরক্ত ও নিদ্রাহীন হইয়া ঘুরিতে থাকে, ঈদৃশ অশ্বের জীবন একমাস কাল স্থায়ী বুঝিতে হইবে। এই সকল চিহ্নের এক একটী প্রকাশ পাইলেও অশ্বের জীবন একমাস কাল স্থায়ী ইহা অবগত হইবে। যে অশ্ব রোগে আক্রান্ত হইয়া বিবিধ চিকিৎসা দ্বারাও আরোগ্য লাভ করিতে পারে না, আর পূর্ব্বোক্ত চিহ্নসকলের যে কোন একটী দ্বারা উৎপীড়িত হয়, অরিষ্ট প্রকাশ পাইলে তাহার পাঁচদিন মাত্র জীবন জানিবে। যে অশ্বের জিহ্বার অগ্রে ও অধরে পীড়কা (ফোড়া) জন্মে এবং মূত্র লোহিতবর্ণ হয়, তাহার সাত মাসমাত্র জীবন।

যে অশ্বের শ্বাস উষ্ণ, শরীর রোমাঞ্চিত, জিহ্বা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, সে অশ্ব স্বল্পায়ুঃ বলিয়া পরিগণিত। যে অশ্বের নেত্রের প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ, কিন্তু চক্ষু হইতে পতিত অশ্রু রক্তের মত, সে অশ্ব গতায়ুঃ বুঝিতে হইবে।

যে অশ্বের নেত্রদ্বয় সিদ্ধ-মাংসের ন্যায় (পাক

করা মাংসের বর্ণের মত) অথবা রক্ত-পীতমিশ্রিত বর্ণ কিংবা কৃষ্ণ-পীতবর্ণ বিন্দু দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সে অশ্ব স্বল্পজীবী হইবে। যে অশ্বের চক্ষু বিবর্ণ অথবা একচক্ষু রক্তবর্ণ ও এক চক্ষু নীলবর্ণ এইরূপ অশ্ব সাতদিন বাঁচিবে। যে অশ্বের চক্ষু-দ্বয় চক্ষু-কোটরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তাহার আয়ুঃ একমাস মাত্র। কিন্তু যে অশ্বের নেত্রের প্রান্তভাগ নীলবর্ণ রেখার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সে অশ্বের জীবনকাল দুই মাস মাত্র জানিবে। যাহার নেত্র-প্রান্তভাগ নীল ও পীতবর্ণ, তাহার জীবনকাল তিন মাস। যাহার নেত্রের প্রান্ত-ভাগে নানাবর্ণের রেখা দেখা যায়, তাহার চারি মাস জীবন থাকিবে।

যাহার নেত্র-প্রান্তে বহুবিন্দু সমুদ্গত হয়, তাহার ছয়মাস আয়ুঃ। যাহার নেত্রদ্বয় নীলবর্ণ, তাহার সাত মাস মাত্র জীবন থাকিবে। যে অশ্বের নেত্রের স্বাভাবিক বর্ণের ব্যত্যয় ঘটে তাহার ১০ মাস আয়ুঃ। অশ্বদিগের বাতাদি দোষ-বিশেষেও চক্ষুর প্রভা অন্যরূপ হইয়া থাকে, অরিষ্ট-নির্ণয়ে তাহার বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যক।

কারণ দোষবিশেষের দ্বারা নেত্র-প্রভা অন্যথাপ্রাপ্ত হইলে তাহা অরিষ্টের লক্ষণ নহে। তাহা দোষের কার্য্য বুঝিতে হইবে। অশ্বের নাসিকার নিকট নেত্রের প্রান্তভাগ প্রসারিত করিয়া লক্ষ্য করিবে; বায়ু-প্রকোপে দৃষ্টি রুক্ষ ও শ্বেতবর্ণ হইবে, পিত্ত-দোষে পীতবর্ণ ও অরুণবর্ণ হইবে। কফাধিক্যে শ্বেতবর্ণ ও জলার্দ্র (ছল্ ছলে) হইবে, আর জ্বরের আগমনে সকল অশ্বেরই চক্ষু পীতবর্ণ হইবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

—•—

বেধারিষ্ট।

অকস্মাৎ বিভিন্ন প্রকৃতির অশ্বদিগের একরূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইলে এবং সেই রোগে অশ্বসকল মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহাকে উপসর্গ বলে। এই রোগের নিদান ও লক্ষণ যথাক্রমে বলা হইতেছে। শরৎকালে কিংবা গ্রীষ্মকালে অথবা ঋতু-সন্ধির সময় অশ্বদিগের এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহার কারণ কোন সময়ে কোন দেশে বিষ-সংমিশ্রবায়ু বহিতে থাকে। সেই বায়ুর স্পর্শে অশ্বদিগের অঙ্গে একই প্রকার রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। সম্প্রতি সংক্ষেপে অপর কতিপয় উপসর্গের কারণ বলা হইতেছে। শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখর তাপে অশ্বসকলের শরীরে বেধ নামক উপসর্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখনও কখনও অশ্বদিগের থাকিবার স্থানের (অশ্ব-শালার) অভাবে শরীরে মলসঞ্চয় হইয়া বর্ষাকালেও

এই রোগ হইয়া থাকে। শালিহোত্র বলেন, বিষাক্ত মশকের দংশনেও এইরূপ উপসর্গ উৎপন্ন হইতে পারে। অশ্ব অতিশয় চিন্তিত হইলেও তাহার শরীরে বেধনামে দারুণ উপসর্গ উৎপন্ন হয়। উপসর্গ উৎপন্ন হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

অশ্ব অধোমুখে অবস্থান করে,—তাহার জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রকাশ পায়; অঙ্গ স্তব্ধ, বিকৃত ও ক্ষীণ হয়। এইরোগে পীড়িত অশ্ব বিশেষ কাতরতা অনুভব করে। রক্ত-প্রস্রাব ও আম-মিশ্রিত মলত্যাগ করে, কখনও কখনও অতি শুষ্ক মলও ত্যাগ করে। কোন কোন অশ্বের অতিসার হয়, কেহ কেহ বা রক্তমিশ্রিত মল ত্যাগ করিতে থাকে। পদদ্বয় শোথযুক্ত হয় (ফুলিয়া উঠে)। অণ্ডকোষ ও উদরে শোথ দেখা যায়, মন ভাল থাকে না (মেজাজ্ কড়া হইয়া পড়ে), কখনও কখনও দুর্ম্মনা হইয়া ঝিমোইতে থাকে; শয়নে কি অবস্থানে কিছুতেই শান্তিলাভ করে না। খাইবার জন্য উত্তম উত্তম ঘাস প্রদান করিলেও ভোজন করে না, পানীয় জল পান করে না, মক্ষিকাসকল

তাহার গাত্র ছাইয়া ফেলে। চক্ষুর্দ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হয়। অগ্নির বল হীন হওয়ায় বল ও তেজ একেবারেই লোপ পায়। এই রোগের পরীক্ষা এই—রোগগ্রস্ত অশ্ব সূর্য্য-কিরণ সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বদাই ছায়ায় থাকিতে ভালবাসে, চন্দ্র উদিত হইলে অশ্বকে বাহিরে বন্ধন করিয়া পরীক্ষা করিবে। যে অশ্ব বেধ-অরিষ্ট-যুক্ত অর্থাৎ এই রোগগ্রস্ত, সে চন্দ্র-কিরণে কথঞ্চিৎ সুস্থ থাকিবে আর সূর্য্য-কিরণ পাইলে কাতর হইবে, ইহাই এই রোগের বিশেষ পরীক্ষা।

চিকিৎসা।

এই সকল লক্ষণের দ্বারা বেধারিষ্ট অবগত হইয়া ইহার চিকিৎসা-বিধান করিবে। অশ্বদিগের এই উপসর্গ উৎপন্ন হইলেই শান্তি করা কর্ত্তব্য। অশ্বশাস্ত্রে 'নীরাজনাবিধির (আরতি করিবার প্রকার) যাহা ব্যবস্থা আছে, এস্থলেও সেরূপ করিবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বের রক্ষার জন্য ঋগ্‌বেদ ও সামবেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন। অথবা অশ্বের কল্যাণ-কামনায়, অথর্ব্ব-

বেদোক্ত গান্ধর্ব্বীশান্তি করাইবেন। নদীর পরপারে লইয়া গিয়া অশ্বদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থাপন করিবে। কখনও কখনও দৈবযোগে অথবা শান্তিকর্ম্মের ফলে অশ্বদিগের এই সুদারুণ উপসর্গ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই উপসর্গে আক্রান্ত অশ্বকে তৈল ও ঘৃত পান এবং তৈল-ঘৃতের অভ্যঙ্গ ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ সপ্তরাত্র প্রয়োগ করিলে অশ্ব প্রাণ পাইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঔষধ-প্রয়োগ।

শিশুগাছের সার ও আটা, কাকলী, ক্ষীরকাকলী, জীবক (অভাবে গুলঞ্চলতা), ঋষভক (অভাবে বংশলোচন), মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহামেদা (অভাবে অনন্তমূল), ঋদ্ধি (অভাবে শ্বেতবেলেড়া), বৃদ্ধি (অভাবে মহাবলা, বা গোরক্ষচাকুলে), যবক্ষার, সাচিক্ষার, কটকী, বচ, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, দারুচিনি, বড়এলাইচ, তেজপত্র, মূলতানী হিং, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া পেষণ করিয়া অর্দ্ধপোয়া মাত্রায় পিণ্ড করিয়া অশ্বকে সেবন করাইবে। এই ঔষধের

দ্বারা অগ্নির বলবৃদ্ধি হইবে ও বেধ-অরিষ্ট (এই রোগ) উপশমিত হইবে।

এই রোগের অসাধ্য লক্ষণ।

যে অশ্বের বঙ্ক্ষণদেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, শ্বাস স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে, অগ্নির বল দূর হইয়াছে, চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়িতেছে, শরীর দুর্গন্ধ ও মক্ষিকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এই-রূপ অশ্ব ঝিমাইতে ঝিমাইতে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। যদি অশ্বের বল থাকে, তাহা হইলে একপক্ষকাল বা একমাস কাল বাঁচিতে পারে। কখনও কখনও একবৎসর কাল বাঁচিতে দেখা যায়। কিন্তু রোগ একেবারেই দূর হয় না। এই রোগে শিশুগাছের সার প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ সেবন করাইবার বিষয় যাহা বলা হইল। এই ঔষধ এই রোগ না হইলেও বর্ষা-কালের পূর্ব্বে অশ্বকে সেবন করাইবে। অন্যথা কার্ত্তিক মাসে অশ্বের জ্বর হইবার সম্ভাবনা। এই ঔষধ সেবন করাইলে জ্বর হইবে না এবং উপসর্গ না হইতেও পারে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

—•—

কীটারিষ্ট।

এই অধ্যায়ে অশ্বদিগের উদরে যে কীট হয়, তাহার বিষয় বর্ণিত হইতেছে। (ইহা ক্রিমিরোগ নহে)। ক্রিমিরোগের বিষয় ৪৬ অধ্যায়ে বলা হইবে। পূর্ব্বে শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণ অশ্বশাস্ত্রে কীটজনিত অশ্বদিগের যে রোগের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে তাহার নিদান ও লক্ষণ বলিতেছি।

শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অশ্বসকল অতিশয় রৌদ্র সেবন করিলে এবং তাহার যথোচিত শুশ্রূষা না হইলে অশ্বদিগের উদরে এক প্রকার কীটের জন্ম হইয়া থাকে। বর্ষাকালেও অশ্বদিগের গাত্রে বিশেষরূপে জল লাগিলে অথবা থাকিবার গৃহ না থাকায়, অধিক পরিমাণে জলে ভিজিলে ঐ প্রকার কীটের জন্ম হয়। গ্রীষ্মকালে পূর্ব্বোক্ত কারণে অশ্বের উদরে কীটের ডিম্ব উৎপন্ন হইয়া উদরের

এক পার্শ্বে স্থির হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ঐ সকল ডিম্ব হইতে কীটসকল বাহির হয়।

লক্ষণ।

এই রোগে ক্রিমিরোগের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

বিদ্বান্ অশ্বচিকিৎসক এই সকল কীটের উচ্ছেদের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করিবেন। যথা—মহানিম্বের (অর্থাৎ ঘোড়ানিমের) বীজ, পলাশ-বীজ, বিড়ঙ্গ এই তিন দ্রব্যের একপল (৵ ছটাক) পরিমিত চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী পিণ্ড করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ায় এই পিণ্ড অশ্বকে সেবন করাইবে। পরে ৬ তোলা কট্‌কী, ৮ সের জলে পাক করিয়া ২ সের থাকিতে নামাইয়া লইয়া বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া অশ্বকে পান করিতে দিবে। এইরূপ উপায় করিলে অশ্বদিগের উদরে কীট উৎপন্ন হইবে না।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

—•—
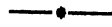
মৃগরোগ।

অশ্বদিগের এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। তাহার নাম মৃগরোগ। ইহা অতীব কষ্টদায়ক, সুতরাং দুঃসাধ্য। এই রোগে কখন কখন অশ্ব ছয় মাসের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে।

রোগের লক্ষণ।

অশ্বদিগের নাসিকার অভ্যন্তরে সিংঘানক (সর্দ্দি) উৎপন্ন হইয়া যে কোনও কারণে তাহা বাহির না হইয়া ক্রমশঃ মস্তিষ্কের দোষ জন্মাইয়া থাকে। ইহাতে অশ্ব প্রত্যহই হাঁচিতে থাকে, নাসিকায় শব্দ করিতে থাকে। নাসিকা-দণ্ড ও মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে বলহীন ও কৃশ হইয়া যায়। রোগ যত পুরাতন হয়, ততই নানাবিধ উপদ্রব দেখা দিতে থাকে।

চিকিৎসা।

মুমূর্ষু অশ্বও কখন কখন দৈববলে বাঁচিয়া থাকে, অথবা অশ্বস্বামীর পুণ্যফলে এই সুদারুণ মৃগরোগও প্রশমিত হইতে পারে, অতএব চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বেল, শ্যোনা, পারুল, গাম্ভারী, গণিয়ারি এই পঞ্চবৃক্ষের মূলের ছাল অভাবে গাছের ছাল ১ পল (৵ ছটাক) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ১৬ সের জলে পাককরতঃ ৪ সের থাকিতে নামাইয়া সেই জলের দ্বারা বন্য পশুর মাংস প্রস্তুত করিয়া সেই রস পান করিতে দিবে, আর হৈমন্তিক শালি-তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

দ্বিতীয় খণ্ড

অশ্ব-বৈদ্যক

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বাতাদি কোপ

রুক্ষ দ্রব্য এবং তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য অধিকমাত্রায় ভোজন বা পান করিলে অথবা একবারে আহার না করিলে কিংবা অত্যল্পমাত্রায় ভোজন করিলে, এবং অধিক পরিশ্রম ও সমধিক ভার-বিশিষ্ট দ্রব্য বহন দ্বারা অশ্বদিগের দেহস্থিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। (১)

কটু, অম্ল ও লবণ-রসের বস্তু অধিকমাত্রায় আহার বা পান করিলে এবং অতিশয় পরিশ্রম অথবা রৌদ্র বা অগ্নির সন্তাপ সমধিকরূপ ভোগ করিলে অশ্ব-শরীরে পিত্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২)

গুরুদ্রব্য, মধুররস-বহুল জিনিষ অথবা অভিষ্যন্দী (যাহা দ্বারা শরীরের স্রোতসকল উপলেপ প্রাপ্ত হয় ও কফবৃদ্ধি পায়) বস্তুর অতি সেবনে কফ প্রকুপিত হইয়া অশ্ব-শরীরে রোগ জন্মাইয়া থাকে। পরিশ্রমরহিত হইয়া থাকিলেও অশ্বগণ কফবৃদ্ধি জন্য রোগ-লাভ করে। (৩)

অপর এই বাতাদি দোষত্রয়ের কালকৃত প্রকোপও বর্ণিত হইতেছে। যথা বায়ু বর্ষাকালে (জলবর্ষণ-কালে) হেমন্তকালে অর্থাৎ ঠাণ্ডার সময়ে, বিকালে, (অপরাহ্নে) রাত্রিশেষে এবং ভুক্ত-দ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় প্রকুপিত হয়। (৪)

শরৎকালে, গ্রীষ্মের দিনে, মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে আহারীয়-দ্রব্যের জীর্য্যমাণ অবস্থায় (অর্থাৎ যৎকালে আহার্য্য-বস্তু জীর্ণ হইতে থাকে) পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। (৫)

এইরূপ শীতকালে (ঠাণ্ডার দিনে) বসন্ত-ঋতুতে ভোজনমাত্রেই এবং প্রভাত ও প্রদোষকালে শ্লেষ্মা প্রকোপ-লাভ করে।

এই সকল কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া কালাদির সাহায্যে এবং আনুষঙ্গিক কারণ-

পরম্পরায় লব্ধবল হইয়া অপ্রতিক্রিয় হইলে অশ্ব-শরীরে বিবিধ রোগ জন্মাইয়া থাকে।

আর এই সকল কারণ-সমষ্টির বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সেবন, পান ও বিপরীতক্রিয়া অবলম্বন ইত্যাদি দ্বারা ঐ বাতাদি প্রশমিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রমার্গানুসারী বিচক্ষণ অশ্ব-বৈদ্যগণ এই চিকিৎসা-সূত্র দ্বারা সকল রোগেরই চিকিৎসা করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। (৬)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ব্যাধি-নির্দ্দেশ

রোগসকলের কারণ লক্ষণ, ও চিকিৎসা নির্দ্দেশ করিতে হইলে সচরাচর অশ্ব জাতির যে কতকগুলি রোগ হইয়া থাকে, তাহাদের বর্ণনার ক্রম অর্থাৎ সূচী দেওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে এই অধ্যায় লিখিত হইতেছে।

মুখরোগ, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, লিঙ্গিত (খোঁড়ান), কর্ণরোগ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ব্রণ (ক্ষত, ঘা), সিংঘাণ (নাসিকা-দ্বারে সর্দ্দি হওয়া), কোষ্ঠ-রোগ (পেটের দোষ), পদরোগ, জ্বর, অজীর্ণ, অতীসার, শূল, উদাবর্ত্ত (মল মূত্র বদ্ধ হওয়া), প্রস্কন্ম (কুব্জতাজনক রোগ), ক্রিমিকোষ্ঠ (পেটে ক্রিমি হওয়া), মূত্ররোগ, মলের রোগ, কুষ্ঠ, শোথ, অণ্ডরোগ, ঔনীত রোগ (যাহা অশ্বদিগের লিঙ্গে হয়), উদর, অর্শঃ, উৎকর্ণক (কাণ খাড়া করিয়া রাখা), অর্দ্দিত (বাতব্যাধি-বিশেষ),

মন্যাস্তম্ভ (ঘাড়ের শিরার স্তম্ভ), হনুগ্রহ (চোয়াল ধরিয়া থাকা, বাতব্যাধিবিশেষ), আক্ষেপ (খেঁচুনী,) মৃগজৃম্ভ, মন্যাচালী, মৃগ, কপোতক, নিষাদ, একাঙ্গসঙ্গক (এই সকল রোগ বাতব্যাধির অন্তর্ভুক্ত), পৃষ্ঠগ্রহ (পৃষ্ঠ ধরিয়া থাকা বাতব্যাধি বিশেষ), ভ্রামিতাক্ষ, (বাতব্যাধির অন্তর্ভুক্ত), উন্মাদ-গ্রহদোষ, শোষ (যক্ষ্মা), বাতবলাসক (এক প্রকার শোথরোগ) লবণ-ব্যাপদ্ (অধিক লবণ ভোজন-জনিত যে রোগ), ধান্যব্যাপদ্ (অধিক ধান্য ভোজন জন্য যে রোগ), সুরা-ব্যাপদ্ (মাত্রাধিক্যে সুরাপান নিমিত্তক রোগ), দুগ্ধব্যাপদ্ (অতিশয় দুগ্ধ পান জন্য রোগ), বিষদোষ, অপস্মার (মূর্চ্ছাবিশেষ), ষট্‌পদীলক্ষণ (এক প্রকার ফড়িঙ্ খাওয়ার জন্য রোগ)।

ব্যাধিগণের নাম নির্দ্দেশ করা হইল। ইহাদের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

—※—

মুখরোগ (১)

অশ্বদিগের মুখে এই কয়েকটী রোগ হইয়া থাকে। যথা,—উপকুশ, আলেশ, জিহ্বাস্তম্ভ, অলাবুক, প্রসূন নামক দন্তরোগ, গলগ্রহ, মুখপাক, অধিদন্ত, রোহিণী, উপজিহ্বিকা, গণ্ডরোগ, ওষ্ঠ-রোগ, গলশালুক।

উপকুশ দন্তরোগের লক্ষণ

যে রোগে দন্ত সকল নড়িতে থাকে, কিন্তু দাঁতের মাড়ি সমানই থাকে অর্থাৎ দন্তের মাড়ির মাংস গলিত হয় না অথচ তাহা হইতে রক্ত পড়িতে থাকে, সেই রোগকে উপকুশ নামক দাঁতের রোগ বলে।

যদি হনু অর্থাৎ চোয়ালে দন্ত উদ্‌গত, ও সেই দন্ত ভিতরদিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অশ্বের আহারে ও পানে কষ্টদায়ক হয়, অশ্ব দুঃখিত হইয়া ঝিমাইতে থাকে, জর্জ্জরস্বরে (ধরা-ধরা আওয়াজে)

কাসিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ অশ্বের বলহীন হয়। তবে সেই রোগকে আলেশ কহে। ইহা শ্লেষ্মা ও রক্ত-প্রকোপ জন্য হইয়া থাকে।

জিহ্বাস্তম্ভরোগ অর্থাৎ জিহ্বার রোগের লক্ষণ

যে ঘোড়ার জিহ্বা ফুলিয়া উঠে ও জিহ্বা ছোট ছোট ফুস্কুড়িযুক্ত হয় এবং তাহা হইতে সর্ব্বদা ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে, তবে সেই রোগকে জিহ্বাস্তম্ভ অর্থাৎ জিহ্বারোগ বলে।

অলাবুক অর্থাৎ তালুতে যে রোগ জন্মায়, তাহার লক্ষণ

যে রোগে অশ্বের মুখ অতিশয় দুর্গন্ধ হয় ও তালুদেশ ফুলিয়া উঠে এবং সেই কারণেই অশ্ব খাদ্য দ্রব্যও (ঘাস, আদি) গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, সেই রোগকে অলাবুক অর্থাৎ তালুর রোগ বলা যায়।

যে অশ্বের ওষ্ঠ ও তালু এবং মুখ শ্যাববর্ণ (সাদা লালে মিশান বর্ণে ভরা) আর দাঁতের মাড়ি বিশীর্ণ (গলিতপ্রায়) এই কারণেই যে অশ্ব আহারীয় দ্রব্য ভাল করিয়া খাইতে পারে না, সেই

অশ্বকে প্রসূননামক মুখপীড়ায় পীড়িত বুঝিতে হইবে।

আর যে রোগে অশ্বের দুই দিকের চোয়ালেই, গলার মধ্যে, গালের ভিতর এবং জিহ্বা-মূলে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলগ্রহ কহে।

অশ্বদিগের মুখপাক নামক মুখরোগে সৃক, (ঠোঁটের বাহিরের স্থান) ওষ্ঠ ও তালুদেশে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া মুখকে বিবর্ণ ও দূষিত করে।

যদি দাঁতের উপরিভাগে এক বা অধিক দন্ত বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা অধিদন্ত নামক মুখ-রোগ বলিয়া বিখ্যাত হয়, এই রোগে ঘোড়া ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিতে পারে না। কাজেই অল্পাহারে দুর্ব্বল হয়।

যাহার চক্ষুর কালমত ভাগ (গোলক) ফুলিয়া উঠে, গলায় শোথ লম্বমান হয় (গলার ফুলা নামিয়া পড়ে) আর ভাল ঘাস পাইলেও যে অশ্ব খাইতে চেষ্টা করে না, তাহার রোহিণী রোগ হইয়াছে, জানিতে হইবে।

অশ্বজাতির উপজিহ্বা নামক মুখরোগে জিহ্বার নিম্নভাগ ফুলিয়া উঠে, অর্থাৎ জিহ্বার নিম্নে সূনা

নামক স্থানে শোথ উৎপন্ন হয়, আর যদি জিহ্বার উপরিভাগে ঐরূপ শোথ দেখা যায়, তবে তাহাকে অধিজিহ্ব বলা যায়।

গালের ভিতরে গণ্ড (গাঁড়) হইলে গণ্ডরোগ আর ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠিয়া ফুস্কুড়ি দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে এবং তাহা ক্ষতরূপে পরিণত হইয়া কোন অংশ সঙ্কুচিত ও কোনও অংশ কঠিন হইয়া গেলে তাহাকে ওষ্ঠরোগ বলে।

আর এক প্রকার অশ্বজাতির মুখরোগ হইয়া থাকে ইহার নাম গল-শালূক, এই রোগে গলার ভিতর ফুলিয়া উঠে। ঘাস প্রভৃতি চিবাইয়া গিলিতে গেলে বেদনা বোধ হওয়ায় অশ্ব তাহা উদ্গিরণ করে এবং কাসিতে কাসিতে মহাকষ্ট অনুভব করে।

এই যে সকল মুখরোগের লক্ষণ বলা হইল, ইহারা কফ ও রক্তদোষেই জন্মিয়া থাকে, ইহাদের চিকিৎসা ক্রমশ বলা যাইতেছে। আশা করা যায়, ঐ চিকিৎসা দ্বারা অশ্বদিগের এই সকল মুখরোগ উপশমিত হইবে।

তালুরোগের চিকিৎসা

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক প্রথমেই অশ্বদিগের মুখ-ব্যাদন করাইয়া তালুর যে স্থান ফুলিয়া আছে, ঐ স্থান ছুরির দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিবেন এবং তালুতে যে শিরা আছে তাহাও ফুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবেন অথবা একটি লোহা অগ্নি দ্বারা লাল করিয়া ঐ তালুর ফুলাস্থান দগ্ধ করিয়া দিবেন।

জিহ্বারোগের চিকিৎসা

জিহ্বাস্তম্ভরোগে জিহ্বাকে বাহির করিয়া বিশেষ-রূপে ধৌত করিতে হইবে, পরে লবণগুঁড়া, শুঁঠ, মরিচ ও শ্বেতসরিষার গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ করিতে হইবে। চিকিৎসক রক্তস্রাব জন্য ভেদ বা ছেদ করিলে ঐ দিন ঘাস, দানা, জল খাইতে দিবেন না।

এইরূপ জিহ্বারোগে ঘর্ষণ দিলে ঐ দিন ঘাস দানা জল খাইতে দিবেন না। পরদিন প্রাতঃকালে পিপুল, শুঁঠ, পুনর্নবা অর্থাৎ সেপুণ্যে, বচ, সজিনা-মূলের ছাল, করঞ্জছাল, নিমপাত, বনভাদুলে অর্থাৎ বলাডুমুর এই সকল দ্রব্য সমান ওজনে লইয়া চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত খাইতে দিবেন। পরে শুষ্ক

ঘাস এবং নিমপাতা ও করঞ্জছাল সিদ্ধজল ছাকিয়া পান করিতে দিবেন। অনন্তর শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এবং তৈলমিশ্রিত হিং, মুগ বা (বনমুগ) খাইতে দিবেন। যতদিন না জিহ্বার রোগ ভাল হইবে, ততদিন ঐরূপ খাইতে দিতে হইবে। যে দাঁত সকল নড়িবে ও যে দাঁতের মাড়িতে রক্ত পড়িবে দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ পাকুড়, বট, খয়ের, করঞ্জ, অর্জ্জুন, আকন্দ কিম্বা নিমের শাখা থেঁতলাইয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ইত্যাদি কটুদ্রব্যের চূর্ণ দিয়া সেই সকল দাঁত ও মুখ মার্জ্জন করিয়া দিবেন, গোমূত্র দ্বারা মুখধৌতকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

আর যে স্থানে শোথ (ফুলা) আছে। সেই স্থানে শুঁঠ, পিপুল, বচ, আদা ও সরিষা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

এই সকল অশ্বদিগকে ত্রিফলার (আমলা, হরীতকী ও বহেড়া) ক্বাথে শোধিত গুগ্‌গুলু ঔষধরূপে খাওয়াইতে হইবে, খাইবার জন্য যব দিবেন, কদাচ মাষকলাই দিবেন না।

অধিদন্ত রোগে সাঁড়াশী দিয়া সেই দাঁতটী তুলিয়া ফেলিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা করিবেন।

দাঁতের মাড়ির উপরিভাগে প্রলেপ দিবেন। আর ক্রিমি দন্তে ক্রিমিকর্ত্তৃক ভক্ষিত (অর্থাৎ নষ্টপ্রায়) দন্তগুলিও তুলিয়া দিবেন এবং পরে প্রলেপ ইত্যাদি ব্যবস্থা দিবেন।

——

ত্রিংশ অধ্যায়

অক্ষিরোগ

অনন্তর নেত্ররোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে মুনিগণ যেরূপভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন এ গ্রন্থে সেই রূপেই বলা হইতেছে।

জলস্রাব, প্রসন্নান্ধ, রাত্র্যন্ধ, তিমির, মুঞ্জক, মুঞ্জজাল, পটল, বুদ্‌বুদ, পূযস্রাব, কাচাক্ষ, রক্তস্রাব, চিপিট, বর্ত্মরোগ, ও অভিষ্যন্দ (চোক উঠা) এই সকল রোগ নেত্রে হইয়া থাকে। ইহার কারণ দূষিত বায়ু, পিত্ত ও কফ, ইহাদিগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আনুপূর্ব্বিক ভাবে বলা যাইতেছে।

বাতিক চক্ষুরোগের লক্ষণ

(বায়ুর জন্য চক্ষুতে যে রোগ হয় তাহার লক্ষণ)

যে রোগে একভাবে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে অশ্বদিগের চক্ষু হইতে নির্ম্মল জল পড়িতে থাকে, তাহাকে তোয়স্রাবা রোগ বলে।

চক্ষুর জলপড়ার চিকিৎসা

আমলা, হরীতকী ও বহেড়া ইহাদের দ্বারা ঘৃত পাক করিতে হইবে এবং সেই ঘৃত ছাকিয়া লইতে হইবে। ইহার নাম ত্রিফলা ঘৃত।

ঘৃতপ্রস্তুত-প্রণালী

ঘৃতের পরিমাণ /১ এক সের। আমলা, হরীতকী, বহেড়া (প্রত্যেক /১।০ এক সের চারি ছটাক,) /১৬ সের জল দিয়া পাক করিতে হইবে ও চারিসের জল থাকিতে নামাইয়া সেই জল ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ চারি সের পক্ক জল দ্বারা শিলে বাঁটা আমলা পাঁচ ছটাক, হরীতকী পাঁচ ছটাক, বহেড়া পাঁচ ছটাক পূর্ব্বোক্ত ঘৃতে পাক করিতে হইবে। যখন জল মরিয়া যাইবে এবং ঐ সকল বাঁটা আমলা, হরীতকী, বহেড়া হস্তদ্বারা বাতির মত পাকান যাইবে এবং ঐ পক্ক-ঘৃত আগুনে ফেলিয়া দিলে পট্‌পট্‌ শব্দ করিবে না, তখন জানিবে যে, ঘৃত ঠিক পাক হইয়াছে তখন ঐ ঘৃত নামাইয়া ছাকিয়া চক্ষুতে লাগাইতে হইবে।

চক্ষুতে লাগাইবার প্রণালী

ঘোড়াকে মাটীতে শোয়াইতে হইবে, তাহার পর দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হইবে। পরে চক্ষু খুলিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ চক্ষুর পাতার চারিদিকে বাঁটা কলায়ের ঘেরা দিতে হইবে, তাহার পর উপরি লিখিত ঘৃত চক্ষুতে ঢালিয়া চক্ষু পূর্ণ করিয়া দিলে অথবা শুদ্ধ কাঁচা-দুগ্ধ দিয়া চক্ষু পূরণ করিয়া দিলে ঐ জলপড়া বন্ধ হইবে। অথবা ঘোড়াকে না শোয়াইয়া ঐ প্রস্তুত ঘৃত তুলার দ্বারা ভিজাইয়া চক্ষুর উপরে দিয়া একটী পটি বাঁধিয়া দিবে ও মধ্যে মধ্যে ঐ ঘৃত দ্বারা পটি ভিজাইয়া দিবে।

নীল রঙ্গের সুন্দীফুল, রক্তচন্দন, কালাসম্মা ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বাতির মত প্রস্তুত করিতে হইবে।

লাগাইবার প্রণালী

এই বাতি জলে ঘসিয়া পাখরার পালক দিয়া চক্ষুর মধ্যে, মধ্যে মধ্যে লাগাইয়া দিতে হইবে, এই

অঞ্জনে ঘোড়ার তিমির রোগ ও চোখে জলপড়া বন্ধ হয়।

প্রসন্নান্ধ—অর্থাৎ চক্ষুরোগবিশেষ

যে রোগে ঘোড়ার চক্ষু ভাল থাকিলেও দেখিতে পায় না, সেই রোগকে প্রসন্নান্ধ বলে। এই রোগ ভাল হয় না, তথাপি ইহার চিকিৎসা বলা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত নীল সুঁদি, রক্তচন্দন ইত্যাদির দ্বারা যে বর্ত্তি অর্থাৎ বাতির আজন দিবার কথা পূর্ব্বে (জল-পড়া রোগে) বলা হইয়াছে, তাহারই কাজল দিতে হইবে।

রাতকাণা-চক্ষুরোগের লক্ষণ

যে রোগে ঘোড়া দিবসে বেশ দেখিতে পায়, কিন্তু রাত্রিতে দেখিতে পায় না, সেই রোগকে রাতকাণা বলে।

রাতকাণার চিকিৎসা

যষ্টিমধু, হরিদ্রা, মধু, গুড়, ও রসাঞ্জন একত্র পেষণ করিয়া বাতি তৈয়ার করিবে। বাতি তৈয়ার করিয়া উহা মধু দিয়া ঘসিয়া পালকে করিয়া চক্ষুতে লাগাইতে হইবে।

অপর একটী রাতকাণার ঔষধ

একটুকরা গরদের কাপড় ৭ বার বা ৮ বার দুগ্ধ ও ঘৃত দিয়া ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ একবার দুধ দিয়া শুকাইতে হইবে এবং একবার ঘৃত দিয়া শুকাইতে হইবে, এইরূপ ৭।৮ বার দেশী মদের ছিল্‌কার দ্বারা ভিজাইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। পরে বেশ করিয়া ঘৃত মাখিয়া পলিতা প্রস্তুত করিয়া জ্বালাইতে হইবে, অনন্তর তাহার উপর একটী তামার পাত্র এরূপভাবে ঢাকা দিতে হইবে, যাহাতে ঐ তামার পাত্রে কাজল পড়ে, ঐ কাজল তামার পাত্র হইতে লইয়া ঘোড়ার চক্ষুতে দিতে হইবে এই কাজলে রাতকানা, জল পড়া, প্রসন্নান্ধ ও তিমির রোগ ভাল হয় উপর্য্যুক্ত কাজল এবং পূর্ব্বোক্ত অঞ্জন সীসের সূর্ম্মা লাগাইবার শলাকা দ্বারা লাগাইলে ভাল হয়।

তিমির রোগের লক্ষণ

যে রোগে ঘোড়া কখনও বেশ দেখিতে পায় এবং কখনও বেশ দেখিতে পায় না এই রোগকে তিমির বলে এই রোগ ভাল হয়, ইহার চিকিৎসা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পিত্ত জন্য চক্ষুরোগ

কাচরোগের অর্থাৎ ছানিপড়ার লক্ষণ

যে রোগে ঘোড়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকে ও চক্ষু ২টী ফুলিয়া যায় এবং চক্ষু হইতে গরম জল বাহির হয়, পরে চক্ষু হঠাৎ সাদা হইয়া যায়, এই রোগকে কাচ রোগ বলে।

চিকিৎসা ও ঔষধ

পুণ্ডরিয়া কাঠ (যাহা বেণের দোকানে মিলে) রক্তচন্দন, যষ্ঠীমধু, লোধছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৵৹ আধ পোয়া, জল /৮ সের এই সকল দ্রব্য পিশিয়া ঐ জলে গুলিয়া দিতে হইবে, এই প্রস্তুত জলে চক্ষু ধোয়াইলে চক্ষু-ফুলা কমিবে ও চক্ষু খুলিবে।

অপর যথা—কেবল যষ্ঠীমধু ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া পিশিয়া জলে গুলিয়া এবং তাহাতে গোমূত্র /৮ সের মিশাইয়া লইতে হইবে। এই জলে চক্ষু ধোয়াইলে চক্ষুর ফুলা কমে এবং চক্ষু খুলে।

রক্তচন্দন, বেণামুল, যষ্ঠীমধু প্রত্যেকে ৵৹

অর্দ্ধ পোয়া, /৮ আট সের জলে গুলিয়া ঐ জল পান করিতে দিবে। জলপড়া রোগে শিরা বিদ্ধ করিয়া দিলে বিশেষ ফল হয়।

গিরিমাটি, শঙ্খচূর্ণ, যষ্ঠীমধু, লোধছাল, নীলসুঁদি, প্রত্যেকে সম ভাগ, আমলার রস বাহির করিয়া ছাকিয়া উপরি লিখিত ঐ সকল দ্রব্য ঐ আমলার রস দিয়া শিলে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ সাদা সুর্মা লইয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। ঐ মিশ্রিত চূর্ণে বাতি প্রস্তুত করিয়া ঘসিয়া অঞ্জন দিতে হইবে।

জাম, অর্জ্জুন, আমলা, বট্ ইহাদের ফুল যাহা পাওয়া যায় এবং উহাদের ফল চূর্ণ করিয়া ঐ মিলিত চূর্ণ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া ঘৃত ও মধু দিয়া ঘোড়াকে খাওয়াইতে হইবে।

ঝাল কি টক্ জিনিষ খাইতে দেওয়া হইবে না অর্থাৎ তিসি তৈল, আদা, পেঁয়াজ, রশুন, গাঁজার খাইতে দিবে না।

পিত্ত জন্য চক্ষুরোগে ঘোড়ার চক্ষু লাল, হলদে, নীল রং হয়। ইহার চিকিৎসা পূর্ব্ব-লিখিত হইবে।

কফজন্য চক্ষুরোগ

অশ্বদিগের যে রোগে চক্ষুর দুই কোণের মাংস বৃদ্ধি পাইয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলে, সেই রোগকে প্রচারক বলে।

প্রচারক রোগের চিকিৎসা

ঘোড়াকে শুয়াইয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া চিকিৎসক বড়িশ অর্থাৎ বক্র অস্ত্র দ্বারা চক্ষুর পাতা টানিয়া উল্‌টাইয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কোণের মাংস সতর্কভাবে কাটিয়া ফেলিবেন। (যেন চক্ষুর তারার কোণে আঘাত না লাগে) পরে মধু ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ চক্ষুতে পুরিয়া দিবেন, অনন্তর চক্ষু ধোয়াইয়া দিয়া শঙ্খদেশের অর্থাৎ কাণের পার্শ্বের কপালের নীচের শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবেন।

এই রোগে কুড়, বচ, চৈ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ইহাদের চূর্ণ মিলিত ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া সৈন্ধবলবণচূর্ণ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া, মদ ৴২ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘোড়াকে পান করাইতে হইবে এবং ঘোড়াকে বাতাসশূন্য স্থানে রাখিতে হইবে। খাইবার জন্য দুর্ব্বাঘাস দেওয়া ভাল। যাহাতে

পেট ভার হয়, এরূপ খাইবার জিনিস পথ্য নহে। বিশেষতঃ মিষ্টি জিনিস গুড় প্রভৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ।

চক্ষুউঠারোগের লক্ষণ

এই রোগে ঘোড়ার চক্ষু হইতে জল পড়ে, চক্ষু ফুলিয়া উঠে, চক্ষুর মধ্যভাগ কাচের ন্যায় সাদা হয়।

চিকিৎসা

পিপুল, লোধছাল, কটকা, আমলা, হরীতকী, বহড়া, নিমছাল, প্রত্যেকে ✓০ অর্দ্ধ পোয়া গোমূত্র /৮। সের এই গোমূত্রে ঐ সকল দ্রব্য পাক করিয়া এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ /২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। অল্প গরম থাকিতে তাহাতে কিছু মধু মিশাইয়া এই গোমূত্র দ্বারা চক্ষু ধোয়াইতে হইবে।

সরিষার তৈল, /৪ সের পূর্ব্বোক্ত পিপুল, লোধ ছাল ইত্যাদি প্রত্যেকে /১✓ এক সের অর্দ্ধ পোয়া ৬৪ সের জল দিয়া এই পেপুল ইত্যাদি দ্রব্য পাক করিতে হইবে। যখন জল ।৬ যোল সের

থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে বিড়ঙ্গ /১ সের পেষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ।৬ ষোল সের পাক করা জল দিয়া তৈল পাক করিতে হইবে। পাক করিতে করিতে যখন জল না থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত বাঁটা বিড়ঙ্গ /১ তৈল ইহাতে তুলিয়া হাতে করিয়া পাকাইলে বাতির মত পাকান যাইবে এবং ঐ পাক করা তৈল আগুনে ফেলিলে ফোঁস শব্দ করিবে না, তখন নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে।

এইরূপ ঘৃত /৪ সের, বিড়ঙ্গ /১ সের জল ।৬ ষোল সের একত্র পাক করিয়া লইলেও হইতে পারে। এই দুই প্রকার ঘৃত ও তৈল ঘোড়াদিগের নাসিকায় মধ্যে মধ্যে দিতে হইবে।

মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কাপড়ের দ্বারা ছানিয়া লইয়া তামার পাত্রে রাখিয়া গোমূত্রের দ্বারা ভিজাইতে হইবে। পরে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। এইরূপ বারংবার রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া খুব শুষ্ক চূর্ণ করিয়া কাপড়ের দ্বারা ছানিয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণের অঞ্জনে কফজন্য, সকল প্রকার চক্ষুরোগ ভাল হয়।

রক্তজন্য চক্ষুরোগের লক্ষণ

অশ্বদিগের রক্ত জন্য চক্ষু উঠায় সমস্ত চক্ষু বা তিন ভাগ বা অর্দ্ধেক লাল হয়। চক্ষু জ্বালা করে, যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়ে অথবা চক্ষু হইতে রক্ত পড়িতে থাকে এই রোগকে রক্তস্রাব বলে। যে কোনও প্রকারে চক্ষুতে আঘাত লাগিলে বা অস্ত্র করিবার সময় চক্ষুতে কোন-রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে অথবা মাথায় আঘাত লাগিলে রক্ত জন্য চক্ষুরোগ হইতে পারে, এইরূপে চক্ষুতে যে যে রোগ হয় তাহার নাম রক্তসন্ধি, ও মণ্ডক।

চিকিৎসা

রাখাল শশার মূল বেদেদের নিকট পাওয়া যায়। তালীশপত্র, যষ্ঠীমধু, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, তগর-পাদুকা অভাবে সিউলিছোপ, মূর্ব্বামূল প্রত্যেকের ওজন সমান মিলিত। ৵০ অদ্ধ পোয়া ইহা পেষণ করিয়া ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া ইহা দ্বারা চক্ষু ধোয়াইয়া দিতে হইবে। তাহার পর নিম্নলিখিত আঞ্জন লাগাইতে হইবে।

আঞ্জন

বহড়া ফলের শাঁস, লোধছাল, গামারের ফল, যষ্ঠিমধু, চিনি, গিরিমাটি, রসাঞ্জন (রসৎ) ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইতে হইবে পরে উপযুক্তমত মধু দিয়া পেষণ করিয়া বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বাতি জলে ঘষিয়া সীসার শলাকার দ্বারা (অর্থাৎ সীসার কাঠির দ্বারা) লাগাইতে হইবে।

আর এক প্রকার আঞ্জন

হরিতাল, চুণের জলে, অথবা কুমড়ার জলে ভিজাইয়া একদিন একরাত রাখিতে হইবে। পরে জল হইতে তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এই হরিতাল-চূর্ণ ছাকিয়া লইতে হইবে। এই হরিতাল-চূর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধছাল,বালা, রেণুকা, কুড়, বেণামূল, মনঃশিলা, (মনছাল) এই সকল দ্রব্যের ওজন প্রত্যেকের সমান জল দ্বারা পেষণ করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। .

এই বাতি জলে ঘষিয়া সীসার কাঠির দ্বারা ঘোড়ার চক্ষুতে দিতে হইবে।

পটলের লক্ষণ

অশ্বদিগের যে রোগের চক্ষুর উপরিভাগে বা অধোভাগে যে পটল বা পর্দ্দা পড়ে এবং তাহার দ্বারা চক্ষুর মধ্যভাগ ঢাকিয়া ফেলে, তাহাকে 'পটল' বলে। এই পটলরোগ পিত্ত হইতে জন্মিলে গাছের পাতার রঙ্গের মত বা নীলরঙ্গের মত হয়। বায়ু হইতে হইলে লাল হয়, কফ জন্য হইলে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ ঘন এবং সাদা রঙ্গের হয়, আর বায়ু-পিত্ত ও কফ অর্থাৎ সন্নিপাত হইতে হইলে সকল রং মিশিয়া এক প্রকার রং হয় অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ বর্ণ হয়। এই শেষের লিখিত অর্থাৎ সন্নিপাতজনিত পটল ভাল হয় না। বিশেষ চেষ্টা করিলে প্রথম অবস্থায় কিছু ভাল থাকে। রক্তজন্য পটল-রোগে কাল রং হয়।

চিকিৎসা

সকল প্রকার পটল অর্থাৎ পর্দ্দাপড়া রোগে শিরাবিদ্ধ করা প্রথম চিকিৎসা। শিরাবিদ্ধ করিতে হইলে অশ্রুপাত (অর্থাৎ এই গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত চক্ষুর নিম্নভাগ যে স্থানে চক্ষের জল

গড়াইয়া পড়ে) প্রপাণ অর্থাৎ উপরিভাগের ঠোঁট, ললাট অর্থাৎ কপাল, আর শঙ্খ (কাণের নিকট-বর্ত্তী চক্ষুর কোণের দুই অঙ্গুল দূরের স্থান) এই কয় স্থানের শিরাবিদ্ধ করিতে হয়।

শ্লেষ্মাজনিত পটলরোগে নিম্নলিখিত আজনটি বিশেষ উপকারী—মধু ও সৈন্ধব লবণ ঘষিয়া আজন দিলে এবং মধু, সৈন্ধব লবণ গোমূত্রে পেষণ করিয়া আজন দিলে ফল হয়।

তুঁতে ও পারাবত-বিষ্ঠা সমান ভাগ, উভয়ে একত্রে পেষণ করিয়া ছোট একটি ভাণ্ডের ভিতরে রাখিতে হইবে, পরে ঐ ভাণ্ডের মুখে একটি ঢাকনি দিয়া তদুপরি মাটির প্রলেপ দিয়া শুকাইতে হইবে। ১৫।১৬ খানি ঘুটা দিয়া ঐ ভাণ্ডটী পোড়াইতে হইবে। আগুণ নিবাইয়া ভাণ্ড ঠাণ্ডা হইলে ঐ তুঁতে বাহির করিয়া লইতে হইবে।

ঐ তুঁতে এবং সৈন্ধব লবণ, শোধিত হরিতাল (পূর্ব্বে হরিতাল শোধনের কথা বলা হইয়াছে।) মনছাল, মরিচ (প্রত্যেকে সমান) ভাগ .গোমূত্রে পেষণ করিয়া মধুসহ আজন দিলে পটলরোগ ভাল হয়। এই আজনের দ্বারা মাংস কীল (অর্থাৎ

চক্ষের কাল অংশের মধ্যে মাংসের পিণ্ডের মত যে রোগ হয়)। রোগও ভাল হয়। বায়ু জন্য চক্ষু-রোগে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া এই আজন দিলে ফল হয়।

পিত্তজন্য ও রক্তজন্য পটলরোগের চিকিৎসা

পুণ্ডরিয়া কাষ্ট, (বেণের দোকানে পাওয়া যায়) যষ্টিমধু, শঙ্খ, মুক্তাভস্ম, প্রবালভস্ম, প্রত্যেকে সমান ভাগ, জলে পেষণ করিয়া বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বাতি ছায়াতে শুকাইয়া লইতে হইবে, রৌদ্রে দিতে হইবে না। অনন্তর এই বাতি জলে ঘসিয়া আজন দিতে হইবে।

আমলা, হরিতকী, বহড়া, চূর্ণ (সকলে মিলিয়া ✓০ অর্দ্ধ পোয়া), ঘৃত ✓০ অর্দ্ধ পোয়া, উভয়ে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া এই রক্ত ও পিত্ত জন্য ঘোড়াকে খাওয়াইতে হইবে।

চোখের পাতার রোগে ও পূর্ব্বোক্ত মাংসকাল এবং পিড়কা রোগে অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া লোধ ছালের গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দ্বারা আজন দিতে হইবে।

অশ্বদিগের চক্ষুতে পোকা হওয়া রোগ

চক্ষুর কাল ভাগের উপর একটি পর্দ্দা পড়িয়া তাহার মধ্যে পোকা হয়, একটি পোকা হইলে সেই রোগকে মুঞ্জরোগ বলে আর বহুপোকা হইলে "মুঞ্জ জাল" বলে।

তাহার মধ্যে একটি পর্দ্দার মধ্যে পোকা হইলে সেই পর্দ্দা তৈলের মত বর্ণ হয়, দ্বিতীয় পর্দ্দা স্ফটিকের ন্যায় হয়, তৃতীয় পর্দ্দা রক্তবর্ণ হয়, চতুর্থ পর্দ্দা তৈলের মত হয়। প্রথম পর্দ্দায় পোকা হইলে তাহা ভাল হয়, দ্বিতীয় পর্দ্দায় হইলেও ভাল হয়, তৃতীয় পর্দ্দায় হইলে বহু চেষ্টায় ভাল হয়, চতুর্থ পর্দ্দায় হইলে ভাল হয় না।

চিকিৎসা

ঘোড়াকে ভূমিতে শোয়াইয়া বিশেষরূপে বাঁধিয়া (যেন উঠিয়া না পড়ে) চক্ষু খুলিয়া চক্ষুর পাতা দুইটী সূচের দ্বারা বিদ্ধকরতঃ সূতা দিয়া বাঁধিয়া প্রসারিত রাখিবে (যেন চক্ষু বুঁজিয়া না পড়ে)। অনন্তর চক্ষুর জলপড়া নিবারণের জন্য শুষ্ক কাপড় চক্ষুর নীচে ধরিবে, পরে সূর্য্যের দিকে চক্ষু রাখিয়া

শস্ত্রের পর্দ্দা কাটিয়া ফেলিবে। কার্য্যের জন্য উৎপল-পত্র বা ব্রীহিপত্র শস্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। শস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারটি বাদ রাখিয়া সমস্তভাগ সূতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া লইবে। অশ্বদিগের চক্ষুর কাল ও সাদা ভাগের মধ্যে শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হয়। পরে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষু পীড়িত করিয়া সাবধানে মুঞ্জক অর্থাৎ পোকা ও পর্দ্দা আকর্ষণ করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ জলে ফেলিয়া দিয়া দেখিবে, পোকা বাহির হইল কি না। ফলতঃ পোকা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য ঔষধ দিবে না। বাহির করিয়া ঔষধ দিবে।

ঔষধ এই—

পোকা বাহির করিয়া গোমূত্র দ্বারা চক্ষুটি ধুইয়া ফেলিবে, পরে ঘৃতসহ মধু—মিশ্রিত করতঃ চক্ষুটি পূরণ করিয়া দিবে, চক্ষুর উপর আল্গা ভাবে একটি পটি বাঁধিয়া রাখিবে। ডুমুরছাল, বটছাল, অশ্বত্থছাল, মহুলছাল, পাকুড়ছাল, (প্রত্যেকে সমান ওজন) জল দিয়া পেষণ করিয়া সামান্য ঘৃতমিশ্রিত করতঃ চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিতে হইবে, ৩ দিন পরে উপরে বাঁধা পটি খুলিতে হইবে। মুঞ্জক-

রোগে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, মুঞ্জজল রোগে বিশেষভাবে সে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে। চক্ষুর মাঝের ঘা ভাল হইয়া গেলে পটল অর্থাৎ পর্দ্দা হওয়া রোগে যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা দিতে হইবে।

তিলের তৈল /৪ সের, আমলা, হরীতকী, বহড়া প্রত্যেকে /২॥৵০ তোলা, ইহাদিগকে কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, যখন ।৬ ষোল সের জল থাকিবে, তখন নামাইয়া কাপড়ের দ্বারা ঐ জল ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে ঐ জলে পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন প্রত্যেক ।/১ তোলা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গুলিয়া দিতে হইবে। এই পাক করা জল ও পূর্ব্বোক্ত তৈল /৪ সের একত্র পাক করিতে হইবে। যখন জল না থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত বাঁটা পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ ইত্যাদি তৈল হইতে তুলিয়া বাতির মতন পাকান যাইবে এবং ঐ পাক করা তৈল আগুনে ফেলিলে শব্দ হইবে না, তখন তৈল ঠিক পাক হইয়াছে জানিতে হইবে। এই তৈল কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে ছাকিয়া ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে হইবে।

এই সকল ঔষধ দিয়া যদি চক্ষুর উত্তমরূপে উপকার না হয় তাহা হইলে এই আঞ্জন দিবে।

আঞ্জন প্রস্তুত-প্রণালী

পিপুল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, গিরিমাটি, বরুণ-ছাল, গোক্ষুর দাঁত, উঁটের দাঁত, সমুদ্রফেন, (ইহারা প্রত্যেকে সমান) উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধু দিয়া আঞ্জন প্রস্তুত করিবে। এই আঞ্জনে মুঞ্জরোগ ভাল হয়। ঐরূপ বহড়া ফলের শাঁস মধু দিয়া আঞ্জন করিয়া দিলে মুঞ্জরোগ ভাল হয়।

অশ্বদিগের চক্ষুর পাতার রোগ

অশ্বদিগের যে রোগে চোখের পাতা হইতে পঁয বাহির হয়, সেই রোগের নাম বর্ত্মকুন্দ।

চিকিৎসা

বর্ত্মকুন্দ রোগে শঙ্খ স্থানে, অশ্রুপাত স্থানে এবং কপালে যে শিরা আছে, ঐ শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে।

আমলা, হরীতকী, বহড়া, প্রত্যেকে ২৬॥ সাড়ে ছাব্বিশ তোলা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ

অশ্বকে প্রসূননামক মুখপীড়ায় পীড়িত বুঝিতে হইবে।

আর যে রোগে অশ্বের দুই দিকের চোয়ালেই, গলার মধ্যে, গালের ভিতর এবং জিহ্বা-মূলে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলগ্রহ কহে।

অশ্বদিগের মুখপাক নামক মুখরোগে সৃক্ব, (ঠোঁটের বাহিরের স্থান) ওষ্ঠ ও তালুদেশে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া মুখকে বিবর্ণ ও দূষিত করে।

যদি দাঁতের উপরিভাগে এক বা অধিক দন্ত বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা অধিদন্ত নামক মুখ-রোগ বলিয়া বিখ্যাত হয়, এই রোগে ঘোড়া ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিতে পারে না। কাজেই অল্পাহারে দুর্ব্বল হয়।

যাহার চক্ষুর কালমত ভাগ (গোলক) ফুলিয়া উঠে, গলায় শোথ লম্বমান হয় (গলার ফুলা নামিয়া পড়ে) আর ভাল ঘাস পাইলেও যে অশ্ব খাইতে চেষ্টা করে না, তাহার রোহিণী রোগ হইয়াছে, জানিতে হইবে।

অশ্বজাতির উপজিহ্বা নামক মুখরোগে জিহ্বার নিম্নভাগ ফুলিয়া উঠে, অর্থাৎ জিহ্বার নিম্নে সূনা

নামক স্থানে শোথ উৎপন্ন হয়, আর যদি জিহ্বার উপরিভাগে ঐরূপ শোথ দেখা যায়, তবে তাহাকে অধিজিহ্ব বলা যায়।

গালের ভিতরে গণ্ড (গাঁড়) হইলে গণ্ডরোগ আর ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠিয়া ফুস্কড়ি দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে এবং তাহা ক্ষতরূপে পরিণত হইয়া কোন অংশ সঙ্কুচিত ও কোনও অংশ কঠিন হইয়া গেলে তাহাকে ওষ্ঠরোগ বলে।

আর এক প্রকার অশ্বজাতির মুখরোগ হইয়া থাকে ইহার নাম গল-শালূক, এই রোগে গলার ভিতর ফুলিয়া উঠে। ঘাস প্রভৃতি চিবাইয়া গিলিতে গেলে বেদনা বোধ হওয়ায় অশ্ব তাহা উদ্গিরণ করে এবং কাসিতে কাসিতে মহাকষ্ট অনুভব করে।

এই যে সকল মুখরোগের লক্ষণ বলা হইল, ইহারা কফ ও রক্তদোষেই জন্মিয়া থাকে, ইহাদের চিকিৎসা ক্রমশ বলা যাইতেছে। আশা করা যায়, ঐ চিকিৎসা দ্বারা অশ্বদিগের এই সকল মুখরোগ উপশমিত হইবে।

তালুরোগের চিকিৎসা

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক প্রথমেই অশ্বদিগের মুখ-ব্যাদন করাইয়া তালুর যে স্থান ফুলিয়া আছে, ঐ স্থান ছুরির দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিবেন এবং তালুতে যে শিরা আছে তাহাও ফুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবেন অথবা একটি লোহা অগ্নি দ্বারা লাল করিয়া ঐ তালুর ফুলাস্থান দগ্ধ করিয়া দিবেন।

জিহ্বারোগের চিকিৎসা

জিহ্বাস্তম্ভরোগে জিহ্বাকে বাহির করিয়া বিশেষ-রূপে ধৌত করিতে হইবে, পরে লবণগুঁড়া, শুঁঠ, মরিচ ও শ্বেতসরিষার গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ করিতে হইবে। চিকিৎসক রক্তস্রাব জন্য ভেদ বা ছেদ করিলে ঐ দিন ঘাস, দানা, জল খাইতে দিবেন না।

এইরূপ জিহ্বারোগে ঘর্ষণ দিলে ঐ দিন ঘাস দানা জল খাইতে দিবেন না। পরদিন প্রাতঃকালে পিপুল, শুঁঠ, পুনর্ণবা অর্থাৎ সেপুণ্যে, বচ, সজিনা-মূলের ছাল, করঞ্জছাল, নিমপাত, বনভাদুলে অর্থাৎ বলাডুমুর এই সকল দ্রব্য সমান ওজনে লইয়া চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত খাইতে দিবেন। পরে শুষ্ক

ঘাস এবং নিমপাতা ও করঞ্জছাল সিদ্ধজল ছাকিয়া পান করিতে দিবেন। অনন্তর শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এবং তৈলমিশ্রিত হিং, মুগ বা (বনমুগ) খাইতে দিবেন। যতদিন না জিহ্বার রোগ ভাল হইবে, ততদিন ঐরূপ খাইতে দিতে হইবে। যে দাঁত সকল নড়িবে ও যে দাঁতের মাড়িতে রক্ত পড়িবে দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ পাকুড়, বট, খয়ের, করঞ্জ, অর্জ্জুন, আকন্দ কিম্বা নিমের শাখা থেঁতলাইয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ইত্যাদি কটুদ্রব্যের চূর্ণ দিয়া সেই সকল দাঁত ও মুখ মার্জ্জন করিয়া দিবেন, গোমূত্র দ্বারা মুখধৌতকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

আর যে স্থানে শোথ (ফুলা) আছে। সেই স্থানে শুঁঠ, পিপুল, বচ, আদা ও সরিষা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

এই সকল অশ্বদিগকে ত্রিফলার (আমলা, হরীতকী ও বহেড়া) ক্বাথে শোধিত গুগ্‌গুলু ঔষধরূপে খাওয়াইতে হইবে, খাইবার জন্য যব দিবেন, কদাচ মাষকলাই দিবেন না।

অধিদন্ত রোগে সাঁড়াশী দিয়া সেই দাঁতটা তুলিয়া ফেলিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা করিবেন।

দাঁতের মাড়ির উপরিভাগে প্রলেপ দিবেন। আর ক্রিমি দন্তে ক্রিমিকর্ত্তৃক ভক্ষিত (অর্থাৎ নষ্টপ্রায়) দন্তগুলিও তুলিয়া দিবেন এবং পরে প্রলেপ ইত্যাদি ব্যবস্থা দিবেন।

——

ত্রিংশ অধ্যায়

অক্ষিরোগ

অনন্তর নেত্ররোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে মুনিগণ যেরূপভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন এগ্রন্থে সেই রূপেই বলা হইতেছে।

জলস্রাব, প্রসন্নান্ধ, রাত্র্যন্ধ, তিমির, মুঞ্জক, মুঞ্জজাল, পটল, বুদ্‌বুদ, পূযস্রাব, কাচাক্ষ, রক্ত-স্রাব, চিপিট, বর্ত্মরোগ, ও অভিষ্যন্দ (চোক উঠা) এই সকল রোগ নেত্রে হইয়া থাকে। ইহার কারণ দূষিত বায়ু, পিত্ত ও কফ, ইহাদিগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আনুপূর্ব্বিক ভাবে বলা যাইতেছে।

বাতিক চক্ষুরোগের লক্ষণ

(বায়ুর জন্য চক্ষুতে যে রোগ হয় তাহার লক্ষণ)

যে রোগে একভাবে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে অশ্বদিগের চক্ষু হইতে নির্ম্মল জল পড়িতে থাকে, তাহাকে তোয়স্রাবী রোগ বলে।

চক্ষুর জলপড়ার চিকিৎসা

আমলা, হরীতকী ও বহেড়া ইহাদের দ্বারা ঘৃত পাক করিতে হইবে এবং সেই ঘৃত ছাকিয়া লইতে হইবে। ইহার নাম ত্রিফলা ঘৃত।

ঘৃতপ্রস্তুত-প্রণালী

ঘৃতের পরিমাণ /১ এক সের। আমলা, হরীতকী, বহেড়া (প্রত্যেক /১।০ এক সের চারি ছটাক,) /১৬ সের জল দিয়া পাক করিতে হইবে ও চারিসের জল থাকিতে নামাইয়া সেই জল ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ চারি সের পক্ক জল দ্বারা শিলে বাঁটা আমলা পাঁচ ছটাক, হরীতকী পাঁচ ছটাক, বহেড়া পাঁচ ছটাক পূর্ব্বোক্ত ঘৃতে পাক করিতে হইবে। যখন জল মরিয়া যাইবে এবং ঐ সকল বাঁটা আমলা, হরীতকী, বহেড়া হস্তদ্বারা বাত্তির মত পাকান যাইবে এবং ঐ পক্ক-ঘৃত আগুনে ফেলিয়া দিলে পট্‌পট্‌ শব্দ করিবে না, তখন জানিবে যে, ঘৃত ঠিক পাক হইয়াছে তখন ঐ ঘৃত নামাইয়া ছাকিয়া চক্ষুতে লাগাইতে হইবে।

চক্ষুতে লাগাইবার প্রণালী

ঘোড়াকে মাটীতে শোয়াইতে হইবে, তাহার পর দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হইবে। পরে চক্ষু খুলিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ চক্ষুর পাতার চারিদিকে বাটা কলায়ের ঘেরা দিতে হইবে, তাহার পর উপরি লিখিত ঘৃত চক্ষুতে ঢালিয়া চক্ষু পূর্ণ করিয়া দিলে অথবা শুদ্ধ কাঁচা-দুগ্ধ দিয়া চক্ষু পূরণ করিয়া দিলে ঐ জলপড়া বন্ধ হইবে। অথবা ঘোড়াকে না শোয়াইয়া ঐ প্রস্তুত ঘৃত তুলার দ্বারা ভিজাইয়া চক্ষুর উপরে দিয়া একটী পটি বাঁধিয়া দিবে ও মধ্যে মধ্যে ঐ ঘৃত দ্বারা পটি ভিজাইয়া দিবে।

নীল রঙ্গের সুন্দীফুল, রক্তচন্দন, কালাসুর্ম্মা ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, জলদ্বারা উত্তম-রূপে পেষণ করিয়া বাতির মত প্রস্তুত করিতে হইবে।

লাগাইবার প্রণালী

এই বাতি জলে ঘসিয়া পায়রার পালক দিয়া চক্ষুর মধ্যে, মধ্যে মধ্যে লাগাইয়া দিতে হইবে, এই

অঞ্জনে ঘোড়ার তিমির রোগ ও চোখে জলপড়া বন্ধ হয়।

প্রসন্নান্ধ—অর্থাৎ চক্ষুরোগবিশেষ

যে রোগে ঘোড়ার চক্ষু ভাল থাকিলেও দেখিতে পায় না, সেই রোগকে প্রসন্নান্ধ বলে। এই রোগ ভাল হয় না, তথাপি ইহার চিকিৎসা বলা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত নীল সুঁদি, রক্তচন্দন ইত্যাদির দ্বারা যে বর্ত্তি অর্থাৎ বাতির আজন দিবার কথা পূর্ব্বে (জলপড়া রোগে) বলা হইয়াছে, তাহারই কাজল দিতে হইবে।

রাতকাণা-চক্ষুরোগের লক্ষণ

যে রোগে ঘোড়া দিবসে বেশ দেখিতে পায়, কিন্তু রাত্রিতে দেখিতে পায় না, সেই রোগকে রাতকাণা বলে।

রাতকাণার চিকিৎসা

যষ্টিমধু, হরিদ্রা, মধু, গুড়, ও রসাঞ্জন একত্র পেষণ করিয়া বাতি তৈয়ার করিবে। বাতি তৈয়ার করিয়া উহা মধু দিয়া ঘসিয়া পালকে করিয়া চক্ষুতে লাগাইতে হইবে।

অপর একটী রাতকাণার ঔষধ

একটুকরা গরদের কাপড় ৭ বার বা ৮ বার দুগ্ধ ও ঘৃত দিয়া ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ একবার দুধ দিয়া শুকাইতে হইবে এবং একবার ঘৃত দিয়া শুকাইতে হইবে, এইরূপ ৭।৮ বার দেশী মদের ছিল্‌কার দ্বারা ভিজাইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। পরে বেশ করিয়া ঘৃত মাখিয়া পলিতা প্রস্তুত করিয়া জ্বালাইতে হইবে, অনন্তর তাহার উপর একটী তামার পাত্র এরূপভাবে ঢাকা দিতে হইবে, যাহাতে ঐ তামার পাত্রে কাজল পড়ে, ঐ কাজল তামার পাত্র হইতে লইয়া ঘোড়ার চক্ষুতে দিতে হইবে এই কাজলে রাতকানা, জল পড়া, প্রসন্নান্ধ ও তিমির রোগ ভাল হয় উপর্য্যুক্ত কাজল এবং পূর্ব্বোক্ত অঞ্জন সীসের সূর্ম্মা লাগাইবার শলাকা দ্বারা লাগাইলে ভাল হয়।

তিমির রোগের লক্ষণ

যে রোগে ঘোড়া কখনও বেশ দেখিতে পায় এবং কখনও বেশ দেখিতে পায় না এই রোগকে তিমির বলে এই রোগ ভাল হয়, ইহার চিকিৎসা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পিত্ত জন্য চক্ষুরোগ

কাচরোগের অর্থাৎ ছানিপড়ার লক্ষণ

যে রোগে ঘোড়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকে ও চক্ষু ২টী ফুলিয়া যায় এবং চক্ষু হইতে গরম জল বাহির হয়, পরে চক্ষু হঠাৎ সাদা হইয়া যায়, এই রোগকে কাচ রোগ বলে।

চিকিৎসা ও ঔষধ

পুণ্ডরিয়া কাঠ (যাহা বেণের দোকানে মিলে) রক্তচন্দন, যষ্ঠীমধু, লোধছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৵০ আধ পোয়া, জল /৮ সের এই সকল দ্রব্য পিশিয়া ঐ জলে গুলিয়া দিতে হইবে, এই প্রস্তুত জলে চক্ষু ধোয়াইলে চক্ষু-ফুলা কমিবে ও চক্ষু খুলিবে।

অপর যথা—কেবল যষ্ঠীমধু ৵০ অর্দ্ধ পোয়া পিশিয়া জলে গুলিয়া এবং তাহাতে গোমূত্র /৮ সের মিশাইয়া লইতে হইবে। এই জলে চক্ষু ধোয়াইলে চক্ষুর ফুলা কমে এবং চক্ষু খুলে।

রক্তচন্দন, বেণামুল, যষ্ঠীমধু প্রত্যেকে ৵০

অর্দ্ধ পোয়া, ৵৮ আট সের জলে গুলিয়া ঐ জল পান করিতে দিবে। জলপড়া রোগে শিরা বিদ্ধ করিয়া দিলে বিশেষ ফল হয়।

গিরিমাটি, শঙ্খচূর্ণ, যষ্ঠীমধু, লোধছাল, নীল-সুঁদি, প্রত্যেকে সম ভাগ, আমলার রস বাহির করিয়া ছাকিয়া উপরি লিখিত ঐ সকল দ্রব্য ঐ আমলার রস দিয়া শিলে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ সাদা সুর্ম্মা লইয়া মিশ্রিত করিতে ইহবে। ঐ মিশ্রিত চূর্ণে বাতি প্রস্তুত করিয়া ঘসিয়া আঞ্জন দিতে হইবে।

জাম, অর্জ্জুন, আমলা, বট ইহাদের ফুল যাহা পাওয়া যায় এবং উহাদের ফল চূর্ণ করিয়া ঐ মিলিত চূর্ণ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া ঘৃত ও মধু দিয়া ঘোড়াকে খাওয়াইতে ইহবে।

ঝাল কি টক্ জিনিস খাইতে দেওয়া হইবে না অর্থাৎ তিসি তৈল, আদা, পেঁয়াজ, রশুন, গাঁজোর খাইতে দিবে না।

পিত্ত জন্য চক্ষুরোগে ঘোড়ার চক্ষু লাল, হলদে, নীল রং হয়। ইহার চিকিৎসা পূর্ব্ব-লিখিত হইবে।

কফজন্য চক্ষুরোগ

অশ্বদিগের যে রোগে চক্ষুর দুই কোণের মাংস বৃদ্ধি পাইয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলে, সেই রোগকে প্রচারক বলে ।

প্রচারক রোগের চিকিৎসা

ঘোড়াকে শুয়াইয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া চিকিৎসক বড়িশ অর্থাৎ বক্র অস্ত্র দ্বারা চক্ষুর পাতা টানিয়া উল্‌টাইয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কোণের মাংস সতর্কভাবে কাটিয়া ফেলিবেন । (যেন চক্ষুর তারার কোণে আঘাত না লাগে) পরে মধু ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ চক্ষুতে পুরিয়া দিবেন, অনন্তর চক্ষু ধোয়াইয়া দিয়া শঙ্খদেশের অর্থাৎ কাণের পার্শ্বের কপালের নীচের শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবেন ।

এই রোগে কুড়, বচ, চৈ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ইহাদের চূর্ণ মিলিত ৵· অৰ্দ্ধ পোয়া সৈন্ধবলবণচূর্ণ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া, মদ /২ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘোড়াকে পান করাইতে হইবে এবং ঘোড়াকে বাতাসশূন্য স্থানে রাখিতে হইবে । খাইবার জন্য দুর্ব্বাঘাস দেওয়া ভাল । যাহাতে

পেট ভার হয়, এরূপ খাইবার জিনিস পথ্য নহে। বিশেষতঃ মিষ্টি জিনিস গুড় প্রভৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ।

চক্ষুউঠারোগের লক্ষণ

এই রোগে ঘোড়ার চক্ষু হইতে জল পড়ে, চক্ষু ফুলিয়া উঠে, চক্ষুর মধ্যভাগ কাচের ন্যায় সাদা হয়।

চিকিৎসা

পিপুল, লোধছাল, কটকা, আমলা, হরীতকী, বহড়া, নিমছাল, প্রত্যেকে ৵০ অর্দ্ধ পোয়া গোমুত্র /৮। সের এই গোমুত্রে ঐ সকল দ্রব্য পাক করিয়া এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ /২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। অল্প গরম থাকিতে তাহাতে কিছু মধু মিশাইয়া এই গোমুত্র দ্বারা চক্ষু ধোয়াইতে হইবে।

সরিষার তৈল, /৪ সের পূর্ব্বোক্ত পিপুল, লোধ ছাল ইত্যাদি প্রত্যেকে /১৵ এক সের অর্দ্ধ পোয়া ৬৪ সের জল দিয়া এই পেপুল ইত্যাদি দ্রব্য পাক করিতে হইবে। যখন জল ।৬ ষোল সের

থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে বিড়ঙ্গ /১ সের পেষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ।৬ ষোল সের পাক করা জল দিয়া তৈল পাক করিতে হইবে। পাক করিতে করিতে যখন জল না থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত বাঁটা বিড়ঙ্গ /১ তৈল ইহাতে তুলিয়া হাতে করিয়া পাকাইলে বাতির মত পাকান যাইবে এবং ঐ পাক করা তৈল আগুনে ফেলিলে ফোঁস শব্দ করিবে না, তখন নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে।

এইরূপ ঘৃত /৪ সের, বিড়ঙ্গ /১ সের জল ।৬ ষোল সের একত্র পাক করিয়া লইলেও হইতে পারে। এই দুই প্রকার ঘৃত ও তৈল ঘোড়াদিগের নাসিকায় মধ্যে মধ্যে দিতে হইবে।

মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কাপড়ের দ্বারা ছানিয়া লইয়া তামার পাত্রে রাখিয়া গোমূত্রের দ্বারা ভিজাইতে হইবে। পরে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। এইরূপ বারংবার রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া খুব শুষ্ক চূর্ণ করিয়া কাপড়ের দ্বারা ছানিয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণের অঞ্জনে কফজন্য, সকল প্রকার চক্ষুরোগ ভাল হয়।

রক্তজন্য চক্ষুরোগের লক্ষণ

অশ্বদিগের রক্ত জন্য চক্ষু উঠায় সমস্ত চক্ষু বা তিন ভাগ বা অৰ্দ্ধেক লাল হয়। চক্ষু জ্বালা করে, যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়ে অথবা চক্ষু হইতে রক্ত পড়িতে থাকে এই রোগকে রক্তস্রাব বলে। যে কোনও প্রকারে চক্ষুতে আঘাত লাগিলে বা অস্ত্র করিবার সময় চক্ষুতে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে অথবা মাথায় আঘাত লাগিলে রক্ত জন্য চক্ষুরোগ হইতে পারে, এইরূপে চক্ষুতে যে যে রোগ হয় তাহার নাম রক্তসন্ধি, ও মণ্ডক।

চিকিৎসা

রাখাল শশার মূল বেদেদের নিকট পাওয়া যায়। তালীশপত্র, যষ্ঠীমধু, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, তগরপাদুকা অভাবে সিউলিছোপ, মূৰ্ব্বামূল প্রত্যেকের ওজন সমান মিলিত। ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া ইহা পেষণ করিয়া ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া ইহা দ্বারা চক্ষু ধোয়াইয়া দিতে হইবে। তাহার পর নিম্নলিখিত আজন লাগাইতে হইবে।

আজন

বহড়া ফলের শাঁস, লোধছাল, গামারের ফল, যষ্ঠিমধু, চিনি, গিরিমাটি, রসাঞ্জন (রসৎ) ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইতে হইবে পরে উপযুক্তগত মধু দিয়া পেষণ করিয়া বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বাতি জলে ঘষিয়া সীসার শলাকার দ্বারা (অর্থাৎ সীসার কাঠির দ্বারা) লাগাইতে হইবে।

আর এক প্রকার আজন

হরিতাল, চুণের জলে, অথবা কুমড়ার জলে ভিজাইয়া একদিন একরাত রাখিতে হইবে। পরে জল হইতে তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এই হরিতাল-চূর্ণ ছাকিয়া লইতে হইবে। এই হরিতাল-চূর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধছাল, বালা, রেণুকা, কুড়, বেণামূল, মনঃশিলা, (মনছাল) এই সকল দ্রব্যের ওজন প্রত্যেকের সমান জল দ্বারা পেষণ করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। .

এই বাতি জলে ঘষিয়া সীসার কাঠির দ্বারা ঘোড়ার চক্ষুতে দিতে হইবে।

পটলের লক্ষণ

অশ্বদিগের যে রোগের চক্ষুর উপরিভাগে বা অধোভাগে যে পটল বা পর্দ্দা পড়ে এবং তাহার দ্বারা চক্ষুর মধ্যভাগ ঢাকিয়া ফেলে, তাহাকে 'পটল' বলে। এই পটলরোগ পিত্ত হইতে জন্মিলে গাছের পাতার রঙ্গের মত বা নীলরঙ্গের মত হয়। বায়ু হইতে হইলে লাল হয়, কফ জন্য হইলে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ ঘন এবং সাদা রঙ্গের হয়, আর বায়ু-পিত্ত ও কফ অর্থাৎ সন্নিপাত হইতে হইলে সকল রং মিশিয়া এক প্রকার রং হয় অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ বর্ণ হয়। এই শেষের লিখিত অর্থাৎ সন্নিপাতজনিত পটল ভাল হয় না। বিশেষ চেষ্টা করিলে প্রথম অবস্থায় কিছু ভাল থাকে। রক্তজন্য পটল-রোগে কাল রং হয়।

চিকিৎসা

সকল প্রকার পটল অর্থাৎ পর্দ্দাপড়া রোগে শিরাবিদ্ধ করা প্রথম চিকিৎসা। শিরাবিদ্ধ করিতে হইলে অশ্রুপাত (অর্থাৎ এই গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত চক্ষুর নিম্নভাগ যে স্থানে চক্ষের জল

গড়াইয়া পড়ে) প্রপাণ অর্থাৎ উপরিভাগের ঠোঁট, ললাট অর্থাৎ কপাল, আর শঙ্খ (কাণের নিকট-বর্ত্তী চক্ষুর কোণের দুই অঙ্গুল দূরের স্থান) এই কয় স্থানের শিরাবিদ্ধ করিতে হয়।

শ্লেষ্মাজনিত পটলরোগে নিম্নলিখিত আজনটি বিশেষ উপকারী—মধু ও সৈন্ধব লবণ ঘষিয়া আজন দিলে এবং মধু, সৈন্ধব লবণ গোমূত্রে পেষণ করিয়া আজন দিলে ফল হয়।

তুঁতে ও পারাবত-বিষ্ঠা সমান ভাগ, উভয়ে একত্রে পেষণ করিয়া ছোট একটি ভাণ্ডের ভিতরে রাখিতে হইবে, পরে ঐ ভাণ্ডের মুখে একটি ঢাকনি দিয়া তদুপরি মাটির প্রলেপ দিয়া শুকাইতে হইবে। ১৫।১৬ খানি ঘুটা দিয়া ঐ ভাণ্ডটী পোড়াইতে হইবে। আগুণ নিবাইয়া ভাণ্ড ঠাণ্ডা হইলে ঐ তুঁতে বাহির করিয়া লইতে হইবে।

ঐ তুঁতে এবং সৈন্ধব লবণ, শোধিত হরিতাল (পূর্ব্বে হরিতাল শোধনের কথা বলা হইয়াছে।) মনছাল, মরিচ (প্রত্যেকে সমান) ভাগ গোমূত্রে পেষণ করিয়া মধুসহ আজন দিলে পটলরোগ ভাল হয়। এই আজনের দ্বারা মাংস কীল (অর্থাৎ

চক্ষের কাল অংশের মধ্যে মাংসের পিণ্ডের মত যে রোগ হয়)। রোগও ভাল হয়। বায়ু জন্য চক্ষু-রোগে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া এই আজন দিলে ফল হয়।

পিত্তজন্য ও রক্তজন্য পটলরোগের চিকিৎসা

পুণ্ডরিয়া কাষ্ট, (বেণের দোকানে পাওয়া যায়) যষ্টিমধু, শঙ্খ, মুক্তাভস্ম, প্রবালভস্ম, প্রত্যেকে সমান ভাগ, জলে পেষণ করিয়া বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বাতি ছায়াতে শুকাইয়া লইতে হইবে, রৌদ্রে দিতে হইবে না। অনন্তর এই বাতি জলে ঘষিয়া আজন দিতে হইবে।

আমলা, হরিতকী, বহড়া, চূর্ণ (সকলে মিলিয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া), ঘৃত ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, উভয়ে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া এই রক্ত ও পিত্ত জন্য ঘোড়াকে খাওয়াইতে হইবে।

চোখের পাতার রোগে ও পূর্ব্বোক্ত মাংসকাল এবং পিড়কা রোগে অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া লোধ ছালের গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দ্বারা আজন দিতে হইবে।

অশ্বদিগের চক্ষুতে পোকা হওয়া রোগ

চক্ষুর কাল ভাগের উপর একটি পর্দ্দা পড়িয়া তাহার মধ্যে পোকা হয়, একটি পোকা হইলে সেই রোগকে মুঞ্জরোগ বলে আর বহুপোকা হইলে "মুঞ্জ জাল" বলে ।

তাহার মধ্যে একটি পর্দ্দার মধ্যে পোকা হইলে সেই পর্দ্দা তৈলের মত বর্ণ হয়, দ্বিতীয় পর্দ্দা স্ফটিকের ন্যায় হয়, তৃতীয় পর্দ্দা রক্তবর্ণ হয়, চতুর্থ পর্দ্দা তৈলের মত হয় । প্রথম পর্দ্দায় পোকা হইলে তাহা ভাল হয়, দ্বিতীয় পর্দ্দায় হইলেও ভাল হয়, তৃতীয় পর্দ্দায় হইলে বহু চেষ্টায় ভাল হয়, চতুর্থ পর্দ্দায় হইলে ভাল হয় না ।

চিকিৎসা

ঘোড়াকে ভূমিতে শোয়াইয়া বিশেষরূপে বাঁধিয়া (যেন উঠিয়া না পড়ে) চক্ষু খুলিয়া চক্ষুর পাতা দুইটী সূচের দ্বারা বিদ্ধকরতঃ সূতা দিয়া বাঁধিয়া প্রসারিত রাখিবে (যেন চক্ষু বুঁজিয়া না পড়ে) । অনন্তর চক্ষুর জলপড়া নিবারণের জন্য শুষ্ক কাপড় চক্ষুর নীচে ধরিবে, পরে সূর্য্যের দিকে চক্ষু রাখিয়া

শস্ত্রের পর্দ্দা কাটিয়া ফেলিবে। কার্য্যের জন্য উৎপল-পত্র বা ব্রীহিপত্র শস্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। শস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারটি বাদ রাখিয়া সমস্তভাগ সূতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া লইবে। অশ্বদিগের চক্ষুর কাল ও সাদা ভাগের মধ্যে শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হয়। পরে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষু পীড়িত করিয়া সাবধানে মুঞ্জক অর্থাৎ পোকা ও পর্দ্দা আকর্ষণ করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ জলে ফেলিয়া দিয়া দেখিবে, পোকা বাহির হইল কি না। ফলতঃ পোকা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য ঔষধ দিবে না। বাহির করিয়া ঔষধ দিবে।

ঔষধ এই—

পোকা বাহির করিয়া গোমূত্র দ্বারা চক্ষুটি ধুইয়া ফেলিবে, পরে ঘৃতসহ মধু—মিশ্রিত করতঃ চক্ষুটি পূরণ করিয়া দিবে, চক্ষুর উপর আল্‌গা ভাবে একটি পটি বাঁধিয়া রাখিবে। ডুমুরছাল, বটছাল, অশ্বত্থছাল, মহুলছাল, পাকুড়ছাল, (প্রত্যেকে সমান ওজন) জল দিয়া পেষণ করিয়া সামান্য ঘৃতমিশ্রিত করতঃ চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিতে হইবে, ৩ দিন পরে উপরে বাঁধা পটি খুলিতে হইবে। মুঞ্জক-

রোগে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, মুঞ্জজল রোগে বিশেষভাবে সে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে। চক্ষুর মাঝের ঘা ভাল হইয়া গেলে পটল অর্থাৎ পর্দ্দা হওয়া রোগে যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা দিতে হইবে।

তিলের তৈল /৪ সের, আমলা, হরীতকী, বহড়া প্রত্যেকে /২৷৷৵০ তোলা, ইহাদিগকে কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, যখন ।৬ ষোল সের জল থাকিবে, তখন নামাইয়া কাপড়ের দ্বারা ঐ জল ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে ঐ জলে পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন প্রত্যেক ।/১ তোলা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গুলিয়া দিতে হইবে। এই পাক করা জল ও পূর্ব্বোক্ত তৈল /৪ সের একত্র পাক করিতে হইবে। যখন জল না থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত বাঁটা পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ ইত্যাদি তৈল হইতে তুলিয়া বাতির মতন পাকান যাইবে এবং ঐ পাক করা তৈল আগুণে ফেলিলে শব্দ হইবে না, তখন তৈল ঠিক পাক হইয়াছে জানিতে হইবে। এই তৈল কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে ছাকিয়া ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে হইবে।

এই সকল ঔষধ দিয়া যদি চক্ষুর উত্তমরূপে উপকার না হয় তাহা হইলে এই আঞ্জন দিবে।

আঞ্জন প্রস্তুত-প্রণালী

পিপুল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, গিরিমাটি, বরুণ-ছাল, গোরুর দাঁত, উঁটের দাঁত, সমুদ্রফেন, (ইহারা প্রত্যেকে সমান) উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধু দিয়া আঞ্জন প্রস্তুত করিবে। এই আঞ্জনে মুঞ্জরোগ ভাল হয়। ঐরূপ বহড়া ফলের শাঁস মধু দিয়া আঞ্জন করিয়া দিলে মুঞ্জরোগ ভাল হয়।

অশ্বদিগের চক্ষুর পাতার রোগ

অশ্বদিগের যে রোগে চোখের পাতা হইতে পুঁয বাহির হয়, সেই রোগের নাম বর্ত্মকুন্দ।

চিকিৎসা

বর্ত্মকুন্দ রোগে শঙ্খ স্থানে, অশ্রুপাত স্থানে এবং কপালে যে শিরা আছে, ঐ শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে।

আমলা, হরীতকী, বহড়া, প্রত্যেকে ২৬॥ সাড়ে ছাব্বিশ তোলা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ

করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, যখন ।৮ ষোল সের থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই জলে লোধছাল চুর্ণ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া গুলিয়া দিয়া সেই জল দ্বারা ঐ চক্ষুর-পাতারোগ ধোয়াইতে হইবে। আর ডুমুর, অশ্বত্থ, মহুল, পাকুড়, বটবৃক্ষ ইহাদের টাট্‌কাছাল (প্রত্যেক সমান ওজন) জল দ্বারা উত্তমরূপ পেষণকরতঃ প্রলেপ দিতে হইবে।

একত্রিংশ অধ্যায়
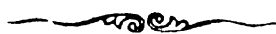
শিরোরোগ বা মাথার পীড়া

অশ্বদিগের মাথায় বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফ-জন্য, সন্নিপাত-জন্য অর্থাৎ মিলিত বায়ু-পিত্ত-কফ-জন্য ও রক্ত-জন্য এবং আঘাত লাগিয়া নানা রকম রোগ হয়।

বায়ুজন্য শিরোরোগের লক্ষণ

যদি ঘোড়া অতিশয় দুঃখিতভাবে নীচের দিকে মুখ করিয়া অবস্থান করে, ভাল করিয়া খায় না, সর্ব্বদা ঝিমাইতে থাকে, তাহার লোমগুলি খাড়া হইয়া থাকে, মাথা স্পন্দিত হইতে থাকে, মাথায় হাত দিলে স্পন্দন বেশ লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, ঘোড়া বায়ুজন্য শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

চিকিৎসা

শঙ্খ অর্থাৎ রগ, (এই স্থানের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) তালু ও ঘাড়ের নিকটের

শিরা (মন্যা) বিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। পরে মস্তকে ও গাত্রে বায়ুনাশক তৈল (চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত মহারাজ-প্রসারণী প্রভৃতি) মাখাইতে হইবে।

আতইচ্ (বেণের দোকানে পাওয়া যায়) (ইহা গোময় দিয়া শোধন করিয়া লইতে হয়) পিপুল, বচ, সৈন্ধবলবণ, সাদা তেওড়ির পাতা প্রত্যেকের ওজন সমান, সকলের চূর্ণ মিলিয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, ২ সের মদের সহিত খাইতে দিতে হইবে। আহারের জন্য মাংসের জুস্ এবং তিলের তৈল /১॥০ সের, সুট, পেপুল, মরিচ-চূর্ণ ।৵০ তোলা মিলিত ; ঐ তৈল মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে খাইতে দিতে হইবে।

পিত্ত-জনিত শিরোরোগের ঔষধ

অশ্বদিগের যে রোগে শ্বাস (হাঁপানি), পিপাসা, ঘর্ম্ম, মাথাগরম, মাথা-ভারি ও চখের পাতা ফুলিয়া উঠে, ঘোড়া নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকে, এক-বারও ঘুমায় না, চখে তন্দ্রার ভাব দেখা যায় না, সেইরূপ পিত্তজন্য শিরোরোগ বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা

বায়ুজন্য মাথার পীড়ায় যেরূপ শিরাবিদ্ধ করিবার কথা বলা হইয়াছে, এই পিত্তজন্য মাথার পীড়াতে সেইরূপ করিতে হইবে।

কতকটা ঘৃত লইয়া পাথরের পাত্রে জল দিয়া একশত বার মর্দ্দন ও ধৌত করিয়া ঘোড়ার মাথায় প্রলেপ দিতে হইবে এবং পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ (বেণের দোকানে পাওয়া যায়), যষ্টিমধু, সাদাচন্দন, বেণা-মূল, পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেক সমান মিলিয়া ৵০ আধপোয়া জলের দ্বারা পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিতে হইবে।

যষ্টিমধু, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক সমান ওজন, সকলে মিলিয়া /॥০ অর্দ্ধসের; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ পেষণ করিয়া /৪ সের গাভি ঘৃতে ।৬ গাভীদুগ্ধ দিয়া পাক করিতে হইবে। যখন ঐ ঘৃতের মধ্য হইতে পাটা যষ্টিমধু প্রভৃতি লইয়া বাতির মত পাকান যাইবে, তখন জানিতে হইবে ঘৃত ঠিক্ পাক হইয়াছে, এই অবসরে ঘৃত কাপড়ের দ্বারা ছাকিয়া ঠাণ্ডা হইলে ঘোড়ার নাকে দিতে হইবে।

খাইবার জন্য ঘৃত মাখান তিত্তি-ভাগ (অর্থাৎ বন-মুগ) ও ভাত, ঘাসের মধ্যে দূর্ব্বা ঘাস ও সাদা ঘাস, শালি-ধান্যের অর্থাৎ রাগশাল, কি লোহিত-শাল প্রভৃতি হৈমন্তিক ধান্যের পাতা ও পল্লব (পং) দেওয়া হইবে।

কফজন্য শিরোরোগ

অশ্বদিগের কফ-জন্য শিরোরোগে মুখ দিয়া ও দুই নাসিকা দ্বারা কফ বা লালা নির্গত হইতে থাকিবে। মেধ বা চর্ব্বি বেশী হওয়ায় মাথা ভার ও তালু ফুলিয়া উঠিবে। অশ্ব অতিশয় দুঃখিত-ভাবে অবস্থান করিবে।

চিকিৎসা

পূর্ব্বের ন্যায় শঙ্খদেশের ও তালুদেশের শিরাবিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে।

বিড়ঙ্গ-চূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল-চূর্ণ, তিতবেগুন-চূর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান বলিয়া ২ তোলা, উপযুক্ত মত ছাগল-দুগ্ধে মিশাইয়া ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে হইবে।

শুঁঠ, স্থলপদ্ম, তগরপাদুকা অভাবে শিউলি ছোপড়, রেণুক (বেণের দোকানে পাওয়া যায়), এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ওজন ৵০ অর্দ্ধপোয়া, গোমূত্র ।৬ সের, তিল তৈল ১৪ সের। পূর্ব্বোক্ত শুঁঠ ইত্যাদি উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এই তৈল পাক করিতে হইবে। যখন ঐ বাঁটা শুঁঠ ইত্যাদি বাতির মত পাকান যাইবে, তখন নামাইয়া কাপড়ের দ্বারা ছাকিয়া ঠাণ্ডা হইলে ঘোড়ার নাকে অল্প অল্প করিয়া নস্য দিতে হইবে।

খাইবার জন্য, নিমপাতা, মুগ, ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ-চূর্ণমিশ্রিত ঈষৎ উষ্ণ মধু দেওয়া যাইবে।

সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ

পূর্ব্বে বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য শিরঃপীড়ায় যে যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ যদি মিলিত হইয়া কতকাংশে বা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইহা সান্নিপাতিক শিরোরোগ। এই রোগ অতিকষ্টে ভাল হয়, যথা-সময়ে চিকিৎসা না করিলে একবারেই ভাল হয় না।

চিকিৎসা

পূর্ব্বে বায়ুজন্য শিরোরোগে যে সকল স্থানের শিরাবিদ্ধ করিবার কথা বলা হইয়াছে, এই রোগেও সেই সেই স্থানের শিরাবিদ্ধ করিতে হইবে। পান করিবার জন্য পূর্ব্বের মত দুই সের মদের সহিত দেবদারু, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, পিপুল, শুঁঠ, পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, সাদা তেউড়ির পাতা, এই সকল দ্রব্যের মিলিত চূর্ণ ৵০ অর্দ্ধপোয়া মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। সরল-কাষ্ঠ, শালের আঠা অর্থাৎ ধুনা, গুড়ত্বক্‌, কুড়, রেণুক ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান উপযুক্তমত ঘৃতমিশ্রিত করিয়া অগ্নি-সংযোগে অশ্বের নাকে ধূম দিতে হইবে।

খাইবার জন্য মধু ও ঘৃতের সহিত তিক্ত-মুগ দেওয়া হইবে। অশ্ব-চিকিৎসক এই রোগ অসাধ্য বলিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন, অন্যথা অযশের পাত্র হইবেন।

রক্তজনিত মাথা-পীড়ার লক্ষণ

অধিক পরিমাণে ঝাল জিনিষ, লোণা জিনিষ, ও অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে অশ্বদিগের রক্ত কুপিত হইয়া মাথার পীড়া জন্মিয়া থাকে।

এই রোগে ঘোড়ার নাক এবং চক্ষুর মধ্যস্থিত কালভাগ ফুলিয়া উঠে, চক্ষু লাল হয়, কখনও কখনও চক্ষু দিয়া রক্ত বাহির হইয়া থাকে। ঘোড়া অতিশয় দুঃখিতভাবে অবস্থান করে।

আঘাতজন্য শিরোপীড়ার লক্ষণ

যদি কোনরূপে ঘোড়ার মাথায় কাঠ বা ঢিলের আঘাত লাগে, তাহা হইলে তাহাদের মাথা ভারি হয়, কাণ স্তব্ধভাব অর্থাৎ কাণ খাড়া হইয়া থাকে এবং মন ভাল থাকে না, এই রোগ আঘাত জন্য শিরোরোগ।

চিকিৎসা

পিত্তজন্য, শিরোরোগে শিরাবিদ্ধ করিবার কথা ও যে সকল ঔষধের বিষয় বলা হইয়াছে, রক্তজন্য ও আঘাতজন্য শিরোরোগে সেইরূপ করিতে হইবে।

মাথায় পোকা (অর্থাৎ ক্রিমি) হইয়া যে পীড়া হয় তাহার লক্ষণ—

অশ্বদিগের যে রোগে নাসিকা হইতে ক্রিমি বা পোকা নির্গত হয়, আর মাথার ভিতর কোন

জিনিষের দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়, ফলতঃ নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, এইরূপ ক্রিমিজন্য শিরোরোগ।

চিকিৎসা

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, বেগুনের বীজ ইহাদের ওজন সমান সকল মিলিয়া ২ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একপোয়া মদ ও একপোয়া তৈলের সহিত মিশাইয়া ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে হইবে। অথবা বৃহতীর ফল ১ তোলা, তিক্ত-বেগুন ১ তোলা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, একপোয়া ছাগল-দুধে মিশাইয়া ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে হইবে।

অথবা শুঁঠ, সুলফা, তগরপাদুকা (অভাবে সিউলি ছোপড়) ও রেণুকা ইহাদের ওজন সমান, সকলে মিলিয়া ⁄॥০ অর্দ্ধসের, তিলের তৈল ⁄৪ সের, গোমূত্র ।৶ সের; পূর্ব্বোক্ত শুঁঠ ইত্যাদি দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এই তৈল পাক করিতে হইবে। পূর্ব্ববৎ বাঁটা শুঁঠ ইত্যাদি বাত্তির মত পাকান গেলে তৈল ঠিক পাক হইয়াছে জানিতে হইবে।

এই ঔষধ নাগাইয়া কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইলে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প করিয়া ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে হইবে।

খাইবার জন্য তিক্ত মুগ ও গরম ঘৃতের সহিত বিড়ঙ্গ-চূর্ণ দিতে হইবে।

অথবা বিড়ঙ্গ-চূর্ণ, রশুন, লোধছাল, বৃহতীর ফল, ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, সকল মিলিয়া /॥০ অর্দ্ধপোয়া, সেই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া /৪ চারিসের পরিমিত তিলের তৈল ।৬ সের গোমুত্র দিয়া পাক করিতে হইবে। পূর্ব্ববৎ তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া ঈষৎ গরম থাকিতে মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে হইবে।

খাইবার জন্য তিক্ত মুগ ও ঘৃত-মাখা বিড়ঙ্গ দেওয়া যাইবে।

লঙ্গিত অর্থাৎ খোঁড়ান রোগের লক্ষণ

খোঁড়ান রোগ দুই কারণে হয়—এক রকম বায়ু-পিত্ত-কফ আদি দোষের দ্বারা অপর আঘাত লাগিয়া।

চিকিৎসা

প্রথমে দেখিতে হইবে, অশ্ব কোন স্থানের দোষে খোঁড়াইতেছে। বক্ষদেশ, বাহু অর্থাৎ আগেকার দুই পা, জানু, জঙ্ঘা (জাং), কটিদেশ ক্ষুরের উপরিভাগ, ক্ষুরের আগা, ক্ষুরের তল, এই সকল স্থানে দোষ ঘটিলে অশ্ব খোঁড়ায়। যদি আঘাত না পাইয়া অশ্ব খোঁড়াইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহা বায়ু প্রভৃতি দোষের জন্য হইয়াছে।

আঘাত না পাইয়া ঘোড়া খোঁড়াইতে থাকিলে তাহাকে উপবাস দ্বারা (অর্থাৎ খাইতে না দিয়া) প্রথমে দোষশূন্য করিবে। ফলতঃ উপবাস দ্বারা শরীর হাল্‌কা হইলে, যথোপযুক্ত মলমূত্র নির্গত হইলে, হৃদয় ও উদ্‌গার বিশুদ্ধ হইলে, ক্লান্তি ও তন্দ্রার ভাব দূর হইলে, কিঞ্চিৎ ঘৃতসহ দুই সের পরিমাণ মদ্য খাইতে দিবে।

তৃষ্ণা-নিবারণ জন্য হরিদ্রা, আতইচ, লোধছাল, পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে ৵০ পোয়া পরিমাণ লইয়া /২ সের পরিমাণ জলে গুলিয়া

পান করিতে দিবে। এই চিকিৎসা শীতকালের খোঁড়ান রোগ জন্য লিখিত হইল।

গ্রীষ্মকালে খোঁড়ান রোগ হইলে, বনভাদুলে (ত্রায়গাণা) (পাচনের দোকানে পাওয়া যায়) বচ, কুড়, মুথা, কট্‌ফল ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া (সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন) ৵৹ পোয়া মাত্রায় লইয়া /২ সের মদ্য বা সিধুর (ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষ) সহিত মিশ্রিতকরত ঘোড়াকে খাইতে দিতে হইবে। এইরূপ তিন দিন বা সাত দিন করিতে হইবে।

বুকের দোষে ঘোড়া খোঁড়াইলে বুকের মধ্যে যে অনন্তা নামে শিরা আছে, তাহা ১মতঃ—বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইতে হইবে। রক্তস্রাব করাইয়া যদি বিশেষ ফল না হয়, তবে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। (এই দগ্ধ করিবার প্রণালী অগ্নিকার্য্য-অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত হইবে।)

অনন্তর শিংশপা, (শাকগাছ) ২য়তঃ—(পাচনের দোকানে পাওয়া যায়), ও আকনাদি-মূল ও ছাল প্রত্যেক /।০ এক পোয়া পরিমাণে লইয়া /৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে নামাইয়া

কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া শোধিত গুগ্গুল্ ৵০ আধ পোয়া এবং তৈল ৵০ আধ পোয়া, ঘৃত ৵০ আধ পোয়া মিলাইয়া খাইতে দিবে।

আঘাত লাগিয়া খোঁড়াইলে চিকিৎসা

বক্ষোদেশে আঘাত লাগিয়া ঘোড়া খোঁড়াইলে শতধৌতঘৃত ঐ স্থানে উত্তমরূপ মালিস করিবে। এবং বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, মৌল ও ডুমুরের ছাল সমান ওজনে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বেদনা-স্থানে বারংবার প্রলেপ দিবে।

এইরূপ সাতবার করিয়া সাতদিন মালিস ও প্রলেপ দিতে হইবে।

অশ্বকে কোনও রূপ পরিশ্রম করাইবে না। সাত দিনে ভাল না হইলে কুড়ি দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে।

ভাল হইয়াছে কিনা এই পরীক্ষা জন্য একবার করিয়া ভ্রমণ করাইবে। (টহলাইবে)।

এইরূপ ভাবে ২১ দিন গত হইলে যদি রোগ শেষ না হয়, তবে এই অধ্যায়ে যে শিরাবিদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, এবং অগ্নিকার্য্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা করিতে হইবে।

অশ্বকে বিশেষরূপে সংযত করিয়া অর্থাৎ শোয়াইয়া পায়ে বাঁধিয়া শস্ত্র ও অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করিবে।

আঘাত জন্য খোঁড়ান রোগে কোনও মতে পরিশ্রম করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে।

আলকুশির মূল, শ্বেত-বেলেড়া, বালা, পালিতা-মান্দার (চোরপালিতা), সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকের ওজন ২ পল অর্থাৎ ⁄। পোয়া, জল ৬২ সের, জলে এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া ⁄৮ সের থাকিতে নামাইয়া কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে এই পাক করা জল গুহ্যদ্বারে পিচকারির দ্বারা প্রবেশ করাইতে হইবে।

অথবা আলকুশির মূল, শ্বেতবেলেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ওজন ৫ পাঁচ পল অর্থাৎ ⁄॥৵ পোয়া, জল ৬২ সের, জলে এই জিনিষ সকল পাক করিয়া যখন ⁄৮ সের থাকিবে, তখন নামাইতে হইবে; পরে ছাঁকিয়া লইয়া আদা, সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা ইহাদের মিলিত চূর্ণ দুই তোলা, ঐ পাক করা জলে মিশ্রিতকরত পূর্ব্ববৎ গুহ্যদ্বারে পিচকারির দ্বারা প্রবেশ করাইতে হইবে। ইহার নাম "নিরূহ-

প্রয়োগ" অর্থাৎ পাক করা জল দ্বারা পিচকারি দেওয়া।

এই পাক করা জল গুহ্যদ্বার হইতে মলের সহিত অথবা কেবল নির্গত হইলে তিলতৈলে চারিসের শুঁঠ, পিপুল, মরিচ মিলিত ২ দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া পিচকারির দ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইতে হইবে (ইহার সহিত পাক করা জল অথবা কেবল জলমিশ্রিত করিতে হইবে না) এই প্রকার তৈল-প্রয়োগের নাম "অনুবাসন"। এই তৈল দেওয়ার দিনে অশ্বকে খাইবার জন্য ঘাস ও দানা এবং জল অল্প পরিমাণে দিতে হইবে।

অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ পিছন ধারে খোঁড়ান লক্ষ্য হইলে কেবলমাত্র অনুবাসন অর্থাৎ তৈলের পিচকারি দেওয়া হইবে। পাক করা জল অর্থাৎ নিরুহ গুহ্যদ্বারা প্রবেশ করান হইবে না। আর পূর্ব্বকায়ের অর্থাৎ আগের দিকে (বুক হইতে আগের পা ও মুখের দিকে খোঁড়ানর কারণ লক্ষ্য হইলে যে চিকিৎসার কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) পশ্চাৎ দিকে খোঁড়ান রোগেও সেইরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে।

ফলতঃ সকল প্রকার খোঁড়ান রোগে গুহ্যদ্বারে তৈলের পিচকারি দেওয়া এবং যে স্থানে খোঁড়াই-বার কারণ বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী শিরাবিদ্ধ করিয়া দেওয়া সঙ্গত। অপর বুকের দোষে যে খোঁড়ান রোগ হয়, তাহার যেরূপ চিকিৎসা বলা হইয়াছে (উপবাস ইত্যাদি যে চিকিৎসা) সেই সেই চিকিৎসা সকল প্রকার খোঁড়ান রোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কোমরের দোষে খোঁড়ান রোগের লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা

কোমরের দোষে যে ঘোড়া খোঁড়ায়, সেই ঘোড়াকে 'বাতকাটি' বলে অর্থাৎ কটিদেশে বায়ুর দ্বারায় বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে ঘোড়া খোঁড়াইতে থাকে, এক কথায় এই রোগকে কোমরের বাতধরা বলা যাইতে পারে।

চিকিৎসা

উরু-সন্ধির নিম্নে চার অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান বাদ দিয়া অপাস্তি নামক শিরাবিদ্ধ করিয়া (এই পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের শিরাবিদ্ধ করিবার প্রকার

ও স্থান বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই কারণ এখানে বলা গেল না) রক্ত-মোক্ষণ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বে যেরূপ পাক করা জল ও তৈল-প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ করিতে হইবে আর খাইবার প্রণালীও সেইরূপ করিতে হইবে। এই গ্রন্থে বায়ুনাশক যে সকল তৈলের কথা বলা হইয়াছে এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অশ্ব-দিগের বায়ু-রোগের শান্তির জন্য মহারাজ-প্রসারণী প্রভৃতি যে সকল তৈল বলা হইয়াছে, সেই সেই তৈলের দ্বারা কোমরে মালিশ করিতে হইবে।

যে অশ্ব তিন পায়ের দ্বারা দণ্ডায়মান থাকিয়া অপর এক পদের খুরাগ্রের দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে এবং নিশ্চল হইয়া অলস চক্ষে অবস্থান করে, সেই অশ্ব বিশুদ্ধ অর্থাৎ খোঁড়ান প্রভৃতি রোগ-শূন্য ; এবং যে অশ্ব অগ্রকায়ের দ্বারা অর্থাৎ আগেকার পায়ের উপর ভর দিয়া যায়, সেও বিশুদ্ধ, অথবা যে অশ্বের পশ্চাদ্ভাগ আগের দিকে উত্থিত হইয়া থাকে সেই অশ্ব দৃঢ় বলিয়া বিবেচনা হয়। অপর যে ঘোড়া দাঁড়াইয়া ঘুমায় এবং তাহার বক্ষদেশ এক অঙ্গুলি বা দুই অঙ্গুলি নীচু হইয়া থাকে

সেই অশ্ব গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ খোঁড়ান ইত্যাদি রোগশূন্য বলিয়া বহনের উপযুক্ত।

ইহার পর যে অশ্ব গ্রহণের যোগ্য নয়, খোঁড়ান-রোগে আক্রান্ত, তাহা বলা হইতেছে।

যে অশ্বের শরীরে বাতের প্রাবল্য অধিকরূপে বর্ত্তমান অথবা যে অশ্বের এক অংশ কূট (আগেকার দুই পায়ের ও স্কন্ধদেশের যে সন্ধিস্থল বা ঐরূপে দুই সন্ধিস্থল বায়ুর দ্বারায় আক্রান্ত হয় কিম্বা বেগে ও গমনে বাতের তুল্য লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে অশ্ব বলিষ্ঠ হইলেও গ্রহণের অনুপযুক্ত। কারণ সেই অশ্ব বাতকোটী (কুমরি) রোগগ্রস্ত।

আর যে অশ্ব প্লুত-গতিতে (কদমে) চলিতে চলিতে কোমর উপরদিকে তোলে, সেই অশ্ব বাত-রোগগ্রস্ত, তাহাকে বাহনের কার্য্যের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

অথবা যে অশ্ব এক কর্ণ উচ্চ ও এক কর্ণ নিম্ন করিয়া অবস্থান করে এবং গমনের সময় বক্ষদেশ আকুঞ্চিত অর্থাৎ বাঁকাইতে থাকে, সেই অশ্ব বাত-পীড়ায় আক্রান্ত সুতরাং সে অশ্বও বর্জ্জনীয়।

যদি অশ্ব পিছনের পায়ের খুরের অগ্রভাগ দ্বারা

ভূমিতে স্খলিতভাবে অর্থাৎ পা টানিয়া টানিয়া গমন করে, তাহাহইলে সেই অশ্বকে 'অকিঞ্চন' বলা যায় অর্থাৎ তাহার দ্বারায় কোনও কাজই হয় না, সুতরাং অশ্বকার্য্যের সে অনুপযুক্ত অথবা যে অশ্ব সর্ব্বদা ঝিমাইতে ঝিমাইতে পিছনের পায়ের বাঁধা দড়ি টানিয়া অবস্থান করে, সেই অশ্ব বাতভুগ্নকটি অর্থাৎ বাতরোগে তাহার কোমর বাঁকিয়া গিয়াছে। এই অশ্বেও কোনও কাজ হয় না, ইহাকেও অকিঞ্চন বলা যায়।

আর যে ঘোড়া মাটিতে লুটাইয়া উঠিবার কালে আগেই আগেকার শরীরের ভাগ উঠায় পরে পিছন-দিক উঠায়, সে অশ্বও বাতরোগে আক্রান্ত বুঝিতে হইবে।

এই যে কয়েক প্রকার অশ্বদিগের বাতরোগের কথা বর্ণিত হইল, এই সকল রোগ দূর হয় না।

কোমরের দোষে অশ্ব খোঁড়াইতেছে এই আশঙ্কা হইলে, যে গুহ্যদ্বারে পাক করা জল প্রবেশ করাইয়া দিবার উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা দিতে হইলে ঐ অশ্বকে বাহিত করিয়া অর্থাৎ বাহনের কার্য্য সম্পাদন করাইয়া স্নান ও জলপান

করাইয়া সুখে অবস্থান করাইবে। যখন সেই অশ্ব আয়াসচক্ষে অবস্থান করিবে এবং তাহার শরীর বেশ দৃঢ় হইয়াছে বুঝা যাইবে, তখন অশ্বশালায় রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা বিশেষরূপে সংযত ও পরিবৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে নারূহ দিবে (পাক করা জল পিচকারি দিয়া প্রবেশ করাইবে)। এই প্রকার চিকিৎসা তিন রাত্রি কিম্বা পাঁচ রাত্রি অথবা সপ্তরাত্রি করিতে হইবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

অশ্বদিগের কাণের রোগ বায়ু বা পিত্ত কিম্বা কফ রক্তকে দূষিত করিলে অথবা কাণের নিকটে আঘাত লাগিলে অশ্বদিগের কর্ণরোগ হইয়া থাকে, ইহার চিহ্ন এই যে কাণের ভিতর ফুলিয়া উঠে।

চিকিৎসা

বেশ শক্ত কাণখুস্কির আগায় তুলা বেড়াইয়া কাণের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। পুনঃপুনঃ প্রবেশ ও বাহির ও তুলা বদলাইয়া কাণের সমস্ত পূঁজ বাহির করিতে হইবে। পরে অশ্বকে ভালরূপে বান্ধিয়া ভূমিতে শোয়াইয়া কাণের ভিতর মধু ও ঘৃত প্রবেশ করাইয়া দিবে, অথবা কুড়, পিপুল, লোধ-ছাল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, এই সকল জিনিষ সমান ভাগে লইয়া কুড়ব পরিমিত (আধসের) লইয়া জল দ্বারা পেষণ করিয়া চতুঃপ্রস্থ পরিমিত (চারি সের) ঘৃতে ষোল সের জল দ্বারা পাক করিবে, পাক করিতে করিতে যখন জল না থাকিবে এবং পূর্ব্বোক্ত বাকী কুড় ইত্যাদি দ্রব্য বাত্তির ন্যায় পাকান

যাইবে, তখন ঘৃত ঠিক পাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এই অবসরে ঘৃত নামাইয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া না লইয়া কুড়ব পরিমিত অর্থাৎ আধসের কাণের ভিতর দিতে হইবে।

কিম্বা ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, উভয়ে মিলিয়া এক কর্ষ (দুই তোলা), ঘৃত ১ পল (আধপোয়া) গরম করিয়া তাহাতে ঐ দুই দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ঈষৎ গরম থাকিতে কাণের ভিতর দিতে হইবে।

অথবা কয়েতবেলের রসে মধু ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া কাণের ভিতর দেওয়া যাইবে। আর কাণে একটী ধূপ দিতে হইবে। ধূপ এই—গুড়ত্বক (দারুচিনি) ক্ষীরাবৃক্ষ (ডুমুর, বট, অশ্বত্থ, গৌল ও পাকুড়) যে কোনও গাছের ছাল ও পাতা, শাপের খোলস, বচ ও গুগ্‌গুলু, কুড়, ভেড়ার লোম, মনশীলা (মনছাল) ইহাদের ওজন প্রত্যেকের সমান, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া মাখিবার উপযুক্ত ঘৃতমিশ্রিত করিয়া অগ্নি-সংযোগে কর্ণে ধূপ দিবে।

এই কর্ণরোগগ্রস্ত অশ্বকে মধু ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত মুগ খাইতে দিবে।

ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়

অশ্বদিগের কাসরোগের লক্ষণ

অশ্বদিগের ছয় প্রকার কাসরোগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্য তিন প্রকার, সান্নিপাত (মিলিত বায়ু-পিত্ত-কফ) জন্য এক প্রকার আর ক্ষত ও ক্ষয় জন্য দুই প্রকার, এই সকলে মিলিয়া ছয় প্রকার।

বায়ুজন্য কাসের লক্ষণ

অশ্বদিগের যে রোগে কাসি হইতে থাকে, কিন্তু কফ নির্গত হয় না, ক্রমশঃ ক্ষীণতা বাড়িতে থাকে, সেই রোগ বায়ুজন্য কাস বলিয়া বিখ্যাত।

চিকিৎসা

অশ্ব বায়ুজন্য কাসের দ্বারায় আক্রান্ত হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহাকে বেল, শ্চোলা, গামার, পারুল গণিয়ারি এই পাঁচ বৃক্ষের মূলের ছাল মিলিত এক পল (আধ পোয়া) ষোল সের পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইয়া

ছাঁকিয়া সেই জল পলপরিমিত (আধ পোয়া) মাংস পাক করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া পুনরায় ছাঁকিয়া খাইতে দিবেন।

অথবা গরুর দুধ এক প্রস্থ (/৪ সের), চিনি ১ কুড়ব (আধ সের), পিপুল, শুঁঠ চারিভাগের এক ভাগ কম ১ পল (ছয় তোলা) এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে খাওয়াইবেন।

কিম্বা তিল-তৈল (প্রস্থার্দ্ধ) দুই সের, সৈন্ধব-লবণ ১ কর্ষ (দুই তোলা), শুঁঠ, পিপুল এক-চতুর্থাংশ, পূপ ১ পল (৬ তোলা) চিনি ১ কুড়ব (অর্দ্ধসের)।

অথবা দুরালভা, কণ্টকারি বৃহতা, কটুকি ইহাদের সকলের ওজন ১ পল (প্রত্যেক দুইতোলা) শুষ্ক বেগুন ১ পল (আধ পোয়া) আঢ়ক পরিমিত (১৬ সের) জলে ঐ বেগুন পাক করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জলে দুরালভা প্রভৃতি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তিল-তৈল ৩ কুড়ব (দেড় সের) পরিমিত ঐ ক্বাথ সন্তোলিত করিয়া (সাঁতলাইয়া) লইতে হইবে। ঐ যুস বায়ুজন্য অশ্বদিগের কাসের বিশেষ উপকার করে।

অপর—

দুরালভা, কণ্টকারি, বৃহতী, কটুকি মিলিত ১ পল, প্রত্যেক দুই তোলা, বংশলোচন ও গমচূর্ণ (ময়দা) মিলিত ১ পল (আধ পোয়া, প্রত্যেক ১ ছটাক) দুধ ।৬ ষোল সের, পুরাতন গুড় ৮ পল (৴১ সের) ঘৃত ৪পল (অর্দ্ধ সের) এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া পায়সের মত হইলে নামাইয়া খাইতে দিবে।

দধি চারিপল (অর্দ্ধসের) মধু ১ কুড়ব (আধ সের) একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে অশ্ব-দিগের বায়ুজন্য কাস দূর হয়।

শুষ্ক বেগুন ১ পল (আধ পোয়া) আড়ক পরিমিত (ষোল সের) জলে পাক করিয়া অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৴৮ সের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে শুঁঠ পিপুল-চূর্ণ প্রত্যেক ১ ছটাক ঐ জলে মিশ্রিত করিয়া ৩ কুড়ব (দেড় সের) তিল-তৈলে সন্তোলিত করিয়া পান করাইবে।

মূলার রস অর্দ্ধপ্রস্থ (দুইসের) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিষ্পন্ন শুক্নো বেগুনের পাক করা কাথ ৴৮ সের আর তিলতৈল অর্দ্ধপ্রস্থ অর্থাৎ দুইসের

আর তিল-তৈল অর্দ্ধ প্রস্থ অর্থাৎ দুই সের একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

অশ্বের নাসিকার দ্বারে কুলত্থকলাই (কুত্তি-কলাই), কুশমূল; মিলিত চারতোলা, ঘৃত ও গরুর চর্ব্বি, মিলিত দুই তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিযোগে ধূপ দিবে।

পিত্তজন্য কাসের লক্ষণ

অশ্বদিগের পিত্তজন্য কাসে নীল ও পীত (হলদে) রঙ্গের কফ নির্গত হয়। থাকিয়া থাকিয়া কাস (বিচ্ছিন্নভাবে) হয়, কাসিতে কাসিতে গায়ে জ্বালা ও ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা

অশ্বদিগের পিত্তজন্য কাসে গোবরের রস ১ সের পিপুলচূর্ণ ১ পল (আধপোয়া) মধু ও ঘৃত প্রত্যেক অর্দ্ধসের একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইতে হইবে অথবা ছাগদুগ্ধ ৪ সের, যবচূর্ণ ১ কুড়ব (অর্দ্ধসের) এই দ্রব্যের যোগে পায়স প্রস্তুত করিয়া আমলা ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেক ছয় তোলা মধু ও ঘৃত আধসের একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

কিংবা পিপুল, যষ্ঠিমধু, শ্বেত-বেলেড়া, গোরোচনা প্রত্যেক দুই তোলা ছাগদুগ্ধ ৪ চারি সের, চিনি অর্দ্ধসের;একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অথবা কেবল পিপুল-চূর্ণ ৵০ আধ পোয়া, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, চিনি ॥০ আধসের একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলেও উপকার হয়। এই দুগ্ধ বায়ুজন্য কাসশান্তির জন্য দেওয়া হয়।

পটোলপাতা (পল্‌তা) ১ পল (অর্দ্ধপোয়া), এক আঢ়ক (ষোল সের) জলে সিদ্ধ করিতে হইবে এবং ঐ জলে তিনপ্রস্থ (৬ সের) মুগ দিতে হইবে। যখন মুগসকল বেশ সুসিদ্ধ হইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ মুগের সহিত পিপুলচূর্ণ ১ পল (অর্দ্ধপোয়া) মধু ও ঘৃত ১ কুড়ব (অর্দ্ধসের) মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

আমলা-চূর্ণ, বংশলোচন চূর্ণ, পিপুল-চূর্ণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণের পরিমাণ ১ পল (অর্দ্ধপোয়া) ঘৃত চারিপল (অর্দ্ধসের) একত্র পাক করিয়া তাহাতে মধু অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া লেহ (চাট্‌নি) মত হইলে অশ্বকে খাইতে দিবে।

অথবা গাম্ভারীফলের চূর্ণ ১ পল (অর্দ্ধপোয়া)

ঘৃত চারিপল (অর্দ্ধসের) একত্র পাক করিয়া নামাইয়া মধু আধসেরসহ মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ হইলে পান করিতে দিবে। অনন্তর খাদ্যদ্রব্য খাইতে দিবে। পিত্তজন্য কাসরোগেও নাসিকার দ্বারে ধূপ দিবার ব্যবস্থা আছে।

লোধছাল, রক্তচন্দন, যষ্ঠিমধু ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের মিলিত চূর্ণ তিন কর্ষ (৬ তোলা) ঘৃত এক কর্ষ (দুই তোলা) একত্র মিশ্রিত করতঃ অগ্নিযোগে ধূপ দিতে হইবে।

কফজন্য কাসের লক্ষণ

যে অশ্ব অধিক কাসিতে থাকে; কাসিতে কাসিতে রোমাঞ্চিত হয় (গায়ের লোম খাড়া হয়) তাহার গাত্র ও মস্তক ভারি-ভারি বোধ হয়, খাদ্য-গ্রহণের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না দুঃখিতের ন্যায় দেখা গিয়া থাকে, দধি (দই) কুন্দফুল এবং কর্পূরের ন্যায় শাদা কফ বাহির হয়, খাদ্যের অভাবে দুঃখিত হয় না অর্থাৎ খাইতে না পাইলেও বিশেষ কষ্ট অনুভব করে না, ফলতঃ কফের দ্বারা মুখ ও নাসিকা পূর্ণ থাকায় আহারের তাদৃশ রুচি থাকে না, এইরূপ অশ্বকে কফ-কাস-রোগে পীড়িত বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা

চিতামূল, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, মুথা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক সমান, মিলিত ওজন এক চতুর্থাংশ কম এক পল অর্থাৎ ছয় তোলা, মধু এক কুড়ব অর্দ্ধসের একত্র মিশ্রিত করিয়া কফজন্য কাসরোগে অশ্বকে খাইতে দিবে।

খাইবার জন্য তিক্তমুগ, তিন প্রস্থ (৶৬ সের) নিম-ছাল, গুলঞ্চলতা, বাসকছাল, পটোলপাতা ও কণ্ট-কারী ইহাদের মিলিত পরিমাণ ১ পল (আধ পোয়া), এই সকল দ্রব্য ।৬ ষোল সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, মুগ সকল বস্ত্রের দ্বারা আলগাভাবে বান্ধিয়া দিতে হইবে, যেন নিমছাল প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত না হয়, বেশ সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া মুগসকল এবং অর্দ্ধসের মধু, দেড়সের তিল-তৈল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ-চূর্ণ মিলিত ১ পল (অর্দ্ধপোয়া) একত্র মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে ভোজন করিতে দিবে।

এই প্রকার কুত্থিকলাই তিনপ্রস্থ (৶৬ সের) ষোলসের গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ-চূর্ণ মিলিত এক পল (অর্দ্ধপোয়া) তিল-তৈল দেড়সের একত্র

মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে। কফজন্য কাস-রোগেও ধূপ দিতে হয়। ধূপের দ্রব্য এই—দন্তীমূল, হলুদ, হিং ও বৃহতীফল মিলিত ৩ কর্ষ (ছয় তোলা) হিং এক কর্ষ (দুই তোলা) মিলাইয়া অগ্নি-সংযোগে নাসিকার দ্বারে ধূপ দিবে।

সান্নিপাত-জন্য কাসরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা

পূর্ব্বে যে সকল বায়ু জন্য, পিত্তজন্য, কফ-জন্য কাসের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সেই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে বা কিয়দংশে প্রকাশিত হইলে সান্নিপাত-জন্য কাস বুঝিতে হইবে, ইহার চিকিৎসা ঐ পূর্ব্বোক্ত বায়ু জন্য, কফ জন্য ও পিত্তজন্য কাসের চিকিৎসাদির ন্যায় বিহিত হইয়াছে এ কারণ পৃথক চিকিৎসার উল্লেখ করা গেল না। বিবেচনাপূর্ব্বক বায়ু-পিত্ত বা কফ যাহার যত অংশ প্রকুপিত হইয়াছে বুঝিয়া সেইরূপ চিকিৎসার বিধান করিতে হইবে।

ক্ষতজন্য কাসের লক্ষণ ও চিকিৎসা

অশ্বদিগের ক্ষতজন্য কাস হইলে, গাছের কস মিশ্রিত বর্ণের ন্যায় কফ নির্গত হয় অথবা রক্ত-

মিশ্রিত কফ নির্গত হয়। ক্ষতজন্য কাসে পিত্তজন্য কাসের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। এই রোগে অশ্ব বিশেষ দুর্ব্বল হইলে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না।

ক্ষয়জন্য কাসের লক্ষণ ও চিকিৎসা

যে অশ্ব গাত্র প্রসারিত করিয়া থাকে বিশেষতঃ ঘাড় প্রসারিত করিয়া থাকে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া কাসে, কাসিবার কালে রোমাঞ্চিত হয় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং দুর্গন্ধ পূঁযের ন্যায় কফ উদ্গিরণ করে, সেই অশ্বের ক্ষয়জন্য কাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রোগে পিত্তজন্য কাসের যে চিকিৎসা বলা হইয়াছে, বিবেচনাগত সেই চিকিৎসাদি ব্যবস্থা করিবেন। ফলতঃ এই রোগ অধিক দিনের হইলে ভাল হইতে দেখা যায় না।

———

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

—:০:—

হিক্কা-শ্বাসরোগ

শ্বাস-রোগের নিদান ও লক্ষণ

শীতকাল উপস্থিত হইলে অর্থাৎ শীতকালের ঠাণ্ডা লাগিলে অশ্বদিগের মুখ ও নাক দিয়া যে কফ নির্গত হয়, এই কফ নির্গত হওয়া রোগের নাম শ্বাস। শীতকালে এই শ্বাস উপস্থিত হইলে তাহা বায়ুজন্য বলিয়া জানিতে হইবে।

এইরূপ শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অশ্বদিগের শরীরে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মুখ ও নাসিকার দ্বারে কফ নির্গত করে, ইহাই পিত্তজন্য শ্বাস। এই রোগে অশ্ব তৃষ্ণা ও গাত্রদাহ অনুভব করে এবং তাহার সমস্ত-গাত্র ঘামিতে থাকে। বর্ষাকালে ও বসন্ত-কালে যে শ্বাস হয়, তাহা কফ জন্য।

বায়ুজন্য, পিত্তজন্য ও কফজন্য যে সকল শ্বাসের লক্ষণ বলা হইল, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া

প্রকাশিত হইলে সন্নিপাত জন্য শ্বাস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

এইরূপ বায়ু ও পিত্ত, বায়ু ও কফ, পিত্ত ও কফ মিলিত হইয়া যে তিন প্রকার শ্বাস উপস্থিত করে, তাহা দ্বন্দ্বজ নামে আখ্যাত অর্থাৎ দুই দুই দোষের কারণে উৎপন্ন বলিয়া দ্বন্দ্বজ বা দ্বিদোষজনিত বলিয়া আখ্যাত হয়।

চিকিৎসা

বায়ুজন্য শ্বাসরোগে অশ্বকে পঞ্চমূলের কাথে মাংস-রস পাক করিয়া তাহার সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন খাইতে দিবে।

ইহার প্রস্তুত-প্রণালী :—

বেলমূলের ছাল, শোনামূলের ছাল, গাম্ভারী-মূলের ছাল, পাটলা (পারুল) মূলের ছাল, গণিয়ারি-মূলের ছাল অভাবে এই সকল গাছের ছাল, মিলিত পরিমাণ এক পল (আধপোয়া) কুট্টিত মাংস দুই সের, ১৮০ পল (৷৷২৷৷০ সাড়েবাইশ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রের দ্বারায় ছাঁকিয়া লইতে হইবে অনন্তর শালিতণ্ডুলের অর্থাৎ

হৈমন্তিক ধান্যের চাউলের অর্দ্ধাঢ়ক (চারিসের) পরিমাণ উপযুক্ত জলে পাক করিয়া ভাত হইলে নামাইয়া ফেন বা মণ্ড বাদ দিয়া ঐ ভাত ও পূর্ব্বোক্ত মাংস-রস একত্র করিয়া খাইতে দিবে।

পিত্তজন্য শ্বাসের চিকিৎসা

অশ্বদিগের পিত্তজন্য শ্বাসে তুষরহিত (খোসা ছাড়ান) যব তিনপ্রস্থ (/৬ সের) ৬৪ সের জলে ভিজাইয়া বেশ ভিজিলে খাইতে দিতে হইবে। এবং ঠাণ্ডা প্রলেপ ও ঠাণ্ডা পানীয় দিতে হইবে। আখের মূল, শরের মূল, কাশের মূল, নল-খাগড়ার মূল, বেতের মূল ইহাদিগের পরিমাণ মিলিত ১ পল (অর্দ্ধপোয়া), ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া মধু অর্দ্ধ সের ও চিনি অর্দ্ধ সের মিশ্রিতকরত পান করিতে দিবে।

জল চারিসের ও দুধ চারিসের একত্র মিশ্রিত করিয়া পিত্তজন্য শ্বাসে অশ্বদিগের গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। গাত্র জ্বালা নিবারণের জন্য পাঁকের প্রলেপ দিবে।

অথবা রাস্না ১ পল (অর্দ্ধপোয়া) উত্তমরূপে পেষণ করিয়া চারিসের পরিমিত গরুর দুধে দিয়া চিনি আধসের ও মধু আধসের তাহাতে মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

কিংবা নিমছাল, গুলঞ্চলতা, বাসকছাল, পটোল-পাতা, কণ্টকারী ইহাদের মিলিত পরিমাণ একসের, ঘৃত চারিসের, জল ।৬ ষোলসের, নিমছাল প্রভৃতি উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঐ ঘৃত পাক করিতে হইবে। যখন জল থাকিবে না, বাঁটা নিমছাল ইত্যাদি বাতির মত পাকান যাইবে তখন ঘৃত নামাইয়া বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত এক কর্ষ (দুই তোলা) পিত্তজন্য শ্বাসে ব্যবস্থা করিবে।

অথবা—বেণামুল, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বামূল, গাম্ভারী-ফল সকলে মিলিয়া ১ পল (অর্দ্ধপোয়া) এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া /৮ আটসের জলে ঢালিয়া চিনি আধসের, মধু আধসের মিলাইয়া পান করিতে দিবে।

ময়ূরের পেখ, ও জঙ্ঘার (জাঙের) অস্থি অথবা চর্ম্ম ইহাদের যে কোনও একটী লইয়া একটী মাটীর ভাঁড়ে পুরিতে হইবে পরে সেই ভাঁড়ের মুখে একটী

সরা বা ঢাকনি, মাটী দিয়া এইরূপে আঁটিয়া দিতে হইবে, যেন ঐ সকল দ্রব্য দগ্ধ করিবার সময় ধূম নির্গত না হয়। এই ভাঁড়টী ঘুঁটের আগুণে পুড়িতে দিবে, ঘুঁটে এইরূপ দিতে হইবে যাহাতে ভাঁড়ের মধ্যস্থ দ্রব্যসকল উত্তমরূপে ভস্ম হয়। এই ভস্ম মধু ও উপযুক্তমত ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া ঘোড়াকে লেহন করিতে বা চাটিতে দিবে।

এইরূপ শজারুর কাটা বা হাড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কুটিয়া ভাঁড়ের মধ্যে ভস্ম করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিতে দিবে।

কফজন্য শ্বাসের চিকিৎসা

কফজন্য শ্বাসে বেগুণের যূষে তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

যূষ করিবার প্রণালী

শুক্‌নো বেগুন ১ পল (আধপোয়া) ষোল সের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া তিনকুড়ব (দেড়সের) তিল-তৈলে সাঁতলাইয়া পান করিতে দিবে।

খাইবার জন্য তিক্ত মুগ দিবে।

দ্বিদোষজনিত শ্বাসে (অর্থাৎ বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক শ্বাসে) বিবেচনাপূর্ব্বক উভয় দোষের মিলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা করিবে।

এইরূপ সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষজনিত শ্বাসে বুদ্ধিপূর্ব্বক ত্রিদোষের মৃদু চিকিৎসা করিবে। ফলতঃ যে যে দোষের (বায়ু-পিত্তের বা কফের) প্রাবল্য দেখা যাইবে, পরস্পরের চিকিৎসা করিতে হইবে।

হিক্কার লক্ষণ ও চিকিৎসা

অশ্বদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে হিক্কারোগের বিশেষ কোনও লক্ষণ লিখিত হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে—

শ্বাসরোগের ন্যায় দোষের চিহ্ন লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত হিক্কারোগের হিট্‌কিই বিশিষ্ট লক্ষণ, শ্বাসরোগে অবলেহ, পানীয় ও যে সকল পথ্য বলা হইয়াছে, এই রোগেও সেই সকল ব্যবস্থা করিবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ক্ষতের (ঘা) লক্ষণ ও চিকিৎসা

ঘায়ের কারণ ও লক্ষণ

অশ্বদিগের ক্ষত বা ঘা, দুইপ্রকার হইয়া থাকে। দোষজ ও আগন্তুক। বায়ু-পিত্ত বা কফ ইহাদের দোষে যে ক্ষত বা ঘা হয় তাহা দোষজ, এই এক প্রকার। আর শস্ত্রাদির আঘাত লাগিয়া যে ক্ষত বা ঘা হয়, তাহা আগন্তুক, এই এক প্রকার, এই দুই প্রকারের মধ্যে দোষজ ক্ষত, হইবার পূর্ব্বে ক্ষতের স্থান ফুলিয়া উঠে, পরে পাকিয়া বিদীর্ণ হয় ও ক্ষতরূপে পরিণত হয়।

বায়ুজন্য ক্ষতের বা ঘায়ের লক্ষণ

ক্ষত হইবার পূর্ব্বে ফোলাস্থান বহুদিন ধরিয়া পাকিতে থাকে, স্পর্শ করিলেও পাকিয়াছে কি না বিশেষ বুঝা যায় না অর্থাৎ উপরিভাগ কঠিন থাকার জন্য পক্ক অপক্ক বেশ বুঝায় না। সেই ক্ষতকে বায়ুজনিত বলিয়া বুঝিবে।

পিত্তজন্য ক্ষত বা ঘায়ের লক্ষণ

ক্ষত বা ঘা হইবার পূর্ব্বে যে ফোলাস্থান শীঘ্র পাকিয়া উঠে, পাকিবার কালে (দাহ) জ্বালা ও কণ্ডূ (চুলকানি) সমন্বিত হয় তাহা পিত্তজনিত।

কফজন্য ক্ষত বা ঘায়ের লক্ষণ

আর ক্ষত হইবার পূর্ব্বে যে ফোলাস্থান গুরু ও উচ্চ হইয়া উঠে, বহুদিন ধরিয়া পাকিতে থাকে। পাকিবার কালে বেদনা কম হয় ও শ্বেতবর্ণের হয় সেই ক্ষত কফজনিত বলিয়া বুঝিবে।

যে ক্ষতে বা ঘায়ে বায়ুপিত্ত, কফপিত্ত ও কফ-বায়ু লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা দ্বিদোষজ, আর যে ক্ষতে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন দোষেরই চিহ্ন প্রকাশ পায় তাহা সান্নিপাতিক।

ক্ষতের বা ঘায়ের চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্রে বুঝা উচিত ক্ষত দুষ্ট কি শুদ্ধ। দুষ্ট ও শুদ্ধ ক্ষতের লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

দুষ্ট বা অশুদ্ধ ক্ষতের লক্ষণ

যে ক্ষত বা ঘা উঁচু হইয়া উঠে, দুর্গন্ধ স্ফুটিত হইয়া (চটিয়া গিয়াও) পিড়কাযুক্ত (চারিদিকে

ফুস্কুড়ি দ্বারা পরিবৃত) তাহা দুষ্ট বা অশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

শুদ্ধ ক্ষতের বা ঘায়ের লক্ষণ

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত অর্থাৎ যে ক্ষত উচ্চ হইয়া উঠে না, দুর্গন্ধ নহে স্ফুটিত হইয়াও পিড়কা-যুক্ত নহে তাহা শুদ্ধ।

ক্ষতের বা ঘায়ের চিকিৎসা

দূষিত ঘা অগ্রে শোধন করিতে হইবে।

শোধনের রীতি

দন্তীমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, রসুন ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান মিলিত দুইতোলা ঘোল বা কাঁজি (আমানি) দুই সের, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঐ ঘোলে বা কাঁজিতে মিশাইয়া দূষিত ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। অথবা কৃষ্ণতিল ও যবের ছাতু সৈন্ধব লবণ পূর্ব্বোক্তমত দুইতোলা মাত্রায় লইয়া উত্তম-রূপে পেষণ করিয়া দুইসের দধিতে গুলিয়া তাহার দ্বারায় ক্ষত-স্থান ধৌত করিবে। অথবা নিমপাতা ও

কৃষ্ণতিল, সৈন্ধবলবণ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু-সহ ক্ষতে লাগাইয়া দিবে। কিংবা মধু, সৈন্ধব বাদ দিয়াও নিমপাতা ও কৃষ্ণতিল বাটিয়া ক্ষতের উপর লেপন দিলে ক্ষতের দোষ দূর হয় এবং শীঘ্রই ক্ষত রোপিত হয় (আঁকুরে আসিয়া ঘা পুরিয়া যায়)।

চিকিৎসক ক্ষতস্থান উঁচু হইয়া উঠিতেছে দেখিলে অর্থাৎ আঁকুরে গেঁজাল বাহির হইতেছে দেখিলে ক্ষতে ডালিমছাল, আমলাছাল, বকফুলের গাছের ছাল ও কয়েৎবেলের গাছের ছাল চূর্ণ করিয়া দিবেন। ঘা পুরিয়া আসিলে সেইস্থানে লোম উঠিবার জন্য এবং ত্বকের সমান বর্ণ হইবার জন্য নিম্নলিখিত চিকিৎসা করিবেন। গরু প্রভৃতি পশুর খুর, চামড়া হাড়, লেজের, চুল, দাঁত, শিং, নখ যাহা পাওয়া যায় এবং কচ্ছপের (কাছিমের) খোলা গ্রহণ করিয়া একটী ভাঁড়ে পুরিয়া ও তাহার মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ঘুঁটের আগুণে পোড়াইবে। সেই সকল দ্রব্য :উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে ঘৃত বা তৈল সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতের উপর লাগাইয়া দিবে।

যদি ঘা নালীরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত চিকিৎসা করিবে।

সাদাকরবীরমূল, কলারমূল, আকন্দ-মূলের ছাল, মনসাসিজের দুধ বা আঠা, ধুস্তূরমূলের ছাল, চিতামূল, ভল্লাতক (ভেলা) প্রত্যেকের ওজন দুই তোলা সাড়ে চারি আনা অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ ১ পোয়া, তৈল /১ সের, জল /৪ সের, জলশূন্য হইলে নামাইয়া কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া নালীঘায়ে দিতে হইবে।

অথবা আগার-ধূম (ঝুল) উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গোমূত্রে মিশ্রিতকরতঃ নালী-ঘা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। যদি এই সকল ঔষধের দ্বারা নালী-ঘা আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। (এই পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ে অগ্নিকর্ম্মের বিধান বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে)।

পিত্তজনিত ক্ষতে বা রক্ত-দুষ্টিনিবন্ধন যে ক্ষত হইয়াছে, তাহাতে এবং আগন্তুক অর্থাৎ আঘাত জন্য সদ্যঃ ক্ষতে কাঁজির (আমানির) মধ্যস্থ সারভাগ (ঘন অংশ) দ্বারা স্বেদ দিবে।

অনন্তর যষ্টীমধুচূর্ণ উপযুক্তমত মধু ও ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া ঘায়ের মুখে লাগাইয়া দিবে

এবং কাপড়ের পটি (ব্যাণ্ডেজ) দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, মধ্যে মধ্যে ঘি দিয়া ভিজাইয়া দিবে। রোপনের জন্য (আঁকুরে আসিবার জন্য) বট, অশ্বত্থ, মৌল, ডুমুর, পাকুড় ইহাদের ছাল উত্তম-রূপে পেষণ করিয়া ঘৃতসহ প্রলেপ দিবে।

খাইবার জন্য শুক্‌নো ঘাস ও শুক্‌নো দানা দিবে এবং পানের জন্য সামান্য জল দিবে। যদি এই ক্ষতে পূঁয হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে দূষিত ঘায়ের চিকিৎসা-প্রণালী যাহা বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। দোষজন্য ক্ষতে অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ জন্য ঘায়ে যে সকল চিকিৎসা বলা হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক তাহারও প্রয়োগ করিবে।

অসাধ্য ক্ষতের (ঘায়ের) ও কষ্টসাধ্য ঘায়ের চিহ্ন

.যে ক্ষত বা ঘা অবগাঢ় অর্থাৎ গভীর, যাহা (বহু দিনে পুরিয়া আসে,) এবং যে ঘা বহুদিন উৎপন্ন হইয়া মাংস বা মজ্জা বা অস্থি আক্রমণ করে এই ক্ষত কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। চিকিৎসা দ্বারা ইহার বিশেষ ফললাভ হয় না।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

—:০:—

সিংঘানক (নাকদিয়া সর্দ্দি পড়া) রোগের লক্ষণ।

বায়ুজন্য সিংঘানক-রোগের লক্ষণ

বায়ু জন্য সিংঘানক রোগে অশ্বদিগের নাসিকা হইতে পাৎলা রকমের ও ফেণযুক্ত স্রাব হইতে থাকে। পিত্তজনিত সিংঘানক রোগে রক্তবর্ণ বা হল্‌দে বা কাল রঙের স্রাব নির্গত হয়। আর কফজনিত সিংঘানক রোগে ঘন (পুরু) দধির মত সাদা রঙ্গের স্রাব নির্গত হইতে থাকে।

সান্নিপাতিক-সিংঘানক রোগের লক্ষণ

যদি নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হয়, তাহা হইলে সান্নিপাতিক অর্থাৎ মিলিত বায়ু-পিত্ত-কফ এই ত্রিদোষজনিত সিংঘানক রোগ বুঝিতে হইবে। ইহা অসাধ্য। চিকিৎসা বায়ুজনিত, ও পিত্তজনিত সিংঘানক রোগে ঘোড়ার মাথায় স্বেদ দিতে হইবে। পিত্তজনিত সিংঘানক রোগে প্রিয়ঙ্গু,

সাদাচন্দন, বেণারমূল (খস্‌খস্‌) বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিবে।

সকল প্রকার সিংঘানক রোগেই অশ্বদিগের শঙ্খ ও তালুদেশের শিরা বিদ্ধ করিবার উপদেশ আছে।

বায়ু ও কফজনিত সিংঘানক রোগে

বৃহতীফল, সাদা সরিষা, তিঁতবেগুণের বীজ ইহাদের মিলিত পরিমাণ দুই তোলা, গো-মূত্রের দ্বারায় পেষণ করিয়া আধসের তিলের তৈলে মিশ্রিত করিয়া নাকে নাস দিবে।

খাইবার জন্য দুর্ব্বাঘাস ও পানের জন্য অল্প জল ব্যবস্থা করিবে।

নাকের ভিতর হইতে কফসকল বাহির করিবার জন্য শুঁঠ, পিপুল, মরিচের প্রধমন (ফু দিয়া নাকের মধ্যে চূর্ণ প্রেরণ করার নাম প্রধমন) দিবে।

প্রধমন দিবার প্রণালী

একটী নলের আগায় শুঁঠ, পিপুল, মরিচ-চূর্ণ প্রবেশ করাইয়া ঘোড়ার নাকের মুখে ধরিবে, পরে ঐ নলের অপরমুখে মুখ রাখিয়া ফু

দিবে। এইরূপভাবে ফু দিবে যেন ফুৎকারের বেগে নলের মুখের চূর্ণসকল ঘোড়ার নাকের ভিতর প্রবিষ্ট হয়, ইহার নাম প্রধমন। এই প্রধমন দ্বারা নাকের ভিতরের শ্লেষ্মা বাহির হইয়া যায়।

সিংঘানক-রোগে শিরোবিরেচন (মাথা হাল্‌কা করিবার জন্য এবং মাথার ভিতরের শ্লেষ্মা বাহির করিবার জন্য উপায়) করা কর্ত্তব্য। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণের মত অন্য প্রকার ঝাল জিনিসের গুঁড়া দিয়া শ্লেষ্মা বাহির করিতে পারা যায়। ইহাতে শ্লেষ্মা বাহির হইয়া মাথা হাল্‌কা হয়।

অপর ঃ—

নিম্নলিখিত তৈলের নস্য করিলে অর্থাৎ নাস দিলে বিশেষ উপকার হয়।

তৈল-প্রস্তুতের প্রণালী

শ্বেতপুনর্নবা (সাদা পুরুণে), বিড়ঙ্গ, সরল-কাষ্ঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, বারাহীকন্দ (শকরকন্দ আলু), বেড়েলার মূল ইহাদের পরিমাণ সমান, মিলিত একপোয়া এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে

পেষণ করিবে। বেল, শ্যোনা, পারুল, গনিয়ারি, গামার ইহাদের মূলেরছাল অভাবে গাছেরছাল প্রত্যেকের ওজন ছয় ছটাক দেড় তোলা (অর্থাৎ মিলিত ওজন দুই সের) ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে, পরে একসের সরিষার তৈল ও ঐ পাক করা জল এবং বাঁটা শ্বেত পুরুণে ইত্যাদি একত্র পাক করিয়া জলশূন্য হইলে নামাইতে হইবে এই তৈল ছাঁকিয়া লইয়া ঝাল জিনিসের জল মিশ্রিতকরতঃ আধসের পরিমাণে নাকে ঢালিয়া দিতে হইবে।

পিত্তজন্য সিংঘানক রোগের চিকিৎসা

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্ঠীমধু, লোধছাল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন ২ দুই তোলা। উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া আধসের গাভীদুগ্ধে মিশাইয়া অশ্বের নাসিকায় ঢালিয়া দিবে। ইহা পিত্তজন্য সিংঘানকরোগের উত্তম ঔষধ।

অথবা:—লোধছাল, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্ঠীমধু, নীলসুঁদীফুল, প্রত্যেকের ওজন ৵০ এক ছটাক,

তিল তৈল /১ সের, দুগ্ধ /৪ সের, জল /১ সের এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উত্তমরূপ পাক হইলে (অর্থাৎ জলশূন্য ও লোধছাল প্রভৃতি বাতির মত পাকান গেলে) নামাইয়া কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ নাসিকায় দিতে হইবে।

এই প্রকারে নস্য (নাকে ঔষধ) দেওয়া হইলে অশ্বের আগের পায়ের জঙ্ঘায় (জাংঘে) এবং পৃষ্ঠে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়া ঘুরাইতে থাকিবে। এইরূপ করিলে সেই অশ্বের নাকের মধ্য হইতে সমস্ত কফ বাহির হইয়া পড়িবে।

এই প্রকার নস্য দেওয়া ও ঘুরান, প্রত্যহই প্রভাতে করাইবে।

কিংবা—ছোট এলাইচ চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে নাকের মধ্যে দিয়া, গভীর জলে সাঁতার দেওয়াইবে এবং নাকের শব্দ করাইবে।

গুলঞ্চলতা, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, বাসকছাল, ইহাদের মিলিত ওজন ৵০ পোয়া, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ পেষণ করিয়া একখণ্ড

কাপড়ে বাঁধিবে। পরে ১৬ সের পরিমিত জলে /৬ সের পরিগিত মুগ কলাই সিদ্ধ করিতে দিবে। এই জলে ঐ বাঁধা গুলঞ্চলতা ইত্যাদি দ্রব্যও পাক করিতে দিবে। যখন মুগসকল বেশ সিদ্ধ হইবে, তখন নামাইয়া ঢাকা দিয়া রাখিবে, যেন গরম থাকে। অনন্তর বেল, শ্যোনা, পারুল, গাগার, গণিয়ারি এই সকলের মূলের ছাল, অভাবে গছের ছাল পেষণ করিয়া ৵০ পোয়া পরিমাণে লইবে। কুট্টিত মাংস /২ সের, /৮ সের জল, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিবে। যখন /৪ সের থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে পূর্ব্বের সিদ্ধ মুগ আর এই মাংসের যূষ একত্র করিয়া উত্তম-রূপে মাখিয়া লইবে। ইহাতে ঘৃত /॥০ সের, মধু /॥০ সের দিয়া অশ্বকে খাওয়াইবে।

বায়ুজন্য সিংঘানক রোগে এই মুগ ও মাসের যূষ, তিল-তৈল /॥০ সের, মধু /॥০ সের এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচচূর্ণ ২ তোলা সহ খাওয়াইবে।

পিত্তজনিত সিংঘানক রোগে, তৈল পান

করিতে দিবে না, তৈল স্থানে ঘৃত দিবে। ঘৃত মিশ্রিত তিক্ত মুগ পিত্তজন্য সিংঘানক রোগে বড়ই উপকারী।

দুই দোষ জন্য অর্থাৎ বায়ুপিত্ত, কফপিত্ত বা কফবায়ু জন্য সিংঘানক রোগ হইলে, ঐ দুই দোষের সাধারণ চিকিৎসা করিবে। ফলতঃ দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

চিকিৎসক এই সকল কার্য্য বুদ্ধিপূর্ব্বক অর্থাৎ সমাহিতচিত্তে সম্পন্ন করিবেন। কারণ চিকিৎসকের ভ্রম বড়ই অনর্থকর।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

—:*:—

ঘ্রণি-রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা

ঘ্রণি শব্দের অর্থ নাকের ভিতরের রোগ-বিশেষ। তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

নাকের ভিতরে পীড়কা (ফুস্কুড়ি বা ফোঁড়া) হইবার জন্য শোথ (ফুলা) হইলে, অথবা ঐ শোথ (ফুলা) পাকিয়া ক্ষত বা ঘারূপে পরিণত হইলে ঘ্রণি রোগ বলে।

ইহার চিকিৎসা

ওষ্ঠ বা উপরের ঠোঁটের উপরিভাগে নাকের সমীপবর্ত্তী স্থানের নাম প্রোথ, এইস্থানে যে শিরা আছে, তাহা বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে।

অথবা,—জলৌকা (জোঁক) ধরাইয়া দুষিত রক্ত বাহির করিয়া দিবে।

এই চিকিৎসায় ফল না হইলে অশ্বকে ভূমিতে পাতিত করিয়া অর্থাৎ শোয়াইয়া) উত্তমরূপে

বাঁধিয়া শস্ত্রকর্ম্ম-কুশল চিকিৎসক তাহার নাসিকা-পুট, নাকের উপরিভাগের স্থান পাটিত করিয়া (ফাড়িয়া) পীড়কাগ্রন্থি, ফোঁড়ার ফোলা স্থান-গুলি তুলিয়া ফেলিবে। তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে তপ্ত লৌহের শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

অশ্ব উত্থিত হইলে, তাহাকে ঘৃত মাখাইবে।

বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, মৌল ও পাকুড়ছালের দ্বারা কষায় (জল) প্রস্তুত করিয়া ঠাণ্ডা হইলে সেই জলের দ্বারা নাকের মধ্য ও পাটিতস্থান পরিষেক করিবে। মধ্যে মধ্যে সেই স্থানে ঘৃত দিবে।

ক্ষতস্থানের আরোগ্য জন্য অশ্বকে আমলা, হরীতকী ও বহেড়ার /২ সের পরিমিত ক্বাথের সহিত /০ এক ছটাক শোধিত গুগ্‌গুলু সেবন করাইবে। নিম্নে ক্বাথ প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইতেছে।

আমলা, হরীতকী ও বহেঁড়া মিলিত ৵০ পোয়া কুটিয়া /৮ সের জলে পাক করিবে। যখন /২ সের জল থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

গুগ্‌গুলু শোধনের প্রণালী

গুগ্‌গুলু /১ একসের, বেল, শ্যোনা, গামার, পারুল, গণিয়ারি, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই দশ মূলের দশটী জিনিসের ছাল ও মূল /১ এক সের পরিমাণে লইয়া /৮ সের জলে সিদ্ধ করিবে। এই জলে ঐ /১ সের গুগ্‌গুলু কাপড়ে বাঁধিয়া এরূপভাবে ঝুলাইয়া দিবে, যেন, পাকের পাত্রের গায়ে না লাগে। পাক করিতে করিতে গুগ্‌গুলু গলিয়া গেলে নামাইয়া মাড়িয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই গুগ্‌গুলু শোধিত হইল।

অশ্বকে এই গুগ্‌গুলু খাওয়ান হইলে পর তাহাকে খাইবার জন্য দূর্ব্বাঘাস এবং পানের জন্য তপ্ত-শীতল (আগে গরম করিয়া শীতল হইলে) জল দিবে।

অথবা, ১৬ সের জলে ৵০ পোয়া, নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত মধু /॥০ সের ও ঘৃত /॥০ সের মিলাইয়া খাইতে দিবে।

কিংবা,—অন্য কোনও তিক্ত জিনিসের

(পটোল পত্র, গুলঞ্চলতা বা বাসকছাল প্রভৃতির) সহিত পূর্ব্ববৎ সোনামুগ বা তিক্ত মুগ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে।

ঘুণি রোগে নিম্নলিখিত তৈলের নস্য দিলে ফল হয়। তৈলপ্রস্তুত-প্রণালী। তিল তৈল /৪ সের, ছাগল দুধ ।৬ সের, জল /৪ সের, কল্কের জন্য (তৈল পাক করিবার জন্য) রক্তচন্দন, লোধছাল, যষ্ঠিমধু, কুষ্মাণ্ড—জলে শোধিত হরিতাল কালরঙের অগুরুচন্দন, সৈন্ধব লবণ (কোনও পুস্তকের মতে অনন্তমুল) লাক্ষা বা লাহা, প্রত্যেকের ওজন দুই ছটাক সওয়া তোলা, উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, তৈল ও দুগ্ধ এবং জল একত্র সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যখন তৈল জল-শূন্য হইবে, পিষ্ট দ্রব্যগুলি তৈলে পাক হইয়া বাতির মত পাকান যাইবে, তখন নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল একবারে /॥০ সের অশ্বের নাকে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ তৈলের নস্য দিলে নাকের ভিতরের ক্ষত শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যাইবে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

পায়ের রোগের বিবরণ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত পাদ-রোগ কেবল পায়ের (feet) বা চরণের রোগ নহে, সমস্ত পায়ের রোগ বুঝিতে হইবে।

পায়ে যে সকল রোগ হয়, তাহাদের নাম, লক্ষণ ও চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

অশ্বদিগের খুরের নিম্নভাগের মণ্ডূক-তাপ নামক রোগের লক্ষণ

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, খুরের নিম্নভাগের নাম মণ্ডূকী। এই মণ্ডূকী স্থানে অর্থাৎ খুরের নীচে আঘাত লাগিয়া বা খারাপ কাদা লাগিয়া যদি ব্রণ অর্থাৎ ঘা হয়, তাহা হইলে তাহাকে মণ্ডূক-তাপ রোগ বলে। (১)

যে অশ্বের খুরের কোটর অর্থাৎ অভ্যন্তরভাগ ধূলি বা কঙ্কর দ্বারা পরিপূরিত হইয়া পীড়া জন্মায়, তাহার সেই রোগকে পাংশুখুর বলে। (২)

অশ্বদিগের খুরের তলদেশ ভূমিতে সর্ব্বদা ঘৃষ্ট হইলে (ঘসা গেলে) ক্রমশঃ তাম্রবর্ণ (লালবর্ণ) হইয়া উঠে, এই রোগের নাম ঘৃষ্টতল। (৩)

যদি অশ্বগণের পদতল উত্তমরূপে পরিষ্কৃত না হয়, তবে ময়লা সকল ক্রমশঃ ক্ষত উৎপাদন করে, এই ক্ষত-স্থান হইতে ক্লেদ-বহুল স্রাব (পূঁয) নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে আস্রাবী রোগ কহে। (৪)

অশ্বদিগের পায়ের তল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চূর্ণ নির্গত হইতে থাকিলে তাহাকে চর্ম্ম-কীল রোগ বলে। (৫)

যে রোগে পদতলের মাংসসকল চুলের আকার ধারণ করে, অশ্বগণের সেই রোগের নাম মাংসকেশী। (৬)

আর যদি মণ্ডূকী বা খুরের নিম্নভাগ কুশ বা মুঞ্জ (এক প্রকার ঘাস) তুল্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে দর্ভক বলিয়া থাকে। ইহা শীঘ্র ভাল হয় না। (৭)

অশ্বগণের গেড়ালির রোগের নাম ও লক্ষণ

যে অশ্বের পায়ের গোড়ালির উচ্চভাগ, অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়, তাহার সেই রোগকে চিকিৎসকেরা পাদ-বিরালী বলিয়া থাকেন।

পুনঃখুরী নামক রোগে অশ্বদিগের খুর বাড়িতে থাকে, খুর বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমশঃ পাদুকার (জুতার) ন্যায় হয়। এই রোগে অশ্ব ভাল করিয়া চলিতে পারে না, চলিতে চলিতে বড়ই কাতর হইয়া পড়ে। (৮)

ঘোড়ার খুরে যে মাংস বলির ন্যায় (অর্থাৎ আলি বাঁধার মত) আছে। সেই মাংস ক্রমশঃ জলের ঢেউ মত উপরি-উপরি বাড়িতে থাকিলে তাহাকে উর্ম্মিকরোগ বলা যায়। (৯)

খুরে মাংস অধিক জন্মাইলে তাহাকে মাংস-খুর কহে। (১০)

যে অশ্বের খুর খুব মৃদু (আল্‌গা), অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার সেই রোগের নাম মৃদু-খুর। (১১)

খুরের সন্ধিস্থানে, (খুর ও মাংস যেস্থানে মিলিত হইয়াছে) যে মাংস আছে, সেই মাংস হইতে যদি ক্লেদ বা পূয নির্গত হয় অথবা সেইস্থান বেদনাযুক্ত হয়, তবে তাহাকে "চক্রবালিক" রোগ বলা যায়। (১২)

অশ্বদিগের রক্ত ও কফ দূষিত হইয়া মণ্ডকী

বা খুরের মাঝে কদম্বফলের আকারে মাংসের অঙ্কুর জন্মাইয়া থাকে। ইহা কদম্বফল তুল্য হয় বলিয়া কদম্ব নামে পরিগণিত হয়।

উলূকপাদ নামে অশ্বগণের জঙ্ঘায় এক প্রকার রোগ হয়, এই রোগে কূর্চ্চস্থানে (কূর্চ্চস্থানের বিষয় এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।) শোথ (ফুলা) আরম্ভ হইয়া সমস্ত জঙ্ঘা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই রোগ ভাল হয় না।

অশ্বের খুর ও মাংসের সন্ধিস্থলে রোমসকল দেখা যায়। এই স্থানে (ফুলা) শোথ জন্মাইয়া তাহা ভালরূপে না পাকিয়া ক্লেদ (পূয) ত্যাগ করিতে থাকিলে সেই রোগকে পিচ্ছপাদী বলিয়া জানিবে।

বর্ষাকালে ঘোড়ার পায়ে রক্তের দোষে এক প্রকার ঘা হয়। ইহার নাম স্থাণু। এই ঘা সমস্ত জঙ্ঘাতেই হইতে পারে।

জঙ্ঘার পার্শ্বে এবং কূর্চ্চস্থানের (পূর্ব্বে এই স্থানের কথা বলা হইয়াছে।) উর্দ্ধভাগে এক প্রকার গুটী হয়, তাহা স্পর্শ করিলে বেশ নরম বোধ হয়। ইহা আগন্তুক নামে বিখ্যাত।

এই কূর্চ্চস্থানে আর এক প্রকার রোগ হইতে দেখা যায়, তাহার নাম প্রপোটক। এই রোগে আমলার বীচির ন্যায় ছোট ছোট অনেকগুলি গুটী হয়, ইহা স্পর্শ করিলে (নাড়িলে) কাঁটা কাঁটা বোধ হয়।

চিকিৎসা।

সকলপ্রকার পায়ের রোগেই শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত-মোক্ষণ প্রশস্ত উপায়। কি পায়ের তলের রোগ কি রোগান্তপ্রদেশের রোগ অথবা কূর্চ্চ-স্থানে জাত রোগ, সকল প্রকার পায়ের রোগেই রক্তের দুষ্টি আছে জানিতে হইবে। একারণ শিরাবেধই প্রথম চিকিৎসা।

আঘাত বা খারাপ কাদা লাগিয়া খুরের নীচে যে ঘা হয় তাহার নাম মণ্ডকতাপ। এই রোগেই মণ্ডুক-স্থান (খুরের নিম্নভাগ) চঁছুনীর দ্বারা শোধিত বা পরিষ্কৃত করিবে। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গলিত, বা বিশীর্ণ মাংস সকল কাটিয়া ফেলিবে।

খুরের উপরিভাগে অর্থাৎ খুর যে স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানে লোম আছে। এই

লোমময় স্থানে যে শিরা আছে, এবং যে শিরা পদ-তল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, এই শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে। দুষ্ট রক্ত বাহির হইয়া গেলে বট, অশ্বথ, পাকুড় ও ডুমুর, মৌল প্রভৃতি গাছের ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

আমলা, হরীতকী ও বহেড়া পাক করা জলের সহিত গুগ্‌গুলু পান করাইবে। মাত্রা যথা—

আমলা ইত্যাদির পাক করা জল ২ সের, এবং শোধিত গুগ্‌গুলু /০ এক ছটাক। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা যদি রোগ উপশমিত না হয় তবে ক্ষতস্থান পোড়াইয়া দিবে। পোড়াইয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ আমলা, হরীতকী, বহেড়ার পাক করা ২ সের জল সহ ২ কর্ষ (/০ এক ছটাক) গুগ্‌গুলু গুলিয়া পান করিতে দিবে।

৭ দিন অথবা ১২ দিন কিংবা ১৬ দিন অশ্বকে অন্য খাবার দেওয়া যাইবে না। দুর্ব্বাঘাস এবং পানের জন্য শৃতশীতল (গরম করিয়া ঠাণ্ডা করা) জল দিবে।

পায়ের তলে যে সকল রোগ হয়, সেই সকল রোগেই এইরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে।

শাস্ত্রকারগণ বলেন, পদতলজাত রোগের রক্ত-দুষ্টি প্রধান কারণ। সুতরাং রক্ত-শোধন-চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসা।

খুরের উপরিভাগে লোমের নিকট যে সকল রোগ হয় তাহাদের চিকিৎসা।

লোমের প্রান্তভাগে ক্ষত হইবার উপক্রম হইয়া যে ফুলা হয় অথবা ঐ ফুলা ঘারূপে পরিণত হয়, কিংবা গুটী হয়, তাহা হইলে, ফুলা-স্থান বা গুটী শস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দিবে অথবা গোরুর দাঁত ঘসিয়া বা পায়রার বিষ্ঠা দিয়া কিংবা অন্য ঔষধ দ্বারা বিদীর্ণ করাইবে। (ফাটাইবে)

সিজমনসারমূল, আকন্দমূল, সাদাকরবীর-মূল, চিতারমূল তুলিয়া গোমূত্র দিয়া পেষণ করিয়া উষ্ণ করত ঐ ফুলা-স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহার দ্বারা ঘা বিশুদ্ধ ও অঙ্কুরিত হইবে।

এই প্রলেপে ফুলা-স্থান ফাটিয়া গেলে বা ক্ষত-স্থান বিশুদ্ধ হইলে অন্যবিধ রোপণীয় (অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যে ঘা আঁকুরে আসে ৩৬ অধ্যায়ে ব্রণ-চিকিৎসায় বলা হইয়াছে) দ্রব্য দিবে। যদি

ক্ষত-স্থান বা ঘা আঁকুরে উঠিয়া খারাপভাবে উঁচু হইয়া উঠে, তাহা হইলে দন্তীমূল, চিতামূল, সিজমনসার ও আকন্দের দুধ বা আঠা, ভল্লাতক (ভেলার) আঠা, হিরাকস সমানভাগে লইয়া পেষণ করিয়া লেপন দিবে।

এইরূপ করিলেও যদি উপশমিত না হয় তবে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। দগ্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ আমলা ইত্যাদির ২ সের পাক করা জলের সহিত গুগ্‌গুলু /০ এক ছটাক পান করাইবে।

এই সকল রোগে আমলা, হরীতকী, বহেড়ার পাক করা ২ সের জলে শোধিত গুগ্‌গুলু /০ এক ছটাক সেবন ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা এই চিকিৎসাই প্রধান।

আমগুক বা আমর্দ্দক-রোগের চিকিৎসা।

আমর্দ্দক বা আমগুক নামক রোগে, যে গুটী হয়, তাহা শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া ঘা শুকাইবার ঔষধ দিবে এবং আমলা ইত্যাদির কাথে গুগ্‌গুলু সেবন করাইবে।

এই রোগে অশ্বকে এক বৎসর কাল মাষপর্ণী (গাষাণী) বীজ (এক প্রকার মাষ-কলাই মত কলাই) খাইতে দিবে না। খাইবার জন্য দুর্ব্বাঘাস ও যব দিবে।

প্রপোটক রোগের চিকিৎসা।

এই রোগে আমর্দ্দক রোগে যে চিকিৎসা বলা হইল, তাহাই করিবে। কিন্তু শস্ত্রের দ্বারা পাটন ছেদন করিবে না।

কদম্বক রোগের চিকিৎসা।

কদম্বক রোগে খুরের নীচে যে কদম্বফলের ন্যায় মাংসের গেঁজাল হয়, তাহা ছেদন করিয়া ঘায়ের চিকিৎসা করিবে।

অধ্যস্থি বা বেলহাড্ডি রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

অশ্বদিগের জঙ্ঘায় (জাংঘে) পাথরের মত শক্ত যে শোথ (ফুলা) উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অধ্যস্থি বা বেলহাড্ডি।

এই রোগে যে স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছে, সেই

স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে, এবং আমর্দ্দক রোগের যে চিকিৎসা বলা হইয়াছে তাহা করিবে।

উপজঙ্ঘা রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

অধ্যস্থি-রোগে জঙ্ঘায় যে শোথ উৎপন্ন হয়, এই শোথ (ফুলা) শক্ত না হইয়া নরম হইলে তাহাকে উপজঙ্ঘা বলে।

চিকিৎসা।

উপজঙ্ঘা রোগে শিরা বিদ্ধ করিয়া বিশেষ-রূপে রক্তস্রাব করাইবে। এই চিকিৎসা দ্বারা যদি রোগ উপশমিত না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য পাদ-রোগে যে সকল চিকিৎসা বলা হইয়াছে, তাহাই পুনঃপুনঃ করিবে। অর্থাৎ অগ্নি-কার্য্য এবং দুষ্ট-রক্ত শোধনের উপায় বিধান করিবে।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

জ্বর-রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা

বায়ুজনিত জ্বর-রোগের নিদান ও লক্ষণ।

পূর্ব্ব (২৭ অধ্যায়ে) বায়ু-প্রকুপিত হইবার যে কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া অশ্বদিগের জ্বর জন্মাইয়া থাকে।

এই জ্বরে অশ্বের মস্তক অতিশয় ভার এবং গরম হয়। সন্ধিস্থলসকল ঠাণ্ডা থাকে। শঙ্খ-দ্বয় (চক্ষু-কোণের সমীপ, কাণের উপরিভাগ) চলিতে থাকে অর্থাৎ নড়ে। সমস্ত শরীরে স্তব্ধ-ভাব ধারণ করে (গায়ে হাত দিলে গা কাঁপে না)। খাইবার চেষ্টা লোপ পায়।

বায়ুজনিত জ্বর দুঃসহ, অর্থাৎ সহ্য হয় না। এই জ্বরে অশ্ব বড় কষ্ট অনুভব করে।

চিকিৎসা।

জ্বর হইবার দিন হইতে যতদিন না জ্বর ত্যাগ হয়, ততদিন অশ্বকে উপবাস দেওয়াইবে (বিশেষ

কিছু খাইতে দিবে না) তৈল মাখাইয়া তেউড়ী, গন্ধভাদুলে ও অন্যান্য বায়ুনাশক দ্রব্য (রাস্না, বড়-ভেরেণ্ডা, অশ্বগন্ধা, শ্বেতবেলেড়া ও দশমূল প্রভৃতি) এই সকল দ্রব্য সমান ওজনে লইয়া কুটিয়া পুঁটলী বাঁধিয়া তপ্তকরতঃ স্বেদ দিবে। স্বেদ দেওয়া হইলে গা মলিয়া (মর্দ্দন) দিবে।

তিউড়ী প্রভৃতি না পাইলে, তিল-তৈল ও ঘৃত একত্র করিয়া মাখাইবে, অথবা তিল-তৈল ও বসা (চর্ব্বি) একত্র করিয়া মাখাইবে।

বেল, শ্যোনা, গামার, পারুল ও গনিয়ারি এই সকল গাছের মূলের ছাল অভাবে গায়ের ছাল ৬৪ সের জলে প্রত্যেকে ।০ পোয়া ওজনে লইয়া কুট্টিত করিয়া পাক করিবে ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই জলে পিপুল চূর্ণ ৵০ পোয়া, মত্ত ৵০ পোয়া ও গোমূত্র ৵০ পোয়া মিশ্রিত করিয়া নিরূহ দিবে অর্থাৎ পিচকারী দ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

এই জল বাহির হইলে বায়ুনাশক তৈলের (বায়ুনাশক দ্রব্যে পাক করা তৈল, এই গ্রন্থের ২০ অধ্যায়ে উক্ত প্রসারণী তৈল প্রভৃতি) দ্বারা

অনুবাসন দিবে। পিচকারী দ্বারা গুহ্যদ্বারে ২ সের পরিমিত তৈল প্রবেশ করাইবে।

খাইবার জন্য মাংসের যুষের সহিত ভাত দিবে।

এই স্থলে মৎস্য বা কচ্ছপ কিংবা শূকর মহিষের মাংস লইয়া যুষ করিতে হইবে। (মাংসের যুষ প্রস্তুতের বিষয় দ্রব্য মাত্রা বিবরণ, ১১ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।)

পিত্ত জন্য জ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

(২৭ অধ্যায়ে বর্ণিত) পিত্ত প্রকোপকারী দ্রব্য সকলের সেবা করিলে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জ্বর জন্মাইয়া থাকে। পিত্তজনিত জ্বরে গা জ্বালা করে। ঘর্ম্ম হইতে থাকে। চক্ষুদ্বয় লাল বর্ণ হয় শরীর শুষ্ক প্রায় হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

গা জ্বালা নিবারণ জন্য অশ্বের গায়ে কুলপাতার ফেন দিবে (কতকগুলি কাঁচা কুলের পাতা বাঁটিয়া একটী পাত্রে সামান্য জল দিয়া দুইহাত দিয়া মর্দ্দন করিলে ফেন উঠিবে) আয়ুর্ব্বেদে গা জ্বালায়

কুলের পাতার ফেনের ন্যায় নিম পাতারও ফেন দিবার উপদেশ আছে। (বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য বা) জলে ভিজাইয়া রাখিলে তালপাতার পাখা বেশ ঠাণ্ডা হয়। এই জলে ভিজান তালপাতার পাখার দ্বারা অশ্বের গাত্রে বাতাস দিতে হইবে এবং জলে নামাইয়া (অবগাহন) স্নান করাইবে।

ইহাতে দাহ প্রশমিত না হইলে মাথায় জলের ধারা দিবে। এবং সর্ব্বাঙ্গে দধি বা কাঞ্জি (আমানী) সেচন করাইবে (ঢালিয়া দিবে)।

দুগ্ধ /৪ সের ইক্ষুরস /৮ সের চিনি /১ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে পান করাইবে।

দাহ শান্তির জন্য অশ্বের গাত্রে নিম্নলিখিত প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। কাশমূল, কাজুলে আখের মূল, কুশের মূল, মুথা, মিছরী এবং নীলসুন্দীফুল প্রত্যেক সমান। দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ।

অথবা কুশমূল, কাশমূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল, মুথা, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা এবং চিনি ইহাদের মিলিত ওজন /১।০ পাঁচ পোয়া দুগ্ধ এক আঢ়ক (১৬ সের)

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দুগ্ধে মিশ্রিত করতঃ পিচকারী দ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

তুষরহিত যবের ভাত রাঁধিয়া ঘৃত মিশ্রিত করত খাইতে দিবে।

অশ্বকে দুর্ব্বা ঘাস খাইতে দিবে, এবং শীতল জল পান করাইবে।

রোগশেষ ও নিরামক জ্বরের
লক্ষণ ও চিকিৎসা।

অশ্বদিগের শরীরে পিত্ত যে যে কারণে প্রকুপিত হইয়া রোগ জন্মায়। এই রোগ দুইটীও সেই সেই কারণে হইয়া থাকে।

প্রায়শঃই ক্রোধ (রাগ) ও পরিশ্রম দ্বারা কটু (ঝাল) অম্ল (টক্) লবণ এবং গ্রীষ্মকালের উত্তপ্ত বায়ু সেবনে অশ্বদিগের পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জ্বর জন্মাইয়া থাকে। আবার এই সকল কারণেই রোগশেষ ও নিরামক জ্বর হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের চিকিৎসাও পিত্তজন্য জ্বরের অনুরূপ।

পথ্য বিধান সম্বন্ধে পিত্তজন্য জ্বরের যাহা বিহিত হইয়াছে তাহাই দেওয়া উচিত।

কফ জন্য জ্বরের লক্ষণ।

পূর্ব্বে কফ বৃদ্ধির যে যে কারণ উক্ত হইয়াছে সেই সেই কারণে অশ্বদিগের কফ বৃদ্ধি পাইয়া জ্বর জন্মাইয়া থাকে।

এই জ্বরে অশ্বদিগের তন্দ্রা (ঘুম আসার মত) এবং শরীর অবসন্নপ্রায় হয় (অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি থাকে না)। খাইবার জন্য চেষ্টা দেখা যায় না। নাসিকা হইতে জলের মত স্রাব হয়। আর তাহারা গরমে থাকিতে ভালবাসে।

চিকিৎসা।

মরিচ, আকনাদিমূল, মুথা, কট্‌কী, পিপুল, শুঁঠ, গুলঞ্চলতা, চৈ ও বচ এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন ৵৹ পোয়া জল ১৬ সের, ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ঐ জলে পাক করিবে। যখন ৪ সের থাকিবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে মধু ⁄॥৹ সের মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে পান করাইবে।

নিমছাল, গুলঞ্চলতা, পটোলপাতা, বাসকছাল ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন ৵০ পোয়া, সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া শ্লথ-ভাবে (আল্‌গাভাবে) পুটলী বাঁধিয়া ২৪ সের জলে পাক করিবে। এবং ঐ জলে ৬ সের পরিমাণ মুগ কলাই সিদ্ধ করিবে। মুগ সকল ঐ ঔষধ দ্রব্যের জলে সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে উহাতে ⁄৷৷০ সের মধু মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে খাওয়াইবে।

সমস্ত শরীরে এবং মাথায় বালি গরম করিয়া স্বেদ দিবে।

স্বেদ দিবার প্রণালী।

কতকগুলি বালি (৫।৭ সের আন্দাজ) একটী হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া অগ্নির তাপে এইরূপ গরম করিবে যেন তাহাতে খড় বা শুষ্ক পাতা দিবারমাত্র জ্বলিয়া উঠে, সেই আগুনের মত লাল বালিগুলি একটী উপযুক্ত শরায় ঢালিবে। শরা বালিপূর্ণ হইলে তাহার উপর কাঁজির (আমানীর) ছিটা দিবে, পরে বোয়ানপাতা, ধুতূরাপাতা, বড়ভেরেণ্ডা

পাতা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে কাপড়ে বাঁধিয়া গরম থাকিতে থাকিতে স্বেদ দিবে। ঠাণ্ডা হইলে আবার ঐরূপ আর একটী করিয়া দিবে।

এই সকল চিকিৎসা দ্বারা রোগ প্রশমিত না হইলে, শঙ্খ স্থানের (কানের নিকটে চক্ষু-প্রান্তের উপরিভাগে যে শিরা আছে। অর্থাৎ যাহাকে লোকে রগ্ বলে) ও মন্যা অর্থাৎ ঘাড়ের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করিবে।

মিলিত বায়ু পিত্ত কফ জনিত জ্বরের
লক্ষণ ও চিকিৎসা।

বায়ু, পিত্ত ও কফ জনিত জ্বর সকলে যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে। সন্নিপাত জন্য জ্বরে সেই সকল লক্ষণ কিয়ৎ-পরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জ্বর ভাল হয় না। তবে ইহার চিকিৎসা করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত বায়ু পিত্তাদির সাধারণ চিকিৎসা করাই উচিত।

আঘাত জনিত জ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

অশ্বদিগের আঘাত লাগিয়া যে জ্বর হয়, তাহাতে কাস ও স্তব্ধতা নিশ্চেষ্ট ভাব ও মূর্চ্ছা (বিশেষ

জ্ঞানের অভাব) মুখ বা নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্রিত কফ নির্গত হইতে থাকে। এবং মধ্যে মধ্যে জৃম্ভা হয় (হাই উঠে)।

চিকিৎসা।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অগ্রেই বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, মৌল ও পাকুড় গাছের ছাল পেষণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ অশ্বের মস্তকে ও সকল শরীরে লেপন করিবে।

অনন্তর রক্তচন্দন, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেত-বেলেড়া, যষ্ঠীমধু, পদ্মকাষ্ঠ দ্বারা পাচিত ঘৃত পান করাইবে।

এই ঘৃত প্রস্তুতের প্রকার—

গাভীঘৃত ⁄৪ সের রক্তচন্দন প্রভৃতি মিলিত ⁄১ সের উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। পরে ইহাতে গাভী দুগ্ধ ⁄১৬ সের দিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। যখন দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া আসিবে রক্তচন্দন প্রভৃতি কল্ক দ্রব্য ঘৃত হইতে তুলিয়া হস্ত দ্বারা পাকাইলে বাতির মত পাকান যাইবে। তখন ঠিক্ পাক হইয়াছে বুঝিতে

হইবে। এই অবসরে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

আর পিত্তজনিত জ্বরে যে পিচকারী দিবার বিষয় বলা হইয়াছে। তাহাই প্রয়োগ করিবে এবং পিত্তজন্য জ্বরে যেরূপ খাইবার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা খাইতে দিবে।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

অজীর্ণ রোগে চিকিৎসা।

অজীর্ণের লক্ষণ—

অশ্বগণের অজীর্ণ রোগ হইলে খাইবার বেশ চেষ্টা থাকে না। দুঃখিত ভাবে অবস্থান করে। দাস্ত ও মূত্র পরিষ্কার ভাবে হয় না। অর্থাৎ অল্প অল্প হয়। অপর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে—যদি তাহাদিগের জঙ্ঘায় বা পদে কোনও রূপ ফুলা (শোথ) বা ক্ষত (ঘা) না দেখা যায়, অথবা কোনও রূপ আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা না থাকে, অথচ খোঁড়াইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অশ্বের অজীর্ণ হইয়াছে। অজীর্ণ রোগে অশ্ব জঙ্ঘার বা আগের পায়ের দোষ হইয়া খোঁড়াইতেছে এরূপ লক্ষ্য হয়। অন্য কোন কোন স্থানেও খোঁড়াইবার কারণ বুঝা যায়।

ইহার চিকিৎসা।

যত দিন না খোঁড়ান যায়, তত দিন অশ্বকে

উপবাস দেওয়াইবে উপবাসের দ্বারা খোঁড়ান বন্ধ হইলে তিন দিন পরে নিশ্চেষ্ট না থাকিলেও অশ্বকে ভ্রমণ করাইবে (টহলাইবে।)

অশ্ব শরীরে উপবাসের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইলে তাঁহাকে প্রতিপান দিবে, অর্থাৎ উপবাসের দ্বারা শরীর হাল্‌কা হইলে, এবং খোঁড়ান না থাকিলে, ঔষধ সিদ্ধ জল পান করাইবে।

কিন্তু তিন দিন বা পাঁচ দিন গত না হইলে প্রতিপান অর্থাৎ ঔষধ-সিদ্ধ জল দিবে না।

এই প্রকারে অশ্বের শরীর একটু বিশুদ্ধ হইলে এবং ভ্রমণ করিতে পারিলে অথচ উপবাসের দুর্ব্বলতা দূর হইলে সাত দিনের পরে শিরাবিদ্ধ করিবে। সাত দিনের মধ্যে শিরাবিদ্ধ করিবে না এবং সাত দিন গত হইলেও যদি শরীর বিশুদ্ধ না হয় কিংবা ভ্রমণ-শক্তি ও বলাধান না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও শিরা বেধ করিবে না।

যদি বুকের দোষে অর্থাৎ বুক ভার থাকা জন্য ঘোড়া খোঁড়াইতে থাকে তাহা হইলে বক্ষোদেশে যে শিরা আছে তাহা বিদ্ধ করিবে। আর জঙ্ঘায় বা কুর্চ্চ-স্থানে (গোঁড়ালির উপরে) দোষ থাকায়

ঘোড়া খোঁড়ায়, তাহা হইলে যথাক্রমে জঙ্ঘার শিরা ও কুর্চ্চ স্থানের শিরা বেধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে।

অশ্ব বৃদ্ধ হইলে তাহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিম্ন-লিখিত পিণ্ড দিবে না। সন্ধ্যা গত হইলে দিবে। পিণ্ড এই যথা—

কট্‌কী, পিপুল, শুঁঠ,বচ, মুলতানী হিং, সৈন্ধব-লবণ এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন ৸৹ পোয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিতকরত জল দ্বারা পিণ্ডবৎ করিবে। ঐ পিণ্ড খাইতে দিবে।

এই সকল চিকিৎসা দ্বারা যদি দাস্ত ও প্রস্রাব পরিষ্কার না হয়, তবে পূর্ব্বোক্তরূপে পাদ রোগ চিকিৎসায় আমলা হরীতকী বহেড়া সিদ্ধ জলে যেরূপ গুগ্‌গুল খাওয়াইবার কথা বলা হইয়াছে সেই রূপ ভাবে সেবন করাইবে। (আমলা হরীতকী ও বহেড়া মিলিত ৵৹ পোয়া, জল ১৬ সের পাক শেষ ৪ সের গুগ্‌গুলু ৴৹ এক ছটাক।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

—০—

অতিসার রোগের বিবরণ।

অশ্বদিগের বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, পিত্তকফ, বায়ু-কফ, এবং মিলিত বাত-পিত্ত-কফ অর্থাৎ সন্নিপাত এই সকল দোষে আট প্রকার অতিসার রোগ হইয়া থাকে।

বায়ু জন্য অতিসারের লক্ষণ—

যে অশ্বের শরীর সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ স্ফুর্ত্তি না থাকায় কুড়িমুড়ি ভাবে অশ্ব অবস্থান করে। এবং তাহার পেট ডাকিতে থাকে, অল্প অল্প পাৎলা ফেনযুক্ত মল (শব্দের) শব্দ করিতে করিতে নির্গত হয়। অথবা কখন কখনও বহু পরিমাণে ঐরূপ পাতলা মল সশব্দে নির্গত হয়।

সেই অশ্বের বায়ু জন্য অতিসার রোগ হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইবে।

চিকিৎসা।

বৃহতী, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বেলশুঁঠ,

শুঁঠ কয়েৎবেল, ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্যের মিলত ওজন ৵৹ পোয়া, ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ পাক করা জলে ২ সের পরিমাণ হৈমান্তিক ধান্যের চাউলের গুঁড়া পাক করিবে। যখন পালমত অর্থাৎ কাইমত হইবে, তখন নামাইয়া তাহার সহিত অল্প দধি কিঞ্চিৎ মিশ্রিত-করত অশ্বকে খাওয়াইবে। এই ঔষধের নাম বৃহত্যাদি যবাগূ। আর, এই সকল দ্রব্যেরই ক্বাথ পান করাইবে। এই ক্বাথ প্রস্তুতের প্রকার বৃহতী, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মিলিত ওজন ৵৹ পোয়া, জল ৩২ সের পাক শেষ ৮ সের এই ক্বাথ পান করাইবে।

পিত্তজন্য অতিসারের লক্ষণ—

অশ্বদিগের পিত্তজনিত অতিসার রোগে নীল বা লাল বর্ণের মল নির্গত হয় ঐ মলে খারাপ গন্ধ থাকে। মল জলের মত পাতলা হয়। দাহ ও ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

অশ্বদিগের পিত্ত জন্য অতিসার রোগে জামছাল,

আমছাল, দাড়িম খোলা মিলিত ৵০ পোয়া, ১৬ সের জলে উত্তমরূপ পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে উহাতে ॥০ সের মধু মিশ্রিতকরত পান করিতে দিবে।

অথবা, আমছাল, জামছাল, দাড়িম-খোলা চূর্ণ করিয়া ৵০ পোয়া লইয়া মধু ও তৈলসহ মিশ্রিত-করত সেবন করাইবে।

জামছাল প্রভৃতি যেরূপভাবে প্রয়োগ করা হয়, ঐরূপ ভাবে কুড়চী মূলের ছাল, ও আকনাদা মূলও দেওয়া যাইতে পারে।

খাইবার জন্য ঐ সকল জিনিস সিদ্ধ যবাগূ অর্থাৎ পাল দিবে।

এই যবাগূ বা পাল প্রস্তুত-প্রণালী—

জামছাল, আমছাল, দাড়িমের খোলা, অথবা কুড়চীছাল ও আকনাদীমূল মিলিত ওজন ৵০ পোয়া, ৩২ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া তাহা দ্বারা ২॰ সের পরিমিত হৈমন্তিক লোহিত শালি ধান্যের চাউলের গুঁড়া পাক করিয়া কাই মত হইলে নামাইবে। পরে তাহার সহিত মধু ⁄॥০ সের মিশ্রিত করত খাওয়াইবে।

কফ জন্য অতিসারের লক্ষণ—

যদি অশ্বগণ আহারে বেশ চেষ্টা না করে, এবং কাল বর্ণের পিছ্‌লে পিছ্‌লে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মল ত্যাগ করিতে থাকে, আর গাত্র রোমাঞ্চিত হয় অর্থাৎ গায়ের লোম সকল খাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহাদের শ্লেষ্মাজন্য অতিসার রোগ হইয়াছে।

চিকিৎসা।

ইন্দ্রযব, দাড়িম খোসা, আমছাল, সৈন্ধবলবণ, গিলিত ৵০ পোয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে মধু ও লেবুর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

অথবা ইন্দ্রযব, দাড়িম খোসা, আমছাল, ইহাদের গিলিত ওজন ৵০ পোয়া, জল ১৬ সের পাক শেষ ৪ সের, মধু ⁄॥০ সের মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

খাইবার জন্য উহাদেরই পাক করা জলে তুঁষ ছাড়া যবের যবাগূ বা পাল করিয়া দিবে।

ইহার প্রস্তুত প্রকার এই—

ইন্দ্রযব, আমছাল, ও দাড়িম খোসা, মিলিত ৵০ পোয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩২ সের পরিমিত জলে পাক করত ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ পাক করা জলে তুঁষ ছাড়ান যব গুঁড়া ২ সের পাক করিতে করিতে যখন যবাগূ বা পাল মত হইবে। তখন নামাইয়া তাহাতে মধু ⁄।।০ সের সৈন্ধবলবণ ৵০ পোয়া মিশ্রিত করত খাইতে দিবে।

এই অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় অপক্ক রস পাক করিবার জন্য চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। এই অবস্থাকে আমাবস্থা অর্থাৎ অপক্ক অবস্থা বলে।

চিকিৎসা।

পিপুল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, মরিচ, চিতামূল, বচ, ইহাদের মিলিত চূর্ণ ৬ তোলা অর্থাৎ প্রত্যেক ১ তোলা, মদ্য ৪ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে পান করিতে দিবে।

বাতপিত্ত, কফপিত্ত, কফ বায়ু ও সন্নিপাত জন্য অতিসার রোগের পৃথক্ লক্ষণ নাই। বায়ু ও

পিত্তের মিলিত লক্ষণ কতিপয় বা সমুদয় প্রকাশ পাইলেই বাতপিত্ত জন্য অতীসার বুঝিতে হইবে। এইরূপ কফপিত্ত কফ বায়ু প্রভৃতিরও জানিতে হইবে।

ইহাদের চিকিৎসার পার্থক্য নাই। মিলিত দুই দোষের বা মিলিত তিন দোষের সাধারণ চিকিৎসা করিলেই উপশমিত হইবে।

———

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

শূল রোগের বিবরণ।

অশ্বদিগের শূলরোগ পাঁচ প্রকার হয় ইহাদের নাম। সৌভিক্ষ, ঊর্দ্ধবর্ত্তী ভিন্নবর্ত্তী বিবন্ধবর্ত্তী ও স্নেহবর্ত্তী, ইহাদের স্বরূপ—লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পাইবে।

সৌভিক্ষ শূলের নিদান ও লক্ষণ।

অশ্ব যদি প্রত্যহই গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করে, অথবা ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ বহু মাত্রায় ভোজন করে, তাহা হইলে সৌভিক্ষ নামে শূলরোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে অপক্ক মল নির্গত হয় এবং দাস্তকালে বেগ হইতে থাকে।

ঊর্দ্ধবর্ত্তী শূলের লক্ষণ।

যে অশ্ব ঘাস বা দানা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মুখ দিয়া বাহির করিয়া ফেলে অর্থাৎ উদ্গীরণ করে। তাহার সেই রোগের নাম ঊর্দ্ধবর্ত্তী শূল।

ভিন্নবর্ত্তী শূলের লক্ষণ।

ভিন্নবর্ত্তী নামক শূলরোগে অশ্ব অতিসার রোগে পীড়িত হয়। পেটে বেদনা অনুভব করে এবং দুঃখিত মনে কালযাপন করে।

বিবন্ধবর্ত্তী শূলরোগের লক্ষণ।

যে অশ্ব পেট বেদনায় অস্থির হয়। মল ত্যাগ করে না, এবং তাহার পেটে বায়ু আবদ্ধ অর্থাৎ পেটে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া মলমূত্র রোধ-করত বিশেষ কষ্ট জন্মায় তাহার সেই রোগকে বিবন্ধবর্ত্তী কহে।

স্নেহবর্ত্তী শূল।

অশ্বদিগের যে রোগে মল ভাঙ্গা ভাঙ্গা চিক্কণ মত নির্গত হয়, তাহার নাম স্নেহবর্ত্তী শূল। ইহা অধিক মাত্রায় স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদি পান জন্যই হইয়া থাকে।

সৌভিক্ষ ও বিবন্ধ শূলের চিকিৎসা।

সৌভিক্ষ ও বিবন্ধবর্ত্তী শূলরোগে অশ্বকে প্রথমে (বাতহর তৈল দ্বারা) স্বেদ দিবে, পরে নিম্নলিখিত বর্ত্তি গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

বর্ত্তি প্রস্তুত-প্রকার।

আগার-ধূম (ঝুল) সুরস, (তুলসী) কাহার মতে (ধন্বন্তরি ঘাস), পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, বচ, সিন্ধু-বারী (বোয়ান) অর্থাৎ নিশিন্দাডগী, কাহার মতে মোচরস, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, বিট্‌লবণ, শামরলবণ, ক্ষারলবণ, ও সচললবণ, প্রত্যেকের ওজন সমান, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

পরে উপযুক্ত মত গুড় তপ্ত করিয়া তাহাতে ঐ সকল চূর্ণ এরূপ ভাবে মিলাইতে হইবে, যেমন পাকাইলে একটি বাতির মত প্রস্তুত হইতে পারে। এই বাতি ৮ আট অঙ্গুলি দীর্ঘ ও বুড়ো-অঙ্গুলির মত মোটা হওয়া আবশ্যক।

এই বর্ত্তি বা বাতি শুঁঠ, পিপুল, মরিচ চূর্ণে মাখাইয়া অশ্বের গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। শীঘ্র মধ্যে মল নির্গত হইবার জন্য এই বাতি সৈন্ধব-লবণ, ও মধু মাখাইয়া লইতে হয়।

এই বাতির প্রয়োগ দ্বারা মল ও বায়ু নির্গত হইয়া গেলে বস্তি দিবার দ্রব্যের দ্বারা বস্তি দিবে। অর্থাৎ ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত—

আমলা, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, ময়নাফল, শ্বেতসর্ষপ, বড় এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, শুল্‌ফা, রেণুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, সচললবণ, বিট্‌-লবণ, শামরলবণ, এই সকল দ্রব্যের যাহা যাহা পাওয়া যায় অথবা সমস্ত দ্রব্যই মিলিত ৵৹ পোয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া মদ্য অথবা আমানী কিংবা গোমূত্র প্রত্যেক ৮ সের মাত্রায় লইয়া মিশ্রিত করত পিচকারী দিবে।

আর আম, অর্থাৎ অপক্ব রস দূষিত না হইয়া যদি অশ্বদিগের পেটে খুব বেদনা হয়। তবে পূর্ব্বোক্ত আমলা, হরীতকী, প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া গুহ্যদ্বারে পিচকারী দিবে।

দুর্গন্ধ, পাতলা, পিচ্ছিল কফমাখা মলকে আম বলে, অশ্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আম মলের বিশেষ দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অশ্বদের পেটে আম হইলে দৌর্মনস্য অর্থাৎ দুঃখিত মনে অবস্থান, অরুচি, গ্লানি ও সময়ে সময়ে দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে

এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ হইলে আম-দোষ (অপক্ক রস) পক্ক হইয়াছে জানিতে হইবে।

গুহ্যদ্বারে পিচকারী দেওয়া হইলে পর দাস্ত ও প্রস্রাব এবং বায়ু নির্গত হইয়া কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হইলে অশ্বকে অপর দিন প্রতিপান অর্থাৎ ঔষধ সিদ্ধ জল পান করাইবে।

প্রতিপানেয় অর্থাৎ পানীয় প্রস্তুতের রীতি।

রেণুকা, কুড়, বামুনহাটী, দন্তী (দাঁতীন), চিতামুল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, এই সকল দ্রব্যের মিশ্রিত চূর্ণ ৵৹ পোয়া, মদ্য ৪ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

অশ্বকে খাইবার জন্য চুনাঘাস ও পানের জন্য গরম জল ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে যদি অশ্ব সুখী না হয়, অর্থাৎ তাহার এই রোগ না সারে তাহা হইলে কুক্ষিদেশে অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে।

শূলপীড়া জানিবার সাধারণ লক্ষণ !

যদি অশ্ব বারম্বার পড়িতে থাকে ও উঠিতে থাকে, আকুলভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং

গাত্র কুঞ্চিত করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অশ্বের শূল বা পেট কামড়ানী হইয়াছে।

অশ্বদিগের শূলরোগের অসাধ্য লক্ষণ।

যদি শূলরোগগ্রস্ত অশ্ব নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, ল্যাজ না নাড়ে এবং তাহার পেট ফাঁপিয়া থাকে, জিহ্বা কাল বর্ণের হয় ও রক্তবর্ণ প্রস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে সে অশ্ব আরোগ্য লাভ করিবে না। সুতরাং ইহার চিকিৎসা করিবে না।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

উদাবর্ত্ত রোগের লক্ষণ।

যে অশ্বের মল (লাদি) ঢেলা পাকাইয়া যায় (গুটলে বাঁধে) অতি কষ্টে নির্গত হয় বা নির্গত হয় না। অশ্ব বেদনায় অতিশয় কাতর হয় সে রোগকে উদাবর্ত্ত কহে।

চিকিৎসা।

সোঁদাল শস্যের আঠা /॥০ অর্দ্ধ সের, জল ১৬ ষোল সের, অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া /৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ইহার সহিত ঘৃত দ্বারায় ভৃষ্ট (ঘিয়েভাজা) ১৬ যোলসের কুলত্থ কলায় খাইতে দিবে। এবং ১৬ অধ্যায়বর্ণিত বস্তি-বিধি অনুসারে অশ্বের গুহ্যদ্বারে তৈলের বা ঘৃতের পিচকারী দিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তৈলের বা ঘৃতের গুহ্যের দ্বারে পিচকারী দিবে।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

প্রস্কন্ন রোগের লক্ষণ।

যে রোগে অশ্বের বুক ভারি হয়, সমস্ত শরীরে জড়তার লক্ষণ প্রকাশ পায় (অর্থাৎ গায়ে হাত দিলে, গা চলে না) হাঁটিতে গেলেও জড়তা প্রকাশ পায়, পিঠ কুজো করিয়া অশ্ব অবস্থান করে বোধ হয় যেন তাহার সকল অঙ্গ কেহ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অশ্বদিগের এই রোগের নাম প্রস্কন্ন।

চিকিৎসা।

শালিহোত্র মুনি এই রোগের যে প্রকার চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বলা হইতেছে। ।/৪ চারিসের পরিমিত, গাভী-ঘৃত, শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচ প্রত্যেক দুই তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঐ ঘৃত সহ পান করাইবে।

এই ঘৃত পান করাইয়া অশ্বের শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছে বুঝা গেলে শিরাবিদ্ধ করিতে হইবে।

কোন্ স্থানের কোন্ শিরাবিদ্ধ করিতে হইবে তাহা বলা হইতেছে।

অশ্বদিগের পূর্ব্বকায়ে (অর্থাৎ মুখের দিকে বক্ষোদেশের, পায়ের, পাদতলের, এবং কূর্চ্চস্থানের (পায়ের গোঁড়ালির উপরিভাগের) শিরাবিদ্ধ করিতে হইবে। আর পশ্চিম কায়ে অর্থাৎ পেছন দিকে ঊরু-সন্ধির নিকটবর্ত্তিনী তাহার নিম্নভাগের ও কূর্চ্চস্থানের (অর্থাৎ গোঁড়ালির উপরিভাগের) শিরাবিদ্ধ করিতে হইবে। যে স্থলে শিরাবিদ্ধ করা হইবে সেই স্থানে, (অর্থাৎ শাস্ত্র পাতের স্থানে) কর্দ্দম লাগাইয়া দিবে। যে অশ্বের শিরাবিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করা হইবেক তাহাকে এক দিন, (বাহিত করিবে না) সোয়ারী করিবে না। অনন্তর তৎপর দিন ঔষধ-সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে।

যথা—আমলা, হরীতকী, বহেড়া, মিলিত ৵০ পোয়া, ।৬ ষোল সের জলে পাক করিয়া /৪ চারি সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ইহার সহিত মধু ৵০ অর্দ্ধ পোয়া দশ মূলের ক্বাথে শোধিত গুগ্‌গুলু ৵০ অর্দ্ধ পোয়া মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। খাইবার জন্য দুর্ব্বাঘাস এবং পানের জন্য মধুমিশ্রিত জল দিবে। এই জলের পরিমাণ /৭॥০ সাড়ে সাতসের, মধু ৵০ অর্দ্ধপোয়া

অথবা জল /৭৷৷০ সাড়ে সাতসের পিপুল চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধ পোয়া পান করাইবে।

হেমন্তকালে অশ্বদিগের এই রোগ হইলে,—

বেলমূলের ছাল, শ্যোনামূলের ছাল, গাম্ভারী-মূলের ছাল, গণিয়ারীমূলের ছাল, ইহাদের মিলিত ওজন ৵০ অর্দ্ধ পোয়া জল ষোল সের একত্র পাক করিয়া /৪ চারি সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। অনন্তর তিলের তেল /৷৷০ অর্দ্ধ সের এবং যবক্ষার ৬ ছয় তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

যদ্যপি এই প্রকার চিকিৎসায় রোগের উপশম না হয় তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আগের পায়ের ও বক্ষোদেশের এবং কুর্চ্চস্থানে দাহ করিবে। দাহ করা হইলে, আমলা, হরীতকী, বহেড়ার পাক করা জলে গুগগুলু গুলিয়া খাওয়াইতে হইবে। ইহাদের পরিমাণ আমলা, হরীতকী, বহেড়া মিলিত ৵০ অর্দ্ধ পোয়া জল ষোলসের পাক শেষ /৪ চারি সের দশমূলের কাথে শোধিত গুগ্‌গুল ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। পরে অল্প ২ করিয়া ভ্রমণ করাইবে।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

ক্রিমি কোষ্ঠ রোগের লক্ষণ।

যদি দুর্ব্বল অশ্বের মল, জন্তু (ক্রিমি) কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও ভাঙ্গা২ রূপ নির্গত হয়, তাহাহইলে তাহার ক্রিমিকোষ্ঠ রোগ হইয়াছে জানা যাইবে।

ইহার চিকিৎসা

প্রথমে ক্রিমিদিগের অবচালনার জন্য মাংস ও দুগ্ধ দ্বারায় পাক করা ঘৃত পান করাইতে হইবে। ঘৃতের পরিমাণ /৪ চারি সের, দুগ্ধ /৮ আট সের মাংস /৪ সের, জল ৩২ সের, পাক অবশিষ্ট জল /৮ সের। এই মাংসের ক্বাথ (অর্থাৎ পাক করা জল) /৮ আট সের দিয়া ঘৃত পাক করিয়া লইতে হইবে।

অনন্তর ষেটে (ষষ্টিক) ধানের চাউলের ভাত কৃষ্ণতিল, দুধ, ও গুড় মিশ্রিত দধি খাইতে দিবে। পরে বিড়ঙ্গ, চিতামুল, যবক্ষার, দন্তীমূল, হিজলবীচ, কমলাগুঁড়ি, ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান মিলিত ওজন /৮ আট সের জল ১॥৪ চৌসট্টী সের

পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে চারিসের ঘৃত ও কমলাগুঁড়ি চূর্ণ /১ সের একত্র এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া লইবে। এই পাক করা ঘৃত ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। (২) অথবা দন্তীমূল /৮ আট সের ১৷৷৪ চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া ।৬ সের সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে চারিসের গাভী ঘৃত /১ এক সের দন্তীমুলচূর্ণ, এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত পাক করা জল, একত্র পাক করিবে; পাক করিতে করিতে যখন ঘৃতের মধ্যস্থ দন্তীচূর্ণগুলি পাক হইয়া বাতির মতন পাকান যাইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে।

৩য় ঔষধ—বিড়ঙ্গচূর্ণ /৮ আট সের, জল ১৷৷৪ চৌষট্টি সের, আগুনে পাক করিয়া ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত /১ এক সের বিড়ঙ্গচূর্ণ, চারিসের ঘৃত, একত্র পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর তাহার সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ মিলিত করিয়া পান করাইবে।

৪র্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব-লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, করকচ লবণ এবং শাম্ভরী লবণ, পল্‌তা, নিমপাতা, বচ, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, ইহাদের ওজন, সমান, চূর্ণ করিয়া একত্র করিবে। এই চূর্ণ ৶০ অর্দ্ধপোয়া চারিসের মদ্যের সহিত পান করিতে দিবে।

শ্লেষ্মকোষ্ঠরোগের লক্ষণ।

শ্লেষ্মকোষ্ঠরোগে অশ্ব ভালরূপ খাইতে পারে না, দুর্ব্বল হয় এবং তাহার রোমাঞ্চ হইতে থাকে, (গায়ের লোম খাড়া হইয়া থাকে) গা ভারি ভারি হয়, সর্ব্বদা নিদ্রা-তন্দ্রা (ঘুম ঘুম ভাব) আসে, মল, কফ-মিশ্রিত সুতরাং পিছ্‌লে মত হয়।

ইহার চিকিৎসা।

শ্লেষ্ম-কোষ্ঠরোগে পূর্ব্বোক্ত হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রাদির চূর্ণ পান করিতে দিবে এবং দুর্ব্বল অগ্নি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে।

অপর, ক্রিমি কোষ্ঠরোগে যে সমস্ত চিকিৎসার প্রকার বলা হইল, তাহা প্রয়োগ করিবে। ফলতঃ যাহাতে অগ্নির বৃদ্ধি হয় তাহাই প্রধান চিকিৎসা।

———

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

—*—

বায়ুজন্য মূত্রগ্রহ রোগের লক্ষণ।

(প্রস্রাব আটকাইয়া যাওয়া)

১। অশ্বদিগের যে রোগে অল্প অল্প এবং ফেনের সহিত অতিকষ্টে প্রস্রাব হয় সেই রোগের নাম বায়ুজন্য মূত্রগ্রহ।

২। পিত্তজন্য মূত্রগ্রহের লক্ষণ।

অশ্বদিগের যে রোগে জ্বালার সহিত অল্প অল্প প্রস্রাব হয় এবং ঐ প্রস্রাব হল্‌দে রঙের হয়, আর অশ্ব প্রস্রাব করিবার সময় হাঁফাইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পিত্তজন্য মূত্রগ্রহ হইয়াছে।

৩। কফজন্য মূত্রগ্রহের লক্ষণ।

অশ্বদিগের কফজন্য মূত্ররোগে মূত্র ঘন ও পিছলে হয়, প্রস্রাব অল্প অল্প হইতে থাকে। প্রস্রাব করিবার সময় অশ্ব অতিশয় কষ্ট অনুভব করে।

৪। সান্নিপাতজন্য মূত্রগ্রহের লক্ষণ।

বায়ু জন্য, পিত্ত জন্য ও কফ জন্য এই তিন দোষেরই লক্ষণ মিশ্রিত হইয়া অনেক প্রকারের প্রস্রাব হইলে সান্নিপাতিক জন্য মূত্রগ্রহ বলা যায়।

চিকিৎসা।

এই রোগের সাধারণ চিকিৎসা বলা হইতেছে—

১। বায়ুজন্য মূত্রগ্রহ রোগে লিঙ্গের নিকটে ঘৃত মর্দ্দন করিবে, এবং লিঙ্গে ঘৃতের পিচকারী দিবে। অনন্তর আস্তে ২ স্রোতমুখে গালিশ করিয়া স্রোতের মুখে ঘৃত লইয়া আসিবে।

২। পাথরকুচি, শ্বেতপুনর্নবা, (শ্বেত পুরুণা) ভেরেণ্ডামূল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, অনন্তমূল, শতমূলী, প্রত্যেকের ওজন সমান, সকলের মিলিত ওজন অর্দ্ধপোয়া, ষোল সের জলে পাক করিয়া ৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া, তাহার সহিত, যবের মণ্ড পাক করিয়া খাইতে দিবে। (অর্থাৎ তুঁষ-রহিত যবের গুঁড়া ঐ পাক করা জলে পাক করিয়া যখন গাড়ের মত হইবে তখন খাইতে দিবে।)

৩। এইরূপ,—ঐ পাক করা জলে মধু মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে এবং এই প্যাক করা জলে কুলত্থ কলাই পাক করিয়া খাইতে দিবে। পানের জন্য ঐ জল দেওয়া যাইতে পারে।

পিত্তজন্য মূত্রগ্রহের চিকিৎসা।

১। কাঁকুড়বীজ, শশাবীজ চূর্ণ করিয়া চাল-ধোয়ানী জলে চিনির সহ খাইতে দিবে। এই চাল ধোয়ানী জল ৪ চারি সেরের বেশী হইবে না।

২। অথবা কেশুর, শালুক, পাণিফল ও চিনি। ২ দুই সের দুধ ও ২ সের আখের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

৩। কিম্বা নলখাগড়ার মূল, কেশের মূল, আখের মূল, কুশের মূল, প্রত্যেকের ওজন ২ দুই তোলা, ষোল সের জলে পাক করিয়া চারি সের থাকিতে নাগাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

৪। এই সকল চিকিৎসায় রোগের উপশম না হইলে মূত্র-নালিতে দুধের পিচকারী দিতে হইবে। দুধের পরিমাণ ষোলসের।

৫। অথবা কোমরের উপরে জলধারা

দিবে, কিংবা কোমরের উপরে কাদা লেপন করিয়া দিবে। অশ্বকে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে এবং পাখার বাতাস দিতে হইবে।

কফজন্য মূত্রগ্রহের চিকিৎসা।

১। অশ্বদিগের কফজন্য মূত্র আটকান রোগে গোক্ষুর, শুঁঠ, নাটাকরঞ্জ, পিপুল, প্রত্যেকের ওজন ২ তোলা, খইয়ের মণ্ড করিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করত খাইতে দিবে।

২। অথবা—কুত্তিকলাইয়ের যূষ পান করাইবে, খাইবার জন্য তিতমুগ্ন ব্যবস্থা করিবে। বস্তিস্থানে তেল মালিশ করিয়া মাষকলাইয়ের স্বেদ দিবে।

৩। গোক্ষুর, শুঁঠ, নাটাকরঞ্জ, পিপুল, এই সকল দ্রব্যের ওজন ৴ অর্দ্ধপোয়া, দুধ দুই সের ও আখের রস দুই সের সকলে মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। পিত্তজন্য মূত্ররোগে যাহা ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তাহাও দেওয়া যাইতে পারে।

৪। এই রোগে বস্তিস্থান (মূত্রনালীর ঊর্দ্ধভাগ বা মূত্রাশয়) উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করিয়া পিচকারী দিবে। পরে লাক্ষা (লাহা), পত্তাঙ্গ (বকমকাষ্ঠ

অথবা রক্তচন্দন) ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

৫। যে অশ্ব প্রস্রাব করিবার সময় অতিশয় বেদনা অনুভব করে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

১। মূত্র-শর্করার লক্ষণ।

অশ্বদিগের যে রোগে মূত্রাশয় হইতে লিঙ্গনাল দিয়া প্রস্রাবের সহিত চিনির মত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে মূত্রশর্করা বলে।

২। চিকিৎসা।

যে অশ্বের মূত্রশর্করা রোগ হইয়াছে, তাহাকে কুড়, সজিনামূলের ছাল, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, তাম্বুল (ধনিয়ার আকারের বেনের দোকানের জিনিষ) সৈন্ধবলবণ, পাথরকুচি, ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, মিলিত ওজন ৷ পোয়া, মদ /৪ চারিসের একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

৩। এই ঔষধ পান করাইয়া তুষ ছাড়ান যবের ভাত খাইতে দিবে।

৪। হরিদ্রা, যবাক্ষার, পলাশকাষ্ঠের ছাই, একত্র জলে ঘোলিয়া অথবা হলুদপোড়ান ছাই, ও

পলাশকাঠের ছাই একত্র জলে ঘোলিয়া সেই জল কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। (অর্থাৎ দোলা-যন্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হইবে) এই পরিশ্রুত জলের সহিত ব্রাহ্মীশাক, আপাং (চিরচিরী), ছোটএলাচ, কুলত্থকলাই, জীবক, (অভাবে গুলঞ্চ), ঋষভক, (অভাবে বংশলোচন), মেদা, (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহামেদা (অভাবে অনন্তমূল), কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, ঋদ্ধি (অভাবে শ্বেতবেড়েলা), বৃদ্ধি (অভাবে পীতবেড়েলা), ইহাদের চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া পান করাইবে।

শুক্রমেহের লক্ষণ।

যে অশ্ব প্রস্রাবের সহিত বার্য্যপ্রস্রাব করে তাহাকে শুক্রমেহী বলে।

ইহার চিকিৎসা

১। মূত্রশর্করা রোগে যে যে চিকিৎসা বলা হইয়াছে, অশ্বের শুক্রমেহেও সেই সেই চিকিৎসা করিবে।

২। অথবা—চিকিৎসক বিবেচনা করিলে ঘুঁড়িতে উপগত করাইবেন অর্থাৎ মৈথুন করাইবেন।

অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়

---*---

কুষ্ঠরোগের লক্ষণ।

অশ্বদিগের কুষ্ঠ মহারোগে গায়ের চামড়া মাঝে মাঝে লোমশূন্য ও গ্রন্থিযুক্ত হয় আর ঐ সকল গ্রন্থি ক্ষতরূপে পরিণত হইয়া দারুণ পীড়া জন্মাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

অশ্বদিগের কুষ্ঠরোগে ব্রণ (অর্থাৎ ক্ষত দেখা দিলে) গোমূত্র ও গোময়ের দ্বারায় স্বেদ দিবে।

সকল প্রকার কুষ্ঠরোগেই কুষ্ঠস্থানের সমীপবর্ত্তিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা হিতকর। রক্ত-স্রাব করা হইলে পর বিচক্ষণ বৈদ্য নিমপাত, পটলপাত, আমলা, হরিতকী, বহেড়া ও খদিরকাষ্ঠ, কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধপোয়া পরিমাণ ষোলসের জলে পাক করিয়া ।৪ চারিসের থাকিতে, নামাইয়া ছাঁকিয়া তিন দিন পান করিতে দিবে।

১। অনন্তর যাহা পান করিতে দেওয়া হইবে তাহা বলা হইতেছে।

তেউড়িমূল, কাঁচা হলুদ, ময়না ফল, কটকী, পারুলছাল, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, দণ্ডীমূল, নিমছাল, মুর্ব্বামূল, বচ ইহাদের মিলিত ওজন ৷৴ অর্দ্ধপোয়া ষোলসের জলে পাক করিয়া /৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া মধু মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।

২। রক্তচন্দন, দূর্ব্বাঘাস, বেণামুল, কটকী, নিমছাল, পটলপত্র, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কুষ্ঠরোগের যেখানে যেখানে ঘা হইয়াছে, সেইখানে সেইখানে প্রলেপ দিবে।

৩। ক্ষত সকল ভাল হইয়া গেলে তাহার উপরে আকন্দপাতা, সাদা করবীর পাতা, সাদা সরিষা, পিপুল, বচ, মরিচ, শুঁঠ, দণ্ডীমূল, চিতামূল, ও সৈন্ধবলবণ, গোমুত্রে, পেষণ করিয়া প্রলেপ দিয়া মর্দ্দন করিবে।

৪। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল গোমূত্রের দ্বারা পেষণ করিয়া সরিষার তৈলসহ মিশ্রিত করতঃ কুষ্ঠরোগে অভ্যঙ্গ ও মর্দ্দন করিতে দিবে।

একোনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

বাতাদিজন্য শোথরোগের লক্ষণ।

অশ্বদিগের শরীরে শোথ নামে, (অর্থাৎ ফোলা নামে) একপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, সান্নিপাতজন্য ও রক্তজন্য এই পাঁচপ্রকার হয়।

বায়ুজন্য শোথের লক্ষণ।

অশ্বদিগের শরীরে বেদনা, ফুলা ও ঠাণ্ডাযুক্ত শোথ হইলে, বায়ুজন্য শোথ বলিতে হইবে। এই শোথস্থান স্পর্শ করিলে, মৃদু অর্থাৎ অরুক্ষ বলিয়া বোধ হইবে।

পিত্তজন্য শোথরোগের লক্ষণ।

অশ্বদিগের পিত্তজন্য শোথরোগে শোথস্থান (অর্থাৎ ফোলা জায়গা) কালবর্ণ হয় ও পাকিয়া উঠে, বেদনা হয়, হাত দিলে গরম বোধ হয় এবং ফোলা স্থান বেশী উচু হইয়া উঠে না।

কফ জন্য শোথের লক্ষণ।

শ্লেষ্ম জন্য শোথে শোথ-স্থান কঠিন ও উঁচু হয়, শোথ-স্থানে বেদনা ও জ্বালা থাকে না।

রক্ত জন্য শোথের লক্ষণ।

অশ্বদিগের রক্ত জন্য শোথে পিত্তজনিত শোথ রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সন্নিপাত জন্য শোথের লক্ষণ।

সন্নিপাত জন্য (অর্থাৎ মিলিত বায়ু পিত্ত কফ জন্য) শোথ রোগে বায়ু পিত্ত কফাদির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শাস্ত্রকারেরা বলেন, মিলিত বায়ু পিত্ত বা পিত্ত কফ কিংবা কফ বায়ু জন্য শোথের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে তাহাকে দ্বন্দ্বজ (অর্থাৎ দ্বিদোষজ শোথ রোগ) বলে।

চিকিৎসা।

১। বাতাদি জন্য শোথ রোগে দোষের অপকর্ষণ করা কর্ত্তব্য; এক দিকে সকল প্রকারের চিকিৎসা অপর দিকে রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা; ফলতঃ রক্তমোক্ষণই প্রধান চিকিৎসা। শত সহস্র অনু-

লেপন, একবিন্দু রক্ত-মোক্ষণের ষোল-ভাগের এক ভাগ নহে।

২। শোথের স্থান চিরিয়া দিয়া উহাতে জোঁক বসাইয়া কিংবা শিরাবিদ্ধ করিয়া রক্ত আকর্ষণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

৩। অশ্বদিগের শোথ রোগের শান্তির জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রে যে সকল চিকিৎসা বলা হইয়াছে সেই সেই চিকিৎসা করা যুক্তিযুক্ত।

৪। শোথ নাশক ঔষধের দ্বারায় ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিতে দেওয়া এবং মর্দ্দন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বায়ু জন্য শোথে বায়ু নাশক তৈলের মর্দ্দন প্রশস্ত। গোময় পিণ্ডের (গোবরের ঢেলীর) বড় ঢেলীর স্বেদ বিশেষ হিতজনক, এরণ্ড-পত্রের (অর্থাৎ বড় ভেরেণ্ডার) পাতার পুঁটুলীর স্বেদ ও ঐরূপ উপকারী।

৫। আর পিপুল, শুঁঠ, শ্বেতপুনর্ণবা (শ্বেত-পুরুনা) দেবদারু, আকন্দমূলের ছাল, সজিনামূলের ছাল পেষণ করিয়া বায়ু জন্য শোথে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৬। অথবা গোধাবতী, (গোয়ালিলতা)

মহাকালী, (মাকাল) কাহারও কাহারও মতে মহাকালী স্থানে মহাজালী এই পাঠ, তাহার অর্থ ঘোষালতা, বরুণ, অলম্বুষা, (লজ্জাবতী অথবা ফুলশোলা) ইহাদের মূল গোমূত্রের দ্বারায় পেষণ করিয়া শোথের (অর্থাৎ ফোলা) স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে।

৭। বেলমূলের ছাল, শ্যোণামূলের ছাল, গাম্ভারীমূলের ছাল, গণিয়ারী মূলের ছাল, পারুল-মূলের ছাল, এই পঞ্চ মূলের মিলিত ওজন ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, ইহা ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄৪ চারি-সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। অনন্তর তাহার সহিত, তিলের তৈল, ⁄৫ পোয়া মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ভোজনের জন্য মাংসের রস ও ভাত দিবে অথবা মাংস রসে পাক করা ভাত দিবে।

পিত্তজন্য শোথের চিকিৎসা।

১। মঞ্জিষ্ঠা, ধাতকীপুষ্প, (ধাইফুল), লোধ-ছাল, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও পদ্মকাষ্ঠ, একত্র জল দ্বারা পেষণ করিয়া শোথের স্থানে প্রলেপ দিবে।

২। পিত্তদোষ নিবারণের জন্য অশ্বের গুহ্য দ্বারে দুগ্ধের পিচকারী দিতে হইবে।

৩। কুশমূল, কাশমূল, ও কাজলী—আখের মূল, প্রত্যেকে দুই তোলা ওজনে লইয়া ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ চারিসের থাকিতে-নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে তাহার সহিত চিনি /॥০ আধসের মধু /॥০ আধসের মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।

৪। বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চলতা, নিমছাল, চিরতা, কণ্টকারী, এই পাঁচ তিক্ত দ্রব্যের মিলিত ওজন ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, ষোলসের জলে পাক করিয়া /৪ চারি সের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে মুগ সিদ্ধ করিয়া সেই মুগ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী দ্রব্য ষোলসের জলে পাক করিবার সময় সেই জলে মুগ সকল পুঁটুলী বাঁধিয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। কিংবা ঐ দ্রব্য সকল পুঁটুলী বাঁধিয়া মুগের সহিত ষোল-সের জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ মুগ সকল, ঘৃতের সহিত মিলাইয়া খাইতে দিবে।

৫। এইরূপ, হৈমন্তিক ধানের চাউল, পাক করিয়া দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে।

কফজন্য শোথের চিকিৎসা।

১। কফ জনিত শোথরোগে অশ্বদিগের ইটের গুঁড়ী বা বালি গরম করিয়া পুঁটুলী বাঁধিয়া রুক্ষ স্বেদ দিবে। এই স্বেদ দিবার প্রণালী লিখিত হইতেছে।

কতকগুলি বালি, বা সুরকী একটি পাত্রে এরূপ ভাবে গরম করিবে যেন তাহাতে খড় বা তৃণ দিবামাত্র জ্বলিয়া উঠে। পরে সেই বালুকা গুলি শরাবের উপরি ঢালিয়া তাহার উপর কতকগুলি বোয়াণ (নিশিন্দা) পাতা ও বড় ভেরেণ্ডার পাতা বিছাইয়া দিয়া কাপড় দিয়া ঐ সরা বাঁধিয়া লইবে। এই পুঁটুলী যতক্ষণ গরম থাকিবে ততক্ষণ অশ্বের ফোলা জায়গায় স্বেদ দিবে। ইহা ছাড়া বায়ুজন্য শোথ রোগের যে সকল চিকিৎসা বলা হইয়াছে, তাহাও করা যাইতে পারে।

২। বচ্, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, বড়-এলাইচ, কুড়, জিরা ও সৈন্ধবলবণ, মিলিত ৵০ অর্দ্ধ

পোয়া মাত্রায় লইয়া গোমূত্রের দ্বারায় পেষণ করিবে পরে ঐ পিষ্টদ্রব্য (অর্থাৎ পেসা জিনিষ) সকল চারিসের মদ্যের সহিত, মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

৩। কুলত্থ কলাই, সিদ্ধ করিয়া বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইবে। অনন্তর তাহার সহিত শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, চূর্ণ, তৈল ও মধু মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে খাইতে দিবে।

সন্নিপাত জন্য শোথের চিকিৎসা।

সন্নিপাত জন্য (অর্থাৎ মিলিত পিত্ত, বায়ু ও কফ জন্য) শোথের সাধারণ (বায়ু পিত্ত ও কফের) যাহা যাহা চিকিৎসা বলা হইয়াছে। পুরাকালে শালি হোত্রাদি মুনিগণ, দুই দোষ জন্য শোথে (বায়ু পিত্ত বা কফ বায়ু কিম্বা কফ পিত্তের লক্ষণ জনিত শোথে, দুই দোষের, চিকিৎসা বিবেচনা) পূর্ব্বক করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর রক্ত জনিত শোথে, পিত্ত জনিত শোথের চিকিৎসা অভিহিত হইয়াছে।

কিন্তু অভিঘাত জনিত শোথের (আঘাত

লাগিয়া কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে, তাহার) চিকিৎসা অন্যরূপ, তাহাতে যাহা যাহা হিতকর তাহা বলা হইতেছে।

বট, ডুমুর, পাকুড়, মৌল, অশ্বত্থ, ইহাদের ছাল উত্তম রূপে পেষণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ ঐ অভিঘাত জনিত শোথে, মুহুর্মুহু প্রলেপ দিবে।

অথবা বুদ্ধিমান চিকিৎসক কেবল ডুমুরের ছালের প্রলেপ দেওয়াইতে পারেন, পূর্ব্বে রক্ত মোক্ষণের যাহা বিধি বলা হইয়াছে সেই বিধি অনুসারে, রক্তমোক্ষণ করাইবেন। এইরূপ করিলে অশ্ব আগন্তুক (অর্থাৎ আঘাত লাগা জনিত শোথ) রোগ হইতে মুক্তি পাইবে।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

―――――✻―――――

(অণ্ডকোষের রোগ)

বায়ুজন্য অণ্ড রোগের লক্ষণ।

২৭ অধ্যায়ে বায়ু প্রকোপকের যে সকল কারণ, উক্ত হইয়াছে সেই সেই কারণে বায়ু প্রকোপিত হইয়া অণ্ডদেশ প্রাপ্ত হইলে অণ্ডে রোগ জন্মাইয়া থাকে।

স্ব স্ব কারণে বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইয়া অণ্ডদেশ প্রাপ্ত হইলে অণ্ডে এই রোগ হয়।

অশ্বদিগের হিতকামনায় এই অধ্যায়ে অণ্ডরোগের প্রকার, লক্ষণ, চিকিৎসা ও পরস্পর ভেদ যথাযোগ্য বর্ণিত হইতেছে।

১। যে অশ্বের প্রকুপিত বায়ু দূষিত শ্লেষ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া অণ্ডদেশে রোগ জন্মায়, সেই অশ্বকে বাতাণ্ড বলে।

২। এই রোগে অশ্বের একটি অণ্ড কাঁপিতে থাকে, যে অণ্ডটী কাঁপিতে থাকে অশ্ব সেই দিকের

পায়ে খোঁড়াইতে থাকে, তাহার পৃষ্ঠদেশ স্তব্ধ হইয়া যায়, অনন্তর শীঘ্রই দুইটী কোষেই বেদনা উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।

বাতাণ্ড-রোগে, খোঁড়ান ইত্যাদি উপদ্রব দেখা গেলে অণ্ডের সমীপবর্ত্তিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। পরে চিকিৎসক ঘৃত দ্বারা দুইটী অণ্ড-কোষ মর্দ্দন করাইবেন।

২। অল্প গরম গরম গরু বা ছাগলের দুধ ও ভাত একত্র মিশ্রিত করিয়া দুধ-ভাত খাইতে দেওয়াই প্রশস্ত। পরে তেউড়ী মূলের ক্বাথ ও কল্কের দ্বারায় নিষ্পন্ন পক্ব-তৈল, পিচকারী-যোগে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহার নাম অনুবাসন।

৩। অশ্বগন্ধা-গাছের মূল তুলিয়া পেষণ করিয়া লইবে, তাহাতে ঘৃত মিলাইয়া বাতাণ্ড-রোগে মর্দ্দন করিবে, তাহাতে রোগ ভাল হইবে।

৪। সচল-লবণ, (বেণেদের দোকানের জিনিষ) রসুন, মুলতানি-হিং, সুরুটে-বীজ ও কুড় ঘৃতের

সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। ইহা সাত দিন বা চৌদ্দ দিন ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অণ্ডকোষের রোগ থাকিবে না।

৫। কুলত্থ কলাই, যব, শুষ্ককুল, এবং বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী এই পঞ্চ দ্রব্যের মূলের ছাল, এই আটটী জিনিষ মিলিত ⁄৵০ অর্দ্ধ পোয়া লইয়া পেষণ করিয়া আড়াই সের জলে পাক করিয়া, ইহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ দশ ছটাক থাকিতে নামাইতে হইবে। অনন্তর ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত দশতোলা তৈল মিশ্রিতকরত অশ্বের গুহ্যের দ্বারে পিচকারী দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিবে।

খাইবার জন্য মাংসের রস, দুর্ব্বা ও আজুনে-ঘাস দেওয়া যাইবে। খাইবার জন্য কূপের জল ব্যবস্থা করিবে।

৬।' এই রোগের অসাধ্য লক্ষণ—বাতাণ্ড-রোগগ্রস্ত অশ্ব যদি গ্রাস না ধরে (অর্থাৎ খাওয়া বন্ধ করে) ও অতিকষ্টে প্রস্রাব ত্যাগ করে, আর তাহার পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে সে অশ্ব বাঁচে না।

পিত্তজনিত অণ্ডরোগের লক্ষণ।

দুষ্ট পিত্ত অশ্বদিগের অণ্ড আক্রমণ করিয়া তাহাতে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি জন্মায় এবং অণ্ডের রং লাল বা কাল করিয়া তুলে, আরও এই রোগে অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠে।

ইহার চিকিৎসা।

১। পূর্ব্বে বাতাণ্ড-রোগের শিরা বিদ্ধ করিবার কথা যাহা যাহা বলা হইয়াছে এবং মর্দ্দন করিবার যাহা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পিত্তাণ্ড-রোগেও সেই সেই করিতে হইবে। অপরও যাহা বলা হইতেছে তাহাও করা যাইবে।

২। কাকোলী, মুথা, গাম্ভারী ফল, অশ্বগন্ধা ও আখের মুল, এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন /৴০ পোয়া, জল ষোলসের, পাক শেষ /৪০ চারি সের উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইয়া ইহার সহিত /৷৷০ সের চিনি, আধসের /৷৷০ মধু মিলাইয়া পান করিতে দিবে।

৩। বট, ডুমুর, পাকুড়, মৌল, ও অশ্বত্থ-বৃক্ষের ছাল পেষণ করিয়া ঘৃতসহ মিলাইয়া পিত্ত-

জনিত অণ্ডে প্রলেপ দিবে। গোক্ষুর (গোখরী) /৵০ আধপোয়া, /২॥০ আড়াই সের জলে পাক করিয়া /॥৵০ দশ ছটাক থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ছাঁকা জল পিচকারীযোগে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

৪। মুথা, বালা, ধ'নে মিলিত অৰ্দ্ধ পোয়া ষোল সের পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া লইবে। পরে ছাঁকিয়া শীতল হইলে তাহা এই রোগে পান করিতে দিবে। দূর্ব্বা-ঘাস খাইতে দিবে।

শ্লেষ্মাণ্ডের লক্ষণ।

অশ্বদিগের শ্লেষ্মাণ্ড নামক রোগে অণ্ড দুইটী ফুলিয়া উঠে, কঠিন, রুক্ষ ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়, অপর এই রোগে মূত্রকোষও ফুলিয়া উঠে। অতি কষ্টে প্রস্রাব নির্গত হয়।

ইহার চিকিৎসা।

অণ্ডের সমীপবর্ত্তিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। বাতাণ্ড-রোগে যে পাক করা জল পিচকারীযোগে গুহ্যদ্বারে দিবার কথা বলা

হইয়াছে, সেই জল দশতোলা সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিতকরত গুহ্যদ্বারে পিচকারী দিবে। অঙ্গে স্বেদ দিবে।

১। কুড়, এলাইচ, আতইচ, লোধছাল, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রেণুকা এই সকল দ্রব্য মিলিত /৵০ অর্দ্ধপোয়া পরিমিত ষোলসের জলে পাক করিয়া /৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর তাহার সহিত মদ /২ দুইসের, অথবা মধুনির্ম্মিত আসব মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। খাইবার জন্য মুগ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে। কণ্টকারী, বাসকছাল, গুলঞ্চলতা, চিরতা, নিমছাল, এই পাঁচটী তিক্তদ্রব্য /৵০ অৰ্দ্ধপোয়া পরিমিত কুট্টিত করিয়া পুঁটুলী বাঁধিয়া যে ষোলসের জলে পাক করা যাইবে, সেই জলে মুগসকল সিদ্ধ করিয়া লইবে। সিদ্ধ মুগ খাইবার সময় পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ এক এক ছটাক, মধু /॥০ সের ও তৈল তিন ছটাক মিলাইয়া দিবে।

২। অথবা পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে (অর্থাৎ কণ্টকারী ইত্যাদির জলে) কুলথকলাই সিদ্ধ করিয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মধু ও তৈলসহ খাইতে

দিবে। সকাল ও সন্ধ্যায় আস্তে আস্তে ঘোড়াকে টহলাইবে। খাইবার জন্য শুষ্ক ঘাস ও পানের জন্য গরম করাইয়া ঠাণ্ডা করা জল ব্যবস্থা করাইবে।

৩। অণ্ডকোষের ফুলা ভাল হইবার জন্য চিরতা, আলকুসী বীজ ও আদা বাটিয়া কোষে প্রলেপ দিবে।

পোতাণ্ড-রোগের লক্ষণ।

যে অশ্বের অণ্ডকোষ দুইটী বেদনাযুক্ত হয় এবং ফুলিয়া পাকিয়া উঠে এবং এই কারণে অশ্বের কটিদেশ স্তব্ধ হইয়া পড়ে, সে অশ্বকে পোতাণ্ড অর্থাৎ পোতা-পাকা রোগ বলে।

ইহার চিকিৎসা।

১। বাতাণ্ড-রোগে যে শিরাবিদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, এই রোগে তাহা ব্যবস্থা করিবে। উত্তমরূপে পাকিবার জন্য পোতায় ঘৃত লাগাইবে। পিপুল, লোধছাল, যষ্টিমধু, নালুকা প্রত্যেকে দুই তোলা করিয়া লইয়া চূর্ণকরত সৈন্ধব-লবণ ও মধু-সহ খাইতে দিবে।

পাকিয়া ও ফাটিয়া যাইবার জন্য শ্বেতপুরুনা,

সরল-কাষ্ঠ, শ্যামালতা, লোধছাল, রক্তচন্দন, পদ্ম-কাষ্ঠ জলে পেষণ করিয়া গরম করিয়া পোতায় লেপন দিবে। এই সকল উপায় করিতে করিতে যদি আপনা হইতেই পোতাটী ফাটিয়া যায়; অশ্ব শান্তিলাভ করে তবেই মঙ্গল, অন্যথা শস্ত্রের দ্বারায় অণ্ডকোষের চামড়া পাটিত করিয়া অণ্ডকোষ দুইটী বাহির করিবে, অনন্তর ঐ অণ্ডকোষ দুইটী হস্তের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অণ্ডের নাড়ী পাকান সুতার দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধকরত অণ্ড দুইটী কাটিয়া ফেলিবে।

ইহার প্রকার—অশ্বকে ভূমিতে পাতিত করিবে, পরে একটী প্রশস্ত নালার মধ্যে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া চারিটী পায়ের পাশে পাশে রজ্জু দ্বারা এরূপভাবে বদ্ধ করিবে, যেন শস্ত্র-প্রয়োগের সময় পাদবিক্ষেপ দ্বারা বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে। পরে অণ্ডকোষের চামড়া (থলীর চামড়া•) চিরিয়া ফেলিবে, পরে অণ্ডকোষ দুইটী বাহির করিয়া তাহার নাড়ী অর্থাৎ (কর্ড বা রজ্জু—যাহাতে অণ্ড ঝুলান থাকে), যে স্থান ছেদন করিতে হইবে তাহার ঊর্দ্ধভাগে পাকান সূত্রের দ্বারায়

উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে। উত্তমরূপ বাঁধা হইলে, ঐ অণ্ড দুইটী কাটিয়া ফেলিবে।

অণ্ডমোচন-বিষয়ে বিশেষ উপদেশ।

শস্ত্র, অগ্নি দ্বারায় তপ্ত করিয়া লইবে, অগ্নিতপ্ত শস্ত্র দ্বারায় ছেদন করিলে, অশ্বের রক্ত ক্ষরিত হয় না, কিন্তু অভিজ্ঞতাবিহীন চিকিৎসক অগ্রে অণ্ডের নাড়ী (কর্ড) উত্তমরূপে বদ্ধ না করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত অগ্নিতপ্ত শস্ত্রের দ্বারায় ছেদন না করে তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। অতএব অগ্রে সূত্রের দ্বারায় অণ্ড-রজ্জু উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া উত্তমরূপ অগ্নি দ্বারায় উত্তপ্ত শস্ত্র-প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ইহাই উপদিষ্ট হইল।

অণ্ড মোচন করা হইলে, অণ্ডের থলি মধু ও ঘৃতের দ্বারায় পূর্ণ করিয়া রাখিবে, ইহার উদ্দেশ্য— ভিতরে অধিক পূঁয হইবে না, পরে ক্ষীরীবৃক্ষ-(বট, ডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, মৌল-গাছের) ছাল সিদ্ধ করা জলে ঐ ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ফেলিবে। যত দিন ক্ষত দোষশূন্য না হয় (ঘা ভাল না হয়) তত দিন এই জল দিয়া ধৌত করিতে হইবে। শীঘ্র

শীঘ্র ঘা ভাল হইবার জন্য ঘোড়ারে চলা ফেরা বন্ধ করিবে, ঘৃত মাখাইবে এবং আমলা, হরীতকী ও বহেড়ার ক্বাথে শোধিত গুগ্‌গুলু পান করাইবে।

এই রোগে পূর্ব্বোক্ত পাতনাদি কর্ম্ম (ঘোড়াকে শোয়াইবার রকম) ও শস্ত্রপ্রয়োগ (হেতের চালান) করিতে হইলে চিকিৎসককে শাস্ত্রজ্ঞ দৃষ্টকর্ম্ম ও শীঘ্রহস্ত হওয়া আবশ্যক।

রক্তাণ্ড রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

অশ্বদিগের যে রোগে অণ্ডদ্বয় দেখিতে বেশ নরম, কিন্তু স্পর্শ করিতে কঠিন ও রুক্ষ বোধ হয় তাহাকে রক্তাণ্ড কহে।

ইহার চিকিৎসা।

এই রোগে পোতাণ্ড, রোগের ন্যায় সমস্ত চিকিৎসা করিবে। তাহা হইলেই সিদ্ধি লাভ হইবে।

অবসরক্রমে অণ্ডমোচনের অর্থাৎ "আক্তা" করিবার বিষয় বলা হইতেছে। উচ্চাণ্ড (অর্থাৎ যে সকল অশ্বের অণ্ড খুব বড় হইয়া গিয়াছে অথবা অণ্ডে জল হইয়াছে) এবং যাহারা অতিশয়

দুষ্ট অর্থাৎ ঘোড়া বা ঘুড়ি দেখিয়াই ক্ষেপিয়া উঠে, তাহাদিগের অণ্ডকোষের চামড়া চিরিয়া অণ্ড তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং দুই সপ্তাহ কাল, ভ্রমণে রাখা বিধেয়। এইরূপ ভ্রমণ করাইতে করাইতে জল ও গ্রাস দিবে, ক্ষতস্থানে ও গাত্রে ঘৃত মাখাইবে। ক্ষতস্থানে আঁকুর হইয়া নিরুপদ্রবে ভাল হইবার জন্য (অর্থাৎ আরোগ্যলাভ করিবার জন্য) আমলা, হরীতকী ও বহেড়ার, ক্বাথে শোধিত গুগ্‌গুলু পান করিতে দিবে।

যে অশ্ব অণ্ডছেদনের পর ক্ষতস্থান চাটিতে থাকে বা কামড়াইতে থাকে বা অন্য কোন প্রকার বিরুদ্ধ আচরণ করে অথবা ঔষধাদি প্রয়োগের সময় প্রতিঘাত করে, সে অশ্ব আরোগ্যলাভ করিতে পারে না।

একোপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ঔনীত রোগের লক্ষণ।

গুরুদ্রব্য ভোজন ও অভিষ্যন্দকর (যে সকল দ্রব্য, কফ্ ও মেদ বৃদ্ধিকরে, স্রোত সকলের জড়তা জন্মায়, তাহাদের সেবনে) অথবা আকুঞ্চন, উৎপ্রেক্ষণ, প্রসারণ, রমণ, ক্ষেপণ, বিরেচন, বস্তি ও নস্য এই আট প্রকার কর্ম্ম যদি, অশ্বদিগের, করা না হয়, কিংবা ঘোটকা গমন না করা যায়, তাহা হইলে, স্বস্থান হইতে শুক্র চ্যুত হইয়া লিঙ্গনালে প্রতিরুদ্ধ হয়। সেই কারণে রুদ্ধশুক্র, মূত্রকৃচ্ছ্র (কষ্টে প্রস্রাব) জন্মাইয়া থাকে, অপর তাহা হইতে রক্ত প্রকোপিত হইয়া লিঙ্গে বেদনা জন্মায়, পরে লিঙ্গ, ক্লেদযুক্ত হয়, বহু প্রকারের ফুস্কুড়ী উৎপন্ন হইয়া কণ্ডু উৎপাদন করে। পরিশেষে পাকিয়া উঠে, অশ্ব ইচ্ছা করিলেও স্বস্থানে লিঙ্গ প্রবেশ করাইতে পারে না, সুতরাং মক্ষিকার দ্বারা, ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই রোগের নাম ঔনীত, ইহা অতি খারাপ ব্যারাম।

চিকিৎসা।

অণ্ডের সমীপবর্ত্তিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত-মোক্ষণ করিবে। এবং বিরেচক ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে। লিঙ্গনাল, চাঁচুনীর দ্বারায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে, ঘৃতের পিচকারী দিয়া মূত্রকোষ পরিশুদ্ধ করিবে।

যবক্ষার তৈল, ঈষৎ গরম জল, পান করিতে দিবে, খদিরকাষ্ঠ, ও বট, ডুমুর, পাকুড়, অশ্বত্থ, মৌল এই পঞ্চ বৃক্ষের ছাল সিদ্ধ করা জল দিয়া ক্ষত-স্থান ধৌত করিয়া ফেলিবে। এই ধৌত করিবার জল অতিশয় গরম না থাকে এবং একবারে ঠাণ্ডা না হইয়া যায়।

২। ক্ষত-স্থানে অাঁকুর আসিবার জন্য এবং ক্ষতের দোষ দূর করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গুলি করিবে।

দুগ্ধে সিদ্ধ তিলচূর্ণ পেষণ করিয়া ঘৃতসহ প্রলেপ দিবে, পিলুফল, সালের আটা (দেশী কেঠোধুনা) দেবদারু, ও পিপুলচূর্ণ মধু ও ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া অগ্নিয়োগে ধূপ দিবে।

৩। ছাতিমছাল, শল্লকীরছাল, ধবগাছেরছাল,

শোঁদালগাছেরছাল, কুর্চ্চিগাছেরছাল, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে, ছাঁকিয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে ক্ষতস্থানে, (অঙ্কুর) আঁকুর আসিবে।

৪। কিংবা, লবঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, স্বরুটিয়া, (ইন্দ্রসরিষা) ভালাই, চিতামূল, সাদা খয়ের, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, আঁকড় ইহাদিগের, যথাযোগ্য ছাল ও গাছ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া /: একসের পরিমিত লইয়া, /৪ চারিসের তৈলে ষোলসের গোমূত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া সেই তৈল, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্ষতস্থানে শীঘ্র আঁকুর আসিবে।

৫। মধু, তৈল ও পিপ্পলী সহ তিক্তমুগ খাইতে দিবে।

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

——————০০——————

উদররোগ।

আট প্রকার উদরের নাম ও লক্ষণ।

বাতজ, কফজ, পিত্তজ, সন্নিপাতজ, প্লীহোদর, বদ্ধ গুদোদর, পরিস্রাবী উদর, এবং উদক উদর। এই আট প্রকার উদর-রোগ অশ্বজাতির জন্মিয়া থাকে।

বায়ুজনিত উদররোগের লক্ষণ।

১। যে অশ্বের শরীর অতিক্ষীণ ভোজন অল্প, পেট ফোলা, পেটে বেদনা, মলে রুক্ষভাব, পেটে বায়ুর শব্দ, দাস্ত করিবার সময় মলের দ্বার (গগল), বাহির হয়, তাহাকে বাতোদরি বলে।

চিকিৎসা।

২। বেল, শ্যোনা, পারুল, গামার, গণিয়ারী, এই পঞ্চ বৃক্ষের মূলের ছাল, অর্দ্ধপোয়া পরিমিত পেষণ করিয়া ষোলসের জলে, পাককরতঃ /৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার দ্বারা,

চাউলের গুঁড়া বা যবের গুঁড়া পাক করিয়া, পাল-মত হইলে, নামাইয়া, তৈল মিশ্রিতকরতঃ বাতো-দরী অশ্বকে খাওয়াইবে। এই পাল' খাওয়া হইলে, পর গুহ্যদ্বারে তৈলের পিচকারী দিবে। অনন্তর পিপুল, সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, আকনাদিমূল, চিতা-মূল, ও মূলতানি হিং, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ /১ একসের পরিমিত লইয়া, /৪ চারিসের তিল-তৈলে, ষোলসের গোমূত্র বা মহিষমূত্রে, প্রথম পাক করিতে হইবে। পাক করা হইলে ছাঁকিয়া লইয়া, সিজমনসার আঠায় ভিজান তেউড়ী চূর্ণ, /১ একসের ঐ তৈলে দিয়া আবার পাক করিতে হইবে। পাক সিদ্ধ হইলে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই তৈল অশ্বের বল বিবেচনা করিয়া অল্প, বা মধ্যমমাত্রায় বাতোদরী অশ্বকে পান করাইবে। তৈলের মাত্রা অধিক দিবে না, কারণ অতিশয় পান করিলে অশ্ব মরিয়া যাইতে পারে। তৈল পান করা হইলে, যদি আপনা হইতেই বিরেচন হয়, তবে ভাল, অন্যথা বিরেচন দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইতে হইবে।

অশ্বকে দুর্ব্বাঘাস খাইতে দিবে। যদ্যপি,

এই সকল চিকিৎসা দ্বারায় পেটফাঁপা না কমে, প্রত্যুত বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঘৃতটী পান করাইবে।

ঘৃত—যথা, তিউড়ীমূল, দন্তীমূল, বচ, এই তিন দ্রব্যের মিলিত ওজন /১ একসের ইহা জলে পেষণ করিয়া /৪ চারিসের পরিমিত ঘৃতে ঐ সকল দ্রব্যেরই ষোলসের ক্বাথে, পাক করিয়া পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত, যথা-মাত্রায় অশ্বের বল বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে।

পিত্তজন্য উদর রোগের লক্ষণ।

অশ্বদিগের পিত্তোদর রোগে হরিদ্রাবর্ণের মল, নিশ্বাস গরম, পেট মোটা বা কৃশ হয়, এবং ঘাম ও খাইবার শক্তি অধিক হয়।

ইহার চিকিৎসা।

পিপুল, শুঁঠ, দন্তীমূল, সোঁদালশস্য, চিতামূল, এই সকল দ্রব্যের মিলিত চূর্ণ /১ একসের, ঘৃত /৪ চারিসের, দধি /৮ ও গোমূত্র আটসের একত্র পাক করিয়া পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই ঘৃত অশ্বের অগ্নির বল বিবেচনা

করিয়া ঘৃতে ভাজা মুলতানি-হিংসহ পান করিতে দিবে।

কফজন্য উদর-রোগের লক্ষণ।

যে অশ্বের অগ্নি অতিশয় মন্দ, পেট বড়, স্থানে স্থানে ফোলা, আলস্য ও কৃশতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার কফজন্য উদর-রোগ হইয়াছে জানিতে হইবে।

ইহার চিকিৎসা।

কফজনিত উদর-রোগে বাতোদরের চিকিৎসা করিবে।

সন্নিপাতজন্য উদর-রোগের লক্ষণ।

অশ্বদিগের বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত উদর-রোগের মিলিত লক্ষণসকল যদি প্রকাশ পায় অর্থাৎ ঐ সকল দোষের লক্ষণসকল সংসৃষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সন্নিপাত-জন্য উদর-রোগ বলে।

ইহার চিকিৎসা।

সন্নিপাতজন্য উদর-রোগে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন দোষের চিকিৎসা বিবেচনাপূর্ব্বক করিবে।

প্লীহোদরের লক্ষণ।

অশ্বদিগের যে উদর-রোগে শরীরের বর্ণ অন্য-রূপ হইয়া যায়, পেট বড় ও কঠিন হইয়া থাকে, শরীর অত্যন্ত কৃশ হয়, তাহাকে প্লীহোদর বলে।

ইহার চিকিৎসা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ৵ পোয়া মাত্রায় পিণ্ডবৎ করিয়া খাওয়াইবে, পরে মহিষের মূত্র, বা গো-মূত্র অনুপান দিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালেই, অশ্বের যেরূপ বল সেইরূপ খাওয়াইতে হইবে।

বদ্ধগুদোদরের লক্ষণ।

যে রোগে অশ্ব, অতি কষ্টে অল্প-অল্প মলত্যাগ করে এবং অতি কষ্টের সহিত অল্প অল্প বায়ুত্যাগ (বাৎকর্ম্ম) করে। উদর বায়ুপূর্ণ থাকায় ফাঁপিয়া ও ফুলিয়া উঠে, আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার আঘাতের ন্যায় শব্দ হয়, তাহা হইলে তাহাকে বদ্ধগুদোদর বলে।

ইহার চিকিৎসা।

পূর্ব্বে বাতোদর-চিকিৎসায় যে সকল কর্ত্তব্য

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বদ্ধগুদোদরেও তাহাই করিবে।

অশ্বদিগের পরিস্রাবী-উদরের লক্ষণ।

এইরোগে পেট ফাঁপে, ফেণযুক্ত বা রক্ত-বর্ণ, কিম্বা রক্তই প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব-কালে, দাহ বা বেদনা, কিছুই থাকে না।

ইহার চিকিৎসা।

পিত্তজন্য উদররোগের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

জলোদরের লক্ষণ।

অশ্বদিগের এই রোগে পেট অতিশয় ফুলিয়া উঠে, উদর জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে বোধ হয়, অশ্ব অতিশয় কৃশ হইয়া পড়ে।

ইহার চিকিৎসা।

বুদ্ধিমান্ লঘুহস্ত, চিকিৎসক, অশ্বের উদরে জল জন্মিয়াছে, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষার দ্বারা অবগত হইলে,. অশ্বকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিবে, পরে সাবধানে জলস্রাবের জন্য শস্ত্র-প্রয়োগ করিবে। এই কার্য্যে উৎপল পত্র নামক

শস্ত্র আবশ্যক। এই শস্ত্রের দ্বারা হৃদয়ের নিম্নে নাভির ঊর্দ্ধভাগে অথবা, নাভির চারি অঙ্গুলি নিম্নে, বিদ্ধ করিবে। এই বিদ্ধ স্থান এক অঙ্গুলি গভীর হওয়া আবশ্যক। অঙ্গুলিপরিমিত গভীর বিদ্ধ স্থানের মধ্যে বস্ত্রবেষ্টিত একটী নল প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই নলের মুখ দিয়া উদর-মধ্য হইতে জল নির্গত হইতে থাকিবে। যদি অতি নির্ম্মল জলস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, এই উদর অসাধ্য হইয়াছে। আর যদি ঈষৎ লোহিতবর্ণ অথবা, রক্ত-মিশ্রিত জল নির্গত হয়, তবে সাধ্য বলিয়া স্থির করিবে। জল নির্গত হইয়া গেলে নলটী বাহির করিয়া লইবে এবং তৎক্ষণাৎ কাপড়ের পটী দিয়া ক্ষতস্থানটী ঢাকিয়া ফেলিবে। পরে, আর একটী টুকরা কাপড়, ঘৃতে ভিজাইয়া ক্ষতমধ্যে স্থাপন করিবার অগ্রে প্রদত্ত পটীটি তুলিয়া লইবে। পরে বস্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া রাখিবে। অনন্তর বন্ধন খুলিয়া অশ্বকে উঠাইয়া দিবে এবং আশ্বাস-বাক্যে তাহার ভয় ভাঙ্গাইবে ও সান্ত্বনা দিবে। ক্ষতস্থান, ধৌত করিবার জন্য বট, ডুমুর, পাকুড়, অশ্বত্থ, মৌল, এই সকল বৃক্ষের

ছালের সিদ্ধ করা জল, ব্যবহার করিবে। এই অশ্বকে অর্থাৎ যাহার উদর বিদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাকে নির্ব্বাত স্থানে রাখিবে। তিন দিন যাবৎ ঘাস বা জল খাইতে দিবে না। পরে দূর্ব্বাঘাস, খাইতে দিবে। পূর্ব্বোক্ত বট, ডুমুর প্রভৃতির সিদ্ধ করা জল মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

যত দিন ক্ষত-স্থান অঙ্কুরিত না হয় এবং অশ্ব-শরীরে বলাধান না হয়, ততদিন এইরূপ পানায় জল দিতে হইবে।

———

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

অর্শের লক্ষণ।

অশ্বদিগের, মল-মার্গে (গুহ্যদেশের ভিতরে) জাম, কুল বা খেজুর, ফলের মত যে এক, দুই বা বহুসংখ্যক মাংসের অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, তাহাকে অর্শ বলে। এই রোগে অশ্ব কৃশ হয়, ভাল খাইতে পারে না, এবং সকল শরীর বলহীন, রুক্ষ ও শিরা-জালে, ব্যপ্ত, হয়।

ইহার চিকিৎসা।

যে উপায়ের দ্বারা অর্শের এই সকল অঙ্কুর উপশমিত হয়, অশ্ব বল-লাভ করে, সম্প্রতি সংক্ষেপে যথাশাস্ত্র তাহাই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।
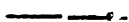
চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

উৎকর্ণ-রোগ।

(যে রোগে কাণ উচু হইয়া থাকে)

এই রোগের লক্ষণ।

অশ্বদিগের যে রোগে কর্ণদ্বয় স্তব্ধ অর্থাৎ নড়ে-চড়ে না, কেবল উচু হইয়া থাকে, পুচ্ছ (লেজ) স্তব্ধ হইয়া থাকে, (নড়ে চড়ে না স্থির হইয়া থাকে) গায়ে হাত দিলে গা চালে না, এই রোগকে উৎকর্ণ বলে। ইহা বায়ু-জন্য।

ইহার চিকিৎসা।

১। বসা (চর্ব্বি) অথবা, ঘৃত বা তৈল, দ্বারা উৎকর্ণ রোগগ্রস্ত অশ্বের গাত্র মর্দ্দন করিবে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত, প্রসারণ্যাদি (কুব্জপ্রসারণী প্রভৃতি) তৈলের দ্বারায় অনুবাসন (গুহ্যের দ্বারে পিচকারী) দিবে।

২। মসিনা, শণবীজ, মাসকলাই, কৃষ্ণতিল, ধনে, যব, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া কাপড়ে

পুঁটুলী বাঁধিবে। অনন্তর একটী হাঁড়িতে, হাঁড়ীর এক তৃতীয়াংশ, কাঁজির (আমানির) দ্বারায় পূর্ণকরতঃ অগ্নিতে, সন্তপ্ত করিবে। সন্তাপ দিবার কালীন ঐ হাঁড়ির মুখে একটী সচ্ছিদ্র সরা ঢাকা দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত পুঁটুলী ঐ সরার উপরি রাখিয়া আর একটী সরা ঢাকা দিবে, ইহার উদ্দেশ্য হাঁড়ির মধ্যভাগস্থ কাঁজীর ভাপে পুঁটুলী বাষ্পাক্ত হইবে। এই পুঁটুলী দুই বা ততোধিক করিয়া পর্য্যায়ক্রমে বাষ্পাক্ত করিয়া অশ্বকে স্বেদ দিবে। অথবা এই স্বেদ অন্য প্রকারেও করা যাইতে পারে। যথা—পূর্ব্বোক্ত মসিনা প্রভৃতি দ্রব্য কুট্টিত করিয়া পুঁটুলীতে রাখিয়া কাঁজিতে সিদ্ধ করতঃ পুঁটুলী বাঁধিয়া স্বেদ দিতে হইবে।

৩। ভাসপক্ষীর জঙ্ঘা, (মুরগীর পা) অথবা, শ্বেতশকুনীর (যাহারা গো-ভাগাড়ে চরে) জঙ্ঘা গোধা সর্পের মাংস, অথবা পানের ডাঁটি এবং জাঙ্গল পশু-পক্ষীর মাংস (হরিণ, শশক, বনঘুঘু, তিতির, কয়ের,) প্রভৃতির মাংস পাক করিয়া তাহার রস শালি-তণ্ডুলের, (হৈমন্তিক ধান্যের চাউলের) অন্ন খাইতে দিবে। ইহার অভাব

হইলে, শূকর, মহিষ, ও ছাগল ইহাদিগের মাংস পাক করিয়া তাহার যূষ, পূর্ব্ববৎ শালি-তণ্ডুলের অন্নের সহিত খাইতে দিবে।

অথবা—বেল, শ্যোনা, পারুল, গামার, গণিয়ারী, এই সকল, বৃক্ষের মূলের ছাল, দুই সের, ।৬ ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৮ আট সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই জলের দ্বারা মাংসের যূষ প্রস্তুত করতঃ তিলের তৈলে সাঁতলাইয়া খাইতে দিবে।

৪। কিংবা, দুই সের মদ্য, ও আধ সের গুড় /॥ আধসের তিলের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

৫। কুকুরের মাথা কাটিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে, বহির্গত রক্ত লইয়া পান করিতে দিবে। ইহার অসম্ভব হইলে ছাগল, বিড়াল, ভেড়া ইহাদের তৎক্ষণাৎ গৃহীত রক্ত, পূর্ব্বোক্ত বেল, শ্যোনা, ইত্যাদি পঞ্চ বৃক্ষের, মূলের ছালের দ্বারা পাক করা জলের সহিত খাইতে দিবে।

৬। বেল, শ্যোনা, পারুল; গামার, গণিয়ারী, এই সকল বৃক্ষের মূলের ছাল দুইসের, ।৬ ষোলসের

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বাত-ব্যাধি।

মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি রোগের লক্ষণ।

১। যে অশ্বের ঘাড় উপর দিকেও উঠে না, নীচের দিকেও নামে না, স্তব্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে মন্যাস্তম্ভ রোগগ্রস্ত বলে। ইহা অতি ভয়ানক কষ্টদায়ক ব্যাধি।

২। আর যে অশ্বের গ্রাবা (ঘাড়) পূর্ব্বের মত স্তব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু কাঁপিতে থাকে, তাহাকে মন্যাচারী বলে, এইরোগে অশ্ব ভাল করিয়া আহার করিতে পারে না।

৩। যে অশ্বের, হনুদ্বয় চোয়াল দু'টী ধরিয়া থাকে, নড়ে না, মুখ হইতে অত্যন্ত লাল পড়ে, তাহাকে হনুগ্রহ-রোগগ্রস্ত বলে।

৪। যাহার পৃষ্ঠদেশ উঁচু হইয়া থাকে, নড়া-চড়া করে না, উদর-গহ্বর ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে (ঝুলে পড়ে) এবং ঘাড় উঁচু হইয়া থাকে, তাহার পৃষ্ঠগ্রহ

(পিঠধরা) নামক বাতব্যাধি হইয়াছে জানিতে হইবে।

৫। অশ্বদিগের, দেহের একপার্শ্ব (অৰ্দ্ধাঙ্গ) বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইলে একটী কাণ ঝুলিয়া পড়ে, আধখানি শরীর শুকাইয়া যায়, অপর আধখানি শরীর মোটা থাকে, ইহার অপর নাম একাঙ্গরোগ।

৬। যে অশ্ব, হঠাৎ (ভীত হইয়া) অর্থাৎ চমকিয়া উঠে, আবার খুব ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া যায়, তাহার সেই রোগকে মৃগরোগ বলে।

৭। যদি অশ্বের এই রোগে, (মৃগ-রোগে) মুহুর্মুহু জৃম্ভণ (হাই) উঠিতে থাকে, তাহাকে মৃগজিম্ভ নামক বাতব্যাধি রোগ বলে।

৮। অশ্বদিগের আক্ষেপ (খেঁচুনী) নামক রোগে, মুখের দিকে একবার টানা দেয়, আবার পেছন দিকে টানা দেয় অর্থাৎ দুই দিক হইতেই খেঁচুনী আরম্ভ হয়, ক্রমেই শরীর স্তব্ধ হইয়া পড়ে, অশ্ব কষ্ট অনুভব করিতে থাকে।

৯। যে রোগে অশ্বদিগের পেছন-দিক, বাঁকিয়া

যায়, আর—অশ্ব মণ্ডলাকারে ঘুরিতে থাকে, ভাল করিয়া অথবা একবারেই ঘাস খায় না, অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে, দুই চোখে টানা দেয়, চোখ মুড়িয়া পড়ে, অশ্বকে দেখিলে মনে হয়, ধূলিদ্বারা কেহ তাহার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। এই রোগের নাম ভ্রামিতাক্ষ।

১০। অশ্বদিগের আর এক প্রকার বাতব্যাধি আছে, তাহার লক্ষণ এইরূপ, যথা—

অশ্ব, মুখের দিকের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্ব-কায়ের দ্বারায় দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু, পেছন দিক বা, পশ্চিমকায় ভূমিলগ্ন হইয়া যায়, এমন কি আধখানি শরীর শয়ান থাকে, আর আধখানি উত্থিত (খাড়া) হইয়া থাকে, এই অবস্থাতে অশ্ব অবস্থান করিতে থাকে, কষ্ট করিয়া তোলাইয়া দিলেও, আবার পড়িয়া যায়, এই রোগের নাম কপোতক-নিষাদী, এই রোগে অশ্ব অতিকষ্টে বাঁচে অথবা বাঁচে না।

১১। অশ্বদিগেরও অর্দ্দিত নামক বাতব্যাধি হইয়া থাকে। এই রোগে, হনু বা চওয়াল দুইটী বাঁকিয়া যায়, নাকের দাঁড়া ও নাকের ছিদ্র বক্র হইয়া পড়ে।

ইহাদের চিকিৎসা।

১। মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাতব্যাধি রোগে উৎকর্ণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে। কেবল কপোতকনিষাদ, দশমসংখ্যক বাতব্যাধিতে নিম্নলিখিত পানীয়টী পান করিতে দিবে।

দূর্ব্বাঘাস, যবক্ষার, ফুলশোলা, বা লজ্জাবতীলতা কিম্বা, কুকুরসিগা বাঁটিয়া জলের সহিত আলোড়ন করতঃ তিলের তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

উন্মাদ-নিদান (ঘোড়া-ক্ষেপা) ·

ইহার লক্ষণ।

১। যদ্যপি কফ ও পিত্ত এই দুই দোষে উন্মাদ হইবার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বায়ু-ছাড়া যে উন্মাদ হয় না ইহা নিশ্চিত।

২। যে যে প্রকোপ-কারণে, বায়ু প্রকোপিত হয়, সেই সেই দ্রব্যের উপযোগে বায়ু কুপিত হইলে, অশ্বদিগের উন্মাদ-রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে।

উন্মাদের লক্ষণ।

১। এই রোগে অশ্ব কখন পলাইতে চেষ্টা করে, আবার কখন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, বন্ধন-রজ্জু দাঁত দিয়া কাটিতে থাকে, আবার অকস্মাৎ ঘাস খাইতে থাকে, আবার কখন খায় না, কখন বা সংজ্ঞাহীন হইয়া চুপ করিয়া থাকে, আবার কখন

সংজ্ঞা পাইয়া বিবিধ চেষ্টা করে। ফলতঃ স্বভাবের অন্যথা হওয়ায় প্রধান লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মনোবিকারের সম্পূর্ণ আভাস দেয়।

চিকিৎসা।

১। এই উন্মাদ-রোগে শোধিত মুলতানি-হিং দিয়া পুরাতন ঘি পান করান প্রশস্ত।

২। উন্মাদ রোগগ্রস্ত অশ্বের সমস্ত শরীরে ঘি মাখাইবে, আর উৎকর্ণরোগের যে সকল চিকিৎসা অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি ভোজন পানীয় ও মর্দ্দন এবং পিচকারী দিবার কথা যাহা বলা হইয়াছে, সেই সকল চিকিৎসা এই রোগে ব্যবস্থা করিবে। অশ্বকে উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া এই সকল কার্য্য করিবে। কারণ ক্ষেপা ঘোড়া না বাঁধিয়া চিকিৎসা করিতে গেলে, নিজের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে।

৩। নিমপাতা, বচ, কুড়, লাক্ষা, সৈন্ধবলবণ, মুলতানি-হিং, গোরুর লোম, গোরুর খুর, গোরুর শিং, সাদাসরিষা, যব, পেঁচার পালক, কাকের পালক, ভূতকেশী, (নীলযোয়ান বা জটামাংসী)

পেঁয়াজ বা রস্থন ও সাপের খোলস, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ঘৃতসহ মিশ্রিত করতঃ আকন্দ-কাষ্ঠের আগুনে ছড়াইয়া দিয়া ধূম হইলে, ক্ষেপা ঘোড়ার চতুর্দ্দিকে দিবে।

৪। রস্থনের সার, (ছালছাড়া রস্থন) শোধিত মুলতানি-হিং, তগরপাদুকা অভাবে শিউলী-ছোপড়, কুড়, সাদা সরিষা, সৈন্ধবলবণ, শোধিত মনঃশিলা, (মনছাল) এই সকল দ্রব্য সমান ওজনে লইয়া চূর্ণকরতঃ যথাক্রমে গোরুর, হরিণের, গোধাসাপের, ময়ূরের ও শশকের পিত্তের দ্বারা এক এক দিন করিয়া ভাবনা দিবে, পরে মহিষের ও ছাগলের মূত্র দিয়া পেষণকরতঃ ইহার বাতি প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ছাগলের মূত্রে বা মহিষের মূত্রে ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিবে। এই বাতির অঞ্জনে, অশ্বের অজ্ঞানতা দূর হইবে এবং চোখের খারাপ অবস্থা লোপ পাইবে। উন্মাদের শান্তি হইবে।

৫। অশ্বগন্ধা বচ, কুড়, গোরোচনা, যষ্টিমধু, শ্বেতসর্ষপ, কাপড়ে বাঁধিয়া পুটুলী করিয়া কণ্ঠে (গলায়) বাঁধিয়া দিবে, ইহাতে শরীরে রস হইবে।

অথবা—অশ্বগন্ধা বচ, কুড়, গোরোচনা, চূর্ণ করিয়া মধুসহ মিলাইয়া, গলায় পটি দিবে। পরে উহার উপর কাপড় জড়াইয়া দিবে।

৬। /৪ চারিসের গব্যঘৃত, গোমূত্র /১ এক সের, গোদুগ্ধ /১ এক সের, গোদধি /১ এক সের, গোবরের জল /১ এক সের—এই পঞ্চগব্য পাঁচ-সের একত্র করিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, নাগাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে, ইহা উন্মাদরোগের উত্তম ঔষধ।

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়

অশ্বদিগের শরীরে যে যে গ্রহের আবেশ হইয়া থাকে তাহাদের নাম ও লক্ষণ।

লোহিতাক্ষ, বিরূপাক্ষ, হরি, বলি, কাশী, সঙ্কাশী, সুসংস্থিত, কৌবের, বৈশাখ, মৃদুগ্রহ (মৃগোগ্রহ), উর্দ্ধগ্রহ, দারুণগ্রহ, ষড়্‌বিধ বরুণগ্রহ, বৃহস্পতি, সোম, সূর্য্যগ্রহ, এই সকল গ্রহ, অশ্ব-শরীরে আবিষ্ট হইলে, অশ্ব প্রায়ই বাঁচে না।

ইহাদের লক্ষণ।

১। যে অশ্বের অগ্রভাগ (পূর্ব্বকায়) কাঁপিতে থাকে, পশ্চিমভাগ, (পেছনদিক্) নিশ্চল, পেছন-দিকে খোঁড়াইতে থাকে, খোঁড়াইবার সময় পা কাঁপে, ইহাতে অশ্ব অতি খিন্ন হয়, এই অশ্বকে হরিগ্রহপীড়িত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২। যে অশ্বের চক্ষুর মধ্যে অকস্মাৎ রক্তবর্ণ বিন্দু সকল উদ্গত হয়, আহার দিলে খায় না,

তাহাকে হরিতাক্ষ গ্রহ (লোহিতাক্ষ গ্রহ), পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৩। অশ্বকে বিরূপাক্ষ গ্রহ প্রাপ্ত হইলে, অশ্বের গাত্র ভারী ভারী ও ঘর্ম্মাক্ত হইবে। অশ্ব লোভী অর্থাৎ খাইবার জন্য লালসা করিবে, ইতস্তত খাইবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং এক এক বার চক্ষু উন্মীলিত করিবে, এক এক বার চক্ষু মুদিবে। এই সকল লক্ষণ প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পাইবে আর কম্প ও স্বেদ হইবে।

৪। যে অশ্ব উত্থিত হইয়া হঠাৎ আবার ভূতলে পড়িয়া যায়, চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ হইয়া পড়ে, চুল, ল্যাজের লোম ও খুর ছাড়িয়া পড়ে, সে অশ্ব বলিগ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে বুঝা যাইবে, ইহার দুই কর্ণ ও ঘাড় স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

৫। যে অশ্বের লোমসকল হঠাৎ ছাড়িয়া পড়ে, পেছন দিকের পা দুইটী ফুলিয়া যায় ও অশ্ব খোঁড়াইতে থাকে, সেই অশ্বকে কাশিগ্রহ আবিষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে।

৬। যে অশ্ব সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় গাত্র খাইতে থাকে, সর্ব্বদা উৎসাহের সহিত নাকের

শব্দ করিতে থাকে, তাহাকে সংকাশি গ্রহ পাইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে।

৭। অশ্ব কৌবেরগ্রহকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলে, তাহার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতে থাকে, অঙ্গসকল অতীব ক্ষীণ হয়, অশ্ব জানুদ্বয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এই অশ্ব অতি কষ্টে প্রাণ পায়।

৮। অশ্ব-চিকিৎসক মুনিসকল বলেন, যে অশ্ব সর্ব্বদা হ্রেষারব করে, থাকিয়া থাকিয়া পেছন দিকে তাকাইয়া নিজের শরীর দেখিতে থাকে, সে অশ্ব সুসংস্থিত গ্রহকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছে।

৯। অশ্বের শরীর স্তব্ধ, গুরুভাবাপন্ন ও কম্পমান্ হইলে, বৈশাখগ্রহকর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে বুঝিবে।

১০। যে অশ্ব গ্রীবা ও জিহ্বা ফিরাইয়া বারম্বার হাই তুলিতে থাকে, অগ্রশরীরের দ্বারায় ঝুমিতে থাকে, জোরে জোরে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে, পৃষ্ঠে হাত দিলে, এমন কি চাবুক মারিলেও একটুখানি উদ্বিগ্ন হয় না, সেই অশ্ব দীর্ঘস্বর (মৃগগ্রহগ্রস্ত) বুঝিতে হইবে। ইহার চিকিৎসা করিবে না, ইহা অসাধ্য।

১১। যে অশ্বের জিহ্বা ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় আর দৃষ্টি ও স্মরণশক্তি একবারে লোপ পায়, এইরূপ দীনভাবাপন্ন অশ্বকে ঊর্দ্ধগ্রহকর্ত্তৃক দূষিত বলিয়া বিবেচনা করিবে।

১২। যে অশ্বের তালু, জিহ্বা, নেত্রদ্বয়, অণ্ড-কোষ দুইটী ও লিঙ্গ শ্যাববর্ণ (কাল ও মাদুায় মেশামিশি রং) হয়, আর সমস্ত শরীর ভারি ভারি থাকে, এরূপ ঘর্ম্মাক্তকলেবর অশ্বকে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বরুণগ্রহকর্ত্তৃক দূষিত বুঝিবেন। এ দোষ অতি ভয়ানক, ইহাতে অশ্বের সমস্ত শরীর স্তব্ধ হইয়া যায়।

১৩। দ্বিতীয় প্রকার বরুণগ্রহ (শরীর গ্রহ) কর্ত্তৃক আবিষ্ট অশ্ব সর্ব্বদা হ্রেষারব করে, হাই তুলে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ ও লোমসকল উদ্গত হয় (রোমাঞ্চ হয়)।

১৪। তৃতীয় প্রকার বরুণগ্রহকর্ত্তৃক পীড়িত অশ্ব অতিশয় খারাপ স্বরে হ্রেষারব করে, জলে থাকিলে বেশ নিশ্চল থাকে, কিন্তু জলে না থাকিলে কম্পিত-কলেবর হয়।

১৫। আর একপ্রকার বরুণগ্রহ আছে, তৎ-

কর্ত্তৃক অশ্ব আবিষ্ট হইলে, অশ্ব মুহূর্ত্তকালমাত্র জলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, পরে জানুদ্বয়ের দ্বারা অবস্থান করে, পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না। আর তাহার মুখ পাকিয়া উঠে, মুখ হইতে লালাস্রাব হয়।

১৬। যে অশ্বের চক্ষুর্দ্বয় উল্টাইয়া যায়, চোয়াল দুটী ধরিয়া পড়ে (অর্থাৎ চোয়াল নাড়িতে পারে না) সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে আর অশ্ব ইহাতে বড় কাতর হয়। এই অশ্বকে রবিগ্রহ-কর্ত্তৃক পীড়িত বলিতে হইবে।

১৭। জলগ্রহ গৃহীত অশ্ব কষাঘাত করিলেও (চাবুক মারিলেও) জানিতে পারে না, আর তাহার গ্রীবা স্তব্ধ হইয়া পড়ে, বামদিক বেশ নিশ্চল থাকে, কিন্তু ডানদিক কম্পমান হয়। এই রোগে অশ্বকে বিশেষ দুঃখিত বলিয়া বোধ হয়।

১৮। যে অশ্বের চক্ষুর্দ্বয় লালবর্ণ ও চক্ষুর গোলক (কালভাগ মণি) ফুলিয়া উঠে আর সেই অশ্ব বারম্বার স্খলিত হয় (অর্থাৎ চলিতে গেলে পা লাগিয়া পড়িয়া যায়), অশ্ব ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়, এই

অশ্বকে বৃহস্পতিগ্রহ পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই রোগগ্রস্ত অশ্ব বাঁচে না।

১৯। যে অশ্বের অগ্রশরীর কাঁপিতে থাকে, খাওয়া ও পান করার শক্তি কম হইয়া যায়, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, আর সেই অশ্ব গাত্রসকল প্রসারিত করিয়া শয়ন করে (অর্থাৎ পাথাল দেয়), ইহাতে সোমনামক গ্রহ আবিষ্ট হইয়াছে, জানিবে।

২০। যে অশ্বের চক্ষুর্দ্বয় লালবর্ণ, কণ্ঠ শোথ-যুক্ত, সর্ব্বশরীর কম্পমান্ এবং ফেণ ও তীব্র অঙ্গ-খেদের দ্বারায় পরিব্যাপ্ত ও শ্বাসপীড়িত হয়, ইহাকে সূর্য্যগ্রহ-কর্ত্তৃক গৃহীত বলিয়া জানিবে।

২১। দারুণ বরুণগ্রহ জলে বা জল-সমীপে প্রায়ই অশ্বে আবিষ্ট হয়, ইহা ছয় প্রকার। এই গ্রহ আবিষ্ট হইলে অশ্ব বলহীন হইয়া পড়ে।

২২। আর লোহিতাক্ষ প্রভৃতি গ্রহসকল, যজ্ঞভূমি, শ্মশান, গ্রামপ্রান্তের উচ্চ বৃক্ষতল, শূন্য-গৃহ বা দেবালয়সমীপে অশ্বসকলকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল নিদানের দ্বারা ও লক্ষণের দ্বারা গ্রহদোষ নির্দ্দেশ করা গেল। কিন্তু বায়ু, পিত্ত ও কফের লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির নির্ণয়

করিবে অর্থাৎ এই সকল রোগে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সেই লক্ষণ যে যে দোষ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা অবধানপূর্ব্বক অবগত হইয়া তদ্দোষের প্রতিকার করিবে, ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইতেছে।

২৩। গ্রহদোষে অশ্বদিগের মৃত্যু বা অবস্থান্তর ঘটিতেছে ইহা বুঝিবার বিশেষ উপায় এই যে, যদি এক রকমের রোগ বহু অশ্বকে আক্রমণ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহা সুদারুণ উপসর্গ, ইহা কোন না কোন গ্রহের আবেশ হেতু উদ্ভূত হইয়াছে। সকল প্রকার গ্রহদোষেই বিবিধ প্রকারের উপসর্গ হইবার সম্ভাবনা এ বিষয়ে গান্ধর্ব্বীবর্ত্তী মহাশান্তি, করা কর্ত্তব্য। অশ্বরক্ষার জন্য ঋক্ষনামক অগ্নির পূজা করিয়া তাহাতে ঘৃতসংযুক্ত চরুর হবন করিবে। পুরোহিত স্নান করিয়া পবিত্র হওতঃ দেবাদির ও গ্রহদিগের শাস্ত্রবিহিত পূজা করিয়া শান্তি করিবেন এবং বলি প্রদান করিবেন। সকল প্রকার গ্রহদোষেই শান্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেব, দ্বিজ, প্রব্রজিত (অভ্যাগত সন্ন্যাসী) গুরু, বৃদ্ধ, অতিথি প্রভৃতিকে বস্ত্র, গো, কাঞ্চন

প্রভৃতি দান ও উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। রাত্রিকালে অশ্বশালার সমীপে চতুর্দ্দিকে মৎস্য, মাংস পক্কান্ন, কৃশর (খিচরান্ন) ও পায়স প্রভৃতির দ্বারায় বলি দিবে এবং পরিশেষে তিনরাত্রি, পাঁচরাত্রি, বা সপ্তরাত্রি যাবৎ অশ্বশালায় নীরাজন (অর্থাৎ আরতি) করিবে। পরে অশ্বদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিবে।

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

(যে রোগে অশ্ব শুকাইয়া যায় অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়া পড়ে ইহার নাম শোষরোগ। বাতাদি-জনিত শোষরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।)

বায়ুজন্য শোষের লক্ষণ।

১। যে অশ্বের পেট ফাঁপিয়া থাকে, শুষ্ক শ্বাস হয়, অতিকষ্টে প্রস্রাব হয়, মল ফেনযুক্ত ও ভাঙ্গা, ভাঙ্গা হইয়া নির্গত হয়, অশ্ব দুর্ব্বল ও কাতর হইয়া পড়ে, বেশী খাইতে পারে না, ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, গায়ের লোমসকল, নানা রংএর হইয়া উঠে, ইহাকে বায়ুজন্য শোষরোগগ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পিত্তজন্য শোষরোগের লক্ষণ।

২। যে অশ্বের শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও দাহ-যুক্ত হয় এবং কেশসকল, ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়, আর অশ্ব কাসিতে থাকে, তাহার সে রোগকে পিত্ত-শোষ বলে।

কফজনিত শোষের লক্ষণ।

অশ্বদিগের কফজনিত শোষরোগে গায়ের লোম-সকল মাঝে মাঝে উঠিয়া যায় এবং কেহ কেহ বড় হয়, খাইবার শক্তি থাকে না, ক্রমশঃ বলহানি হয়, কাসে কাতরতা বাড়িতে থাকে, নিত্যই শরীর ঠাণ্ডা থাকে, নিদ্রা-তন্দ্রা দেখা যায়, গাত্রের স্থানে স্থানে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া দাগ পড়ে।

সন্নিপাতজন্য শোষের লক্ষণ।

এই শোষরোগে বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য (এই তিন দোষের মিলিত) লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, তাহাকে সন্নিপাতজন্য শোষরোগ বলা যায়, ইহা অতি কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য।

শোষরোগের বিশেষ লক্ষণ।

সকল শোষরোগেই অশ্বদিগের শরীর অতিশয় দুর্গন্ধ হইবে, আর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। তাহাদের এক একটী অঙ্গ ক্রমশঃ বলহীন হইয়া পড়িবে।

ইহাদের চিকিৎসা।

মুনিগণ বাতাদিজনিত শোষরোগের যেরূপ

চিকিৎসা বলিয়াছেন, সম্প্রতি যথাক্রমে তাহা বলা হইতেছে।

বায়ুজন্য শোষরোগের চিকিৎসা।

১। বেল, শ্যোণা, পারুল, গণিয়ারী, গাম্ভারী, এই সকল বৃক্ষের মূলের ছাল /৪ চারিসের, জল ৸২ বত্রিশসের পাক করিয়া /৮ আটসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

বেল, শ্যোণা, পারুল, গণিয়ারী, গাম্ভারী এই পঞ্চ বৃক্ষের মূলের ছাল ৵০ আধপোয়া ষোলসের জলে পাক করিয়া /৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। (টীকার অনুসারে অনুবাদ) পরে ঐ পাক করা জল দ্বারা মাংসের যুষ প্রস্তুত-করতঃ শালি-তণ্ডুলের অন্ন, ॥০ আধসের তৈল ও একপল অর্থাৎ ৵০ পোয়া সৈন্ধবলবণসহ খাইতে দিবে। যুক্তিপূর্ব্বক এইরূপ ভোজনের দ্বারা বল-বৃদ্ধি করিবে। বল ও অগ্নিরবল বৃদ্ধি পাইলে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক প্রসারণ্যাদি তৈল প্রয়োগের দ্বারা আস্থাপন (গুহ্যদ্বারে পিচকারী) দিবে।

বায়ুজন্য শোষরোগে পীড়িত অশ্বকে কখন কখন ভাল হইতে দেখা যায় অপর কোন কোনটী

ভাল হয় না। অতএব বিদ্বান্ চিকিৎসক এই প্রকার যুক্তিপূর্ণ চিকিৎসা ও অবধানপূর্ব্বক সম্যক্-রূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন।

পিত্তজন্য শোষরোগের চিকিৎসা।

কুশমূল, কাল আখের মূল, শালি-ধান্যের (হৈমন্তিক ধান্য), মূল নল, খাগড়া ও (কাশের মূল), ইহাদের মিলিত ওজন ৵০ পোয়া ষোলসের জলে মৃদু অগ্নি দ্বারায় পাক করিয়া চারিসের থাকিতে নাগাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই জল দ্বারা মাংসের যূষ প্রস্তুতকরতঃ তুঁষরহিত যবের ভাত ৪ চারিপল (আধসের) ঘৃতসহ খাইতে দিবে।

কফজন্য শোষরোগের চিকিৎসা।

বাসকছাল ও নিমছাল, প্রত্যেকে এক এক ছটাক, ষোলসের জলে পাক করিয়া ৪ চারিসের থাকিতে নাগাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে সেই পাক করা জল দ্বারা জাঙ্গল পশু-পক্ষীর মাংসের যূষ প্রস্তুত করিবে। এই যূষসহ সিদ্ধ কুলত্থকলাই, মধু, তিলতৈল, শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচসহ খাইতে দিবে। কফজন্য শোষপীড়িত অশ্বের অগ্নিবল পরীক্ষিত করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ফলতঃ ক্ষীণ অশ্ব প্রভৃত মাংসরসযুক্ত কুলত্থ-কলাই সেবনে অজীর্ণরোগগ্রস্ত না হয় ইহা বিবেচনা করিবে।

সন্নিপাতজন্য শোষরোগের চিকিৎসা।

সন্নিপাতজনিত শোষরোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ-জনিত শোষরোগে মিলিত চিকিৎসা করিবে।

শাস্ত্রজ্ঞানী অশ্বচিকিৎসকগণ সকল প্রকার শোষরোগে অশ্বকে শবদগ্ধ চিতাগ্নির ধূম দ্বারা ধূপ দিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। জোঁকের রক্তে অথবা জোঁক পেষণ করিয়া অশ্বের চক্ষুতে অঞ্জন দেওয়ারও উপদেশ পাওয়া যায়।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বাতবলাসক রোগ।

প্রকুপিত কফ ও বায়ু অশ্বদিগের উরুসন্ধির নিম্নভাগ এবং অন্যান্য সন্ধিস্থল, আশ্রয় করিয়া শোথ ও বেদনা জন্মায়, শোথের স্থান মৃদু অর্থাৎ কঠিন হয় না, এই রোগের নাম বাত-বলাসক। এই রোগ হইলে, অশ্ব খোঁড়াইতে থাকে, তাহার পর্ব্বস্থান (গাঁইট্ বা সন্ধিস্থল) স্তব্ধ হইয়া যায় (অর্থাৎ নাড়াচাড়া করিতে পারে না)

ইহার চিকিৎসা।

১। স্থুরায় অর্থাৎ উরুসন্ধির নিম্ন স্থলে যে শিরা আছে, সেই শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে এবং পঞ্চ-লবণের সহিত বসা (চর্ব্বি), তিলতৈল বা ঘৃত পান করিতে দিবে। ' কাহারও কাহারও মতে যে স্থলে, রক্ত-মোক্ষণের জন্য শস্ত্র পাত করা হইবে সেই স্থলে চর্ব্বি, তিলতৈল বা ঘৃত, পঞ্চলবণসহ (সৈন্ধব, কড়কচ, ক্ষারলবণ, শাম্ভরীলবণ, বিটলবণ)

মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে হইবে। প্রত্যহ তৈল বা ঘৃতের দ্বারা শোষ-স্থান, মর্দ্দন করিবে এবং শঙ্খ বা কপাল, (অর্থাৎ মাটের খাপরা) গরম করিয়া স্বেদ দিবে। পান করিবার জন্য তৈলমিশ্রিত জল ও খাইবার জন্য দুর্ব্বাঘাস ব্যবস্থা করিবে।

২। বেল, শ্যোণা, পারুল, গামর, গণিয়ারী, এই সকল বৃক্ষের মূলের ছাল, প্রত্যেকে ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া, ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ষোলসের দুগ্ধ মিশ্রিতকরতঃ আধ পোয়া পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া বস্তি দিবে (গুহ্যদ্বারে পিচকারী) দিবে।

৩। তেউড়ী-মূলের ক্বাথে ও কল্কে পাক করা তৈলের দ্বারা অনুবাসন দিবে, (পিচকারী দিবে) এই সকল চিকিৎসার দ্বারা যদি রোগের উপশম না হয়, তাহা হইলে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে।

ষষ্টিতম অধ্যায়

ব্যাপৎ লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা।

যদ্যপি অশ্ব ভোজ্যদ্রব্যের সহিত অধিক পরিমাণে লবণ ভক্ষণ করে অথবা কেবলই লবণ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার বড়ই বিপদ উপস্থিত হয়, এই লবণ-ভক্ষণজনিত বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অশ্ব ঘর্ম্মাক্ত হয় (ঘামিতে থাকে) এবং শ্বাসপীড়িত হয় (ধুঁকিতে থাকে)।

ইহার চিকিৎসা।

এই রোগে অশ্বকে জলে অবগাহন করাইবে, চিনির সরবৎ খাইতে দিবে এবং তাহার গাত্রে কর্দ্দম লেপন করাইয়া দিবে। ইহাতে রোগের উপশম না হইলে গুহ্য-দ্বারে দুধের পিচকারী দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

২। অথবা (অলম্বুষ) লজ্জাবতীলতা বা মুড়মুড়ী ৵৹ পোয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া

একসের তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিতকরতঃ পান করিতে দিবে।

৩। কিংবা হরীতকী, কুড়, একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তিল-তৈলের সহিত খাইতে দিবে।

অধিক ধান্য ভোজনজনিত রোগ।

যদি অশ্ব বহু পরিমাণে ধান খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে, তাহার যে বিপদ উপস্থিত হয় তাহা বলা হইতেছে।

ধান খাইলে অশ্বের শূলরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অশ্ব অতিশয় কাতর হয়।

ইহার চিকিৎসা।

সৌভিক্ষবর্ত্তী শূলরোগে যে চিকিৎসা বলা হইয়াছে সেই চিকিৎসা করিবে। ইহাতে যদি অশ্ব সুখী না হয়, তাহা হইলে তাহার উদরে দাহ করিবে অর্থাৎ দাগ দিবে।

অধিক সুরাপানজনিত রোগ।

অশ্ব অধিক মাত্রায় সুরাপান করিলে, সুরাপান-জনিত ব্যাধি উপস্থিত হয়।

ইহার চিকিৎসা।

লবণ, খাইলে, যে চিকিৎসা বলা হইয়াছে, ইহাতেও সেই চিকিৎসা করিবে।

দুগ্ধ-ব্যাপদ্।

যদি অশ্ব অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার খাইবার ও পান করিবার শক্তি কম হইয়া যায়, বেদনায় ছটফট্ করে, ঝুমিতে থাকে, মাথানীচু করিয়া ঢুলিতে থাকে।

ইহার চিকিৎসা।

পিপুল, গজপিপ্পলী, চৈ, আতইচ, ও শুঁঠ ইহাদের মিলিত ওজন ৶৹ পোয়া এই সকল চূর্ণ করিয়া /৮ আটসের মদের সহিত খাইতে দিবে।

———

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বিষরোগ—বিষের লক্ষণ।

স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ দুই প্রকার হয়। যাহা প্রাণী হইতে সম্ভূত হয় তাহা জঙ্গম, আর যাহা মূল প্রস্তর প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয় তাহার নাম স্থাবর বিষ।

সর্পদষ্ট অশ্বের লক্ষণ

(সাপে কামড়ানর লক্ষণ)

১। অশ্বকে সাপে কামড়াইলে অশ্বের ঘাম হইতে থাকে, রোমাঞ্চ, অরুচি, গাত্রের অবসাদ, কাতরতা ও মল-মূত্র, বিভিন্ন প্রকারের (অন্য রং-এর) হয়। লালাস্রাব হইতে থাকে।

২। ' স্থাবর বিষেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে কিন্তু দংশনের 'কোন চিহ্ন থাকে না। সাপে কামড়াইলে দংশন-স্থানের একটি চিহ্ন থাকে। তবে যে স্থলে স্থাবর বিষ সংযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ (লাগিয়াছে) কেবল সেই স্থান ফুলিয়া উঠে।

কীটাদির বিষ লাগিলে অশ্বদিগের লালাস্রাব হইতে থাকে।

ইহার চিকিৎসা।

৩। অশ্বদিগের জীবনরক্ষাবিষয়ে বিচক্ষণ বৈদ্য অগ্রেই অশ্বকে ঘৃত পান করাইবেন, পরে দংশন স্থান চাঁছিয়া ফেলিবে এবং উদ্বর্ত্তন (বিষঘ্ন দ্রব্যের চূর্ণের দ্বারা) ঘর্ষণ করিবে। কাঁটানটের মুল, অথবা বেল, ও কয়েদবেল, ইহাদের মূল, গেব্য ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া সর্পদষ্ট অশ্বকে পান করাইবে।

যে স্থানে সর্প-দংশন করিয়াছে সেই স্থান কাপড় দিয়া জোর করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে, সেই স্থানের নিকটবর্ত্তিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে এই রকম করিয়া পরে নিম্নলিখিত দ্রব্যসকলের চূর্ণ দ্বারা শীঘ্রই ঘা-মুখ ঘর্ষণ করিবে।

বিষঘ্ন দ্রব্য।

শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণ এই সকল দ্রব্যকে বিষঘ্ন বলিয়াছেন—

কুড়, জীরা, দন্তীমুল, মনঃশিলা, (কাহারও মতে

পিপুল), ভাদালমুথা, (নাগরমুথা) কট্‌ফল, ইন্দ্রযব, ঝুল (রান্নাঘরের ধোঁয়ার যে কালী পড়িয়া থাকে) হাপরমালী, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, পিপুল, যবক্ষার, শুল্‌ফ, বচ, মুথা, হরিদ্রা, চৈ, আকনাদি-মূল, মরিচ, ঝুল, এই সকল দ্রব্য, অভাবে যাহা যাহা পাওয়া যায় চূর্ণকরতঃ দংশন-স্থানের উপরে ঘর্ষণ করিবে অথবা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া দংশন-স্থানে প্রলেপ দিবে ।

অপর প্রকার চিকিৎসা।

রক্তচন্দন, অগুরুকাষ্ঠ, কুড়, লোধছাল, বামন-হাটী, প্রিয়ঙ্গু, কেলেথোঁড়া (কেলেকাঁকড়া) শিরীষ, (কাঁটা শিরীষ) দন্তিমুল, এই সকল বাঁটিয়া দংশন-স্থানে প্রলেপ দিবে ইহাতে বিষ নষ্ট হইবে। সর্পবিষে জর্জ্জরিত অশ্বের দংশন-স্থান, তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া দিবে ও বিষনাশক মন্ত্রের দ্বারা বিষ নাশ করিবে (ঝাড়িবে)।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

অপস্মার রোগ।

অপস্মারের লক্ষণ।

যে রোগে অশ্ব অকস্মাৎ ভূমে পতিত হয়, পতিত হইয়াই চেতনাশূন্য হইয়া পড়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে সুস্থ হয় ও উত্থিত হয়, অশ্বের এই রোগকে অপস্মার বলে।

ইহার চিকিৎসা।

অশ্বদিগের উন্মাদরোগে যে সকল চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে বিচক্ষণ বৈদ্য অপস্মার রোগেও সেই সেই চিকিৎসা করিবেন। আর অশ্বকে পুরাতন ঘৃত পান করাইবেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

(ফড়িঙ্গ খাইয়া অশ্বদিগের যে রোগ হয় তাহার নাম, লক্ষণ ও চিকিৎসা।)

ষট্‌পদী ফড়িঙ্গ্‌ ভক্ষণের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

কয়েকজাতীয় ফড়িঙ্গ্‌ আছে, যাহাদের ভক্ষণে অশ্বদিগের রোগ জন্মায়, তন্মধ্যে অল্প পাংশুটে বর্ণ, হরিদ্রা বর্ণ, ও গাছের পাতার বর্ণ, এই তিন জাতীয় ফড়িঙ্গের কথা বলা হইতেছে। যে ফড়িঙ্গের ছয়টী পা থাকে, পেটমোটা ও মাথাটী ছোট হয়, মুখখানিও খুব ছোট ইহার নাম ষট্‌পদী। ভাষায় ইহাকে গোদাফড়িঙ্গ্‌ বলে। অশ্বদিগের ন্যায় গরু-দিগেরও এই ফড়িঙ্গ্‌ খাইয়া রোগ হয়। ইহা গো-চিকিৎসকদিগের মুখে শুনা গিয়াছে।

আর একজাতীয় ফড়িঙ্গ্‌ আছে, তাহার নাম অঞ্জলিকারিকা। এই ফড়িঙ্গের স্বভাব এই যে, আগেকার দুইটী পা হাতের মত তুলিয়া হাতের আগা দুইটী একত্র করিয়া অঞ্জলি বন্ধনের (আঁজলা

বাঁধা) মত করে, এইজন্য ইহার নাম অঞ্জলি-কারিকা। এই ফড়িঙ্গেরও ছয়টী পা থাকে। রং হরিদ্রার ন্যায়। অপর একবিধ ফড়িঙ্গ আছে যাহার নাম গঙ্গা পতঙ্গ। ভাষায় ইহাকে গঙ্গা-ফড়িঙ্গ্ বলে। ইহাদের বর্ণ গাছের পাতার মত।

ইহা সচরাচর দেখা যায় না। এই সকল ফড়িঙ্গ ঘাসের সহিত উদরস্থ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ-সকল প্রকাশ করে। ইহা অতি ভয়ানক।

ইহাদের লক্ষণ।

এই তিন জাতীয় ফড়িঙ্গ্ অশ্বদিগের উদরস্থ হইলে মুখ শুকাইয়া যায়, শরীরও শুষ্ক হইতে থাকে, পা ঘুরিতে থাকে, অশ্ব মূর্চ্ছিত হয় এবং শ্বাস টানিতে থাকে (হাঁপায়)।

ইহার চিকিৎসা।

এই রোগে অশ্বকে গাভী-ঘৃত পান করাইতে হইবে। ঘৃতের পরিমাণ ১॥০ সের। গাত্রেও গাভীঘৃত মাখান প্রশস্ত। আর সর্পদংশন-চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ বলা হইয়াছে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাও প্রয়োগ করা উচিত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয়। অর্থাৎ অশ্বদিগের কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সাধ্য কি অসাধ্য বোঝা যায়, এই অধ্যায়ে তাহার বিষয় বলা হইতেছে।

অনন্তর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ বলা যাইতেছে।

সাধ্য দুই প্রকার হয়—এক সুখ-সাধ্য অপর কষ্ট-সাধ্য।

অসাধ্যও দুই প্রকার—একপ্রকার যাপ্য অপর প্রত্যাখ্যেয় (অর্থাৎ অচিকিৎস্য, ত্যাজ্য)।

১। যে অশ্বের এক প্রকার রোগ উপশমিত হইতেছে কিন্তু অন্যবিধ প্রকুপিত হইতেছে আবার তাহা ভাল হইয়া অপর একটী রোগ আসিয়া জুটিতেছে এই অশ্ব ভাল হইবে না। ইহার চিকিৎসা করিবে না।

২। ব্যাধিযুক্ত কোনও অশ্ব চিকিৎসা করিতে করিতে যদি নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করে অর্থাৎ দুষ্ট অশ্ব যদি শান্ত-শিষ্ট হয় অথবা ঠাণ্ডা মেজাজের

ঘোড়া দুষ্ট হইয়া পড়ে তবে বোঝা যাইবে যে প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব ত্যাগ করায় এই অশ্ব দুশ্চিকিৎস্য হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ইহাকে "শীল-ব্যত্যয়" অর্থাৎ স্বভাবের ব্যতিক্রম নামে অরিষ্ট বলিয়া থাকে। ইহা মৃত্যুর নিশ্চিত লক্ষণ।

৩। কোন কোন সময় সুচিকিৎসার অভাবে ও পথ্য প্রভৃতির ব্যতিক্রমে সাধ্যরোগও অসাধ্য হইয়া উঠে।

অপর কোন কোন সময় কষ্টসাধ্য রোগও যাপ্য হয়।

যাপ্য শব্দের অর্থ এই, যে রোগ যথাবিধি চিকিৎসিত হইতে থাকিলে কম হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে। কিন্তু কুপথ্য পাইলে এবং চিকিৎসা বন্ধ করিলে পুনর্ব্বার বাহির হইয়া পড়ে সেই রোগের নাম যাপ্য।

অসাধ্যের লক্ষণ।

৪। যে অশ্ব চিকিৎসা করিলেও আরোগ্য লাভ করিতে পারে না ক্রমশঃ শুকাইয়া যায় ও

কোন প্রকার গন্ধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না অথবা যে অশ্বের গায়ের গন্ধ লোপ পাইয়া থাকে সে ভাল হয় না।

৫। সাতদিন ধরিয়া যথাবিধি চিকিৎসা করিলেও যে অশ্বের রোগ আরোগ্য হয় না, কিছুই বিশেষ দেখা যায় না, তাহার আর চিকিৎসা করিবে না। যে অশ্বের অগ্নিবল থাকে অর্থাৎ খাইলে পরিপাক হয় তাহারই চিকিৎসা করিবে। আর যাহার কিছুমাত্র আহার পরিপাক করিবার শক্তি নাই সে অশ্বের চিকিৎসা করিবে না।

৬। যে অশ্ব নিশ্চেষ্ট ও অনিমেষ নয়নে অবস্থান করে (গায়ে হাত দিলেও গা চালে না, চোখের পাতা নাড়ে না) এবং লেজের চুল ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করে না, চাবুক মারিলে কিম্বা কোন স্থান পোড়াইয়া দিলে কোনরূপ কষ্ট বোধ করে না, এক বর্ণ হইতে অপর বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এই অশ্ব আরোগ্য লাভ করিবে না।

যে অশ্বের শরীর ও জিহ্বা স্তব্ধ ও শ্লথ হইয়া পড়ে অর্থাৎ শরীরে হাত দিলে অসাড় মত বোধ হয় এবং মুখের মধ্যে কোন খাদ্য দিলেও জিহ্বা পরি-

চালিত করে না, আর যে অশ্ব না খাইয়াও বেশ পরিপুষ্ট থাকে অথবা বিশেষরূপ খাদ্যের ভোগেও যে অশ্ব অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া যায়, এই তিন প্রকার অশ্বই অচিরাৎ মৃত্যুমুখে ধাবিত হইবে। আর যে অশ্বের পূর্ব্বদিকের (সম্মুখের) বাম অঙ্গ হঠাৎ ফুলিয়া উঠে অথবা পেছন ধারের দক্ষিণ অঙ্গ হঠাৎ ফুলিয়া উঠে কিংবা কোন এক অঙ্গ খুব ভারী ও জ্বালায় অস্থির ও ফুলিয়া উঠে এবং যদি সেই অশ্বের গুহ্যদেশ, নাকের ও মুখের ভিরত ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, শ্বাস লইবার কালে কোনরূপ শারীরিক তাপ-লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই অশ্ব এই সংসারে আর থাকিবে না ইহা বোঝা যাইবে।

যে অশ্ব পেটবেদনা ও পেটকাঁপায় কাতর হইয়া অনিমেষনয়নে অবস্থান করে, চলিবার সময় বিশেষ কষ্ট অনুভব করে, দাঁড়াইয়া থাকিলে কাঁপিতে থাকে, আর তাহার হাঁপাইতে, হাঁপাইতে সমস্ত উদর বায়ুপূর্ণ হইয়া যায় ও লিঙ্গটি ফুলিয়া উঠে এই অশ্ব বাঁচে না।

আর যে অশ্বের গলার ভিতর শালুকের মত মাংস বৃদ্ধি পাইয়া গলদেশ ফুলিয়া উঠে, ফুলার

স্থান অতিশয় কঠিন হয়, মুখ ও নাক হইতে সাদা রঙ্গের গাঢ় ফেণার মত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে, এই অশ্ব কোনও মতে প্রাণ পাইবে না।

অথবা যে অশ্বের গলার মধ্যে শালুকের মত মাংস বৃদ্ধি পাইয়া গলা বন্ধ করিয়া ফেলে, ঘাড়ের শিরা আড়ষ্ট হইয়া যায়, নাক ও মুখ দিয়া নানা রঙ্গের গাঢ় ও অতিদুর্গন্ধিবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে, এতাদৃশ রোগগ্রস্ত অশ্ব প্রাণ পায় না।

যে অশ্বের কাসিতে কাসিতে ক্রমশঃ সমস্ত শরীর ক্ষীণ হইয়া যায় ইহা অসাধ্য। অর্থাৎ ক্ষয়কাস রোগে অশ্ব ক্ষীণ হইয়া পড়িলে সে আর বাঁচে না।

যে অশ্ব অতিসার রোগে পীড়িত হইয়া পরিণামে ফুলিয়া যায়, পশ্চাৎ দারুণ মূত্ররোগে পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকে এই অশ্ব বাঁচে না।

আর যে অশ্বের গুহ্যদেশ খুলিয়া যায় অর্থাৎ সংবৃত্ত হয় না আর তাহার বক্ষোদেশ শোভাবিহীন হইয়া পড়ে, এই অশ্ব বহু চিকিৎসাতেও প্রাণ পায় না।

যে অশ্বের সমস্ত শরীর খুব ভারী হয়, অশ্ব

নিজের শরীরকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকে, অশ্বের ঘাড় বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ ঘাড় সোজা করিতে পারে না ইহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিতে হইবে।

যে অশ্ব ঘায়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও যাহার পাছা দুইটী বিস্তীর্ণ হইয়া যায়, শ্বাস হইতে থাকে, অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, মূত্ররোধ অথবা অতিশয় প্রস্রাব হয়, এই দুই অশ্বের প্রাণান্ত নিশ্চয়।

আর যে অশ্বের বাহুদ্বয়ের অর্থাৎ অগ্রপদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান (যাহা বুকের সম্মুখ, গলদেশের নিম্নভাগের স্থান) বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে প্রাণ পায় না।

আর যে অশ্বের মণ্ডুকী স্থান, (খুরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ) ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহা হইতে প্রতিদিন পুঁয, রক্তস্রাব হইতে থাকে, কিংবা যে অশ্বের চারিটী খুরই বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া চলিবার সময় বিশেষ খেদ প্রাপ্ত হয়, এই সকল অশ্ব কোনও মতেই বাঁচে না। তথাপি অশ্ব যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন যথাশাস্ত্র চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক অবধানপূর্ব্বক প্রতিকার করিবেন। কারণ মোহনিবন্ধন সাধ্যব্যাধি অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, চিকিৎসাকালে ঔদাস্য না ঘটে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রে বহু উপদেশ আছে।

সাধ্যরোগের লক্ষণ।

যে অশ্ব বহুভোজন করিয়াও পরিপাক-শক্তির প্রভাবে সমস্তই জীর্ণ করিতে পারে, বহু পানীয় দ্রব্য পানে সমর্থ হয়, আর যাহার শরীরে লাবণ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে এতাদৃশ অশ্ব রোগমুক্ত, ইহা বুঝিতে হইবে।

আর যে অশ্ব ভূমিতে লুটাইতে থাকে, উত্থিত হইয়া গা কাঁপায় এবং ঘুড়ী দেখিয়া উত্তেজিত হয় এইরূপ অশ্ব রোগহীন, ইহা বুঝা যাইবে।

অপর যে অশ্বের চক্ষু হইতে দীপ্তি ফাটিয়া বাহির হইতেছে এইরূপ বোধ হয়, আর অতিশয় ঘর্ম্ম হইতে থাকে, শিরাসকল বাহির হইয়া পড়ে ও ভুক্ত দ্রব্য বমি হইয়া যায় এতাদৃশ অশ্ব কোনও মতে আরোগ্যলাভ করে না, ইহা অসাধ্য। পরি-

শেষে বলা যাইতেছে যে, যথাকালে চিকিৎসা না করিলে যথাবিহিত ঔষধ না দিলে অল্পশ্রমসাধ্য ব্যাধিও ক্রমে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে। অতএব চিকিৎসার কালবিলম্ব ও অনুপযুক্ত ঔষধ-প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অপরন্তু এক ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে না পাইতে অন্যবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বাতাদি প্রকৃতির লক্ষণ।

(কোন্ অশ্ব কোন্ প্রকৃতি, এই অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইতেছে)।

বাতপ্রকৃতি অশ্বের লক্ষণ।

যে অশ্ব ধূমের ন্যায় ধূসরবর্ণ, কৃশ (খিড়খিড়ে) ও রুক্ষ (মসৃণ নহে) সর্ব্বশরীরে শিরাব্যাপ্ত, অতিশয় বেগবান্, আর যাহার জিহ্বা উল্‌টানমত এই অশ্ব বাতপ্রকৃতি।

পিত্তপ্রকৃতি অশ্বের লক্ষণ।

যে অশ্ব কৃশ (খিড়খিড়ে) ও খুব তেজী, এবং বহুভোজন করিতে সমর্থ, প্রতিনিয়ত ঠাণ্ডায় থাকিতে ভালবাসে ও যাহার গাত্রের রং হল্‌দে এবং চাম্‌ড়া অতিশয় পাতলা, এই জাতীয় অশ্ব পিত্তপ্রকৃতি। ইহাদের সর্ব্বদাই ঘাম হয় অর্থাৎ পরিশ্রম না করিলেও ইহাদিগকে ঘামিতে দেখা যায়।

কফপ্রকৃতি অশ্বের লক্ষণ।

কফপ্রকৃতি অশ্ব ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগ ধারণ করিতে পারে। আর তাহাদের শরীর সুসংহত অর্থাৎ জমাটভাবে প্রস্তুত।

বাতপিত্তপ্রকৃতি, কফপিত্তপ্রকৃতি ও কফবাত প্রকৃতি এই তিন প্রকৃতিভেদেও তিন জাতীয় অশ্ব আছে। তাহাদের লক্ষণ দুই দুই প্রকৃতির মিশ্র-লক্ষণই তাহাদের লক্ষণ, অর্থাৎ বাতপ্রকৃতি অশ্বের কতিপয় লক্ষণ এবং পিত্তপ্রকৃতি অশ্বের কতিপয় লক্ষণ দেখা গেলে তাহাকে বাতপিত্ত-প্রকৃতি অশ্ব বলিয়া বুঝা যাইবে। এইরূপ অপর দুই প্রকৃতিরও লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

এই প্রকৃতি-জ্ঞানের ফল এই যে, যে অশ্ব যে প্রকৃতির সেই অশ্বের সেই দোষজনিত রোগ অসাধ্য ইহা বুঝিতে হইবে।

এই সকল বিচার করিয়া চিকিৎসক যথাশাস্ত্র যথাদোষের প্রতিকার করিবেন। বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম এবং দুষ্ট দোষের কার্য্য ও ধর্ম্ম সম্যক্ অবগত হইয়া চিকিৎসা করিলে প্রায় বিফল হয় না।

ষষ্ঠষষ্টিতম অধ্যায়।

---*---

রসোন-কল্প।

এই অধ্যায়ে অশ্বদিগের মোটা হইবার জন্য রসুন দ্বারা প্রস্তুত ঔষধের প্রয়োগ ও তাহার অবচারণা প্রকার লিখিত হইতেছে।

সম্প্রতি শাস্ত্রমতে কল্পনা করিয়া রসুনের প্রয়োগ বলা যাইতেছে।

রসুনের কোনও প্রকার ঔষধ বা খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে, ফাল্গুন মাসেই রসুন সংগ্রহ করিতে হয়। কারণ ফাল্গুন মাসেই রসুনে বেশ রস হয় এবং কার্য্যকারিতা-শক্তির সম্পূর্ণতা দেখা যায়।

এই রসুন সংগ্রহ করিয়া এইরূপ স্থানে রাখিতে হইবে যেখানে রাখিলে সেইগুলি নষ্ট না হয়।

অনন্তর তাহার মাত্রা প্রমাণ-অনুসারে প্রয়োগ বলা যাইতেছে।

উত্তম, মধ্যম, অধমভেদে অশ্ব তিন প্রকার হয়। সুতরাং মাত্রাও উত্তম অশ্বের উত্তম, মধ্যম অশ্বের মধ্যম, ও অধম অশ্বের অধম হইয়া থাকে। উত্তম অশ্বকে প্রথম দিবসে দুই পল অর্থাৎ কাঁচি* একপোয়া ওজনের রসুনের রস দেওয়া উচিত। পরে প্রত্যহ একপল অর্থাৎ কাঁচি অর্দ্ধপোয়া করিয়া মাত্রা বাড়াইতে হইবে।

যতদিন না বিশ পল অর্থাৎ কাঁচি আড়াইসের মাত্রা হয়, ততদিন খাওয়াইতে হইবে অর্থাৎ প্রথম দিন একপোয়া দিয়া পরে ১৮ দিন যাবৎ অর্দ্ধ-পোয়া অর্দ্ধপোয়া করিয়া বাড়াইয়া খাওয়াইলে আড়াইসের পর্য্যন্ত মাত্রায় খাওয়ান হইবে।

মধ্যম অশ্বের মাত্রাও এইরূপ ভাবে দিতে হইবে। কিন্তু বিশ পল অর্থাৎ আড়াইসের স্থানে ১৪ পল অর্থাৎ কাঁচি সাতপোয়া মাত্র দিতে হইবে। প্রথম দিনে একপোয়া পরে প্রত্যহ 'অর্দ্ধপোয়া অর্দ্ধপোয়া করিয়া মাত্রা' বাড়াইয়া সাতপোয়া পর্য্যন্ত মাত্রা যতদিন না হয় ততদিন খাওয়াইতে হইবে।

---

* কাঁচি ওজনে ৬৪ তোলায় সের হয়।

অধম অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় অশ্বকে প্রথম দিনে একপোয়া মাত্র রসুনের রস খাওয়াইতে হইবে। পরে প্রত্যহ অর্দ্ধপোয়া অর্দ্ধপোয়া মাত্রায় বর্দ্ধিত করিয়া একসের পর্য্যন্ত মাত্রায় খাওয়াইতে হইবে।

এই সকল অশ্বদিগের জন্য রসুনের রসের মাত্রা যাহা লিখিত হইল তাহা কমাইবার প্রণালী এইরূপ।

উত্তম অশ্বকে কুড়িপ অর্থাৎ কাঁচি আড়াইসের পর্য্যন্ত মাত্রায় রসুনের রস খাওয়ান হইলে তৎপর দিন অর্থাৎ বিংশ দিবসে একপল অর্থাৎ অর্দ্ধপোয়া কমাইয়া দিতে হইবে। পরে তৎপর দিন পুনঃ অর্দ্ধপোয়া কমাইতে হইবে।

এইরূপ ক্রমশঃ অর্দ্ধপোয়া অর্দ্ধপোয়া করিয়া কমাইতে হইবে। যতদিন না একপোয়া মাত্রা হয়।

মধ্যম ও অধম অশ্বের সম্বন্ধেও এইরূপ কমাই-বার প্রণালী বুঝিতে হইবে।

রসুনের রস খাইবার সময় তাহার সহিত রসুনের সমান ওজনের টাবালেবুর রস অথবা

মাংসের যূষ (কেহ কেহ বলেন মাষকলাইয়ের যূষ) কিংবা অন্য কোনও জাতীয় অম্লদ্রব্যের রস মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

যদ্যপি অতিতীক্ষ্ণ রসুনের রস পূর্ব্বোক্ত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিতে আশঙ্কা বোধ হয়, তাহা হইলে রসুন পেষণ করিয়া যব-চূর্ণের (যচূর্ণ) সহিত মিলিত করিয়া কিংবা মাংসের যূষের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ পূর্ব্বলিখিত মাত্রাবৃদ্ধি-অনুসারে সেবন করাইবে। চিকিৎসক মাত্রা-বৃদ্ধি-বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা অবলম্বন করিবেন। কারণ অনবধানে অশ্বের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা।

এক একদিন বাদ দিয়া মাত্রা-বৃদ্ধি করিবার বিষয়ও শাস্ত্রে কথিত আছে।

রসুনের প্রয়োগ হেমন্ত ও শীতকালে উত্তম।

বর্ষা ও বসন্তকালে মধ্যম। শরৎ ও গ্রীষ্ম-কালে প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ইহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

বর্ষাকালে পৃথিবী জলপূর্ণ হইলে ও অশ্বের বাতের পীড়া প্রকাশ পাইলে তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রসুনের রস প্রয়োগ করিবে।

পিত্ত প্রকৃতি অশ্বকে ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া রসুন প্রয়োগ করিবে।

আর কফপ্রকৃতি অশ্বকে রসুন প্রয়োগ করিতে হইলে সর্ষপতৈল ও শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ-চূর্ণ সহ ব্যবস্থা করিবে।

"প্রভাতে রসুনের রস প্রয়োগ করিবে"।

আর সন্ধ্যাকালে পেষণ করা রসুন প্রয়োগ করিবে। এই পিষ্ট রসুন পূর্ব্বলিখিত অনুসারে যবচূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে।

বাত নিবারণের জন্য প্রাতঃকালে রসুনের রস প্রয়োগ করিবে।

অনন্তর জলজাত ঘাস বা মধুরসবিশিষ্ট ঘাস খাইতে দিবে।

পান করিবার জন্য নির্ম্মল শীতল জল ব্যবস্থা করিবে এবং থাকিবার জন্য এরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিবে যেখানে সুখস্পর্শ বায়ুর চলাচল থাকে। পেষণ করা রসুন প্রয়োগেও এইরূপ বিধি জানিবে।

মহামনা অশ্ব-চিকিৎসকগণ এতাদৃশ রসুনের রসের ও পেষণ করা রসুনের প্রয়োগ অতীব গুণ-দায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তন্মধ্যে পেষণ করা রসুন প্রয়োগ করিলে বিপদের সম্ভাবনা কম, কিন্তু তাদৃশ ফলদায়ক নহে। রসুনের প্রয়োগ শেষ হইলে অশ্বকে শালি-তণ্ডুলের অভাবে ষাটিধান্যের চাউলের পায়স তৈয়ারি করিয়া খাইতে দিবে।

এই পায়সের সহিত দুগ্ধ ও চিনি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিবে। এই পায়স তিন দিন বা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত দিবে।

যে রসুন পুরাতন হইয়া গিয়াছে তাহা অশ্বকে দিবে না।

পূর্ব্বশাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে অশ্বকে রসুন প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাকে চৌদ্দ দিন যাবৎ বাহিত করিবে না। অর্থাৎ পরিশ্রম করিতে দিবে না। রসুন প্রয়োগে অশ্ব যতদিন না প্রকৃতিস্থ হয় ততদিন মধুররসবিশিষ্ট খাইবার জিনিষ দিবে ও ঠাণ্ডায় রাখিবে।

যদি রসুন-প্রয়োগে অশ্বের শরীর হইতে অনবরত ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে ও অশ্ব হাঁপাইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অশ্ব বিপদযুক্ত।

চিকিৎসক ইহার প্রতিকার জন্য পিত্তজ্বরের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবেন।

যে অশ্বের বাতে কোমর, অস্থি ও গাত্র বক্র হইয়া গিয়াছে এবং যে অশ্ব বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে রসুন খুব উপকারী।

বাতরোগগ্রস্ত অশ্বকে যথাবিধি এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত রসুন-প্রয়োগ করিবে। ইহাই অশ্বশাস্ত্রবিদ্ মুনিদিগের মত।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

গুগ্‌গুলু কল্প।

(অশ্বদিগের সম্বন্ধে গুগ্‌গুল-প্রয়োগ।)

যে গুগ্‌গুল বেশ চিক্কণ, সোনার মত বর্ণ কিংবা পাকা জামফলের মত, দেখিতে সুন্দর এবং পিচ্ছিল ও সুগন্ধি সেই গুগ্‌গুলই উত্তম। আর যে গুগ্‌গুল শুষ্ক, দুর্গন্ধ ও নানাবর্ণের তাহা ভাল নহে। ইহা পূরাতন। এইরূপ গুগ্‌গুলও অশ্বদিগকে খাইতে দিবে না।

পূর্ব্বশাস্ত্রকারগণ গুগ্‌গুল-প্রয়োগের দুইটী প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক প্রকার পানীয়ের মত ব্যবহার অপর ভোজনের সহিত।

("গুগ্‌গুল-প্রয়োগের কাল")

সূর্য্য উদয়ের চারিদণ্ড পরে পানীয়রূপে গুগ্‌গুল প্রয়োগ করিবে।

আর চারিদণ্ড বেলা থাকিতে (সন্ধ্যার পূর্ব্বে) ভোজনের সহিত গুগ্‌গুল-প্রয়োগ করিবে।

গুগ্‌গুল পান করাইয়া পশ্চাৎ গরুর দুগ্ধ পান করাইবে। অনন্তর অশ্বকে খাইতে দিবে। যে অশ্বকে বৈকালে ভোজনের সহিত গুগ্‌গুল দেওয়া হইবে তাহাকে আর অনুপান দিতে হইবে না।

যে অশ্বের বায়ু অধিক তাহাকে শালি তণ্ডুলের অন্নের সহিত অথবা মাংসের যুষের সহিত আর যাহার পিত্ত অধিক তাহাকে মধু ও ঘৃতমিশ্রিত মুগের সহিত এবং যাহার কফ অধিক তাহাকে নিমছাল, গুলুঞ্চলতা, বাসকমূল, পটলপাতা ও কণ্টকারী এই পঞ্চতিক্তের জলে সিদ্ধ করা মুগ বা কুত্তি-কলাইয়ের সহিত শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গুগ্‌গুল প্রয়োগ করিবে।

গুগ্‌গুল পান করিয়া অশ্বের ক্ষুধা হইলেও এক প্রহর বা দেড়প্রহর কাল ঘাস খাইতে দিবে না।

খাইবার জন্য দূর্ব্বাঘাস ও পানের জন্য গরম করা ঠাণ্ডাজল ব্যবস্থা করিবে।

যে অশ্বদিগের বাতরোগ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়াছে তাহাদিগকে গুগ্‌গুল সেবন করান উচিত। আর

মোটা হইবার জন্য সুস্থ অশ্বকেও গুগ্‌গুল দেওয়া হইয়া থাকে।

যে সকল অশ্বের বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন দোষ প্রকুপিত হইয়াছে, শরীরে রক্ত নাই, শরীরের স্থানে স্থানে ঘা, স্ফোট হইতেছে এবং যাহারা দুর্ব্বল ও খোঁড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে গুগ্‌গুল প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(গুগ্‌লের মাত্রা ও সেবনের-বিধি)।

প্রথম দিবসে শোধিত গুগ্‌গুলু আটতোলা দিবে। অনন্তর প্রতিদিন দুইতোলা করিয়া বাড়াইবে। এইরূপে বাড়াইতে বাড়াইতে চল্লিশ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করাইবে, ইহাই উত্তম অশ্বের মাত্রা।

মধ্যম শ্রেণীর অশ্বকে পূর্ব্বোক্তরূপে আটচল্লিশ তোলা পর্য্যন্ত এবং নিম্নশ্রেণীর অশ্বকে চব্বিশ-তোলা পর্য্যন্ত গুগ্‌গুলু-প্রয়োগ করিবে। কি পানীয়রূপে, কি ভোজনের সহিত ইহার অধিক মাত্রায় গুগ্‌গুলু কদাচ-প্রয়োগ করিবে না।

অশ্বদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে চল্লিশ তোলা পর্য্যন্ত গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিয়া দুইতোলা হিসাবে ক্রমশঃ কমাইয়া আনিবে।

ফলতঃ উত্তম অশ্বকে সমষ্টিতে ৮০ পল (অর্থাৎ কাঁচি ।০ দশ সের) পর্য্যন্ত গুগ্‌গুলু সেবন করান যাইবে।

মধ্যম শ্রেণীর অশ্বকে সমষ্টিতে ৬০ পল অর্থাৎ /৭॥০ সের ও অধম শ্রেণীর অশ্বকে ৪০ পল অর্থাৎ /৫ সের পর্য্যন্ত গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যে সকল অশ্বের ঘা, স্ফোট হইয়াছে এবং যাহারা খোঁড়া বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত তাহাদিগকে আমলা, হরিতকী ও বহেড়াক্কাথের সহিত সেবন করাইবে। আর যাহারা শোথরোগগ্রস্ত (ফুলিয়াছে) এবং যাহাদের অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত, তাহাদিগকে গোমূত্রের সহিত সেবন করাইবে।

যে সকল রোগে বায়ু ও পিত্ত অধিক প্রকুপিত হইয়াছে, অশ্বদিগের তাদৃশ রোগে গাভীর দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুলু সেবন করাইবে।

দুর্ব্বল অশ্বকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য মাংসের রসের সহিত গুগ্‌গুলু-প্রয়োগ করা বিধেয়।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

রসায়ন-কল্প।

(এই অধ্যায়ে অশ্বদিগের বিবিধ রোগঘ্ন ও পুষ্টিকর ঔষধের বিষয় বলা হইতেছে)।

উত্তম প্রকৃতির অশ্বকে শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ভাদ্র, আশ্বিন এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাতঃকালে গুলুঞ্চ লতার রস কাঁচি ওজনে দশ ছটাক দশতোলা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

ইহার দ্বারা অশ্বের শরীরের যাবতীয় রোগ দূরীভূত হইবে; বল, তেজ বৃদ্ধি পাইবে, শরীর পরিপুষ্ট হইবে।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত (দশ ছটাক পরিমাণ) গুলুঞ্চ লতা শিলায় পেষণ করিয়া আড়াইসের পরিমাণ গাভীর দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়াও খাওয়াইতে পারেন।

এইরূপ নিয়মে ও পূর্ব্বোক্ত ওজনে শতমূলীর-

মুল ও অশ্বগন্ধার মুল প্রয়োগ করা যায়। ইহাদের গুণও পূর্ব্ববৎ।

বিশেষতঃ শিমুলের মূল (আফুলা কচি শিমুলের মুল) অশ্বদিগের পরম রসায়ন।

অতএব উত্তম প্রকৃতির অশ্বকে কাঁচি ওজনের দশ ছটাক, মধ্যমশ্রেণীর অশ্বকে অর্দ্ধসের ও নিম্ন-শ্রেণীর অশ্বকে ছয় ছটাক সিমুল-মূল, পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে প্রয়োগ করিবে।

এই সকল রসায়ন ঔষধ কফ-প্রধান অশ্বকে কদাচ প্রয়োগ করিবে না।

ফলতঃ বাত-প্রধান বা পিত্ত-প্রধান অশ্বকে প্রয়োগ করিবে।

বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে অশ্বদিগকে আমৃলা ও হরিতকী (বীজ বাদ দিয়া) উত্তমরূপে শিলায় পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ইহার মাত্রা উত্তম প্রকৃতির অশ্বের দশ ছটাক, মধ্যম প্রকৃতির অশ্বের অর্দ্ধসের ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির অশ্বের ছয় ছটাক মাত্র।

ইহার দ্বারা মল পরিষ্কার হইয়া শরীর লঘু (হাল্কা) হইবে।

রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে অশ্বদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া উচিত।

অতএব পূর্ব্বোক্ত আমলা ও হরিতকীর ঔষধটি প্রথমে প্রয়োগ করিয়া মল পরিষ্কার হইলেই রসায়ন প্রয়োগ করিবে। বস্তুতঃ মলপূর্ণ উদরে কোন ঔষধই কার্য্যকারী হয় না।

উত্তম প্রকৃতির অশ্বকে পাঁচ পল অর্থাৎ কাঁচি ওজনের দশ ছটাক, দশ ছটাক হরিতকীচূর্ণ, গো-মূত্র ও তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন সপ্তাহ যাবৎ নিত্য প্রয়োগ করিবে।

এই ঔষধে বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হইয়া অশ্ব-দিগের যে সকল রোগের সূচনা করে, তাহা দূরী-ভূত হইবে। যদ্যপি শাস্ত্রে গোমূত্র ও তৈলের পরিমাণের বিশেষ উল্লেখ নাই, তথাপি অন্যত্র পরিভাষায় লিখিত বিধিঅনুসারে তৈল দশতোলা ও গোমূত্র আড়াইসের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সচললবণ, মুলতানী হিং, কুড়, বিটলবণ ডালিমের রোয়া, বচ্ (কাহারও মতে পিপুলমূল) মেথি, এই সকল দ্রব্য সমান ওজনে গ্রহণ করিয়া একত্রে পেষণ করিবে। পেষণ করিতে করিতে

পিশুর ন্যায় (ডেল্লার মত) হইলে তাহা অর্দ্ধ-পোয়া মাত্রায় প্রত্যহ অশ্বকে সেবন করাইবে।

ইহা দ্বারা অশ্বদিগের রক্ত, পিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাস, নাসিকার রোগ, বিদ্রধি (পেটের ভিতর ফোড়া হওয়া) ক্ষয়রোগ (যে রোগে অশ্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়) অবশ্যই নষ্ট হয়।

মহাত্মা শালিহোত্র মুনি যে অশ্বশাস্ত্র বিস্তার-রূপে প্রণয়ন করেন, মহামতি জয়দত্ত তাহা হইতে, অব্যর্থ, অনায়াসলভ্য ঔষধ ও মুষ্টিযোগরূপ সার-ভাগ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের পঠন, পাঠন ও অনুশীলনে অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণেরও অল্প আয়াসে অশ্ব-চিকিৎসায় বোধ জন্মিবে, এইরূপ আশা করা যায়।

মহাসামন্ত জয়দত্তকৃত অশ্ববৈদ্যকশাস্ত্র

সম্পূর্ণ।